তাবি'ঈদের জীবনকথা [দ্বিতীয় খণ্ড]
'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ)
ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

তাবি'ঈদের জীবনকথা [২য় খণ্ড]

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ)

ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

প্রকাশক
ড. মোহাম্মদ শফিউল আলম ভূঁইয়া
ভারপ্রাপ্ত পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬২৭০৮৬, Fax : ০২-৯৬৬০৬৪৭
সেল্‌স এন্ড সার্কুলেশান :
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২৭০৮৭, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
Web : www.bicdhaka.com ই-মেইল : info@bicdhaka.com

ISBN : 984-842-014-2 set

প্রথম প্রকাশ : জুন ২০০৬

দ্বিতীয় প্রকাশ : জুমাদাল আখিরাহ ১৪৩৫
বৈশাখ ১৪২১
এপ্রিল ২০১৪

মুদ্রণে

আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

বিনিময় মূল্য : দুইশত পঞ্চাশ টাকা

Tabieeder Jiban Katha (Vol. II) : Umar Ibn Abdil Aziz
Written by Dr Muhammad Abdul Mabud and Published by Dr. Mohammad Shafiul Alam Bhuiyan Acting Director Bangladesh Islamic Centre 230 New Elephant Road Dhaka-1205 Sales and Circulation Katabon Masjid Campus Dhaka-1000 1st Edition June 2006 2nd Edition April 2014 Price Taka 250.00 only.

সূচীপত্র

‘উমার ইবন ‘আবদিল ‘আযীয (রহ) পর্যন্ত
খিলাফতের পরম্পরা

১. আবূ বাক্‌র (রা)
(হি. ১১-১৩ / খ্রী. ৬৩২-৬৩৪)
↓
২. ‘উমার ইবন আল-খাত্তাব (রা)
(হি. ১৩-২৩ / খ্রী. ৬৩৪-৬৪৪)
↓
৩. ‘উছমান ইবন ‘আফ্‌ফান (রা)
(হি. ২৩-৩৫ / খ্রী. ৬৪৪-৬৫৬)
↓
৪. ‘আলী ইবন আবী তালিব (রা)
(হি. ৩৫-৪০ / খ্রী. ৬৫৬-৬৬১)
↓
৫. মু‘আবিয়া ইবন আবী সুফইয়ান (রা)
(হি. ৪০-৬০ / খ্রী. ৬৬১-৬৮০)
↓
৬. ইয়াযীদ ইবন মু‘আবিয়া (রা)
(হি. ৬০-৬৩ / খ্রী. ৬৮০-৬৮৪)
↓
৭. দ্বিতীয় মু‘আবিয়া
(হি. ৬৩ / খ্রী. ৬৮৪)
↓
৮. মারওয়ান ইবন আল-হাকাম
(হি. ৬৪-৬৫ / খ্রী. ৬৮৪-৬৮৫)
↓
৯. ‘আবদুল মালিক ইবন মারওয়ান
(হি. ৬৫-৮৬ / খ্রী. ৬৮৫-৭০৫)
↓
১০. আল-ওয়ালীদ ইবন ‘আবদিল মালিক
(হি. ৮৬-৯৬ / খ্রী. ৭০৫-৭১৫)
↓
১১. সুলায়মান ইবন ‘আবদিল মালিক
(হি. ৯৬-৯৯ / খ্রী. ৭১৫-৭১৭)
↓
১২. ‘উমার ইবন ‘আবদিল ‘আযীয (রহ)
(হি. ৯৯-১০১ / খ্রী. ৭১৭-৭২০)

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

এ পৃথিবীতে যে সকল মানুষ কোন বিপ্লব ঘটিয়েছেন তাদের উজ্জ্বলতম কর্মকাণ্ড শুধু এটাই বিবেচনা করা হয় যে, তাঁরা পৃথিবীকে আরো কতটা এগিয়ে দিয়েছেন। এ কারণে যখন আমরা মুসলিম শাসকদের ইতিহাস পাঠ করি তখন তাঁদের মহৎ কার্যাবলীর মধ্যে আমাদের দৃষ্টি কেবল সেদিকেই নিবদ্ধ থাকে যে, তাঁর পূর্বে পৃথিবীর অবস্থান কোন কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল এবং তিনি তা কোন কেন্দ্র পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন।

তবে এক্ষেত্রে মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গি পৃথিবীর অন্যসব জাতি-গোষ্ঠী থেকে ভিন্ন। তাদের দৃষ্টিতে ইসলামের আলোকময় যুগ কেবল সেটাই যা হযরত রাসূলে কারীমের (সা) আবির্ভাব থেকে শুরু হয়েছে এবং খিলাফতে রাশেদায় পৌঁছে শেষ হয়েছে। এ কারণে তারা মনে করে মুসলিম খলীফাদের গৌরবময় কর্মকাণ্ড এ নয় যে তাঁরা পৃথিবীকে এ জ্যোতির্ময় বিন্দু থেকে কিছুটা সামনের দিকে নিয়ে যাবে। বরং তাঁদের প্রকৃত মর্যাদা এতেই যে, তারা যুগকে এতটুকু পরিমাণ পিছনে নিয়ে যাবেন যাতে তা সাহাবায়ে কিরামের যুগের সাথে যুক্ত হয়।

খিলাফতে রাশেদার পর বানূ উমাইয়্যার শাসনকাল শুরু হয়। এদের মধ্যে অনেক খ্যাতিমান শাসক ছিলেন। 'আবদুল মালিক একুশ বছর শাসন করেন এবং উমাইয়্যা খান্দানের শাসনকে মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড় করান। আল-ওয়ালীদ এত বেশী দেশ জয় করেন এবং এত বেশী দৃষ্টিনন্দন ভবন নির্মাণ করেন যে, গোটা ইসলামী দুনিয়া যেন রঙ্গশালায় পরিণত হয়। কিন্তু তাঁদের মধ্যে কেবল 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) এমন এক ব্যক্তি যিনি যুগের লাগাম টেনে ধরে সাহাবায়ে কিরামের (রা) যুগের সাথে মিলিয়ে দেন। এ কারণে ইসলামী পণ্ডিত-মনীষীগণ তাঁকে ইসলামের একজন মুজাদ্দিদ (সংস্কারক) গণ্য করেছেন এবং তাঁর জীবনী, মাহাত্ম্য ও মর্যাদা বর্ণনা করে গ্রন্থ রচনা করেছেন।

একবার আব্বাসীয় খলীফা মামূন আর-রাশীদের সামনে আমীরুল মু'মিনীন 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের প্রসঙ্গ ওঠে। তিনি অত্যন্ত আনন্দের সাথে বলে ওঠেন, এই একটি মাত্র ব্যক্তির কারণে বানূ উমাইয়্যারা আমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। খলীফা মামূন একটি অতি সত্য কথা অকপটে স্বীকার করেছেন। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের কারণে বানূ উমাইয়্যা তাদের প্রতিপক্ষ আব্বাসীয়দেরকে ডিঙ্গিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব কেবল বানূ উমাইয়্যারা লাভ করেনি, বরং সমগ্র মুসলিম উম্মাহ এর অংশীদার হয়েছে। আর এ কারণে ঐতিহাসিকগণ যখনই খুলাফায়ে

রাশেদীনের আলোচনা করেন তখন অবশ্যই 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের নামটি উচ্চারণ করেন। তারা তাঁর শাসনকালকে খুলাফায়ে রাশেদীনের সোনালী যুগের সমতুল্য বলে সিদ্ধান্ত দান করেন এবং তাঁর ব্যক্তিসত্তাকে খুলাফায়ে রাশেদীনের ব্যক্তিসত্তার অনুরূপ বলে স্বীকার করেন।

রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবী হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) পিছনে সালাত আদায় করলেন। তারপর তাঁর মুখ থেকে অবলীলাক্রমে উচ্চারিত হলো :

ما صليت خلف أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلواة لصلواة رسول الله عليه وسلم من هذا الفتى.

'আমি রাসূলুল্লাহর (সা) পরে এই নওজোয়ান ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির পিছনে রাসূলুল্লাহর (সা) সালাতের সাথে অধিকতর সাদৃশ্যপূর্ণ সালাত আর আদায় করিনি।'

উল্লেখ্য যে, হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) যখন তাঁর এই অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন তখন 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) খিলাফতের মসনদে আসীন হননি। তিনি তখন খলীফা আল-ওয়ালীদের নিয়োগকৃত মদীনার গভর্ণর এবং তাঁর বয়স তখন বিশ-একুশ বছরের বেশী ছিল না।

যাঁরা হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের সময়কাল পেয়েছেন, তাঁর রাত-দিনের কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করেছেন, যাঁরা তাঁর জনসেবা ও 'আদল-ইনসাফ দেখেছেন, তাঁদের প্রত্যেকে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের মত সত্যনিষ্ঠ, দায়িত্বশীল ও যোগ্য এই পৃথিবীতে দ্বিতীয় কোন বাদশাহ ছিলেন না। তিনি রাজতন্ত্রকে খিলাফত পদ্ধতিতে পরিবর্তন করে দেন এবং চার খলীফা আবূ বকর, 'উমার, 'উছমান ও 'আলীর (রা) পাশেই নিজের স্থান করে নেন।

যদিও তাঁর তাকওয়া-পরহেযগারী ও সত্যনিষ্ঠার কারণে তাঁর খান্দান তাঁর সাথে শত্রুতা করে, যদিও তাঁর খাস খাদেমের বর্ণনা মতে তিনি খিলাফতের পদ গ্রহণ করে নিজেকে বড় ধরনের বিপদে জড়িয়ে ফেলেছিলেন, যদিও তিনি নিজের পরিবার-পরিজনের ভোগ-বিলাসের সকল পথ বন্ধ করে দিয়েছিলেন, তবে তিনি এই সত্যটি প্রতিষ্ঠা করে গেছেন যে, কোন শাসক যদি ইচ্ছা করেন তাহলে নিজের আরাম-আয়েশ ও সুখ-সুবিধার উপর জনগণের প্রয়োজন ও সুখ-সুবিধাকে প্রাধান্য দিতে পারেন।

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) একজন ব্যক্তিতান্ত্রিক শাসক ছিলেন, তাঁর নির্বাচন সঠিক ইসলামী গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে হয়নি। তাঁর পূর্বের একজন ব্যক্তিতান্ত্রিক শাসক তাঁকে মনোনয়ন দেন। তবে তাঁর এই মনোনয়ন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচনের সমঅর্থবোধক হয়ে যায়।

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) নিজের কর্মের দ্বারা নিজেকে খুলাফায়ে রাশেদীনের

নিকটবর্তী করে নেন। তিনি জনগণকে তেমনই সুখ-শান্তি দান করেন যেমন করেছিলেন খুলাফায়ে রাশেদীন। তিনি জনগণের প্রয়োজনের দিকে তেমনই দৃষ্টি দেন, যেমন দিয়েছিলেন খুলাফায়ে রাশেদীন।

ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না। ভালো ও মন্দ উভয় শ্রেণীর রাজা-বাদশার কর্মকাণ্ডের চুলচেরা বিশ্লেষণ ও তীক্ষ্ণ পর্যালোচনা করে ইতিহাস। এই সূক্ষ্ম সমালোচক ইতিহাস 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের যে জীবন চিত্র উপস্থাপন করেছে তাতে তাঁকে খুলাফায়ে রাশেদীনের সারিতে এনে দাঁড় করিয়েছে। অধিকাংশ ইতিহাসবেত্তা তাঁর খিলাফতকালকে খিলাফতে রাশেদার মধ্যে গণ্য করেছেন।

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের খিলাফতকাল ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত। দু'বছর পাঁচ মাস একটি জাতির ইতিহাসে অতি নগণ্য সময়। কিন্তু এই সময়ে এই মহান ব্যক্তি সকল প্রকার বাড়াবাড়ি, জুলুম-অত্যাচার এবং সব ধরনের অন্যায়-অবিচার একেবারে দূর করেন। আর এমন নিয়ম-পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করেন যার মাধ্যমে অতি দুর্বল লোকটিও তার অধিকার নির্বিঘ্নে লাভ করতে পারতো। তিনি উমাইয়্যা খলীফা 'আবদুল মালিকের ভাতিজা ও মারওয়ান ইবন আল-হাকামের পৌত্র হওয়া সত্ত্বেও জনসাধারণকে সীমাহীন সুযোগ-সুবিধা দান করেন। তিনি যখন খলীফা ছিলেন না তখন ভালো খেতেন, ভালো পরতেন, আলীশান ভবনে বসবাস করতেন, উৎকৃষ্ট জাতের বাহন ব্যবহার করতেন। কিন্তু যখন খলীফা হলেন তখন সব ধরনের বিলাসদ্রব্য পরিহার করলেন। জীবন-জীবিকা অতি সাধারণ মানুষের স্তরে নামিয়ে আনলেন। তিনি তাই আহার করতেন যা একজন নীচু স্তরের মানুষ জোটাতে পারতো। তেমন পোশাকই পরতেন যা একজন অতি সাধারণ মানুষ পরতো।

ব্যক্তিগতভাবে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) সে সময়ের একজন উঁচু স্তরের আমীর ছিলেন। তাঁর পিতা 'আবদুল 'আযীয ছিলেন মহাপ্রতাপশালী উমাইয়্যা খলীফা 'আবদুল মালিকের ভাই। একাধারে তিনি বিশ বছর মিসরের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ওয়ালী ছিলেন। নিজের ছেলের জন্য অনেক কিছুই তিনি রেখে যান। কিন্তু সেই ছেলে খলীফা হওয়ার সাথে সাথে সবকিছু বায়তুল মালে জমা দেন। এমনকি স্ত্রীর সকল অলঙ্কারও সেই জমাকৃত সম্পদ থেকে বাদ পড়েনি।

আজকের এই গণতান্ত্রিক যুগে ধারণাও করা যাবে না যে, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয, যিনি একজন ব্যক্তিতান্ত্রিক শাসক ছিলেন, জনগণের সুখ ও আরাম-আয়েশের জন্য নিজেকে কি ধরনের দুশ্চিন্তা ও সমস্যার মধ্যে নিক্ষেপ করেন। আজকের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রনায়কের নিকট 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের এই কর্মপন্থা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিচালন ব্যবস্থার মৌলিক শর্তাবলীর অন্তর্গত বলে বিবেচিত নয়। কিন্তু ইসলাম যে রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেছে, তার মৌলিক শর্তসমূহের মধ্যেই আছে যে, জনগণ অভুক্ত ও দরিদ্র থাকলে তাদের শাসকও অভুক্ত থাকবে। জনগণ কাপড়ের অভাবে উলঙ্গ থাকলে

শাসকও উলঙ্গ থাকবে। আমরা দেখতে পাই যে, খলীফা হিসাবে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের মানসিক প্রস্তুতি এমনটিই ছিল।

তিনি যে ভোগ-বিলাস বিমুখ জীবন অবলম্বন করেন, খলীফা হওয়ার পর যে সহজ-সরল জীবন প্রণালী বেছে নেন তা ছিল সেই সময়ের জনগণের প্রত্যাশা। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) সেই প্রত্যাশা পূরণ করেন। ইতিহাস সাক্ষী, যে সততার সাথে 'উমার জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করেন তার কোন দৃষ্টান্ত আর কোন রাষ্ট্রনায়ক উপস্থাপন করতে পারেনি।

কোন সন্দেহ নেই যে, যুগের অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। আজকের জনগণ তারা নয় যারা 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের সময় ছিল। সে যুগে মোটর গাড়ী ছিল না, হাওয়াই জাহাজ ও রেল গাড়ীও ছিল না, জীবনের জন্য সেই প্রয়োজন ছিল না যা আজকের দিনে আছে। তা সত্ত্বেও এ সত্য প্রত্যক্ষ করা যায় যে, বর্তমান পৃথিবীর সাধারণ মানুষ, বিশেষতঃ এশিয়া মহাদেশে জীবন ধারণের মান আগের মতই আছে। তাদের না আছে মোটর গাড়ী, আর না আছে হাওয়াই জাহাজে চড়ার সামর্থ্য। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ ও খাদ্য-খাবারও অতি সাধারণ মানের। কোন কোন দেশ তো এমনও আছে যেখানে মানুষ অভুক্ত ও ন্যাংটা থাকে। দু'বেলা দু'মুঠো ভাত বা দুটো শুকনো রুটিও জোটাতে পারে না।

এ সকল দেশের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিচালকদের সাধারণ মানুষের কাতারে আসার জন্য নিজেদেরই পরিবর্তন ঘটানো উচিত। যেমন পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) নিজে। বিশেষতঃ সেই সকল সরকার প্রধানদের জীবনধারার পরিবর্তন একান্ত অপরিহার্য যাঁরা নিজেদেরকে মুসলমান বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন এবং ইসলামী জীবন ব্যবস্থা অনুসরণের দাবী করেন।

অবশ্য অধিক কাজের জন্য, সময় বাঁচানোর জন্য তারা মোটর গাড়ী, হাওয়াই জাহাজ ব্যবহার করবেন। তবে তাঁদের জীবনধারা, খাদ্য-খাবার, পোশাক-পরিচ্ছদ তেমনই হওয়া উচিত যেমন দেশের সাধারণ মানুষের হয়ে থাকে। যতদিন সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত না হবে, যতদিন জনগণের খাদ্য-বাসস্থান মানসম্পন্ন না হবে ততদিন শাসকদেরও জনগণের জীবনধারা অবলম্বন করা নৈতিক কর্তব্য।

যদিও তাঁর সময়ে অনেকের ব্যক্তিগত সচ্ছলতা, স্বাচ্ছন্দ, জীবন ধারণের মান যথেষ্ট উন্নত ছিল। তারা ভালো খেত, ভালো পরতো ও ভালো বাসস্থানে বসবাস করতো। অসংখ্য মানুষ উন্নত জাতের সোয়ারী ব্যবহার করতো এবং জাঁকজমকপূর্ণ জীবন যাপন করতো। খোদ 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয খলীফা হওয়ার পূর্বে অত্যন্ত বিলাসী জীবন যাপন করতেন। কিন্তু খিলাফতের মসনদে আসীন হতেই তাঁর জীবনধারা পাল্টে যায়। একজন ব্যক্তি হিসাবে তাঁর ব্যক্তিগত ধন-সম্পদ ভোগ করার পূর্ণ অধিকার তাঁর ছিল। তবে মুসলমানদের শাসক নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি আর ব্যক্তি 'উমার ছিলেন না, তিনি হয়ে যান সমষ্টি। জনগণের তত্ত্বাবধান, প্রয়োজনীয় জিনিসের সরবরাহ ও তাদের সার্বিক

স্বাচ্ছন্দ ও সচ্ছলতার দায়িত্ব তাঁর উপর এসে পড়ে। একজন ব্যক্তি হিসাবে তাঁর যে স্বাধীনতা ছিল, খলীফা হওয়ার পর ইসলাম তা ছিনিয়ে নেয়।

ঠিক একই অবস্থা বর্তমানেও বিদ্যমান। একজন ব্যক্তি তার বৈধ বিষয়-সম্পত্তি থেকে পরিপূর্ণ উপকার লাভ করতে পারে। ভালো পোশাক, ভালো খাবার খাওয়ার অধিকার তার আছে। কিন্তু কোন দলের নেতা বা জনগণের শাসক হওয়ার সাথে সাথে তাঁর জীবনধারা পাল্টে যাবে। ব্যক্তি হিসাবে যে সকল স্বাধীনতা ভোগ করতেন, তা আর থাকবে না। তিনি আর নিজের ইচ্ছামত উপাদেয় খাবার খেতে পারবেন না, ভালো পোশাকও পরতে পারবেন না। তাঁকে আম জনতার কাতারে নেমে আসতে হবে। তাঁকে তেমন জীবনই যাপন করতে হবে যা 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) নিজের জন্য বেছে নিয়েছিলেন। তিনি যদি তেমন করতে পারেন তাহলে নিজেকে একজন মুসলমান শাসক বলে দাবী করতে পারবেন। অন্যথায় সে যুগেও তো 'আবদুল মালিক, ইয়াযীদ, মারওয়ান, সুলায়মান ও হিশাম প্রমুখ শাসক ছিলেন। তাঁরা শাসক ছিলেন, ব্যক্তি হিসেবে মুসলমান বলে দাবীও করতেন; কিন্তু অবস্থান করতেন প্রাসাদে, থাকতেন ভোগ-বিলাসে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। এ কারণে মুসলিম উম্মাহ্ তাঁদের শাসনকালকে খিলাফতে রাশেদা এবং তাঁদেরকে খুলাফায়ে রাশেদীন বলে স্বীকার করেনি, যেমনটি করেছে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযকে।

ইসলাম যে সকল উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) তাঁর সংক্ষিপ্ত শাসনকালে মোটামুটি সেগুলো পূর্ণ করেন। সেই উদ্দেশ্যগুলো আল-কুরআনে বিধৃত হয়েছে এভাবে :

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ. (الحج : ٤١)

'আমি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে, সৎকাজের নির্দেশ দেবে ও অসৎ কাজ নিষেধ করবে।'

আমাদের মহানবীর (সা) পরে পৃথিবীতে আর কোন নবী আসবেন না। তিনি সর্বশেষ নবী ও রাসূল। তবে দীনকে বিদ'আত থেকে পরিচ্ছন্ন করার জন্য এ পৃথিবীতে মাঝে মাঝে মুজাদ্দিদ আসবেন। সে কথা হযরত রাসূলে কারীম (সা) এভাবে বলেছেন :

إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة من يجدد لها دينها.

'প্রত্যেক শতকের শিরোভাগে আল্লাহ্ এই উম্মাতের জন্য এমন লোক পাঠাবেন যিনি তাদের জন্য তাদের দীনকে পরিচ্ছন্ন ও পরিশুদ্ধ করে নতুনভাবে উপস্থাপন করবেন।' হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) পর থেকে নিয়ে বর্তমান সময় পর্যন্ত সকল যুগের ইসলামী পণ্ডিতগণ এক বাক্যে বলেছেন যে, তিনি হিজরী প্রথম শতকের মুজাদ্দিদ ছিলেন। শুধু তাই নয়, বরং তিনি ছিলেন একজন কামিল বা পূর্ণ মুজাদ্দিদ।

আরবী-উর্দূসহ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় এই মহান সংস্কারকের জীবন ও কর্মের উপর গবেষণা ও বিশ্লেষণধর্মী বহু গ্রন্থ রচিত হলেও বাংলা ভাষায় এ পর্যন্ত তেমন উল্লেখযোগ্য কোন গ্রন্থ রচিত হয়নি। মরহুম মাওলানা আবদুর রহীমের একটি ক্ষুদ্রাকৃতির বই আছে, তবে তাতে ইতিহাসের এই মহান নায়কের জীবন ও কর্মের সবকথা তুলে ধরা হয়নি। আমরা যারা ইসলামের আলোকে আমাদের ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালিত হওয়ার স্বপ্ন দেখি তাদের সামনে এই মহান মুজাদ্দিদের মত ব্যক্তিবর্গের জীবনচিত্র স্পষ্ট থাকা উচিত। তাহলে আমরা তাঁদের কর্ম-পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারবো। এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আমি 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) জীবন ও কর্মের উপর এই গ্রন্থটি রচনা করেছি।

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক নাজির আহমদ গবেষণা ও লেখালেখির ব্যাপারে সবসময় আমাকে আন্তরিক সহযোগিতা ও পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এ গ্রন্থটি রচনার ব্যাপারেও তিনি সবসময় খোঁজ-খবর নিয়েছেন এবং মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. আ.ক.ম. আবদুল কাদির-এর নিকট থেকেও আমি দারুণ উৎসাহ, পরামর্শ ও সহযোগিতা পেয়েছি। তিনি সাক্ষাতে ও টেলিফোনে সবসময় খোঁজ-খবর নিয়েছেন। তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে আরবী ও উর্দূ ভাষার বেশ কয়েকটি গ্রন্থ দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন। আল্লাহ তাঁর এই বদান্যতার প্রতিদান দিন, এই কামনা করবো।

তাবি'ঈদের জীবনকথা সিরিজের এটি দ্বিতীয় খণ্ড। একটি মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই আসহাবে রাসূলের জীবনকথা ও তাবি'ঈদের জীবনকথা লিখে যাচ্ছি। এর দ্বারা পাঠকবর্গ সামান্য উপকৃত হলেও আমার শ্রম সার্থক হবে। শব্দ প্রয়োগে, তথ্য উপস্থাপনে ও ভাব প্রকাশে কোন রকম অসঙ্গতি লক্ষ্য করলে তা আমাকে জানানোর জন্য আমি পাঠকবর্গের প্রতি বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আমাদের সকলকে তাঁর মর্জিমত কাজ করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

জুলাই ২৩, ২০০৬
শ্রাবণ ০৮, ১৪১৩

ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ
প্রফেসর ও চেয়ারম্যান
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

‘উমার ইবন ‘আবদিল আযীয (রহ)

বংশ পরিচয়

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) চতুর্থ উর্ধ্বতন পুরুষ ছিলেন ‘আবদু মান্নাফ, তাঁর চার মতান্তরে ছয় পুত্রের মধ্যে হাশিম, মুত্তালিব ও ‘আবদুশ শাম্‌স ছিলেন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হাশিমের সন্তানদের হাশিমী এবং মুত্তালিবের সন্তানদের মুত্তালিবী বলে আখ্যায়িত করা হয়। হযরত রাসূলে কারীম (সা) ছিলেন হাশিমী। জাহিলী ও ইসলামী উভয় যুগে মুত্তালিবী ও হাশিমীরা পরস্পর ঐক্যবদ্ধ ছিল। ‘আবদুশ শামসের সন্তানরা আবশামী বলে আখ্যায়িত হয়। ‘আবদুশ শামসের এক পুত্রের নাম উমাইয়্যা। তাঁর সন্তানরাই বানূ উমাইয়্যা বলে পরিচিতি লাভ করে।

হাশিম তাঁর বদান্যতা, জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার জন্য কুরায়শদের নেতা হিসেবে বরিত হন। কিন্তু তাঁর ভাতিজা উমাইয়্যা তাঁর নেতৃত্ব মেনে নেয় না। ফলে তাঁদের মধ্যে বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়। পরবর্তীকালে জাহিলী যুগে হাশিমী ও উমাইয়্যাদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। ইসলামের সূচনা পর্বেও কতিপয় পবিত্রাত্মা ব্যক্তি ছাড়া বানূ উমাইয়্যার সকলেই ইসলাম ও ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা নবীর (সা) বিরোধিতায় সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে। বদর যুদ্ধের পর থেকে মক্কা বিজয় পর্যন্ত মক্কাবাসীদের সংগে যতগুলো যুদ্ধ হয়েছে উমাইয়্যা বংশের আবূ সুফইয়ান তার নেতৃত্ব দেন। কারণ, তিনি ইসলামের সমৃদ্ধিকে হাশিমীদের ক্ষমতা বৃদ্ধি বলে মনে করতেন। মক্কা বিজয়ের পর নবীর (সা) পবিত্র সত্তার কারণে এই বংশগত শত্রুতা তিরোহিত হয়। কিন্তু খলীফায়ে রাশিদ হযরত ‘উছমানের শাহাদাতের পর হাশিমী বংশোদ্ভূত খলীফায়ে রাশিদ হযরত ‘আলীর (রা) খিলাফতের প্রতি উমাইয়্যাদের সেই পূর্বের ঘৃণা-বিদ্বেষ পুনরায় জেগে ওঠে যা হযরত ‘আলীর (রা) খিলাফতের পরিসমাপ্তির পর ৪১ হিজরীতে উমাইয়্যা শাসনের ভিত্তি রচনা করে।

ইসলামের ইতিহাসে বানূ উমাইয়্যার তিনজন ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন :

১. হযরত ‘উছমান (রা) ইবন ‘আফ্‌ফান ইবন আবিল ‘আস ইবন উমাইয়্যা, তিনি ছিলেন তৃতীয় খলীফায়ে রাশিদ।

২. বানূ উমাইয়্যা শাসনের প্রতিষ্ঠাতা আমীর মু‘আবিয়া (রা) ইবন আবী সুফইয়ান ইবন হারব ইবন উমাইয়্যা।

৩. মারওয়ান ইবন আল-হাকাম ইবন আবিল ‘আস ইবন উমাইয়্যা।

মু‘আবিয়া (রা) বংশের শাসনের পরিসমাপ্তির পর মারওয়ান বংশের শাসন কায়েম হয়। গোটা ইসলামী বিশ্ব ১৩২ হিজরী পর্যন্ত এই খান্দানের শাসনাধীনে ছিল।[১]

---

১. ‘আমীমুল ইহসান, তারীখুল ইসলাম (বাংলা অনুবাদ)-১৩৭-১৩৮

বানূ উমাইয়্যা খিলাফত

ইসলাম-পূর্ব যুগে গোটা আরবের শক্তির কেন্দ্রবিন্দু ছিল মক্কার কুরায়শ গোত্র। এ গোত্রটিও আবার কয়েকটি ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। তার মধ্যে বানূ হাশিম ও বানূ উমাইয়্যা ছিল সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। রাসূলুল্লাহর (সা) আবির্ভাবের কারণে বানূ উমাইয়্যাদের তুলনায় বানূ হাশিমের গুরুত্ব বেড়ে যায়। তবে জাহিলী যুগে জনবল এবং ক্ষমতা-প্রতিপত্তির দিক দিয়ে বানূ উমাইয়্যাদের পাল্লা ভারী ছিল।

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) ইনতিকালের পর যখন খিলাফতের প্রশ্ন দেখা দিল তখন খিলাফতের দাবী নিয়ে কেবল বানূ হাশিম উঠে দাঁড়ালো। বানূ উমাইয়্যা সম্পূর্ণ দূরে থাকলো। হযরত 'উমারের (রা) পর হযরত 'উছমান (রা)– যিনি একজন উমাইয়্যা বংশীয় ছিলেন, খলীফা নির্বাচিত হন। কিন্তু এটা বানূ উমাইয়্যাদের চেষ্টার ফলে হয়নি, বরং হযরত 'উমার (রা) মৃত্যুর পূর্বে যে ছয় ব্যক্তিকে খিলাফতের জন্য মনোনীত করে যান তাঁদের মধ্যে 'উছমানও (রা) ছিলেন। আর বিষয়টি চূড়ান্ত নিস্পত্তির জন্য 'আবদুর রহমান ইবন 'আওফকে (রা) দায়িত্ব দিয়ে যান। তিনি হযরত 'উছমানকে (রা) খলীফা নির্বাচিত করেন। এ নির্বাচন 'আলীও (রা) মেনে নেন।

বানূ উমাইয়্যা খান্দানের মধ্যে হযরত 'মু'আবিয়া (রা) প্রথম ব্যক্তি যিনি নিজের বাহুবলে (বৃহত্তর) সিরিয়ায় একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র ও সরকার প্রতিষ্ঠা করেন এবং মৃত্যুর পূর্বে পুত্র ইয়াযীদকে স্থলাভিষিক্ত করে সমগ্র আরববাসীর নিকট থেকে তার জন্য বাই'আত গ্রহণ করে যান। এ কারণে বানূ উমাইয়্যা খান্দানের রাজনৈতিক ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে মু'আবিয়ার (রা) আমল থেকেই শুরু হয়। তবে হযরত মু'আবিয়া যে রাষ্ট্র গঠন করেন তা খুব অল্প বয়স লাভ করে। ইয়াযীদ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরেই হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন আয-যুবায়র (রা) স্বতন্ত্রভাবে খিলাফতের দাবী নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়ান।

সিরিয়া ও মিসর ছাড়া তৎকালীন গোটা ইসলামী বিশ্ব তাঁর ক্ষমতার বলয়ে চলে আসে। সিরিয়া ও মিসরের জনগণ ইয়াযীদের পুত্র মু'আবিয়ার হাতে বাই'আত করেছিল। কিন্তু অল্প কিছু দিনের মধ্যে মু'আবিয়ার মৃত্যু হয়। সৎ-স্বভাবের কারণে তিনি মৃত্যুর পূর্বে কাউকে স্থলাভিষিক্ত করা থেকে বিরত থাকেন। এখন এ দু'টি রাষ্ট্রই যেন হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রের অধীনে চলে আসে এবং বানূ উমাইয়্যাদের নাম পৃথিবী থেকে মুছে যেতে বসে। হঠাৎ করে এ সময় বানূ উমাইয়্যাদের রাজনৈতিক ইতিহাসের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়, যা প্রথম পর্যায় থেকে অত্যন্ত গৌরবময়, বেশী আড়ম্বরপূর্ণ এবং পরিধি আরো অধিক বিস্তৃত ছিল। বস্তুতঃ হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রের (রা) সময় থেকেই বানূ উমাইয়্যা খান্দানের মারওয়ানী শাখা খিলাফত লাভের জন্য দ্বিতীয়বার প্রচেষ্টা চালায় এবং মারওয়ান ইবন হাকাম বিদ্রোহ করে মিসর ও সিরিয়া অধিকার করে নেয়। কিন্তু মারওয়ান এত অল্প সময় লাভ করেন যে, তাঁর সময়ে এই খান্দান রাজনৈতিক দৃঢ়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়নি।

মারওয়ানের পরে তাঁর পুত্র 'আবদুল মালিক মারওয়ানী শাসন ও সরকার ব্যবস্থার প্রকৃত কাঠামো প্রতিষ্ঠা করেন এবং একাধারে একুশ বছর যাবত অত্যন্ত দাপটের সাথে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। এর মধ্যে যদিও সাত/আট বছর হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইবন যুবায়রের (রা) সাথে গৃহ-যুদ্ধে অতিবাহিত হয়, তবুও তের/চৌদ্দ বছর অত্যন্ত প্রশান্তভাবে এককভাবে গোটা মুসলিম জাহান শাসন করেন।

হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয, যাঁর জীবনকথা আমরা আলোচনা করছি, এই 'আবদুল মালিকের ভাতিজা। তাঁর সময় পর্যন্ত খিলাফতের দায়িত্ব লাভের যে ধারাবাহিকতা চলে আসছিল তাতে কোনভাবেই তিনি তা পাওয়ার যোগ্য ছিলেন না। তবে তিনি স্বীয় কর্ম-পদ্ধতি দ্বারা নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। মাস'উদী বলেছেন :[২]

أخذ عمر بن عبد العزيز الخلافة بغير حقـها ولابالاستحقاق ثـم استحقها بـالعدل حين أخذها.

"'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) খিলাফতে তাঁর কোন রকম অধিকার ছাড়াই খিলাফত লাভ করেন। তবে খলীফা হওয়ার পর 'আদল ও ইনসাফের দ্বারা তিনি তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন।"

ইসলামের ইতিহাসে তাঁর শাসনকাল এই দিক দিয়ে বিশেষভাবে বৈশিষ্টমণ্ডিত যে, তিনি খিলাফতে রাশেদার নিয়ম-পদ্ধতি পুনরায় প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁর আমলে সমগ্র বিশ্ব আরেকবার সাহাবায়ে কিরামের আমলের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ করে। 'আল্লামা ইবন খালদুন লিখেছেন :[৩]

"وتوسطهم عمر بن عبد العزيز فترع إلى طريقة الخلفاء الأربعة والصحابة جهده."

"উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয মারওয়ানী ধারার মধ্যবর্তী সদস্য। তিনি চার খলীফা ও সাহাবায়ে কিরামের রীতি-পদ্ধতির প্রতি তাঁর সবটুকু দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন।"

ইসলামের ইতিহাসে বানূ উমাইয়্যা ও বানূ 'আব্বাসিয়্যা পরস্পর বিরোধী ও প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। তবে বানূ উমাইয়্যাদের কেবল 'আব্বাসিয়্যাদের উপরই নয়, বরং ইসলামের সকল শাসকগোষ্ঠীর উপর এ শ্রেষ্ঠত্ব রয়ে গেছে যে, তারা নিজেদের বাহু বলে ইসলামী রাষ্ট্রসীমা এত বিস্তৃত করেন যার দ্বিতীয় কোন দৃষ্টান্ত ইতিহাসে দেখা যায় না। খুলাফায়ে রাশেদীনের আমল পর্যন্ত কেবল আরব, শাম, মিসর ও ইরান ইসলামের রাষ্ট্রসীমার মধ্যে ছিল। কিন্তু বানূ উমাইয়্যা খলীফাগণ তাঁদের শাসনকালে এই বিন্দুকে বৃত্তে এবং বুদ্বুদকে এক সাগরে পরিণত করেন। তাঁরা একদিকে তো আফ্রিকা ও মাগরিবের সকল শহর জয় করে স্পেনকে ইসলামী স্মৃতি ও নিদর্শনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিণত করেন। অন্যদিকে পূর্বে সিন্ধু, কাবুল ও ফারগানা জয় করে চীনা ভূখণ্ডে ইসলামী পতাকা উড্ডীন করেন। রোমান সাম্রাজ্যের দিকে অগ্রসর হয়ে কনস্টান্টিনোপলের নগর প্রাচীর পর্যন্ত

---

২. 'আবদুস সালাম নাদবী, সীরাতে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয-৫

৩. প্রাগুক্ত

গিয়ে থামেন। দ্বীপমালার মধ্যে সাইপ্রাস, ক্রীট, রোডেশিয়া প্রভৃতি জয় করেন। মোটকথা পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, আরব, আজম, তুর্কী, তাতারী, চীনা, ভারতীয় সকল জাতি-গোষ্ঠী তাঁদের সামনে মাথানত করে এবং এই বিশাল ভূখণ্ড তাদের সাম্রাজ্যের অধীনে আসে।

বানূ উমাইয়্যাদের রাষ্ট্রসীমা স্পেনের পশ্চিম সীমান্ত থেকে নিয়ে সিন্ধু পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আর এদিকে রোমান ভূখণ্ড থেকে আরম্ভ করে চীনের প্রাচীর পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছিল। এভাবে দিমাশ্কের খিলাফতের কেন্দ্রটি এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) যদিও বিজয়ী হিসেবে উমাইয়্যা খিলাফতের সীমা-পরিধির বিস্তার ঘটাননি, তবে এ বিশাল রাষ্ট্রটিকে আদল ও ইনসাফ দ্বারা পূর্ণ করে দেন। একজন শাসকের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এটাই।

'উমার-এর দাদা মারওয়ান

এখানে 'উমারের দাদা মারওয়ানের কিছু পরিচয় তুলে ধরা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বংশের দিক থেকে মারওয়ান ছিলেন কুরায়শী এবং আবদুশ শামসের পুত্র উমাইয়্যার প্রপৌত্র। কুষ্ঠিবিদ্যা বিশারদগণ দাবী করেছেন যে, 'আবদু মান্নাফের দু'পুত্র হাশিম ও উমাইয়্যা সৎ ভাই ছিলেন। তাঁদের দু'জনের পরস্পরের মধ্যে একটা বিদ্বেষ ছিল। বিশেষ করে উমাইয়্যা তো হাশিমকে ভীষণ হিংসা করতেন। তাঁকে মোটেই সহ্য করতে পারতেন না। এই হিংসা ও শত্রুতা সামনে এগুতে থাকে। হাশিমের ও বানূ উমাইয়্যার সন্তানেরা জীবনের দৌড় ও প্রতিযোগিতায় একে অপরকে অতিক্রম করার চেষ্টায় সেই বিদ্বেষ ও হিংসা ভুলতে পারেনি, যা উমাইয়্যা ও হাশিমের সৎ ভাই হওয়ার কারণে তাদের মধ্যে জন্মেছিল।

এক দাদার সন্তান হওয়ার কারণে হোক অথবা হারব ও আবুল 'আস উভয়ে চিন্তা-ভাবনার দিক দিয়ে পরস্পরের কাছাকাছি হওয়ার কারণে হোক তাদের মধ্যে তেমন মতপার্থক্য ও হিংসা-বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়নি যেমন উমাইয়্যা ও হাশিমের মধ্যে হয়েছিল। হারব ও আবুল 'আস জীবনের দৌড় প্রতিযোগিতায় সব সময় একে অপরের পাশাপাশি থেকেছে। এরই প্রায় কাছাকাছি ঐক্য হারব ও আবুল 'আসের পুত্রগণ– আবূ সুফইয়ান, আল-হাকাম ও আফ্ফানের মধ্যেও ছিল। বিশেষতঃ 'আফ্ফান ও আল-হাকাম তো পরস্পরের খুবই কাছাকাছি ছিল। এত কাছাকাছি যে উভয়ের কামনা-বাসনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষাও এক হয়ে গিয়েছিল। তারা তাদের সন্তানদের তাদেরই চিন্তা-চেতনায় গড়ে তুলেছিল। যদিও আফ্ফানের পুত্র 'উছমান (রা) ও আল-হাকামের পুত্র মারওয়ান চিন্তা-বিশ্বাসের দিক দিয়ে পরস্পরের থেকে বহু দূরে ছিলেন। তা সত্ত্বেও তাঁরা একে অপরকে এত ভালোবাসতেন যেন দু'জন বন্ধু ছিলেন।

হযরত 'উছমান (রা) সেই সকল মহান সাহাবীর অন্তর্গত ছিলেন যাঁরা ইসলামের আদি পর্বে মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের কারণে তাঁর বাবা-চাচা উভয়ে তাঁকে ভীষণ শাস্তি দিতেন। প্রাণভরে তাঁকে মারতেন। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, চাচা

আল-হাকাম যখন মদীনায় আশ্রয় নেন তখন 'উছমান (রা) স্বভাবগত ভদ্রতা অথবা পৈত্রিক সম্পর্কের কারণে তাঁকে কেবল নিজের ঘরেই আশ্রয় দেননি বরং নিজের ধন-সম্পদে ও ব্যবসা-বাণিজ্যেও তাঁর পুত্র মারওয়ানসহ তাকে অংশীদার করে নেন। ইবন সা'দ হযরত 'উছমান (রা) ও মারওয়ানের পারস্পরিক সম্পর্কের কথা বর্ণনা করেছেন এভাবে :[৪]

قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ومروان بن الحكم ابن ثماني سنين، فلم يزهو وأبوه في المدينة حتى مات أبوه الحكم في خلافة عثمان فلم يزل مروان مع ابن عمه عثمان. وكان كاتبًا له، وأمر له عثمان بأموال.

"রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাত হলো। তখন মারওয়ান ইবন আল-হাকাম আট বছরের বালক। তিনি পিতা আল-হাকামের মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর সাথে মদীনায় ছিলেন। আল-হাকামের মৃত্যু হয় হযরত 'উছমানের (রা) খিলাফতকালে। মারওয়ান সব সময় তাঁর চাচাতো ভাই 'উছমানের (রা) সঙ্গেই ছিলেন। তিনি তাঁর "কাতিব" বা সেক্রেটারীও ছিলেন। 'উছমান তাঁকে বহু অর্থ-সম্পদ দান করেছিলেন।"

মারওয়ানের পিতা আল-হাকাম ইবন আবিল 'আস, হযরত 'উছমানের (রা) চাচা, মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। পরে মদীনায় গিয়ে বসবাস করতে থাকেন। কিন্তু তাঁর কিছু কর্মতৎপরতার দরুন রাসূল (সা) তাঁকে মদীনা থেকে বের করে দেন এবং তাঁকে তায়িফ গিয়ে বসবাস করতে বলেন। ইবন 'আবদিল বার আল-ইসতী'আব গ্রন্থে তার একটি কারণ এই বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রাসূলে কারীম (সা) উঁচু পর্যায়ের সাহাবীদের সাথে যে সকল গোপন শলা-পরামর্শ করতেন আল-হাকাম তা কোন না কোনভাবে জেনে প্রচার করে দিতেন। দ্বিতীয় আরেকটি কারণও বর্ণনা করেছেন। তা হলো তিনি অভিনয়ের আঙ্গিকে রাসূলুল্লাহর (সা) অনুকরণ করতেন। একবার রাসূল (সা) নিজেই তাঁর এমন ভাঁড়ামিপূর্ণ অনুকরণ অবস্থায় দেখে ফেলেন।[৫] যাই হোক না কেন, নিশ্চয় এমন কোন মারাত্মক কাজ তাঁর দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল যার প্রেক্ষিতে রাসূল (সা) তাঁকে মদীনা থেকে বের করে দেন। মারওয়ান তখন সাত/আট বছরের বালক। তিনিও পিতার সাথে তায়িফ চলে যান। রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের পর আবূ বকর (রা) খলীফা হলেন। আল-হাকামের মদীনায় প্রত্যাবর্তনের অনুমতি চেয়ে আবেদন জানানো হলো। আবূ বকর (রা) সে আবেদন প্রত্যাখ্যান করলেন। 'উমার (রা) খলীফা হলেন। আবারো আবেদন জানানো হলো। তিনিও তাঁকে মদীনায় আসার অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানালেন। 'উছমান (রা) খলীফা হলেন। তিনি তাঁর খিলাফতকালে আল-হাকাম ও মারওয়ানকে মদীনায় ফিরিয়ে আনেন। একটি বর্ণনা মতে তিনি তাঁর এই কাজের সপক্ষে কারণ হিসেবে বলেন যে, আমি তাঁর জন্য রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট

---

৪. তাবাকাত ইবন সা'দ (লাইডেন)-৫/২৪
৫. আল-ইসতী'আব-১/১১৮-১১৯

সুপারিশ করেছিলাম এবং তিনি আমাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, তাঁকে মদীনায় ফিরে আসার অনুমতি দান করা হবে। এভাবে এই পিতা-পুত্র উভয়ে তায়িফ থেকে মদীনায় ফিরে আসেন।[৬]

এই আল-হাকামের পুত্র মারওয়ানকে খলীফা হযরত 'উছমান (রা) তার সেক্রেটারী নিয়োগ করেন। যেহেতু হযরত 'উছমান (রা) তাঁদের পিতা-পুত্রকে মদীনায় ফিরিয়ে আনার রাসূলুল্লাহর (সা) সম্মতি লাভ করেছিলেন তাই সাহাবায়ে কিরামের সে ব্যাপারে বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়া ছিল না। কিন্তু এহেন বিতর্কিত ব্যক্তির সন্তান মারওয়ানকে খলীফার সেক্রেটারী নিয়োগ করা, আর তা সেই সময় যখন উঁচু পর্যায়ের অসংখ্য যোগ্য সাহাবী জীবিত ছিলেন, সাহাবায়ে কিরাম সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিতে পারেননি। বিশেষতঃ যখন এই মারওয়ানের পিতা জীবিত ছিলেন এবং তিনি তাঁর পুত্রের মাধ্যমে খিলাফতের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডে হস্তক্ষেপ করতে পারতেন। উল্লেখ্য যে এই আল-হাকাম হযরত 'উছমানের (রা) খিলাফতের শেষ দিকে হিজরী ৩৩ সনে ইনতিকাল করেন।[৭]

খলীফার সেক্রেটারীর পদ ছিল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ। সেই পদে আসীন হয়ে মারওয়ান খিলাফত ও খলীফাকে মারাত্মক সঙ্কটে ফেলে দেন। হযরত 'উছমানের (রা) কোমল ও পূতঃপবিত্র স্বভাব ও তাঁর আস্থার সুযোগ নিয়ে সেক্রেটারী মারওয়ান এমন অনেক কাজ করেন যার দায়িত্ব অনিবার্যভাবে হযরত 'উছমানের (রা) উপর গিয়ে পড়ছিল। অথচ খলীফার অনুমতি তো দূরের কথা, তাঁর অজ্ঞাতসারেই মারওয়ান তা করে চলছিলেন। তাছাড়া তিনি হযরত 'উছমান (রা) ও উঁচু পর্যায়ের সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে বিদ্যমান সুসম্পর্ক বিনষ্ট করার সূক্ষ্ম চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন যাতে সত্যনিষ্ঠ খলীফা তাঁর পুরানো ও পরীক্ষিত বন্ধুদের পরিবর্তে তাঁকেই নিজের বেশী হিতাকাঙ্ক্ষী এবং সহযোগী মনে করেন।[৮] শুধু এতটুকুই নয়, একাধিকবার তিনি সাহাবায়ে কিরামের সমাবেশে ভীতি প্রদর্শনমূলক ভাষায় ভাষণ দেন যা তাঁর মত "তুলাকা" (মক্কা বিজয়ের দিন ক্ষমাপ্রাপ্ত)-দের নিকট থেকে প্রথম পর্বে ইসলাম গ্রহণকারীগণ শুনে সহ্য করা সহজ ছিল না। এসব কারণে অন্যরা দূরে থাক, খোদ হযরত 'উছমানের (রা) বেগম সাহেবা হযরত নায়িলাও এমন ধারণা পোষণ করতেন যে, হযরত 'উছমানের (রা) জন্য অনেক সমস্যা ও সঙ্কট সৃষ্টি করার বড় একটি দায়িত্ব মারওয়ানের কাঁধে গিয়ে পড়ে। আর এ কারণে একবার তিনি স্বামী খলীফা 'উছমানকে (রা) পরিষ্কারভাবে বলেন : "যদি আপনি মারওয়ানের কথা মতো চলেন তাহলে সে আপনাকে হত্যা করিয়ে ছাড়বে। এ ব্যক্তির মধ্যে না আল্লাহর প্রতি সম্মানবোধ আছে, আর না আছে ভয় ও ভালোবাসা।"[৯]

শেষ পর্যন্ত যে পত্রটি হযরত 'উছমান (রা) হত্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায় খলীফার অজ্ঞাতে তার লেখকও ছিলেন এই মারওয়ান। একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, উটের যুদ্ধে 'আশারা

---

৬. আর-রিয়াদ আন-নাদিরা-২/১৪৩; আল-ইসাবা-১/৩৪৪, ৩৪৫

৭. খিলাফত ও মুলূকিয়াত-১১১

৮. তাবাকাত-৫/৩৬; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৮/২৫৯

৯. তারীখ আত-তাবারী-৩/৩৯৬-৩৯৭; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৭/১৭২-১৭৩

মুবাশ্‌শারার অন্যতম সদস্য হযরত তালহা (রা) যখন নিজের ভুল বুঝতে পেরে রণক্ষেত্রে হাত গুটিয়ে নেওয়ার চিন্তা করছিলেন তখন এই মারওয়ান তাঁকে তীর নিক্ষেপ করে শহীদ করেন।[১০] পরবর্তীতে তিনি হযরত মু'আবিয়ার (রা) ডান হাতে পরিণত হন। তিনি তাঁকে মদীনার ওয়ালী নিয়োগ করেন। ওয়ালী থাকাকালে তাঁর অনেক কুকীর্তির মধ্যে এটাও যে, 'ঈদের নামাযের পূর্বে খুতবা দানের রীতি চালু করেন এবং তা তাঁর খান্দানের জন্য স্থায়ী রীতিতে পরিণত হয়।[১১] জুম'আর নামায দেরীতে আদায় করা তাঁর স্বভাবে পরিণত হয়। একবার তো প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবূ হুরায়রা (রা) রেগে গিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করেন এ ভাষায় :[১২]

أتظل عند ابنة فلان تروِّحك بالمراوح وتسقيك الماء البارد وأبناء المهاجرين والأنصار يُصْهرون من الحرّ؟

"আপনি অমুকের মেয়ের নিকট অবস্থান করবেন, সে আপনাকে পাখার বাতাস করে, ঠাণ্ডা পানি পান করিয়ে আরাম দিবে, আর এ দিকে মুহাজির ও আনসারদের সন্তানরা কি গরমে বিগলিত হতে থাকবে?'

হিজরী ৪৯ সনে হযরত রাসূলে কারীমের (সা) দৌহিত্র, হযরত ফাতিমার (রা) কলিজার টুকরা হযরত হাসান (রা) ইনতিকাল করেন। তাঁকে হযরত 'আয়িশার (রা) ঘরে তাঁর নানার পাশে কবর দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়; কিন্তু এই মারওয়ানের বাধার কারণে তা সম্ভব হয়নি। তাঁকে বাকী' গোরস্তানে দাফন করা হয়।[১৩]

যেভাবে মারওয়ান খিলাফত লাভ করলেন

মু'আবিয়া ইবন ইয়াযীদের মৃত্যুর পর উমাইয়্যা খান্দানের শাসনের যখন অবসান হতে চলছিল তখন দিমাশকে দাহ্‌হাক ইবন কায়স ছিলেন হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রের (রা) সমর্থক ও সহযোগী। 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা) তখন মক্কায় পৃথক খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেছেন। দাহ্‌হাকের মতো শামের আরো কিছু আমীর 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রের সহযোগী ছিলেন। এ অবস্থা দেখে মারওয়ান এবং তার মতো আরো কিছু উমাইয়্যা নেতৃবৃন্দ দিমাশ্‌ক থেকে হিজাযের উদ্দেশ্যে বের হন। এ খবর পেয়ে 'আবদুল্লাহ ইবন যিয়াদ পথিমধ্যে তাঁদের সাথে দেখা করেন। তিনি মারওয়ানের নিকট জানতে চান, তাঁর গন্তব্য কোন দিকে? মারওয়ান বলেন, তিনি মক্কায় যাচ্ছেন 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রের হাতে বাই'আতের উদ্দেশ্যে। 'আবদুল্লাহ ইবন যিয়াদ তাঁকে তিরস্কার করেন এই ভাষায় :[১৪]

---

১০. আল-'ইক্‌দ আল-ফারীদ-৪/২৮৭, ২৯২, ৩২১
১১. তাবারী, তারীখ-৬/২৬; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৮/২৫৮, ১০/৩০-৩১
১২. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-১/৫৫
১৩. প্রাগুক্ত-/৪/৩৬১
১৪. তাবাকাত-৫/২৬

سبحان الله أرضيت لنفسك بهذا تبايع لأبى خبيب وأنت سيّد بنى عبد مناف والله لأنت أولى بها منه.

"সুবহানাল্লাহ! আপনি আবূ খুবায়বের হাতে বাই'আত করার জন্য রাজি হয়ে গেলেন? অথচ আপনিই তো 'আবদু মান্নাফের বংশধরদের নেতা। তাঁর চেয়ে খিলাফতের অধিকার আপনারই বেশী।"

'আবদুল্লাহ ইবন যিয়াদ সেই ব্যক্তি যে ইয়াযীদের সন্তুষ্টির জন্য হযরত হুসাইনকে (রা) শহীদ করেছিল, রাসূলুল্লাহর (সা) বংশধরদের বুক ঝাঝরা করেছিল এবং তাদের গলা কেটেছিল। হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা) সম্পর্কে বিদ্রূপের ভঙ্গিতে যে কথা উচ্চারণ করেছিল তাতে তার কুৎসিত মানসিকতা সম্পর্কে ধারণা করা যায়। যে মারওয়ান ছিল সাহাবায়ে কিরাম তথা সত্যনিষ্ঠ মানুষদের দুশমন তাকেই সে খিলাফতের অধিকতর আহল ও যোগ্য মনে করলো। অথচ 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রের (রা) স্থান ছিল ইমাম হুসাইন ও 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমারের (রা) পরে তাকওয়া-পরহেযগারী, উন্নত নৈতিকতা ও কর্মকাণ্ডের দিক দিয়ে সকল মানুষের উপরে। তিনি ছিলেন 'আশারা-ই-মুবাশ্শারার অন্যতম সদস্য হযরত যুবায়রের (রা) পুত্র, উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশার (রা) ভাগ্নে এবং হযরত আবূ বকর সিদ্দীকের (রা) দৌহিত্র। হযরত আসমা' বিনত আবী বকর (রা) তাঁর মা।

যাই হোক, মারওয়ান তার কথায় গুরুত্ব দেন এবং তাঁকে প্রশ্ন করেন : আপনি কি করতে বলেন?

'আবদুল্লাহ বললো : দিমাশ্কে ফিরে চলুন এবং মানুষকে আপনার খিলাফতের দাবীর কথা বলুন। আমি সাহায্য করবো।

এমন কথা 'আমর ইবন সা'ঈদও বললো। এই 'আমর ছিল ইয়ামনী আরবগোষ্ঠীর নেতা। সে মারওয়ানকে পরামর্শ দিল ইয়াযীদ ইবন মু'আবিয়ার বিধবা স্ত্রী, তরুণ যুবক খালিদের মাকে বিয়ে করার জন্য যাতে খালিদ বাধা হয়ে না দাঁড়ায়।[১৫]

এই তিনজনের মধ্যে একটি চুক্তি হলো। তিনজন আবার ফিরে গেলেন। ইবন যিয়াদ দিমাশকের "বাবুল ফারাবীস" নামক স্থানে অবস্থান নিয়ে দাহ্হাক ইবন কায়সের সাথে সাক্ষাৎ করলো। তাঁর হাতে চুমু খেয়ে তাঁর বংশ-আভিজাত্য ও কৌলিন্যের প্রশংসা করলো। নানা কথার পর চলে গেল। দ্বিতীয় দিন আবার সে দাহ্হাকের নিকট গেল এবং আগের দিনের মত তোষামোদীমূলক কথা বলে ফিরে গেল। তৃতীয় দিন আবার গেল এবং দাহ্হাকের সাথে একান্তে মিলিত হলো। সে বিস্ময় প্রকাশ করে দাহ্হাককে বললো, আপনি যে কুরায়শ নেতা 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রের সমর্থক ও সহযোগী, তাঁর চেয়ে তো আপনি নিজে এই পদের বেশী উপযুক্ত এবং জনগণের নিকট তাঁর চেয়ে বেশী গ্রহণযোগ্য।

---

১৫. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৪/৩৯৭

ইবন যিয়াদ ছিল ভীষণ কৌশলী ও মিষ্টভাষী মানুষ। সে দাহ্হাক ইবন কায়সের মতো একজন সরল ও সাদাসিধে সৈনিককে সহজে নিজের প্রতারণার ফাঁদে আটকে ফেললো। সে দাহ্হাককে 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রের (রা) পরিবর্তে নিজের জন্য মানুষের নিকট থেকে বাই'আত গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করলো। কিছু লোক তাঁর হাতে বাই'আত করলো। কিন্তু জনগণের অধিকাংশ যাঁরা 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রের (রা) সমর্থক ছিল তারা দাহ্হাকের উপর ক্ষেপে গেল।

ইবন যিয়াদের চাতুর্য দাহ্হাকের মতো এত বড় সামরিক শক্তিকে বিক্ষিপ্ত করে দিল। সে তাঁকে আবার দিমাশ্ক ছেড়ে বাইরে কোথাও শিবির স্থাপনের এবং সেখানে পৌছে সাধারণ সৈনিক ও শহরের জনসাধারণকে নিজের দিকে আহ্বান জানাতে পরামর্শ দিল। দাহ্হাক তার এ পরামর্শও মেনে নিলেন। তিনি দিমাশক থেকে বেরিয়ে 'মার্জ"-এ শিবির স্থাপন করলেন। 'আবদুল্লাহ ইবন যিয়াদ কিন্তু শহর ছাড়লো না। সে সেখানে অবস্থান করে শহরের উঁচু স্তরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে মারওয়ানের দলে ভিড়ানোর কাজটি সমাধা করলো।

সেই সময় মারওয়ান ও উমাইয়্যা খান্দানের লোকেরা তাদমীরে ছিলেন। ইয়াযীদের পুত্র খালিদ ও তার মা ছিলেন আল-জাবিয়াতে। 'আবদুল্লাহ ইবন যিয়াদ দূত মারফত মারওয়ানকে লিখলেন তিনি যেন উমাইয়্যা খান্দানের লোকদের সমবেত করে দ্রুত নিজের খিলাফতের জন্য বাই'আত গ্রহণ করেন এবং আল-জাবিয়াতে পৌছে খালিদের মাকে বিয়ে করেন।

ইবন যিয়াদের নির্দেশ মতো মারওয়ান কাজ করলেন। প্রথমে তিনি বানূ উমাইয়্যাদের নিকট থেকে বাই'আত গ্রহণ করেন। তারপর আল-জাবিয়াতে আসেন। সেখানে খালিদ তাঁর একজন বড় হিতাকাঙ্খী খালু হাস্সান ইবন মালিকের নিকট থাকতেন। মারওয়ান আল-জাবিয়াতে পৌছার পূর্ব পর্যন্ত হাস্সান মানুষকে খালিদ ইবন ইয়াযীদের হাতে বাই'আতের জন্য উদ্বুদ্ধ করছিলেন। কিন্তু মারওয়ান বানূ উমাইয়্যাদের বড় একটি দলকে সঙ্গে করে আল-জাবিয়াতে পৌছালে হাস্সানের সিদ্ধান্ত বদলে যায়। তিনি মারওয়ানের ভয়ে ভীত হয়ে তাঁর বাই'আত গ্রহণ করেন। তাঁর বাই'আত গ্রহণের পরই জনগণ মারওয়ানকে খলীফা হিসেবে মেনে নেয়। আর এভাবে আল-হাকাম ইবন আবিল 'আসের পুত্রের জন্য খিলাফতের পথ সহজ হয়ে যায়। তিনি আল-জাবিয়াতে জনগণের নিকট থেকে নিজের জন্য বাই'আত গ্রহণের পরই খালিদের মাকে বিয়ে করেন।

এদিকে আল-জাবিয়াতে জনগণ মারওয়ানের হাতে বাই'আত করছে, আর ওদিকে সেই দিন ইবন যিয়াদ দিমাশকবাসীদের নিকট থেকে মারওয়ানের জন্য বাই'আত গ্রহণ করে। তারপর সে মারওয়ানকে লিখে জানায় যে, তিনি যেন 'মারজে রাহিত"-এ অবস্থানরত দাহ্হাকের দিকে অগ্রসর হন।

মারওয়ান ও ইবন যিয়াদ বিভিন্নভাবে শক্তি সঞ্চয় করে দাহ্হাকের মুকাবিলার জন্য "মারজে রাহিত" এ উপস্থিত হন। একাধারে বিশ দিন প্রচণ্ড যুদ্ধের পর দাহ্হাক ও তাঁর

সাহসী সঙ্গীদের নিহত হওয়ার মধ্য দিয়ে তা শেষ হয়। দাহ্হাকের জীবিত সৈনিকরা পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়। ইয়াযীদের মৃত্যুর পর উমাইয়্যা শাসনের যে পরিসমাপ্তি ঘটতে যাচ্ছিল তা "মারজে রাহিত"-এর যুদ্ধের মাধ্যমে আবার তাদের হাতে ফিরে আসে।

বিজয়ীর বেশে মারওয়ান দিমাশকে প্রবেশ করলেন এবং মু'আবিয়ার (রা) সিংহাসনে বসলেন। তিনি মু'আবিয়ার (রা) পদাঙ্ক অনুসরণ করে বায়তুল মালের দরজা খুলে দেন এবং অর্থের বিনিময়ে মানুষের সমর্থন ও আনুগত্য ক্রয় করেন।[১৬]

বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, এ সেই মারওয়ান যাকে হযরত 'উছমান (রা), আমীর মু'আবিয়া (রা) ও ইয়াযীদের সময়ে সৃষ্টি জগতের অভিশপ্ত মনে করা হতো, যাকে মদীনার লোকেরা ফিতনা বা ঝগড়া-বিবাদের দ্বার বলতো, তিনি "খলীফাতুল্লাহ 'আলা আল-আরদ" বা পৃথিবীতে আল্লাহর খলীফার পদে অধিষ্ঠিত হলেন। তিনি নিজেই জর্দানে পৌঁছে বিস্ময়ের সাথে বলেন : মনে হয় আল্লাহ তা'আলা খিলাফত আমাদের ভাগ্যে লিখে রেখেছিলেন।[১৭]

সত্যি, আল্লাহ খিলাফত তাঁর জন্য নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। 'আবদুল্লাহ ইবন যিয়াদ, 'আমর ইবন সা'ঈদ এবং হাস্সান ইবন মালিকের মতো চতুর, বিচক্ষণ ও উচ্চাভিলাষী রাজনীতিবিদগণ তাঁর পাশে সমবেত হয়ে তাঁর ভাগ্যকে আরো উজ্জ্বল ও সহজ করে তোলেন। মারওয়ানকে আর যাঁরা সাহায্য করেন তাঁদের মধ্যে তাঁর দুই পুত্র আবদুল মালিক ও 'আবদুল 'আযীযও ছিলেন।

মারওয়ানের জন্ম মক্কায় এবং মৃত্যু শামে ৬৩ বছর বয়সে হিজরী ৬৫ সনের রমাদান মাসে। মোট নয় মাস আঠারো দিন খিলাফতের মসনদে আসীন ছিলেন।[১৮] মৃত্যুর পূর্বে তিনি দুই পুত্র 'আবদুল মালিক ও 'আবদুল আযীযকে যথাক্রমে খলীফা মনোনীত করে যান। 'আবদুল মালিক বড় ছিলেন। এ কারণে তাঁকে প্রথম এবং ছোট 'আবদুল আযীযকে দ্বিতীয় স্থানে রাখেন। মৃত্যুর সময় আবদুল মালিক পিতার কাছে ছিলেন, আর 'আবদুল আযীয ছিলেন সূদূর মিসরে।

এই মারওয়ানের পুত্র আবদুল আযীয এবং তাঁর পুত্র 'উমার– ইতিহাসে যিনি 'উমার ইবন 'আবদিল আযীয নামে প্রসিদ্ধ।

'আবদুল 'আযীযের পরিচয়

হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের পিতা 'আবদুল 'আযীয ইবন মারওয়ান উমাইয়্যা খান্দানের একজন বিশিষ্ট ভাগ্যবান ব্যক্তি। তাঁর নিজের বর্ণনা : "মাসলামা ইবনে মাখলাদ মিসরের ওয়ালী থাকাকালীন আমি সেখানে যাই। আমার অন্তরে তখন কয়েকটি বাসনা জাগে। পরবর্তীকালে তা সবই পূর্ণ হয়। সেই বাসনাগুলো হলো : ১. আমি যেন

---

১৬. তাবাকাত-৫/২৬

১৭. তাবাকাত-৫/২৭

১৮. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৪/৩৯৮

মিসরের ওয়ালী হই, ২. মাসলামার দুই স্ত্রীই যেন আমার স্ত্রী হয়, ৩. কায়স ইবন কুলাইব যেন আমার হাজিব বা নিরাপত্তা রক্ষী হয়।"[২৯] আল্লাহ তা'আলা তাঁর সকল ইচ্ছাই পূর্ণ করেছেন। মাসলামার দুই স্ত্রীই তাঁর স্ত্রী হয়েছে, কায়স ইবন কুলাইব তাঁর হাজিব হয়েছে এবং বিশ বছর দশ মাস একাধারে মিসরের ওয়ালী থেকেছেন। ঐতিহাসিকদের মতে ইসলামের ইতিহাসে আর কোন ব্যক্তি কোথাও এত দীর্ঘ সময় ওয়ালীর দায়িত্ব পালন করেননি।

হিজরী ৬৫ সনে তিনি মিসরে ওয়ালীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ব্যাপারটি ঘটে এভাবে : 'আবদুর রহমান ইবন জাহদাম, যিনি হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রের (রা) পক্ষ থেকে মিসরের ওয়ালী ছিলেন, মিসরের ঐ সকল খারিজীদেরকে যাঁরা মক্কায় 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রের সমর্থক ও সাহায্যকারী ছিল, তাদের ঐক্যবদ্ধ করে "তাহকীম" বা সালিশের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির দাবী জানায়। আর সে সময় মিসরে বানূ উমাইয়্যাদের সমর্থক লোকেরা তাঁর হাতে বাই'আত করে। এরপর হিজরী ৬৪ সনের যুলকা'দা মাসে 'আবদুল 'আযীযের পিতা মারওয়ান ইবন হাকাম সিরিয়ায় জনগণের নিকট থেকে নিজের হাতে বাই'আত নেন। মিসরের মানুষ প্রকাশ্যে ইবন জাহদামের পক্ষে ছিল, তবে গোপনে তাঁদের সমর্থন ছিল মারওয়ানের প্রতি। এ কারণে মিসরবাসী তাঁকে মিসরে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানায়। মারওয়ান তাঁর উঁচু পর্যায়ের আমলা ও সহযোগীদের একটি বড় দল নিয়ে মিসরের দিকে যাত্রা করেন। অন্যদিকে পুত্র 'আবদুল 'আযীযকে একটি বাহিনীসহ আয়লায় পাঠান। ইবন জাহদাম মুকাবিলার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। আকদার ইবন হাম্মাম আল-লাখমীর নেতৃত্বে কয়েকটি যুদ্ধ জাহাজ সমুদ্র পথে শামের দিকে যাওয়ার নির্দেশ দেন। স্থল পথে যুদ্ধের জন্যও দু'টি বাহিনী পাঠান। তাঁর একটি উদ্দেশ্য ছিল 'আবদুল 'আযীযকে আয়লায় ঢুকতে না দেওয়া। এই বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন যুহাইর ইবন কায়স। তিনি বুসাক নামক স্থানে 'আবদুল 'আযীযের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং পরাজয় বরণ করেন। ইবন জাহদাম নিজে "আইনু শামস" নামক স্থানে মারওয়ানের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন। দুই দিনের প্রচণ্ড যুদ্ধে দু'পক্ষের বহু লোক হতাহত হয়। অবশেষে কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি ইবন জাহদাম ও মারওয়ানের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করে দেয়। আপোষের পর হিজরী ৬৫ সনের জুমাদা আল-উলা মাসে মারওয়ান মিসরে প্রবেশ করেন এবং ফিলফিল নামক স্থানে অবস্থান করতে থাকেন। কিন্তু তাঁর তীব্র আত্মমর্যাদাবোধ এমনভাবে অবস্থান মেনে নিতে পারলো না। তাই তিনি বললেন, খলীফা এমন শহরে অবস্থান করতে পারেন না যেখানে কোন প্রাসাদ নেই। অতঃপর তাঁর নির্দেশে 'কাসরুল বায়দা' নির্মাণ করা হয়। তিনি জনগণের ভাতা চালু করেন। একমাত্র মু'আফির গোত্র ছাড়া সমগ্র মিসরবাসী তাঁর খিলাফত মেনে নিয়ে তাঁর হাতে বাই'আত করে। তিনি সর্বমোট দুই মাস মিসরে অবস্থান করেন। হিজরী ৬৫ সনের রজব মাসে তিনি পুত্র 'আবদুল 'আযীযকে মিসরের ওয়ালীর দায়িত্ব দিয়ে দিমাশ্‌কের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। বিদায় বেলায় 'আবদুল 'আযীয বিষণ্ন কণ্ঠে বললেন : আমীরুল মু'মিনীন! এমন

---

২৯. 'আবদুস সালাম নাদবী, সীরাতে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয-৯

একটি দেশ যেখানে আমার কোন আত্মীয়-বন্ধু নেই, আমি থাকবো কেমন করে? তখন মারওয়ান পুত্রকে উদ্দেশ্য করে নিম্নের উপদেশগুলো দান করেন :[৩০]

أى بُنَىَّ، انظر إلى عُمَّالك، فإن كان لهم عندك حق غُـدْوةً فـلا تُؤخِّـرْهُ عشـيَّةً، وإن كان لهم عشِيَةً فلا تُؤخِّرْه إلى غدوة، وأعطهم حقوقهم عند محلها، تستوجب بذلـك الطاعة منهم. وإياك أن يظهر لرعيَّتك منك كذب، فإنهم إن ظهر لهم منك كـذب لم يصدِّقوك فى الحق، واستشر جلساءك وأهل العلـم، فـإن لم يَسْـتَبْن لـك فـاكتب إلىَّ يأتك رأيي فيه إن شاء الله تعالى. وإن كان بـك غضـب علـى أحـد مـن رعيتـك فـلا تؤاخذه به عند سورة الغضب، واحبس عنه عقوبتك حتى يَسْكُنَ غَضَبُكَ، ثـم يكـون منك مايكون وأنت ساكن الغضب منطفئ الْجَمْرَةِ، فإن من جعل السجن كان حليمـا ذا أناةٍ. ثم انظر إلى اهل الحسب والدين والمروءة، فليكونوا أصحابَك وجلسـاءَك، ثـم أعـرف منـازلهم منـك علـى غـير اسـتر سـال ولا انقبـاض، أقـول هـذا وأسـتخلف الله عليك.

"আমার প্রিয় ছেলে! তুমি তোমার কর্মচারী-কর্মকর্তাদের প্রতি দৃষ্টি রাখবে। সকাল বেলায় তোমার নিকট তাদের যদি কোন দাবী থাকে তা পূরণ করতে সন্ধ্যা পর্যন্ত দেরী করবে না। তেমনিভাবে সন্ধ্যায় যদি কোন দাবী থাকে, সকাল পর্যন্ত তা দেরী করবে না। তাদের অধিকার যথাসময়ে প্রদান করবে। এতে তাদের আনুগত্য অপরিহার্য হয়ে দাঁড়াবে। তোমার প্রজাদের নিকট তোমার কোন মিথ্যা যেন প্রকাশ না পায় সে ব্যাপারে সতর্ক থাকবে। তোমার কোন মিথ্যা যদি তাদের নিকট প্রকাশ পায় তাহলে তারা তোমার সত্যকেও বিশ্বাস করবে না। তোমার পারিষদবর্গ ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করবে। তারপরেও যদি কোন বিষয় তোমার নিকট স্পষ্ট না হয় তাহলে আমাকে লিখবে। ইনশাআল্লাহ আমার মতামত যথাসময়ে তোমার নিকট পৌঁছে যাবে। তোমার প্রজাদের কারো প্রতি যদি তোমার রাগ হয় তাহলে সেই রাগের মুহূর্তে তাকে পাকড়াও করবে না। তোমার রাগ শান্ত হওয়া পর্যন্ত তার শাস্তি স্থগিত রাখবে। তারপর তুমি ঠাণ্ডা মেজাজে প্রশান্ত অবস্থায় তাকে তোমার যা ইচ্ছা শাস্তি দিবে। কারণ, যে ব্যক্তি প্রথম কারাগার বানিয়েছেন তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ ও ধৈর্যশীল। তারপর তুমি দৃষ্টি দিবে অভিজাত বংশীয়, দীনদার ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের প্রতি। তাঁরা অবশ্যই তোমার সংগী-সাথী ও পারিষদবর্গ হবে। সব রকম উদারতা ও সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে তাদের মর্যাদা ও স্থান নিরূপণ করবে। আমার বক্তব্য এতটুকু। তোমার উপর আমি আল্লাহকে প্রতিনিধি হিসেবে রেখে যাচ্ছি।" এছাড়া তিনি 'আবদুল 'আযীযকে আরো কিছু উপদেশ

---

৩০. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-১/৪২; আহমাদ-যাকী সাফওয়াত, জামহারাতু খুতাব আল-'আরাব-২/১৯১

দান করেন। মিসর ত্যাগের পূর্বে বিশরকে 'আবদুল 'আযীযের সহকারী এবং মূসা ইবন নুসাইরকে তাঁর মন্ত্রী ও উপদেষ্টা নিয়োগের ঘোষণা দেন।

মারওয়ান মিসর থেকে দিমাশ্কে ফিরে মাত্র দু'মাস জীবিত ছিলেন। অতঃপর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র 'আবদুল মালিক খলীফা হন। তিনি 'আবদুল 'আযীযকে তাঁর ওয়ালীর পদে বহাল রাখেন। 'আবদুল 'আযীয তাঁর শাসন আমলে মিসরে অনেক উল্লেখযোগ্য কাজ করেন। হিজরী ৬৭ সনে একটি দৃষ্টিনন্দন প্রাসাদ নির্মাণ করেন। হিজরী ৭০ সনে মিসরে "তা'উন" (প্লেগ) মহামারী আকারে দেখা দিলে তিনি হুলওয়ানে চলে যান এবং সেখানে স্থায়ী হন। সেখানে একাধিক প্রাসাদ ও মসজিদসহ আঙ্গুর ও খেজুরের বহু বাগান তৈরি করেন। হিজরী ৭৭ সনে কায়রোর পুরাতন মসজিদটি ভেঙ্গে চতুর্দিকে আরো সম্প্রসারণ করে পুনঃনির্মাণ করেন। হিজরী ৬৯ সনে সেখানে দু'টি পুল তৈরি করে তার উপর নিজের নামটি খোদাই করেন।[৩১] কবি 'উবায়দুল্লাহ ইবন কায়স আর রুকায়্যাত (মৃ. ৭৫ হি.)-এর একটি কবিতায় 'আবদুল 'আযীযের কর্মকাণ্ডের একটি চমৎকার চিত্র বিধৃত হয়েছে।[৩২]

"তা'রীফ" নামক এক প্রকার ধর্মীয় অনুষ্ঠান চালু করেন। আর তা হলো 'আরাফার দিন 'আসরের পর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মসজিদে অবস্থান করা। তিনি জ্ঞানী-গুণীদের অধিকার প্রদান এবং তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকে অত্যন্ত উদারতার সাথে বহাল রাখেন। মিসরের কাজী 'আবদুর রহমান ইবন হুজায়রা আল-খাওলানীর ভাতা নির্ধারণ করেন বার্ষিক এক হাজার দীনার। আবুল খায়র মারছাদ আল-ইয়াযনীকে তিনি নিজে ডেকে তাঁর নিকট থেকে বিভিন্ন বিষয়ে ফাতওয়া নিতেন।[৩৩] মিসরের 'আলিম-'উলামা, জ্ঞানী-গুণী এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রের মর্যাদাবান ব্যক্তিবর্গকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিদিন আহার করতেন। এক হাজার খাঞ্চা খাবার নিজের বাসস্থানের পাশে এবং অন্যত্র আরো এক শো খাঞ্চা খাবার প্রতিদিন সাধারণ মানুষকে খাওয়ানো হতো।[৩৪] প্রতি বছর গ্রীষ্ম ও শীত মওসুমের শুরুতে কম আয়ের মানুষ ও অভাবগ্রস্তদের মধ্যে ঠাণ্ডা-গরমের কাপড় বিতরণ করতেন। বিধবা, ইয়াতীম ও দুঃস্থদের জন্য প্রতিদিনের ভাতা চালু করেন। মোটকথা অভাবীদের অভাব দূরীকরণের জন্য নানাভাবে প্রচেষ্টা চালান।

কবিগণের সান্নিধ্য তাঁর খুব প্রিয় ছিল। এত উদার হস্তে কবিদের দান করতেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর কোন কোন কবি কবিতা চর্চা ছেড়ে দেন। বিশেষ করে কবি কুছায়্যির ও নুসাইবকে এত অর্থ দান করেন যে কেউ কখনো কোন কবিকে সে পরিমাণ অর্থ দেয়নি। কবি কুছায়্যিরকে একজন জিজ্ঞেস করেছিল, আপনি এখন কবিতা বলেন না কেন? জবাবে তিনি বলেছিলেন : 'আবদুল 'আযীযের পরে আর কার নিকট তেমন প্রতিদানের আশা করা যায়?[৩৫]

---

৩১. সুয়ূতী, হুসনুল মুহাদারা-২/২০৪; আল-কিন্দী, কিতাবু উলাতি মিসর (বৈরূত)-১৮৫

৩২. মু'জাম আল-বুলদান-২/২৯৩, ২৯৪; 'আলী ফা'উর, সীরাতু 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয-১৪

৩৩. হুস্ন আল-মুহাদারা-১/১১৮

৩৪. 'আবদুস সালাম, নাদবী-৯

৩৫. হুস্ন আল-মুহাদারা-২/২৪০

তিনি কেবল একজন উদার দানশীল ব্যক্তিই ছিলেন না, বরং জনসাধারণের অবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে মিসরের কৃষি ব্যবস্থারও সংস্কার করেন। সরকারী উদ্যোগে অনেক ফলের বাগান করেন এবং পতিত জমি আবাদ করার জন্য কৃষকদের মধ্যে বন্টন করেন। মিসরের সরকারী পতিত ভূমি আবাদ করার জন্য মূল আরব থেকে কৃষিজীবী লোকদের এনে তাদেরকে ভূমি পত্তন দেন।

তিনি 'আলিম-'উলামার ভাতা নির্ধারণ করেন। জ্ঞানের প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে বহু বিদ্যালয় ও খানকা প্রতিষ্ঠা করেন। এমনকি নিজের প্রাসাদেও একটি মাদরাসা চালু করেন। ইবন কাছীর 'আবদুল 'আযীযের মৃত্যু প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে নিম্নের মন্তব্যটি করেন :[৩৬]

وقد كان عبد العزيز بن مروان من خيار الأمراء كريمًا جوادا ممدحًا.

"'আবদুল 'আযীয ইবন মারওয়ান ছিলেন উদার, দানশীল, প্রশংসিত সৎ আমীরদের একজন।"

হিজরী ৮৬ সনে ১৪ই জুমাদা আল-উলা সোমবার 'আবদুল 'আযীয হুলওয়ানে ইনতিকাল করেন এবং ফুসতাতে তাঁকে দাফন করা হয়। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত হয় এই কথাগুলো : "হায়! আমি যদি উল্লেখযোগ্য কিছু না হতাম! হায়! আমি যদি হতাম ধূলিকণা অথবা হতাম হিজাযের কোন অখ্যাত রাখাল!" আরবের বহু কবি তাঁর মৃত্যুর পর মরছিয়া লিখেছেন।[৩৭]

'আবদুল 'আযীয একাধিক বিয়ে করেন। অনেকগুলো সন্তান রেখে যান। তবে যে সন্তানের কারণে তাঁর নাম উজ্জ্বল হয়েছে, তিনি এই 'উমার। অনেকে মনে করেছেন, 'উমারের মধ্যে যে সকল গুণ-বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়েছিল তার পিছনে তাঁর পিতার বড় অবদান রয়েছে। কথাটি যেমন সত্য, তেমনি এটাও সত্য যে, তিনি যে মায়ের দুধ পান করেন তিনিও ছিলেন একজন উঁচু মাপের মা।

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের জন্ম ও পরিচয়

'উমারের ডাকনাম আবূ হাফ্‌স। পিতা 'আবদুল 'আযীয ইবন মারওয়ান। মায়ের নাম উম্মু 'আসিম, দ্বিতীয় খলীফা-ই রাশিদ হযরত 'উমার ইবন আল-খাত্তাবের (রা) পুত্র হযরত 'আসিমের (রা) কন্যা।

এখানে পূর্বের একটি ঘটনা উল্লেখ করা প্রয়োজন। দ্বিতীয় খলীফা হযরত 'উমার (রা) ঘোষণা দিয়েছিলেন যেন দুধে পানি মিশানো না হয়। একদিন রাত্রিবেলা টহল দানের সময় তিনি শুনতে পেলেন, জনৈকা মা তার মেয়েকে বলছে; মেয়ে! ভোর হয়ে যাচ্ছে, দুধে পানি মিশিয়ে দাও। মেয়েটি বলছে, মা! আপনি জানেন না, আমীরুল মু'মিনীন দুধে পানি মিশাতে নিষেধ করেছেন? মা বললো : এ সময় আমীরুল মু'মিনীন কোথায়? তিনি কিভাবে জানবেন? মেয়ে বললো : আমীরুল মু'মিনীন না জানলেও আল্লাহ তো দেখছেন। হযরত 'উমার (রা) ঘরটি চিনে রাখলেন। পরদিন পুত্র 'আসিমকে বললেন : তুমি এই

---

৩৬. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৮/৫৮
৩৭. কিতাবু উলাতি মিসর-১৫৮

মেয়েকে বিয়ের পয়গাম পাঠাও। আমি আশা করছি এর পেটে এমন সন্তানের জন্ম হবে যে সমগ্র আরবের শাসক হবে। 'আসিম মেয়েটিকে বিয়ে করেন। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয এই দম্পতিরই দৌহিত্র।[৩৮]

এভাবে তাঁর ধমনীতে 'উমার ফারূকের (রা) রক্ত বহমান ছিল। সম্ভবতঃ এ কারণে মারওয়ানের মতো একজন বিতর্কিত মানুষের বংশে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের মতো মহান সংস্কারকের জন্ম হয়। যিনি ছিলেন সততায় আবূ বকর (রা), ন্যায়পরায়ণতায় 'উমার (রা), লজ্জা-শরমে 'উছমান (রা) এবং যুহ্দ ও তাকওয়ায় 'আলীর (রা) সমকক্ষ। উমাইয়্যারা ইসলামী উম্মাহ্‌র প্রাণসত্তাকে যেভাবে হত্যা করেছিল তিনি সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তা পুনর্জীবিত করেন। তিনি তৎকালীন খলীফা সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিকের চাচাতো ভাই ছিলেন এবং তাঁর পূর্ববর্তী খলীফা আল-ওয়ালীদ ও সুলায়মানের খিলাফতকালে মদীনার ওয়ালীর দায়িত্ব পালন করেন।

হাফেজ জালাল উদ্দীন সুয়ূতী লিখেছেন, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয মিসরের নীল নদের তীরে একটি গ্রাম হুলওয়ানে, যার আমীর ছিলেন তাঁর পিতা, হিজরী ৬১ অথবা ৬৩ সনে জন্মগ্রহণ করেন।[৩৯] তবে আল্লামা যাহাবী 'তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ইয়াযীদের খিলাফতকালে মদীনায় তাঁর জন্ম হয় এবং মিসরে পিতার ওয়ালী থাকাকালে সেখানে বেড়ে ওঠেন।[৪০] এটাই সঠিক বলে মনে হয়। কারণ, হিজরী ৬৫ সনে 'আবদুল 'আযীয মিসরে ওয়ালীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আর তাই হিজরী ৬১ অথবা ৬৩ সনে হুলওয়ানে তাঁর জন্মগ্রহণ কোনভাবেই বোধগম্য নয়।

'উমারের শিক্ষা-দীক্ষা

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন এবং একটু বড় হলে তাঁর পিতা মিসরের ওয়ালী নিযুক্ত হন। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় তিনি স্ত্রী-সন্তান মদীনায় রেখেই মিসরে যান। সেখান থেকে তিনি স্ত্রী উম্মু 'আসিমকে ছেলে 'উমারসহ মিসর যাওয়ার জন্য লেখেন। স্বামীর চিঠি পেয়ে উম্মু 'আসিম চাচা হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমারের (রা) নিকট যান এবং তাঁকে সব কিছু খুলে বলে পরামর্শ চান। উল্লেখ্য যে, উম্মু 'আসিমের পিতা হযরত 'আসিম (রহ) এর আগেই ইনতিকাল করেন। হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) বলেন, তুমি তোমার স্বামীর কাছে চলে যাও। তবে এই ছেলেকে আমাদের কাছে রেখে যাও। কারণ, তোমাদের সবার চেয়ে আমাদের সাথে এ ছেলের মিল সবচেয়ে বেশী। একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) বলতেন : 'উমার ইবনুল খাত্তাবের বংশের মধ্যে তার মতো আর কার চেহারায় এমন চিহ্ন আছে যে, 'আদল-ইনসাফে পৃথিবী ভরে তুলবে?[৪১] অতঃপর হযরত উম্মু 'আসিম

---

৩৮. ইবনুল জাওযী, সীরাতু 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয-৯৭-৯৮

৩৯. 'আলী-ফা'উর, সীরাতু 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয-১৩

৪০. তাযকিরাতুল হুফফাজ-১/১১৮

৪১. আল-কামিল ফিত তারীখ-৫/৬৫

ছেলে 'উমারকে তার নানা হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমারের (রা) তত্ত্বাবধানে রেখে মিসর চলে যান।

উম্মু 'আসিম মিসরে পৌঁছলে সঙ্গে ছেলেকে না দেখে 'আবদুল 'আযীয জিজ্ঞেস করেন : 'উমার কোথায়? স্ত্রীর কাছে সব কথা শোনার পর ভীষণ খুশী হন। সাথে সাথে তিনি দিমাশ্‌কে বড় ভাই খলীফা 'আবদুল মালিককে বিষয়টি জানিয়ে দেন। খলীফা এই শিশু-'উমারের জন্য এক হাজার দীনার মাসিক ভাতা নির্ধারণ করে দেন।

মায়ের সাথে মদীনায় থাকা অবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষা মা ও নানা হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমারের (রা) নিকট শুরু হয়। যেমন ইবন 'আবদিল হাকাম বর্ণনা করেছেন :[৪২]

كان يأتي إلى عبد الله بن عمر كثير المكان أمه منه، ثم يرجع إلى أمه فيقول يا أمه أنا أحب أن أكون مثل خالي - يريد عبد الله بن عمر فترفق به ثم تقول له اعزب أنت تكون مثل ذلك.

'শিশু 'উমার 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমারের (রা) সাথে তাঁর মায়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে প্রায়ই তাঁর নিকট যেতেন। ফিরে এসে মাকে বলতেন, মা! আমি আমার মামার মতো হতে চাই। মামা বলতে তিনি 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমারকে বুঝাতেন। মা আদর করতেন এবং সান্ত্বনা দিয়ে বলতেন, চিন্তা করোনা, তুমি তাঁর মতই হবে।'

'আবদুল্লাহ ইবন 'উমারের (রা) নিকট এ শিক্ষা হয়তো কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না। যেহেতু মা ও ছেলে উভয়ে তাঁর তত্ত্বাবধানে ছিলেন, তাই এ শিক্ষা ছিল একান্তই পারিবারিক। আর যেহেতু উম্মু 'আসিমের পিতা 'আসিম জীবিত ছিলেন না, তাই উম্মু 'আসিম সব সময় সকল বিষয়ে চাচার পরামর্শ মেনে চলতেন।

কিছুকাল পরে 'উমার তাঁর পিতা 'আবদুল 'আযীযের নিকট চলে যান। সেখানে পিতার তত্ত্বাবধানে অবস্থান করতে থাকেন। এর মধ্যে হঠাৎ একটি দুর্ঘটনা ঘটে। যার পরিপ্রেক্ষিতে পিতা-মাতা মনে করলেন তাঁর শিক্ষা মদীনাতে হওয়াই সঙ্গত। অতঃপর তাঁরা তাঁকে আবার মদীনায় পাঠিয়ে দেন।[৪৩] যে ঘটনার প্রেক্ষিতে 'উমারকে মদীনায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয় তা হলো, একদিন শিশু 'উমার সকলের অগোচরে একাই গাধার পিঠে চড়তে যান এবং পড়ে গিয়ে আঘাতপ্রাপ্ত হন। এ অবস্থায় মায়ের নিকট আনা হলে মা সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ধরে মুখের ক্ষত থেকে রক্ত মুছতে মুছতে সংগে কোন প্রহরী না দেওয়ায় পিতাকে ভীষণ তিরস্কার করেন।[৪৪] পিতা ধৈর্যের সাথে জবাব দেন : উম্মু 'আসিম! তুমি একটু চুপ কর। সে যদি বানূ উমাইয়্যার মারাত্মক ক্ষতচিহ্নের অধিকারী হয়ে যায় তাহলে তোমার জন্য খুশীর খবর।[৪৫] অপর একটি বর্ণনা মতে, গাধার পিঠ

৪২. ইবন 'আবদিল হাকাম, সীরাতু 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয-১৯; রশীদ আখতার নাদবী, সীরাতে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয-৪৬

৪৩. সীরাতে ইবন 'আবদিল হাকাম-১৯-২০

৪৪. তাবারী, তারীখ-৫/৩১৯

৪৫. কিতাবুল আগানী-৮/১৪৯; আল-কামিল ফিত তারীখ-৫/৫৯

থেকে পড়ে আহত হলে 'উমারের এক ভাই আসবাগ ইবন 'আবদিল 'আযীয সে কথা শুনে হাসিতে ফেটে পড়ে। পিতা তাকে ধমক দিয়ে বলেন, তোমার ভাই পড়ে আহত হয়েছে, আর এই কষ্টের কথা শুনে তুমি হাসছো? আসবাগ বললো : হে মাননীয় আমীর! ভাই কষ্ট পেয়েছে সে জন্য আমি হাসছি না, এজন্যও হাসছি না যে, তার পড়ে যাওয়াতে আমি খুশী হয়েছি। সে পড়ে গিয়ে বানূ উমাইয়্যার অধিকতর ক্ষতচিহ্নের অধিকারী ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে, তাই আমি খুশী হয়েছি। সে অবশ্যই ভাগ্যবান।[৪৬]

আসলে এই কথারও একটা প্রেক্ষাপট আছে। বানূ উমাইয়্যাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে একথা প্রচলিত ছিল যে, খুরাসানের জনৈক সূফী সাধক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখেন যে, এক মহান ব্যক্তি তাঁকে বলছেন :[৪৭]

إذا ولى الأشجّ من بنى أمية يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا.

"যখন বানূ উমাইয়্যার ললাটে ক্ষতচিহ্ন ব্যক্তিটি খিলাফতের অধিকারী হবে তখন পৃথিবী আদল-ইনসাফে ভরে দেবে, যেমন ভরে গেছে যুলুম-অত্যাচারে।"

আরো বর্ণিত হয়েছে, স্বপ্নে উক্ত ব্যক্তি আরো বলেন :

إذا قام أشجّ بنى مروان فانطلق فبايعه فإنه إمام عدل.

"যখন বানূ মারওয়ানের ক্ষতচিহ্ন বিশিষ্ট ব্যক্তি রাষ্ট্র ক্ষমতার অধিকারী হবে তখন তুমি তার বাই'আত করবে। কারণ, তিনি একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক।"

অতঃপর স্বপ্নে আদিষ্ট লোকটি বলেন, তারপর থেকে আমি খোঁজ নিতে থাকি কখন সেই লোকটি খিলাফতের মসনদে আসীন হবেন। অবশেষে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয খলীফা হলেন। তারপর তিনবার তাঁকে স্বপ্নের মধ্যে আমাকে দেখানো হয় এবং গিয়ে তাঁর হাতে বাই'আত করি।

উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীটি হযরত 'উমার ইবন আল খাত্তাবের (রা) বলেও কোন কোন বর্ণনায় এসেছে। বর্ণিত হয়েছে একদিন তিনি একটি স্বপ্ন দেখেন। ঘুম থেকে জেগে চোখ-মুখ কচলাতে কচলাতে বললেন :

من هذا الذى يكون أشجّ من ولدى ويسير بسيرتى؟

'আমার সন্তানদের মধ্যে ললাটে আঘাতের চিহ্ন বিশিষ্ট এই লোকটি কে? সে আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করবে।"

তিনি আরো বলেন :

إن من ولدى رجلا بوجهه أثر يملأ الأرض عدلاً.

"আমার সন্তানদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি হবে যার চেহারায় আঘাতের চিহ্ন থাকবে– সে 'আদল ও ইনসাফে পৃথিবী ভরে দেবে।"

হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) তাঁর পিতার কথাটির পুনরাবৃত্তি করে প্রায়ই বলতেন :

---

৪৬. 'আবদুল 'আযীয সায়্যিদুল আহ্ল, আল-খলীফাতু আয-যাহিদ (বৈরূত)-২১

৪৭. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৮/১৯০

ليت شعرى! من هذا الذى من ولد عمر فى وجهه علامة، يملأ الأرض عدلاً.

"হায়! আমি যদি 'উমারের বংশধরদের মধ্যে সেই সন্তানটিকে চিনতে পারতাম যার চেহারায় চিহ্ন রয়েছে এবং সে পৃথিবী 'আদল-ইনসাফে পূর্ণ করে দেবে।"[৪৮]

বানূ উমাইয়্যার ছোট-বড় সকলের এ ভবিষ্যদ্বাণীটি জানা ছিল। আর তাই পিতা 'আবদুল 'আযীয তাঁর ক্ষত স্থানের রক্ত মুছতে মুছতে বলছিলেন :[৪৯]

إن كنت أشجّ بنى أمية أنك إذًا سعيد.

"তুমি যদি বানূ উমাইয়্যার মারাত্মক আঘাত-চিহ্নিত ব্যক্তি হও তাহলে তো একজন ভাগ্যবান মানুষ।" পরবর্তীতে তাঁকে যে- أَشَجُّ بَنِى أُمَيَّةَ - (আশাজ্জু বানী উমাইয়্যা) বলা হতো তার উৎপত্তি এখান থেকেই। সত্যি সত্যি 'আদল-ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি এত প্রসিদ্ধ হন যে, বলা হয়ে থাকে - الأشج والناقص أعدلا بنى مروان - "আল-আশাজ্জ ও আন-নাকিস (আঘাতের চিহ্ন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও হ্রাসকারী), এ দু'জন বানূ মারওয়ানের অধিক ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি।" উল্লেখ্য যে, আন-নাকিস হলেন ইয়াযীদ ইবন আল-ওয়ালীদ। তাঁর এমন নাম হওয়ার কারণ হলো, খলীফা ওয়ালীদ হিজাযবাসীদের যে ভাতা নির্ধারণ করেন তিনি তা কমিয়ে দেন।

উপরোক্ত বর্ণনা ও ঘটনার কারণে 'উমার বানূ উমাইয়্যার সকলের ঈর্ষণীয় প্রিয় পাত্রে পরিণত হন। চাচা খলীফা 'আবদুল মালিক তো তাঁকে নিজের সন্তানদের চাইতেও বেশী ভালোবাসতেন। সকলের উপর তাঁকে প্রাধান্য দিতেন। এজন্য তাঁর এক পুত্র তাঁকে একবার তিরস্কার করলে তিনি বলেন, কি কারণে আমি তাঁকে এত ভালোবাসী তা কি তুমি জান? সে বললো : না। 'আবদুল মালিক বললেন :[৫০]

إنه سيلى الخلافة يومًا، وهو أشج بنى مروان الذى يملأ الأرض عـدلاً بعـد أن تملأ جورا. فمالى لا أحبه ولا أدينه.

"সে একদিন খিলাফতের অধিকারী হবে, সে বানূ মারওয়ানের ললাটে আঘাতের চিহ্ন বিশিষ্ট ব্যক্তি, যে পৃথিবী জুলুম-অত্যাচারে ভরে যাওয়ার পর আবার 'আদল-ইনসাফে পূর্ণ করে দেবে। সুতরাং কেন আমি তাঁকে ভালোবাসবো না, আর কেন আমি তাঁকে কাছে রাখবো না?"

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয দ্বিতীয়বার মদীনায় আসলেন এবং প্রখ্যাত তাবি'ঈ সালিহ ইবন কায়সানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে তাঁর তা'লীম ও তারবিয়্যাত (শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ) চলতে থাকে। তিনি অত্যন্ত কঠোরভাবে তাঁকে ধর্মীয় কর্মকাণ্ড ও নৈতিক আচরণ শিক্ষা দেন। তিনি যে 'উমারকে কঠোর পর্যবেক্ষণে রাখেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় একটি ঘটনা

---

৪৮. প্রাগুক্ত-২০; সীরাতু ইবন 'আবদিল হাকাম-১৮; সুয়ূতী, তারীখ আল-খুলাফা-২২৯
৪৯. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৮/১৯২
৫০. আল-খলীফাতু আয-যাহিদ-২৩

দ্বারা। একবার নামাযের জামা'আতে শরীক হতে 'উমারের একটু দেরী হলো। সম্মানীত শিক্ষক সালিহ্ ইবন কায়সান এর কারণ জানতে চাইলে 'উমার বলেন, মাথার কেশ বিন্যাস করতে গিয়ে দেরী হয়ে গেছে। সালিহ্ বললেন, কেশ বিন্যাসের প্রতি এতই আসক্ত হয়েছো যে তা নামাযের উপরও প্রাধান্য পেতে আরম্ভ করেছে? বিষয়টি তিনি মিসরে অবস্থানরত 'উমারের পিতা 'আবদুল 'আযীযকে পত্র দিয়ে জানালেন। পত্র পেয়ে বিলম্ব না করে তিনি এক ব্যক্তিকে মদীনায় পাঠালেন। লোকটি মদীনায় পৌছে প্রথমে 'উমারের মাথা ন্যাড়া করে, তারপর অন্যদের সাথে কথা বলে।[৫১]

শৈশবের এই ঘটনা তাঁকে এত প্রভাবিত করে যে, পরবর্তীতে তিনি নিজের সন্তানদেরও গৃহ-শিক্ষক নিয়োগ করেন এই সালিহ্ ইবন কায়সানকে।[৫২]

'আবদুল 'আযীয যে তাঁর সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন তা তাঁর সন্তানের শিক্ষককে লেখা একটি চিঠিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে :[৫৩]

أما بعد فإني اخترتك على علم مني لتأديب ولدى فصرفتهم إليك عن غيرك من موالٍ وذوى الخاصة بى، فحدثهم بالجفاء، فهو أمعن لإقدامهم، واترك الصحبة فإن عادتها تكسب الغفلة، قلّل الضحك فان كثرته تميت القلب،وليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض الملاهى التى بدؤها من الشيطان وعاقبتها سخط الرحمن. فإنه بلغنى من الثقات من أهل العلم أن حضور المعازف واستماع الأغانى واللهج بها ينبت النفاق فى القلب كما ينبت العشب الماءُ. وليفتح كل غلام منهم بجزء من القرآن يتثبت فى قراءته، فإذا فرغ تناول قوسه ونبله وخرج إلى الغرض حافيا فرمى سبعة أر شاق ثم انصرف إلى القائلة.

"অতঃপর এই যে, আমি আমার সন্তানের শিক্ষার জন্য আপনাকে মনোনীত করেছি। আমার অন্য সব মাওয়ালী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বাদ দিয়ে আপনার কাছে তাকে দিয়েছি। আপনি তাঁকে কঠোরভাবে আদেশ করুন যা তাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আড্ডা থেকে বিরত রাখুন। কারণ, তা অমনোযোগিতা জন্ম দেয়। হাসিকে কমান। বেশী হাসিতে অন্তর মরে যায়। আপনার শিক্ষার সূচনাতেই তার যেন খেল-তামাশার প্রতি বিরূপ ধারণা গড়ে ওঠে। খেল-তামাশার উৎস হলো শয়তান, আর তার পরিণতি পরম করুণাময়ের অসন্তুষ্টি। বিশ্বস্ত জ্ঞানী ব্যক্তিদের নিকট থেকে আমি জেনেছি, বাদ্যযন্ত্রের উপস্থিতি, গান শোনা ও এসবের প্রতি নিবেদিত হওয়া অন্তরে নিফাক বা কপটতা জন্ম

---

৫১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৮/১৯২; আল-কামিল ফিত তারীখ-৫/৬৫

৫২. তাযকিরাতুল হুফফাজ-১/৩৩৩

৫৩. 'আলী ফা'উর, সীরাতু 'উমার-১৬

দেয়, যেমন পানি জন্ম দেয় তৃণলতা। প্রত্যেক শিশু প্রতিদিন কুরআনের কিছু অংশ সঠিকভাবে পাঠ করবে। পাঠ শেষে তারা ঢাল, বর্শা ও তীর নিয়ে খালি পায়ে বেরিয়ে যাবে এবং সাতটি তীর-বর্শা নিক্ষেপ করবে। তারপর ফিরে এসে বিশ্রাম নিবে।"

'আবদুল 'আযীয যখন হজ্জের উদ্দেশ্যে আসতেন তখন মদীনায় পুত্র 'উমার এবং তার শিক্ষক ও প্রশিক্ষক সালিহ ইবন কায়সানের সাথে দেখা করতেন। নিজের সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষার অবস্থা সম্পর্কে অবগত হতেন।[৫৪]

সাধারণ বানূ উমাইয়্যাদের মতো 'উমারও তাঁর শিক্ষা জীবনে হযরত 'আলীর (রা) সমালোচনা ও দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করতেন। একথা তাঁর অপর একজন মহান শিক্ষক 'উবায়দুল্লাহ ইবন 'উতবার কানে গেলে তিনি ভীষণ মনঃক্ষুণ্ন হলেন। একদিন যথারীতি 'উমার তাঁর কাছে গেলেন, কিন্তু তিনি কথা না বলে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। 'উমার তার সাথে এমন আচরণের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। 'উবায়দুল্লাহ রাগতঃ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন :

"তুমি কিভাবে জানলে যে, বদরী যোদ্ধাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হওয়ার পর আবার অসন্তুষ্ট হয়ে গেছেন?" 'উমার তাঁর মহান শিক্ষকের কথার মর্ম বুঝে ফেলেন। সাথে সাথে তিনি তাওবা করেন এবং অঙ্গীকার করেন যে, ভবিষ্যতে আর কখনো 'আলীর (রা) সমালোচনা করবেন না। তিনি আজীবন এ অঙ্গীকার পালন করেছেন।

এখানে উল্লেখিত দু'টি ঘটনার আলোকে বুঝা যায় তাঁর মহান শিক্ষকগণ তাঁকে কেবল বাহ্যিক শিক্ষাই দেননি, বরং নৈতিক ও মানসিক উভয় শিক্ষা সমানভাবে দিয়ে তাঁকে ভবিষ্যতের জন্য যোগ্য করে তোলেন।

এমন কঠোর তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে তিনি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভ করেন। জ্ঞানার্জনের প্রতি তাঁর প্রবল আগ্রহও ছিল। তিনি নিজেই বলেছেন, 'আমি মদীনায় অন্য সব সাধারণ ছেলেদের মতই একজন ছিলাম। পরে আমার মধ্যে আরবী ভাষা ও কবিতার আগ্রহ সৃষ্টি হয়'। সুতরাং প্রবল আগ্রহ-উদ্দীপনার সাথে তিনি জ্ঞানার্জন করেন। এটা ছিল তাঁর শিক্ষার প্রথম পর্যায়। আর যে পর্যায়ের জ্ঞানার্জন তাঁকে ইমামের আসনে প্রতিষ্ঠিত করে সেটা ছিল তাঁর মদীনার গভর্ণর থাকাকালীন সময়। এ সময় তিনি বড় বড় 'আলিমদের সাহচার্য লাভ করেন এবং জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আলোচনা-পর্যালোচনার সুযোগ গ্রহণ করেন। তিনি বলতেন, আমি যখন মদীনা ছাড়লাম তখন আমার চেয়ে বড় কোন 'আলিম ছিলেন না।[৫৫]

বিয়ে

'উমার মদীনায় অবস্থানকালে তাঁর পিতা 'আবদুল 'আযীয মিসরে ইনতিকাল করেন। চাচা খলীফা 'আবদুল মালিক তাঁকে দিমাশ্‌কে ডেকে নেন এবং নিজ কন্যা ফাতিমাকে তাঁর সাথে বিয়ে দেন। বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হয় এভাবে :

---

৫৪. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৮/১৯২

৫৫. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/১৩৩

'আবদুল মালিক 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযকে লক্ষ্য করে বলেন :

قد زوجك أمير المؤمنين ابنته فاطمة.

"আমীরুল মু'মিনীন তাঁর কন্যা ফাতিমাকে তোমার সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করছেন।"

জবাবে 'উমার বলেন :

جزاك الله يا أمير المؤمنين خيرا. فقد أجزلت العطية وكفيت المسألة.

"হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন। আপনি প্রচুর দান করেছেন এবং প্রত্যাশা পূরণ করেছেন।"[৫৬]

ফাতিমা অত্যন্ত ভাগ্যবতী ও বুদ্ধিমতী শাহযাদী ছিলেন। একজন আরব কবি তাঁর সম্পর্কে বলেছেন :[৫৭]

بنت الخليفة والخليفة جدها + أخت الخلائف والخليفة زوجها.

"তিনি খলীফার কন্যা, তাঁর দাদাও খলীফা ছিলেন। বহুজন খলীফার ভগ্নী তিনি, তাঁর স্বামীও খলীফা।

ক্ষমতার মসনদে

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয শিক্ষা জগতের সাথেই বেশী মানানসই ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু শাহী খান্দানের সদস্য হওয়ার কারণে খুব দ্রুত ক্ষমতার কেন্দ্রস্থলে চলে যান। সর্বপ্রথম খলীফা 'আবদুল মালিক তাঁকে খুনাসিরা (خُنَاصِرَة)-এর ওয়ালী নিয়োগ করেন।[৫৮] হিজরী ৮৬ সনে 'আবদুল মালিকের মৃত্যুর পর ওয়ালীদ ইবন 'আবদিল মালিক খিলাফতের মসনদে আসীন হন। তিনি 'উমারের সততা ও যোগ্যতা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তাই তিনি হিজরী ৮৭ সনের ২৩ রাবী'উল আওয়াল হিশাম ইবন ইসমা'ঈলকে মদীনার ওয়ালীর পদ থেকে অপসারণ করে তদস্থলে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযকে নিয়োগ দান করেন।

এই নিয়োগ গ্রহণের ব্যাপারে তিনি ইতস্ততঃ করতে থাকেন। ফলে মদীনা গমনে বিলম্ব হতে থাকে। ওয়ালীদ তাঁকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন : 'উমার যাচ্ছো না কেন? বললেন : কিছু শর্ত সাপেক্ষে আমি সেখানে যেতে পারি। ওয়ালীদ শর্তগুলো জানতে চান। তিনি বললেন : তথাকার পূর্বের ওয়ালীগণের মতো আমাকে জুলুম-নির্যাতনে বাধ্য করতে পারবেন না। ওয়ালীদ তাঁর শর্ত মেনে নেন এবং বলেন : তুমি সত্য ও সঠিকভাবে কাজ করবে, তাতে যদি বায়তুল মালে একটি দিরহামও জমা না হয় তাতে কোন পরোয়া করবে না।[৫৯] অতঃপর এই শর্তের ভিত্তিতে তিনি মদীনা রওয়ানা হন। সেই সময়ের 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয পরবর্তীকালের দুনিয়ার ভোগ-বিলাস বিমুখ দরবেশ

---

৫৬. তারীখ আল-খুলাফা-৬৩০; আল-'ইক্দ আল-ফারীদ-৪/১৫২
৫৭. ইসলামী বিশ্বকোষ (বাংলা)-৬/২
৫৮. ইবনুল জাওযী, সীরাতু 'উমার-২৪২
৫৯. প্রাগুক্ত-৩২, ৩৩

'উমার ছিলেন না। তিনি তখন ক্ষমতা ও প্রাচুর্যের অধিকারী শাহী খান্দানের একজন সদস্য এবং আড়ম্বরপূর্ণ বিলাসী জীবন যাপনে অভ্যস্ত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয। তাই তাঁর ব্যক্তিগত ব্যবহার্য জিনিসপত্রের বোঝা তিরিশটি উটের পিঠে চাপিয়ে তিনি মদীনায় উপস্থিত হন।[৬০] মদীনায় মারওয়ান ভবনে ওঠেন। যুহরের নামাযের পর মদীনার তৎকালীন দশজন বিখ্যাত ফকীহ্ ও 'আলিমকে ডেকে পাঠান। তাঁরা হলেন : 'উরওয়া ইবন আয-যুবায়র, আবূ বকর ইবন সুলায়মান ইবন আবী খায়ছামা, 'উবায়দুল্লাহ্ ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন 'উতবা ইবন মাস'উদ, আবূ বকর ইবন 'আবদির রহমান ইবন আল-হারিছ, সুলায়মান ইবন ইয়াসার, আল-কাসিম ইবন মুহাম্মাদ, সালিম ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন 'উমার (রা), 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'উবায়দিল্লাহ্ ইবন 'আমর, 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'আমির ইবন রাবী'আ ও খারিজা ইবন যায়দ (রা)। তাঁরা উপস্থিত হলে 'উমার তাঁদের উদ্দেশ্যে নিম্নের কথাগুলো বলেন :[৬১]

إنى إنما دعوتكم لأمر تؤجرون عليه، وتكونون فيه أعوانا علـى الحـق، مـا أريـد أن أقطع أمرا إلا برأيكم أو برأى من حضرمنكم، فإن رأيتم أحدا يتعـدى أو بلغكـم عـن عامل لى ظُلامة فأحرِّج الله على من بلغه ذلك إلا بلغنى.

"আমি আপনাদেরকে এমন এক কাজের জন্য ডেকেছি যাতে আপনারা প্রতিদান পাবেন এবং সত্যের সহযোগী হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করবেন। আমি আপনাদের পরামর্শ ছাড়া কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চাই না। এ কারণে আপনারা কাউকে কারো উপর জুলুম-অত্যাচার করতে দেখলে অথবা আমার কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী কারো উপর জুলুম করছে এমন খবর পেলে আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে অবশ্যই অবহিত করবেন।" তাঁর এ কথাগুলো শোনার পর উপস্থিত ফকীহ্-'আলিমগণ তাঁল মঙ্গল কামনা করতে করতে ফিরে যান। ইমাম আল-কাসিম ইবন মুহাম্মাদ 'উমারের বক্তব্য শেষে মন্তব্য করেন :[৬২]

اليوم ينطق من كان لا ينطق.

"যারা কথা বলতে পারতো না এখন তারা কথা বলতে পারবে।"

আসলে ভোগ-বিলাসী জীবন যাপন করলেও তাঁর স্বভাব-প্রকৃতি ছিল সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন। তাই সেই তরুণ বয়সে ক্ষমতার মসনদে আসীন হয়ে এমন পরিচ্ছন্ন কথা বলতে সক্ষম হন।

'উমার উল্লেখিত 'আলিমগণের মধ্যে কিছু অনুকরণীয় আদর্শ দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি 'উবায়দুল্লাহ ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন 'উতবার মধ্যে দেখেছিলেন একজন দয়ালু উটের রাখালের আদর্শ, যে তার উটকে সব সময় বিপজ্জনক স্থান থেকে দূরে রাখার জন্য

---

৬০. তারীখ আল-'ইয়া'কূবী-২/৩৩৫
৬১. আল-কামিল ফিত তারীখ-৪/৫২৬; জামহারাতু খুতাব আল-'আরাব-২/২১০
৬২. মুফতী 'আমীমুল ইহসান, তারীখুল ইসলাম (বাংলা অনু.)-২০৭

কঠোরতা করে। আল-কাসিম ইবন মুহাম্মাদকে দেখেছিলেন সর্বাধিক ন্যায়পরায়ণ এবং খিলাফতের সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তিরূপে। আর 'আলী ইবন আল-হুসায়ন যাইনুল 'আবিদীনকে দেখেছিলেন সবচেয়ে ভালো মানুষ এবং বিশ্ববাসীর নেতারূপে। সুতরাং 'উমার তাঁদেরকে ডেকে পাঠান যাতে তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ মতো দায়িত্ব পালন করতে পারেন।[৬৩]

আমীরুল হজ্জের দায়িত্ব পালন

খুলাফায়ে রাশেদীনের আমল থেকে এ রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল যে, খলীফা নিজে আমীরুল হজ্জ হতেন এবং জনগণকে তাঁর সাথে হজ্জ আদায়ে নেতৃত্ব দিতেন। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয মদীনার ওয়ালী থাকাকালে বেশ কয়েকবার এ পবিত্র দায়িত্ব পালন করেন। হিজরী ৮৭, ৮৯, ৯০, ৯২ ও ৯৩ সনে তাঁর নেতৃত্বে হজ্জ অনুষ্ঠিত হয়।[৬৪] হিজরী ৯৭ সনে খলীফা সুলায়মান হজ্জ আদায় করেন। মদীনা থেকে মক্কা যাওয়ার সময় 'উমার তাঁর সফর সঙ্গী ছিলেন। কাফেলা রাবিগে অবস্থানকালে আকাশে প্রবল মেঘ, বিদ্যুতের ঝলকানি ও প্রচণ্ড বজ্রের শব্দে সুলায়মান ভীত-শঙ্কিত হয়ে পড়েন। তখন 'উমার তাঁকে বলেন : هذه الرحمة، فكيف العذاب؟ – এই যদি হয় রহমত (করুণা, দয়া) তাহলে আযাব (শাস্তি) কেমন?[৬৫]

মসজিদে নববীর নির্মাণ

মদীনার ওয়ালী থাকাকালে হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয যে অক্ষয় কীর্তিগুলো সম্পাদন করেন তার মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য মসজিদে নববীর নির্মাণ। যদিও হযরত 'উমার ইবন আল-খাত্তাবের (রা) খিলাফতকালেই মসজিদে নববীর পরিবর্তন ও পরিবর্ধন শুরু হয়ে গিয়েছিল, বিশেষতঃ হযরত 'উছমান (রা) এটিকে খুবই জাঁকজমকপূর্ণ করে তুলেছিলেন। তাঁর পরে হযরত 'আলীর (রা) সময় থেকে খলীফা 'আবদুল মালিকের সময় পর্যন্ত কোন খলীফা এই মসজিদের ব্যাপারে কোন রকম উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। অবশ্য খলীফা 'আবদুল মালিক একবার সম্প্রসারণের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু মদীনাবাসীদের অস্বীকৃতির কারণে সম্ভব হয়নি। খলীফা ওয়ালীদ ইবন 'আবদিল মালিক এ ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি দেন এবং তিনি মসজিদটিকে সম্পূর্ণ নতুন কাঠামো ও শৈলীতে নির্মাণ করতে চান। দিমাশ্‌কের জামি' মসজিদ নির্মাণ শেষ করে তিনি হিজরী ৮৮ সনে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযকে লিখলেন, মসজিদে নববী নতুন করে নির্মাণ করতে হবে এবং এর আশে পাশে আযওয়াজে মুতাহ্‌হারাত অর্থাৎ হযরত রাসূলে কারীমের (সা) পূতঃপবিত্র বেগমদের যে সকল হুজরা ও অন্যান্য বাড়ী-ঘর আছে অর্থের বিনিময়ে সেগুলো অধিগ্রহণ করে মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয অত্যন্ত দক্ষতার সাথে খলীফার এ আদেশ বাস্তবায়ন করেন।

---

৬৩. 'আলী ফা'উর, সীরাতু 'উমার-২৪
৬৪. তারীখ আল-ইয়া'কূবী-২/২৯১
৬৫. প্রাগুক্ত-২/২৯৮

খলীফা ওয়ালীদ মসজিদে নববীর সম্প্রসারণ বিষয়ে 'উমারকে যে দিক নির্দেশনামূলক পত্র দেন তার কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হলো :[৬৬]

قدِّم القبلة إن قدرت، وأنت تقدر لمكان أخوالك، وإنهم لايخالفونك، فمن أبى منـهم فقوِّمـوا ملكـه قيمـة عـدل واهْـدِمْ عليـهم وادفـع الأثمـان إليـهم،فإن لـك فـى عمـر وعثمان أسوة.

"সম্ভব হলে কিবলাকে (মিহরাবকে) সামনে এগিয়ে নিবে। তোমার মামাদের অবস্থানের কারণে তুমি তা পারবে। তারা তোমার বিরোধিতা করবে না। আর কেউ বাধ সাধলে ন্যায্য মূল্য দিয়ে রাজি করাবে এবং ভেঙ্গে তাদের মূল্য দিয়ে দিবে। এ ব্যাপারে তোমার জন্য 'উমার ও 'উছমানের (রা) মধ্যে দৃষ্টান্ত রয়েছে।"

পত্র পেয়ে 'উমার মসজিদের আশে-পাশের বাড়ী-ঘরের মালিকদের ডেকে খলীফার পত্রটি পাঠ করে শোনান। তারা অর্থের বিনিময়ে নিজেদের মালিকানা ছেড়ে দিতে রাজি হয়। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয পুরাতন মসজিদ, উম্মাহাতুল মু'মিনীনের হুজরাসমূহ ও আশে-পাশের বাড়ী-ঘর ভাংতে আরম্ভ করেন। তখন তাঁর সংগে ছিলেন কাসিম, সালিম, আবূ বকর ইবন 'আবদির রহমান (রহ) প্রমুখ মদীনার বিশিষ্ট ফকীহগণ। তাঁরা সকলে 'উম্মাহাতুল মু'মিনীনের হুজরাসমূহ মসজিদের মধ্যে ঢুকিয়ে নতুন মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন।

হিজরী ৮৮ সনে মসজিদের নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং তখনই খলীফা ওয়ালীদ রোমান সম্রাটকে একটি পত্রে এই বলে অনুরোধ করেন যে, আমরা আমাদের নবীর মসজিদের নির্মাণ কাজ শুরু করেছি, আপনারা আমাদের সাহায্য করুন। পত্র পেয়ে রোমান সম্রাট এক লাখ মিছকাল স্বর্ণ, এক শো কারিগর ও চল্লিশটি উট বোঝাই মার্বেল পাথর পাঠান।[৬৭] ওয়ালীদ মাদায়েনের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের মধ্যে মার্বেল পাথর খোঁজারও নির্দেশ দেন। এভাবে যখন সকল উপকরণ সংগ্রহ শেষ হয় তখন 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয এত গুরুত্বের সাথে মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু করেন যে, কারুকার্যের এক একজন কারিগরকে ৩০ দিরহাম পর্যন্ত তার একটি কাজের জন্য পুরস্কার দিতেন।

ইতোপূর্বে যদিও মসজিদে নববীর বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন হয়েছিল, কিন্তু গম্বুজ ও মিহরাবের দিকে তখনও কেউ দৃষ্টি দেননি। এটা উদ্ভাবনের গৌরব 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয অর্জন করেন। তিনি মসজিদের চার কোণে মিহরাব তৈরি করান এবং পানির নালাগুলো তৈরি করান কাঁচ দ্বারা। ফলে তা এক দৃষ্টিনন্দন স্থাপত্যে পরিণত হয়।[৬৮]

---

৬৬. আল-কামিল ফিত তারীখ-৪/৫৩২

৬৭. প্রাগুক্ত-৫/৫৩২; তাবারী, তারীখ-৫/২২৩

৬৮. ইবন তুগরী বারদী, আন-নুজূম আয-যাহিরা-১/৬৭, ২১৫; খুলাসাতুল ওয়াফা-১৩৯-১৪০

হিজরী ৮৮ সনে মসজিদের নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং তা শেষ হয় হিজরী ৯০ সনে। হিজরী ৯১ সনে খলীফা ওয়ালীদ হজ্জ আদায় এবং সেই সাথে নবনির্মিত মদীনার মসজিদ পরিদর্শনের পরিকল্পনা করেন। তিনি মদীনার কাছাকাছি পৌঁছলে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয মদীনার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে নিয়ে অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণভাবে তাঁকে স্বাগতম জানান।[৬৯] খলীফা ওয়ালীদ মসজিদে প্রবেশ করে ঘুরে ঘুরে দেখতে আরম্ভ করেন। মূল মসজিদের ছাদের দিকে দৃষ্টি পড়তেই 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযকে বলেন, গোটা মসজিদের ছাদ এমনভাবে করলেন না কেন?

বললেন : খরচ অনেক বেশী পড়তো। কেবল কিবলার দিকের দেওয়াল এবং দুই ছাদের মধ্যবর্তী স্থানের জন্য পঁয়তাল্লিশ হাজার (৪৫০০০) দীনার ব্যয় হয়েছে।[৭০]

ফোয়ারা

ওয়ালীদের নির্দেশে তিনি মসজিদের সাথে একটি ফোয়ারাও নির্মাণ করেন। হজ্জের সময় মসজিদ পরিদর্শনকালে ওয়ালীদ এই ফোয়ারা ও পানির সংরক্ষণাগার দেখে দারুণ খুশী হন। এর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিনি অনেক কর্মচারী নিয়োগ দেন এবং মসজিদের মুসল্লীদের এখান থেকে পানি পান করানোর নির্দেশও দেন।[৭১]

প্রসঙ্গক্রমে এখানে একটি ঘটনা উল্লেখ করা প্রয়োজন। আর তা হলো, প্রখ্যাত তাবি'ঈ হযরত সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিবের (রহ) মধ্যে ছিল স্বৈরাচারী উমাইয়্যা খলীফা ও আমীর-উমারাদের প্রতি একটা উপেক্ষার ভাব। তিনি একাধিক উমাইয়্যা খলীফার যুগ লাভ করেন। তাঁদের কারো সামনে মাথা নোয়াননি। শুধু তাই নয়, বরং তাঁদের কাউকে সাক্ষাৎ দেওয়াও প্রয়োজন বোধ করেননি। খলীফা 'আবদুল মালিকের সাথে তাঁর এ রকম কয়েকটি ঘটনার কথাই ইতিহাসে পাওয়া যায়। 'আবদুল মালিকের পরে তাঁর পুত্র আল-ওয়ালীদের সাথেও হযরত সা'ঈদের (রহ) কর্মধারা একই রকম ছিল।

মসজিদে নববীর পুনঃনির্মাণ ও প্রশস্তকরণের পর যখন ওয়ালীদ পরিদর্শনে এলেন তখন মসজিদের অভ্যন্তরের সব মানুষকে বের করে দেওয়া হয়। সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিব (রহ) মসজিদের এক কোণে বসা ছিলেন। তাঁকে উঠানোর হিম্মত কারো হলো না। এক ব্যক্তি শুধু এতটুকু বলেন যে, এ সময় যদি আপনি একটু সরে যেতেন। তিনি জবাব দিলেন, আমার ওঠার যে সময় আছে তার আগে আমি উঠবো না। তারপর আবার আবেদন জানানো হলো, ঠিক আছে উঠবেন না, তবে অন্ততঃ এতটুকু করুন যে, যখন আমীরুল মু'মিনীন এদিক দিয়ে যাবেন তখন সালাম দেওয়ার জন্য একটু উঠে দাঁড়াবেন। বললেন : আল্লাহর কসম! আমি তাঁর জন্য উঠে দাঁড়াতে পারি না। হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) খলীফা ওয়ালীদকে মসজিদ ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিলেন। তিনি সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিবের (রহ) মর্যাদা এবং তাঁর বেয়াড়া স্বভাব-প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন।

---

৬৯. তারীখ আল-ইয়া'কূবী-২/৩৪০

৭০. খুলাসাতুল ওয়াফা-১৪০

৭১. আল-কামিল ফিত তারীখ-৪/৫৩৩

এ কারণে তিনি কোন রকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়ানোর উদ্দেশ্যে সা'ঈদকে ওয়ালীদের দৃষ্টির আড়ালে রাখার জন্য এদিক ওদিক ঘোরাতে থাকেন। এক সময় ওয়ালীদ কিবলার দিকে তাকাতেই সা'ঈদের উপর দৃষ্টি পড়ে। ওয়ালীদ জিজ্ঞেস করেন : এই বৃদ্ধ কে? সা'ঈদ তো নয়? 'উমার জবাব দিলেন : হাঁ, তিনিই। তারপর 'উমার তাঁর পক্ষ থেকে কৈফিয়াত দিতে গিয়ে তাঁর বিভিন্ন অসুবিধার কথা বলতে আরম্ভ করেন। তিনি বললেন : এখন তিনি দুর্বল হয়ে পড়েছেন এবং চোখেও কম দেখেন। যদি তিনি আপনাকে চিনতে পারতেন তাহলে সালাম দেওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াতেন। ওয়ালীদ বললেন! হাঁ, আমি তাঁর অবস্থা সম্পর্কে অবগত। আমি নিজেই তাঁর নিকট যাচ্ছি। এরপর ওয়ালীদ এদিক সেদিক ঘুরে তাঁর নিকট গেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন : শায়খ, আপনার শরীর কেমন আছে? সা'ঈদ (রহ) নিজের জায়গায় বসে বসেই জবাব দিলেন : আল-হামদু লিল্লাহ! ভালো আছি। তবে এতটুকু সৌজন্য বজায় রাখলেন যে, ওয়ালীদের কুশলও জিজ্ঞেস করলেন। এই সংক্ষিপ্ত কথোপকথনের পর ওয়ালীদ এ কথা বলতে বলতে ফিরে যান যে, এ হলো পুরাতন স্মৃতি।[৭২]

এই মসজিদ নির্মাণে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) ব্যক্তিগত আগ্রহ ছিল যথেষ্ট। এ কারণে গভীর মনোযোগ সহকারে নিজস্ব তদারকিতে অত্যন্ত রুচিসম্মতভাবে নির্মাণ করেন। সম্পূর্ণ ইমারতটি তৈরি করা হয় মূল্যবান পাথর দিয়ে। দেওয়াল এবং ছাদ ছিল নকশা করা। ঝাড়বাতির একেকটি কারুকাজের জন্য কারিগরকে তিরিশ দিরহাম করে বখশিশ দিতেন। এমন তোড়জোড় ও তত্ত্বাবধানে তিন বছরে মসজিদের নির্মাণ কাজ শেষ হয়। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের কর্ম দক্ষতায় খলীফা ওয়ালীদ সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।[৭৩]

ওয়ালীর দায়িত্ব পালনকালে মসজিদে নববী ছাড়াও তিনি মদীনার আশে-পাশের আরো বহু মসজিদ নির্মাণ করেন। হযরত রাসূলে কারীম (সা) মদীনায় যেখানে যেখানে নামায আদায় করেছিলেন স্মৃতির নিদর্শন হিসেবে মুসলমানগণ পরবর্তীকালে সেখানে মামুলী ধরনের মসজিদ তৈরি করেছিল। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয এ ধরনের সকল মসজিদ কারুকাজ করা মূল্যবান পাথর দিয়ে পুনঃনির্মাণ করেন।[৭৪]

জনকল্যাণমূলক কাজের ধারাবাহিকতায় খলীফা আল-ওয়ালীদের নির্দেশে তিনি মদীনায় বহু কূপ খনন করেন এবং অনেক দুর্গম পাহাড়ী রাস্তা সংস্কার করে চলাচলের জন্য সুগম করেন।[৭৫] 'উমারের কর্ম দক্ষতায় সন্তুষ্ট হয়ে খলীফা ওয়ালীদ তাঁকে মদীনার সাথে মক্কা ও তায়িফেরও ওয়ালীর দায়িত্ব দান করেন। অতঃপর হিজরী ৯০ সনে সমগ্র হিজাযের শাসন কর্তৃত্ব তাঁর হাতে অর্পণ করেন।[৭৬]

---

৭২. প্রাগুক্ত-৪/৫৫৪-৫৫৫; আন-নুজূম আয-যাহিরা-১/২২৩; ড. মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ, তাবি'ঈদের জীবন কথা-১/৯৭-৯৮

৭৩. তাবি'ঈন-৩২০

৭৪. ফাতহুল বারী-১/৪৭২

৭৫. আল-কামিল ফিত-তারীখ-৪/৫৩৩

৭৬. তাবারী, তারীখ-৫/২৩০

ওয়ালীর পদ থেকে অপসারণ

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) হিজরী ৮৭ সন থেকে ৯৩ সন পর্যন্ত দীর্ঘ সাত বছর অত্যন্ত দক্ষতার সাথে মদীনা, মক্কা ও তায়িফের ওয়ালীর দায়িত্ব পালন করেন। অবশেষে হিজরী ৯৩ সনে এ পদ থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হন।

ওয়ালীর পদ থেকে তাঁকে অপসারণ বা স্বেচ্ছায় পদত্যাগের বিভিন্ন কারণ বিভিন্ন জনে উল্লেখ করেছেন। সে রকম তিনটি কারণ এখানে উল্লেখ করা হলো। হতে পারে এর যে কোন একটি অথবা সবগুলো কারণে তাঁকে এ পদ থেকে সরে দাঁড়াতে হয়।

১. 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) ওয়ালী হিসেবে তাঁর নিয়োগের সময় শর্ত আরোপ করেছিলেন যে, পূর্বসূরীদের মতো জনগণের উপর জুলুম-নির্যাতনের জন্য তাঁর উপর কোন রকম চাপ প্রয়োগ করা হবে না। কিন্তু বানূ উমাইয়্যাদের পক্ষে এ শর্ত পূরণ করা মোটেই সম্ভব ছিল না। ইবনুল জাওযী (রহ) তাঁর "সীরাতু 'উমার ইব্ন 'আবদিল 'আযীয" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রের (রা) পুত্র হযরত খুবায়ব (রহ) ছিলেন বানূ উমাইয়্যাদের একজন প্রবল প্রতিপক্ষ। হিজরী ৯৩ সনে খলীফা ওয়ালীদ 'উমারকে নির্দেশ দেন খুবায়বকে বন্দী করে তাঁর উপর নির্যাতন চালানোর জন্য। খলীফার নির্দেশ পালন করতে গিয়ে তাঁকে বন্দী করে এক শো, মতান্তরে পঞ্চাশটি চাবুক মারা হয়, প্রবল শীতের মধ্যে তাঁর মাথায় ঠাণ্ডা পানি ঢালা হয় এবং একাধারে দুই দিন তাঁকে মসজিদে নববীর দরজায় দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। এমন কঠোর শাস্তি ভোগ করার পর তাঁর আপনজনেরা তাঁকে বাড়ীতে নিয়ে যায় এবং তিনি মারা যান। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তার অবস্থা জানার জন্য মাজেশূনকে খুবায়বের বাড়ীতে পাঠান। লোকেরা তাঁর মুখমণ্ডলের উপর থেকে চাদর উল্টিয়ে দেয় এবং তিনি তাঁকে মৃত দেখতে পান। মাজেশূন বলেন, ফিরে এসে দেখি, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয এত অস্থির হয়ে পড়েছেন যে একবার উঠেন তো আবার দাঁড়িয়ে যান। খুবায়বের মৃত্যুর কথা শোনানো হলে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তারপর انا لله وانا اليه راجعون উচ্চারণ করতে করতে উঠে দাঁড়ান এবং ওয়ালীর পদ থেকে ইস্তেফা দেন। মূলতঃ এ ছিল একটা বাড়াবাড়ি রকমের জুলুম এবং স্পষ্টতঃই শরী'আত পরিপন্থী শাস্তি। ওয়ালী হিসেবে যা তিনি করতে বাধ্য হন। এ অপরাধমূলক কাজের জন্য তিনি ভীষণ অনুতপ্ত হন এবং তাঁর মধ্যে আল্লাহভীতি প্রবলভাবে শিকড় গেড়ে বসে।[৭৭]

খুবায়বের মৃত্যুকে তিনি নিজের বড় ধরনের অপরাধমূলক কাজ বলে সারা জীবন বিশ্বাস করতেন। এ জন্য পরবর্তীকালে তিনি যখন কোন ভালো কাজ করতেন এবং সঙ্গী-সাথীরা তাঁকে বড় প্রতিদানের কথা বলতেন তখন তাঁর জবাব ছিল এ রকম :[৭৮]

---

৭৭. ইবনুল জাওযী, সীরাতু 'উমার-৩৪-৩৫; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া-৯/৮৭; খিলাফত ও মুলূকিয়াত-১৮৭
৭৮. 'আলী ফা'উর, সীরাতু 'উমার-৩১

وكيف بخبيب على الطريق.

"তা কিভাবে সম্ভব, যখন খুবায়ব পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে?"

২. খলীফা ওয়ালীদ তাঁর ভাই সুলায়মানকে বাদ দিয়ে তাঁর ছেলেকে পরবর্তী খলীফা মনোনীত করতে চাইলেন। অথচ তাঁদের পিতা খলীফা 'আবদুল মালিক পর্যায়ক্রমে তাঁর ছেলেদেরকে খলীফা মনোনীত করে জনগণের থেকে বাই'আত নিয়ে যান। ওয়ালীদের এই অন্যায় সিদ্ধান্তে খিলাফতের অধিকাংশ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, রাজ পরিবারের সদস্যবৃন্দ ও দেশের সম্মানীয় ব্যক্তিবর্গ কেউ ইচ্ছায় কেউ অনিচ্ছায় ও ভয়ে সায় দেয়। কিন্তু 'উমার বেঁকে বসলেন। তিনি এমন ব্যক্তিকে ত্যাগ করতে অস্বীকার করলেন যার প্রতি বাই'আত করা হয়েছে। তিনি কারো সমালোচনা, খলীফার ক্রোধ, শাস্তি অথবা মৃত্যুর ভয় না করে খলীফার উদ্দেশ্যে বললেন :

"فى أعناقنا بيعة"

"আমাদের ঘাড়ে তো বাই'আতের বেড়ী রয়েছে।" এতেই তিনি খলীফার ক্রোধের পাত্রে পরিণত হন এবং তাঁর জীবনের আশঙ্কা দেখা দেয়। তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্যে একটি কক্ষে ঢুকিয়ে কাঁদা-মাটি দিয়ে তার সকল দরজা-জানালা বন্ধ করে দেওয়া হয়, যাতে দম বন্ধ হয়ে মারা যান। রাজ পরিবারের কিছু ব্যক্তির সুপারিশে সেবার প্রাণে রক্ষা পান। তবে ওয়ালীদ তাঁকে মদীনার ওয়ালীর পদ থেকে অব্যাহতি দিয়ে দূরে সরিয়ে দেন।[৭৯]

৩. হিজরী ৯৩ সনে ওয়ালীদ 'উমারকে হিজায ও মদীনার ওয়ালীর পদ থেকে অপসারণ করেন। এর কারণ হলো, 'উমার ইরাকের ওয়ালী হাজ্জাজ ইবন ইউসুফের ইরাকীদের উপর মাত্রা ছাড়া জুলুম-অত্যাচার ও নির্যাতন-নিষ্পেষণের কথা জানিয়ে খলীফা ওয়ালীদকে চিঠি লেখেন। একথা হাজ্জাজ জানতে পেয়ে খলীফাকে লেখেন : 'আমার এখানকার রক্ত প্রবাহিতকারী ও বিভেদ সৃষ্টিকারীগণ, যারা ইরাক থেকে পালিয়েছে তারা মক্কা ও মদীনায় আশ্রয় লাভ করেছে। এ একটা দুর্বলতা।' ওয়ালীদ মক্কা ও মদীনায় কাকে ওয়ালীর দায়িত্ব দেওয়া যায় সে ব্যাপারে হাজ্জাজের পরামর্শ চাইলেন। হাজ্জাজ খালিদ ইবন 'আবদিল্লাহ ও 'উছমান ইবন হায়্যানের নাম প্রস্তাব করে পাঠালেন। এ প্রস্তাব অনুসারে ওয়ালীদ 'উমারকে অপসারণ করে খালিদকে মক্কায় এবং 'উছমানকে মদীনায় নিয়োগ দান করেন। দায়িত্ব বুঝে দিয়ে 'উমার (রহ) মদীনা ত্যাগ করেন। মদীনা ত্যাগ করার সময় তিনি একথাগুলো বলেন :

إنى أخاف أن أكون ممن نفته المدينة، يعنى بذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : تنقى خبثها.

"আমার ভয় হচ্ছে, মদীনা যাদেরকে বিতাড়িত করেছে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হই

৭৯. সুয়ূতী, তারীখ আল-খুলাফা-২৩০

কিনা। একথা দ্বারা তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) এ বাণীর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন : মদীনা তার মন্দ ও অনিষ্টকে দূর করে দেবে।"

'উমারের এ অপসারণ হয় শা'বান মাসে। খালিদ মক্কার দায়িত্বভার গ্রহণ করে জোর করে ইরাকীদের মক্কা থেকে বের করে দেন। ইরাকীদের নিকট কোন ঘর-বাড়ী ভাড়া না দেওয়ার জন্য মক্কার বাড়ী ঘরের মালিকদের নির্দেশ দেন এবং কেউ এ নির্দেশ ভঙ্গ করলে কঠোর শাস্তির হুমকি দেন। মদীনাতেও ঠিক একই কাজ করা হয়। অথচ 'উমারের সময় মক্কা-মদীনায় মানুষ নির্বিঘ্নে ও নিঃশঙ্কচিত্তে আশ্রয় নিত।

তিনি মদীনায় ওয়ালী হিসেবে সাত বছর অতিবাহিত করেন। এ সময় সেখানে তিনি সততা, নিষ্ঠা ও খোদাভীতির একটি দৃষ্টান্তে পরিণত হন। তাই প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) তাঁর সম্পর্কে বলেন :[৮০]

ما صليت وراء إمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله من هذا الفتى.

"এই যুবক অর্থাৎ 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের চেয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) নামাযের সাথে অধিকতর সাদৃশ্যপূর্ণ নামায রাসূলুল্লাহর (সা) পরে আর কোন ইমামের পিছনে আমি আদায় করিনি।"

ইবনুল আছীর ও ইবনুল জাওযীর বর্ণনা মতে 'উমারের বিদায়ক্ষণে মদীনার জনগণের চোখ অশ্রু ভারাক্রান্ত হয়েছিল, এমনকি সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব (র) পর্যন্ত অশ্রু সংবরণ করতে পারেননি।

মধ্যবর্তী সময়

মদীনা হতে দিমাশ্‌কে চলে আসার পর দীর্ঘ চার বছর (৯৩-৯৬ হি.) 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (র)-এর কিভাবে এবং কি কাজে অতিবাহিত হয় কোন ঐতিহাসিক তা উল্লেখ করেননি। আল্লামা ইবন কাছীর 'আল-বিদায়া' গ্রন্থে শুধু এতটুকু উল্লেখ করেছেন যে, তিনি দিমাশ্‌কে তাঁর চাচাতো ভাইদের নিকট চলে আসেন। তবে বিভিন্ন ঘটনা হতে জানা যায় যে, খলীফা ওয়ালীদ ও সুলায়মান শাসনকার্য সংক্রান্ত বিষয়ে ও গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতিতে তাঁর সাথে পরামর্শ করতেন। তিনি ছিলেন স্পষ্টবাদী, ন্যায়সঙ্গত কথা বলতে কখনো কুণ্ঠিত হননি। একবার খলীফা ওয়ালীদ তাঁকে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করলেন, যে ব্যক্তি খলীফাকে গালাগালি করে তাকে কি হত্যা করা যায়? তিনি চুপ থাকলেন। প্রশ্নটির তিনবার পুনরাবৃত্তি করা হলে তিনি জিজ্ঞেস করেন, সে কি হত্যাও করেছে? ওয়ালীদ বললেন, না, শুধু গালি দিয়েছে। তিনি বললেন, তাকে শুধু অনুরূপ গালি দেওয়া যেতে পারে। একবার খলীফা সুলায়মান বিতর্কের এক পর্যায়ে তাঁকে বললেন, আপনি মিথ্যা বলেছেন। জবাবে 'উমার বললেন, আপনি বলছেন আমি মিথ্যা বলেছি, অথচ আমি যেদিন হতে কাপড় পরতে শুরু করেছি সেই দিন হতে কখনো মিথ্যা

---

৮০. ডঃ হাসান ইবরাহীম, তারীখ আল-ইসলাম-১/৩২১

কথা বলিনি। আপনি জেনে রাখুন, আপনার এই মজলিসের তুলনায় পৃথিবী অনেক বিশাল ও প্রশস্ত।

এই বলে তিনি সে স্থান ত্যাগ করে চলে যান এবং মিসর যাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকেন। এ খবর পেয়ে খলীফা সুলায়মান বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন এবং তাঁকে বললেন, আপনি মিসর যাওয়ার সংকল্প করে আমাকে যতটা কাতর করে ফেলেছেন, আমি জীবনে কখনো অতটা কাতর হইনি।[৮১] ইবনুল জাওযীর একটি বর্ণনা সাক্ষ্য দেয় যে, কেবল খলীফাগণই নন, উমাইয়্যা বংশের প্রায় সব লোকই সর্ব প্রকার সমস্যা ও জটিলতায় 'উমারের নিকট পরামর্শ চাইতেন ও প্রায়ই তদনুরূপ কাজ করা হতো। 'উমার এসব কাজ বিশেষ গুরুত্ব সহকারে সম্পন্ন করতেন।

খলীফা সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিকের মৃত্যু ও 'উমারের খলীফা হিসেবে মনোনয়ন লাভ

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) স্বীয় গুণ-বৈশিষ্ট্য ও সৎ স্বভাবের জন্য তাঁর খান্দানের সকল সদস্যের অত্যন্ত প্রীতিভাজন ব্যক্তি ছিলেন। বিশেষতঃ খলীফা সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিকের তাঁর উপর এত আস্থা ও নির্ভরতা ছিল যে, তিনি তাঁকে মন্ত্রী ও উপদেষ্টার মর্যাদা দান করেন। তিনি সকল ভালো কাজ 'উমারের পরামর্শ মতো করতেন। মূলতঃ তাঁর সকল জনকল্যাণ ও সংস্কারমূলক কাজ 'উমারের পরামর্শ ও প্রচেষ্টায় সম্পন্ন হয়।[৮২] এমনকি হিজরী ৯৬ সনে সুলায়মান খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণকালে 'উমার তাঁর পক্ষে দিমাশ্‌কবাসীর বাই'আত গ্রহণ করেন।[৮৩] খলীফা 'আবদুল মালিক যখন সুলায়মানকে খিলাফতের অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে যাচ্ছিলেন তখন 'উমারই নির্ভীকচিত্তে তার প্রতিবাদ করেন। তাই সবকিছু মিলিয়ে খলীফা সুলায়মানের ছিল তাঁর উপর দৃঢ় আস্থা ও নির্ভরতা। এ কারণে তাঁর পরে যাঁরা খলীফাপদের অধিকারী ও যোগ্য বিবেচিত হতে পারতেন তাঁদের মধ্যে 'উমারও ছিলেন অন্যতম। তাই সীল-মোহরকৃত সম্পূর্ণ অজ্ঞাতনামা পরবর্তী খলীফার অঙ্গীকার পত্রের উপর খলীফা সুলায়মান যখন সকলের বাই'আত গ্রহণ করেন তখন 'উমারের সন্দেহ হয় যে, এই অঙ্গীকার পত্রের মধ্যে তার নিজের নামটি নেই তো? অবশেষে তাঁর সেই সন্দেহ সত্যে পরিণত হয়।

খলীফা সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিকের বয়স্ক সন্তানদের মধ্যে ছিলেন কেবল আয়্যুব নামে এক পুত্র। অন্যরা সকলে ছিল ছোট। সুলায়মান পরবর্তী খলীফা হিসেবে তাঁকেই মনোনীত করেন। কিন্তু সুলায়মানের পূর্বেই তিনি মারা যান। অতঃপর তাঁর সন্তানদের অন্য কেউই খিলাফতের দায়িত্ব লাভের উপযুক্ত ছিল না। হিজরী ৯৯ সনের সফর মাসের প্রথম জুম'আর দিন খলীফা সুলায়মান 'দাবিক' নামক স্থানে ছিলেন। দাবিক হলো

---

৮১. আবদুর রহীম, 'উমার ইবনে 'আবদুল 'আযীয (র)-২১

৮২. তারীখ আল-খুলাফা-৩৬৬; ইবনুল জাওযী, সীরাতু 'উমার-৪২

৮৩. তারীখ আল-ইয়া'কূবী-২/২৯৩

হলবের নিকটবর্তী একটি সেনা ছাউনী, রোমানদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার সময় বানূ উমাইয়্যারা সেখানে অবস্থান করতো। এ সময় সুলায়মান তাঁর ভাই মাসলামা ইবন 'আবদিল মালিকের নেতৃত্বে একটি বিশাল বাহিনী কনস্টান্টিনোপল অভিযানে পাঠান। সংগে তাঁর খান্দানের বিপুল সংখ্যক সদস্যও ছিলেন। এখানে অবস্থানকালে তিনি মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। জীবন সম্পর্কে যখন হতাশ হয়ে পড়েন তখন পরবর্তী খলীফা মনোনীত করার ইরাদা করেন। কিন্তু কাকে করবেন? পুত্র সন্তানদের মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক তো কেউ নেই। অগত্যা জীবিত সন্তানদের মধ্যে অপ্রাপ্ত বয়স্ক জ্যেষ্ঠ পুত্রকে খলীফা মনোনীত করার সিদ্ধান্ত নেন। এ সময় প্রখ্যাত তাবি'ঈ রাজা' ইবন হায়ওয়া ও 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) তাঁর সাথে দেখা করতে আসেন। উল্লেখ্য যে, হযরত রাজা' ছিলেন খলীফা সুলায়মানের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও উপদেষ্টা। তাই তিনি রাজা'কে বলেন : আমার ছেলেটিকে খিলাফতের পোশাক 'আবা ও চাদর পরিয়ে আমার সামনে হাজির করুন। তাকে আনুষ্ঠানিক পোশাক পরিয়ে উপস্থিত করা হলো। দেখলেন, সে একেবারেই ছোট। যে পোশাক সে পরেছে তা বইতে পারছে না, মাটিতে টেনে চলছে। তিনি রাজা'কে আবার বললেন : তাঁর কাধে তরবারি ঝুলিয়ে আমার সামনে হাজির করুন। তাই করা হলো। দেখলেন, সে তা বহনের উযুক্ত নয়। তখন তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত হয় নিম্নের চরণটি :

إن بنى صبية صغار   أفلح من كان له كبار.

"আমার সন্তানরা সকলে ছোট্ট শিশু। সেই ব্যক্তিই সফলকাম যার বড় সন্তান-সন্ততি রয়েছে।"

পাশেই বসা 'উমার বলে উঠলেন :[৮৪]

قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى.

"নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে সে যে পবিত্রতা অর্জন করে এবং তার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে ও সালাত কায়েম করে।"[৮৫]

অপর একটি বর্ণনায় রয়েছে, খলীফা সুলায়মানের পুত্র আয়্যূব জীবিত ছিল। তবে তখনো খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের মতো বয়স তাঁর হয়নি। এ প্রসঙ্গে রাজা' ইবন হায়ওয়া বলেছেন, দাবিকে সুলায়মান যখন অসুস্থ অবস্থায় শয্যাশায়ী তখন একদিন আমি তাঁর নিকট গেলাম। দেখলাম, তিনি কি যেন লিখছেন। বললাম : আমীরুল মু'মিনীন! কি করছেন? জবাব দিলেন : আমি আমার পুত্র আয়্যূবকে খলীফা মনোনীত করার অঙ্গীকার পত্র লিখছি। আমি তাঁর সাথে দ্বিমত পোষণ করে বললাম : আমীরুল মু'মিনীন! পরবর্তী খলীফা এমন একজন সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিকে বানিয়ে যান যার কারণে আপনি কবরেও নিশ্চিন্তে ও নিরাপদে থাকতে পারবেন। সুলায়মান বললেন : এ আমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নয়, বিষয়টি আমি আরো একটু ভেবে দেখবো। এ ব্যাপারে আল্লাহর নিকট ইসতিখারা

---

৮৪. সূরা আল-আ'লা-১৪

৮৫. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৪/৪৩০; আবুল হাসান 'আলী আন-নাদবী, রিজালুল ফিক্র ওয়াদ-দা'ওয়াহ্-১/৪০

বা সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তাওফীক কামান করবো। এরপর তিনি দু'দিন গভীরভাবে ভাবনা-চিন্তার পর পূর্বের লেখা অঙ্গীকার পত্র ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেন। তারপর রাজা'কে ডেকে জিজ্ঞেস করেন : আমার আরেক পুত্র দাউদের ব্যাপারে আপনার মত কি? রাজা' বললেন : সে তো বর্তমানে কনস্টান্টিনোপলে, জীবিত আছে কি মারা গেছে তা আমাদের জানা নেই। সুলায়মান বললেন : তাহলে এই খলীফা মনোনয়নের ব্যাপারে আপনার পরামর্শ কি? রাজা' বললেন : প্রকৃত সিদ্ধান্ত নেওয়ার মালিক তো আপনি। আপনি কারো নাম বলুন, আমি ভেবে দেখবো। সুলায়মান বললেন :

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের ব্যাপারে আপনার ধারণা কি? অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, 'উমারের নামটি রাজা'ই উচ্চারণ করেন। যাই হোক, রাজা' বললেন, আমি মনে করি তিনি একজন জ্ঞানী ও ভালো মুসলমান। সুলায়মান বললেন, আল্লাহর কসম! সে এমনই। কিন্তু আমি যদি 'আবদুল মালিকের সন্তানদের একেবারে উপেক্ষা করে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযকে খলীফা মনোনীত করে যাই তাহলে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে। যদি তার পরে 'আবদুল মালিকের কোন ছেলের নাম প্রস্তাব না করে যাই তাহলে তারা তাঁকে খিলাফতের মসনদে আসীন হতেই দেবে না। এ কারণে আমি 'উমারের পরে খলীফা হিসেবে ইয়াযীদের নাম মনোনীত করে যাচ্ছি। তিনি আরো বলেন : لأعقدن عقدا لايكون للشيطان نصيب. 'আমি অবশ্যই এমন একটি অঙ্গীকার পত্র লিখে যাব যেখানে শয়তানের কোন অংশ থাকবে না।'[৮৬] এতে তারা শান্ত থাকবে এবং তাকে মেনে নেবে। রাজা'ও তাঁর সাথে একমত পোষণ করেন। এরপর সুলায়মান নিজ হাতে এ অসীয়ত নামা লেখেন :[৮৭]

بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من عبد الله سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين لعمر بن عبد العزيز، إني وليته الخلافة من بعدى وجعلتها من بعده ليزيد بن عبد الملك، فاسمعوا له وأطيعوا واتقوا الله ولا تختلفوا فيطمع الطامعون فيكم.

'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম। এই লেখা আল্লাহর বান্দাহ্ সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিক, আমীরুল মু'মিনীনের পক্ষ থেকে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের জন্য। আমি আমার পরে তাঁকে খলীফা বানালাম এবং তার পরে খলীফা মনোনীত করলাম ইয়াযীদ ইবন 'আবদিল মালিককে। আপনারা তার কথা শুনুন, আনুগত্য করুন এবং আল্লাহকে ভয় করুন। মতবিরোধ সৃষ্টি করবেন না, তাহলে সুযোগ সন্ধানীরা সুযোগের সদ্ব্যবহার করবে।' ইবন কুতায়বা সংকলিত এই অঙ্গীকার পত্রটি একটু দীর্ঘ ও ভিন্ন প্রকৃতির। তার শেষ প্যারাটি নিম্নরূপ :[৮৮]

---

৮৬. ইবন 'আবদিল হাকাম, সীরাতু 'উমার-২৯-৩০; রিজালুল ফিক্র ওয়াদ-দা'ওয়াহ্-১/৪০

৮৭. তাবাকাত-৫/৪০৭; তাবারী, তারীখ-৮/১২৯; আল-কামিল ফিত-তারীখ-৫/৩৯; 'আবদুল মুন'ইম আল-হাশিমী-১৮৩

৮৮. ইবন কুতায়বা, আল-ইমামা ওয়াস-সিয়াসা-২/৮০; আল-কালকাশান্দী, সুবহুল আ'শা-৯/৩৬০; আহমাদ যাকী সাফওয়াত, জামহারাতু রাসায়িল আল-'আরাব-২/২৬৫-২৬৭

وأن ولى عهدى فيكم وصاحب أمرى بعدى فــى جنـدى ورعيتــى وخـاصتى وعـامتى وكل من استخلفنى الله عليه واسترعانى النظـر فيـه الرجـل الصالح عمـر بـن عبـد العزيز ابن عمى لـما بلوت من باطن أمره وظاهره، ورجوت الله بذلك، وأردت رضاه ورحمته إن شاء الله، ثم ليزيد بن عبد الملك من بعده، فانى مارأيت منه إلا خــيرا، ولا اطلعت له على مكروه، وصغار ولــدى وكبـارهم إلى عمـر، إذ رجـوت ألا يـألوهم رشدا وصلاحا، والله خليفتى عليهم وعلى جماعــة المؤمنـين والمسـلمين، وهـو أرحـم الراحمين، واقرأ عليكم السلام ورحمــة الله. ومـن أبـى عـهدى هـذا وخـالف أمـرى فالسيف،ورجوت أن لا يخالفه أحد، ومن خالفه فهو ضــالٌ مضـل يسـتعتب، فـان أعتب و إلا فالسيف، والله الـمستعان، ولاحول ولاقوة إلا بالله.

"আমার সেনাবাহিনী, প্রজা সাধারণ, বিশিষ্ট ব্যক্তি, সাধারণ জনগণ এবং আল্লাহ্ যাদের খিলাফতের দায়িত্ব আমাকে দান করেছেন, তাদের সকলের জন্য সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি আমার চাচাতো ভাই 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযকে আমি আমার পরবর্তী খলীফা হিসেবে মনোনীত করলাম। আমি তার জাহিরী ও বাতিনী, প্রকাশ্য ও গোপন উভয় অবস্থা পরীক্ষা করেছি। আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেছি, তাঁর রিজামন্দী ও রহমত কামনা করেছি। তাঁর পরবর্তী খলীফা হিসেবে ইয়াযীদ ইবন 'আবদিল মালিককে মনোনীত করেছি। আমি 'উমারের মধ্যে কেবল ভালো ছাড়া খারাপ কিছু দেখিনি। আমার ছোট-বড় সকল সন্তানকে 'উমারের যিম্মাদারীতে রেখে গেলাম। তিনি তাদেরকে কেবল সত্য-সঠিক পথে পরিচালিত করবেন। তাদের জন্য এবং সকল মু'মিন-মুসলমানদের জন্য কেবল আল্লাহ্ আমার প্রতিনিধি। তিনিই দয়াময়, করুণাময়, আপনাদের প্রতি আমার সালাম ও আল্লাহর রহমত। কেউ আমার এ অঙ্গীকার অস্বীকার ও বিরোধিতা করলে তরবারি দ্বারা তাকে সোজা করা হবে। আশা করি কেউ বিরোধিতা করবে না। আর কেউ করলে সে হবে পথভ্রষ্ট এবং মানুষকে বিপথে পরিচালনাকারী। তাকে তাওবা করতে বলা হবে। যদি করে, তবে ভালো। অন্যথায় তরবারি দ্বারা সোজা করা হবে। আল্লাহর নিকটই সাহায্য চাওয়া হয়। আল্লাহ্ ছাড়া নেই কোন শক্তি, নেই কোন ক্ষমতা।"

অঙ্গীকার পত্র লেখার পর তাতে সীল-মোহর করেন। তারপর খান্দানের সকলকে একত্রিত করেন। রাজা'কে নির্দেশ দেন, এই অঙ্গীকার পত্রটি নিয়ে তিনি খান্দানের সমবেত লোকদের নিকট যাবেন এবং তাদেরকে বলবেন, খলীফার এই সীল মোহরকৃত অঙ্গীকার পত্রে যাকে পরবর্তী খলীফা মনোনীত করেছেন তারা যেন তাঁর আনুগত্যের শপথ তথা বাই'আত করেন। রাজা' খলীফার নির্দেশ পালন করেন। সমবেত সকলে সমস্বরে سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا (আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম) বলে ইতিবাচক সায় দেন। তারপর তাঁদের আবেদনের প্রেক্ষিতে খলীফা সুলায়মানের সাথে সাক্ষাতের অনুমতি দান

করা হয়। তাঁরা ভিতরে প্রবেশ করলে সুলায়মান রাজা'র হাতে থাকা অঙ্গীকার পত্রটির দিকে ইঙ্গিত করে বলেন : "এর মধ্যে আমি যাকে খলীফা বানিয়েছি তার প্রতি বাই'আত কর এবং তার আনুগত্য কর।" সুলায়মান একথা বলার পর দ্বিতীয়বার প্রত্যেকের নিকট থেকে পৃথক পৃথকভাবে বাই'আত গ্রহণ করা হয়।

'উমার ইবন 'আবদিল আযীযের প্রবল ধারণা ছিল, সুলায়মান তাঁকেই খলীফা মনোনীত করেছেন। তিনি এই গুরুদায়িত্ব পালনে মোটেই ইচ্ছুক ছিলেন না। এ কারণে তিনি একাকী রাজা'র নিকট গিয়ে বলেন : আমার প্রতি সুলায়মানের যে পরিমাণ স্নেহ-মমতা আছে এবং আমাকে যে রকম অনুগ্রহ দেখিয়েছেন তাতে আমার ধারণা হয়, তিনি আমাকেই খলীফা মনোনীত করেছেন। যদি এমন হয় তাহলে আমাকে আগে ভাগেই বলে দিন যাতে আমি ঘোষণা দেওয়ার পূর্বেই অব্যাহতি নিয়ে নিতে পারি। কিন্তু রাজা' তা জানাতে অস্বীকার করেন। 'উমার ক্ষুব্ধ হয়ে ফিরে যান।[৮৯] হিশাম ইবন 'আবদিল মালিকও ঠিক একই রকম আবেদন জানান রাজা'র নিকট। কিন্তু রাজা' তাকেও একই জবাব দেন।[৯০]

খলীফা মনোনয়নের পর্ব শেষ হওয়ার পরেই সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিক ইনতিকাল করেন। রাজা' অত্যন্ত দায়িত্ব ও সতর্কতার সাথে সুলায়মানের মনোনয়ন পত্রের বিষয়বস্তু এবং তাঁর মৃত্যুর কথা গোপন রাখলেন। তিনি দ্বিতীয়বার দাবিকের জামে' মসজিদে শাহী খান্দানের সদস্যদের সমবেত করেন। তারপর সকলকে লক্ষ্য করে বলেন : আমীরুল মু'মিনীনের এই মনোনয়ন পত্রে যাঁর নাম আছে তাঁর প্রতি আপনারা দ্বিতীয়বার বাই'আত করুন। উপস্থিত সদস্যদের অনেকে বললেন : আমরা তো একবার বাই'আত করেছি, আবার কেন? এর কোন প্রয়োজন আছে কি? রাজা' বললেন : এটা আমীরুল মু'মিনীনের নির্দেশ।

তারা এক এক করে সীল-মোহরকৃত অঙ্গীকার পত্রে উল্লেখিত অজ্ঞাত খলীফার প্রতি বাই'আত করলেন। এভাবে রাজা' তাঁদের বাই'আত নিশ্চিত করে খলীফা সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিকের মৃত্যুর ঘোষণা দেন। তারপর সেই মনোনয়ন পত্রটি খুলে সকলের সামনে পাঠ করে শোনান। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের নাম শুনেই সদ্য প্রয়াত খলীফা সুলায়মানের ছোট ভাই হিশাম ইবন 'আবদিল মালিক বলে উঠলেন : আমরা কখনো তাঁর বাই'আত করবো না। রাজা' উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন : চুপ করে বাই'আত করে নাও, নইলে ঘাড় থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হবে। তারপর রাজা' 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের হাত ধরে মিম্বরের উপর বসিয়ে দেন। অপ্রত্যাশিতভাবে এই বিশাল দায়িত্বের বোঝা কাঁধে অর্পিত হওয়ায় তাঁর মুখ থেকে তখন উচ্চারিত হয় : إنا لله وإنا إليـه راجعـون (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন)। আর এদিকে হিশাম রাজা'র এক ধমক খেয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে বঞ্চিত হওয়ার

---

৮৯. আল-কামিল ফিত তারীখ-৫/৪০

৯০. 'আবদুস সালাম নাদবী, সীরাতু 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয-২০

দুঃখে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন পাঠ করতে করতে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের দিকে এগিয়ে যান এবং তাঁর হাতে বাই'আত করেন। তারপর সুলায়মানের কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করা হয়। নতুন খলীফা 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তাঁর জানাযার নামায পড়ান।[৯১]

আল-মাদায়িনী বলেন : 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয হিজরী ৯৯ সনের সফর মাসের ১১ তারিখ (দশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর) শুক্রবার খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।[৯২]

ইয়া'কূব ইবন দাউদ আছ-ছাকাফী বলেন : 'উমারের খিলাফতের মনোনয়ন পত্র যখন পাঠ করা হয়েছিল তখন তিনি মজলিসের এক কোণে বসা ছিলেন। ছাকীফ গোত্রের সালিম নামক এক ব্যক্তি– যিনি 'উমারের এক মামা– তাঁকে কাঁধ ধরে দাঁড় করিয়ে দেন। 'উমার তখন বলেন : আল্লাহর কসম! আমি এ চাইনি। এর দ্বারা দুনিয়া আমার কাছ থেকে কিছুই পাবে না।[৯৩]

খিলাফতের গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয পূর্ণ সচেতন ছিলেন। যদি খলীফা হিসেবে তাঁর নাম মনোনয়নের সময় তিনি কোনভাবে জানতে পারতেন তাহলে তখনই অস্বীকৃতি ও অপারগতা প্রকাশ করতে পারতেন। যেমন, বর্ণিত হয়েছে যে, 'উমার রাজা' ইবন হায়ওয়াকে কসম দিয়ে বলেছিলেন, খিলাফতের উত্তরাধিকারী মনোনয়নের ব্যাপারে সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিক যদি আমার নাম উচ্চারণ করেন তাহলে আপনি তাকে বিরত রাখবেন। আর আমার নাম যদি উচ্চারিত না হয়, আপনি মোটেই উচ্চারণ করবেন না।[৯৪] যাই হোক, এখন তো এ বোঝা ঘাড়ে চেপে বসেছে। তবুও তিনি এর থেকে অব্যাহতি লাভের শেষ চেষ্টা করে দেখতে চান। তিনি জনগণকে মসজিদে সমবেত হওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং নিজে মসজিদে প্রবেশ করে মিম্বরের উপর বসলেন। তারপর সমবেত জনমণ্ডলীকে লক্ষ্য করে নিম্নের এই সংক্ষিপ্ত ভাষণটি দান করেন :[৯৫]

أيها الناس! إنى قد ابتليتُ بهذا الأمر عن غير رأى كان منى فيه، ولا طلبة له، ولا مشورة من المسلمين، وإنى قد خلعت مافى أعناقكم من بيعتى، فاختاروا لأنفسكم.

"ওহে জনমণ্ডলী! আমার ইচ্ছা, মতামত এবং সাধারণ মুসলমানদের সাথে কোন রকম পরামর্শ ছাড়াই আমাকে খিলাফতের এই দায়িত্বের পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। এ কারণে

৯১. আল-কামিল ফিত তারীখ-৫/৪১; 'আসরুত তাবি'ঈন-১৮৩
৯২. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৪/৪৩২
৯৩. প্রাগুক্ত-৪/৪৩৩
৯৪. ইবন 'আবদিল হাকাম, সীরাতু 'উমার-৩০
৯৫. তাবাকাত-৫/৩৩৮; জামহারাতু খুতাব আল-'আরাব-২/২০৩

আমার বাই'আতের যে বেড়ী আপনাদের গলায় পরানো হয়েছে তা আমি নিজেই খুলে নিলাম। এখন আপনারা যাকে খুশী খলীফা নির্বাচিত করুন।"

আবূ বিশর আল-খুরাসানী বলেন : খলীফা হিসেবে 'উমারের নাম ঘোষিত হওয়ার পর তিনি যে ভাষণ দেন তাতে একথাও বলেন : "ওহে জনমণ্ডলী! আল্লাহর কসম! আমি প্রকাশ্যে বা গোপনে কখনো আল্লাহর নিকট এ দায়িত্ব কামনা করিনি। যে জিনিস আমি সব সময় অপছন্দ করেছি, এখন সেই দায়িত্ব আমার কাঁধে চেপে বসেছে।" জনতার মধ্য থেকে সা'ঈদ ইবন 'আবদিল মালিক বললেন : আপনার অপছন্দের কথা প্রকাশের ব্যাপারে খুব তাড়াহুড়ো করছেন। আপনি কি চান মতবিরোধ সৃষ্টি হোক এবং মানুষ পরস্পর খুনোখুনি করুক? অন্য এক ব্যক্তি বললেন : সুবহানাল্লাহ! আবূ বকর, 'উমার, 'উছমান ও 'আলী (রা) এ দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তাঁদের কেউ তো এমন কথা বলেননি, অথচ 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয এখন তাই বলছেন![৯৬]

তাঁর ভাষণ শেষ হওয়ার সাথে সাথে জনতা সমস্বরে চিৎকার করে বলতে থাকে, আমরা আপনাকে খলীফা নির্বাচন করেছি এবং আপনার পরিচালিত খিলাফতেই আমরা রাজি। আল্লাহর নাম নিয়ে আপনি কাজ শুরু করুন।

যখন তাঁর বিশ্বাস হলো, তাঁর খলীফা হওয়ার ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই তখন তিনি সমবেত জনমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে নিম্নের ভাষণটি দান করেন :[৯৭]

أيها الناس! أوصيكم بتقوى الله، فإن تقوى الله خَلَف من كل شئ، وليس من تقوى الله عزوجل خَلَف،واعملوا لآخرتكم، فإنه من عمل لآخرته كفاه الله تبارك وتعالى أمر دنياه وأصلحوا سرائركم، يُصلح اللهُ الكريم علانيتكم، وأكثروا ذكَر الموت وأحسِنوا الاستعداد قبل أن ينزل بكم،فانه هادم اللذات،وإن من لايذكر من آبائه فيما بينه وبين آدم عليه السلام أبًا حيًّا لمغرق فى الموت، وإن هذه الأمة لم تختلف فى ربها عزوجل،ولافى نبيها صلى الله عليه وسلم، ولافى كتابها، وإنما اختلفوا فى الدنيا والدرهم، وإنى والله لاأعْطى أحدًا باطلا، ولاأمنع أحدا حقا، إنى لست بخازن، ولكنى أضع حيث أمرت. أيها الناس! إنه قد كان قبلى ولاة تجترُّون مؤدتهم، بأن تدفعوا بذلك ظلمهم عنكم، ألا لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق، من أطاع الله وجبت طاعته، ومن عصى اللهَ فلا طاعة له، أطيعونى ماأطعت الله فيكم،

---

৯৬. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৪/৪৩৩

৯৭. তাবাকাত-৫/৩৩৮; সিফাতুস সাফওয়া-২/১১৪-১১৫; জামহারাতু খুতাব আল-'আরাব-২/২০২-২০৩

فـاذا عصيـت الله فـلا طاعـة لى عليكـم. أقـول قـولى هـذا، وأسـتغفر الله العظيم لى ولكم.

"ওহে জনমণ্ডলী! আমি আপনাদের আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দিচ্ছি। প্রতিটি জিনিসের শেষ কথা হলো আল্লাহ-ভীতি। আল্লাহ ভীতির কোন শেষ নেই। আপনারা প্রত্যেকেই আখিরাতের জন্য কাজ করুন। যে ব্যক্তি আখিরাতের জন্য কাজ করে আল্লাহ তার দুনিয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আপনারা নিজেদের ভিতরকে সংশোধন করুন, আল্লাহ আপনাদের বাহিরকে সংশোধন করবেন। বেশী করে মৃত্যুকে স্মরণ করুন এবং তার আসার পূর্বেই ভালো রকম প্রস্তুতি নিন। কারণ, মৃত্যু সকল স্বাদ-আস্বাদনকে ধ্বংস করে দেয়। যে ব্যক্তি তার ও আদমের (আ) মাঝখানের তার সকল পিতৃপুরুষকে জীবিত পিতার ন্যায় স্মরণ না করে সে মূলত মৃত্যুর গভীরে ডুবে আছে। এই উম্মাত না তার রবের ব্যাপারে, না নবীর (সা) এবং না কিতাবের ব্যাপারে বিভেদ সৃষ্টি করেছে। বরং তারা দীনার ও দিরহামের ব্যাপারে বিভক্ত হয়েছে। আল্লাহর কসম! আমি কাউকে অন্যায়ভাবে কোন কিছু দিব না, তেমনি ন্যায়ভাবে কাউকে কিছু দান করা থেকে বিরত থাকবো না। আমি পুঞ্জিভূতকারী নই। আমাকে যেভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেভাবে যেখানে যা কিছু রাখার, রাখবো।

ওহে জনমণ্ডলী! আমার পূর্বে আপনারা এমন অনেক শাসক পেয়েছেন যাদের অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য নানাভাবে তাদের প্রীতি ও ভালোবাসা লাভের চেষ্টা করতেন। জেনে রাখুন, স্রষ্টার অবাধ্যতার ক্ষেত্রে কোন সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না। যে আল্লাহর আনুগত্য করে তার আনুগত্য করা ওয়াজিব। আর যে আল্লাহর অবাধ্যতা করে তার আনুগত্য করা যাবে না। আপনাদের ব্যাপারে যতক্ষণ আমি আল্লাহর আনুগত্য করবো ততক্ষণ আপনারা আমার আনুগত্য করবেন। যখন আমি আল্লাহর নাফরমানি করবো তখন আপনাদের জন্য আমার আনুগত্য জরুরী নয়। আমার কথা এতটুকুই। মহান আল্লাহর নিকট আমার ও আপনাদের মাগফিরাত কামনা করছি।"

কোন কোন বর্ণনায় তাঁর সেই ভাষণটি নিম্নরূপ এসেছে: তিনি মিম্বরের উপর উঠে সর্বপ্রথম আল্লাহর হামদ ও ছানা এবং নবীর (সা) প্রতি সালাত ও সালাম পেশ করেন। তারপর বলেন:[৯৮]

أما بعد، أيها الناس، إنه ليس بعد نبيكم صلى الله عليـه وسـلم نبـى، وليـس بعـد الكتاب الذى أنزل عليه كتاب، فما أحلَّ الله على لسـان نبيـه فـهو حـلال إلى يـوم القيامة، وما حرَّم الله على لسان نبيـه فـهو حـرام إلى يـوم القيامـة، ألا إنـى لسـت بقاض، ولكني منفذٌ لله، ولست بمبتدع ولكنى متَّبعٌ، ألا إنـه ليـس لأحـد أن يطـاع

৯৮. আল-মাস'উদী, মুরূজ আয-যাহাব-২/১৬৮; জামহারাতু খুতাব আল-'আরাব-২/২০৪, ২০৫

في معصية الله عزوجل، ألا انى لست بخيركم، وإنما أنا رجل منكم، غير أن الله جعلنى أثقلكم حملاً، يا أيها الناس! إن أفضل العبادة أداء الفرائض، واجتناب المحارم. أقول قولى هذا واستغفر الله العظيم لى ولكم.

"আম্মা বাদ। ওহে জনমণ্ডলী! আপনাদের নবীর (সা) পরে কোন নবী নেই এবং তাঁর উপর যে কিতাব নাযিল হয়েছে তার পরে আর কোন কিতাব নেই। আল্লাহ্ তাঁর নবীর মাধ্যমে যা কিছু হালাল করেছেন তা কিয়ামত পর্যন্ত হালাল, আর তাঁর নবীর মাধ্যমে যা কিছু হারাম করেছেন তা কিয়ামত পর্যন্ত হারাম থাকবে। আমি নিজে কোন সিদ্ধান্ত দানকারী নই, বরং আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়নকারী। আমি নতুন কিছু উদ্ভাবনকারী নই, বরং একজন অনুসরণকারী মাত্র। শুনে রাখুন, আল্লাহর নাফরমানির ক্ষেত্রে কারো আনুগত্য লাভের অধিকার নেই। শুনে রাখুন! আমি আপনাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি নই। আমি আপনাদের একজন সাধারণ মানুষ। তবে আল্লাহ্ আমার উপর সবচেয়ে ভারী বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন। ওহে জনমণ্ডলী! ফরযসমূহ আদায় করা এবং হারামসমূহ পরহেয করা সর্বোত্তম ইবাদাত এবং আমার কথা এতটুকুই। আমার নিজের ও আপনাদের সকলের জন্য মহান আল্লাহর নিকট মাগফিরাত কামনা করি।"

এখানে দিমাশ্কে এ সবকিছু ঘটে যাচ্ছে, কিন্তু 'আবদুল 'আযীয ইবন আল-ওয়ালীদ ইবন 'আবদিল মালিক দূরে কোথাও থাকায় কিছুই জানতে পারেননি। এ কারণে সুলায়মানের মৃত্যুর খবর শুনে তিনি তাঁর সঙ্গী-সাথীদের নিকট থেকে নিজের জন্য বাই'আত গ্রহণ করেন এবং দিমাশ্কের দিকে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে সুলায়মানের অসীয়াত এবং 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের বাই'আতের সকল ঘটনা অবগত হলেন। এরপর তিনি সোজা তাঁর নিকট উপস্থিত হন। নিজের জন্য তাঁর বাই'আত গ্রহণের কথা 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের নিকট আগেই পৌঁছে গিয়েছিল। এ কারণে তিনি 'আবদুল 'আযীযকে বললেন, আমি জেনেছি, আপনি নিজের জন্য বাই'আত গ্রহণ করে দিমাশ্কে প্রবেশ করতে চেয়েছিলেন। 'আবদুল 'আযীয বললেন : সুলায়মান যে আপনাকে খলীফা মনোনীত করে গেছেন সে কথা আমার জানা ছিল না। এ জন্য আমি শঙ্কিত হয়েছিলাম, জনগণ কোষাগারে লুটপাট না চালায়। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয বললেন : জনগণ যদি আপনার হাতে বাই'আত করতো এবং আপনি খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করতেন তাহলে আমি আপনার সাথে বিবাদে লিপ্ত হতাম না। আমি আমার ঘরে চুপচাপ বসে থাকতাম। 'আবদুল 'আযীয বললেন, আপনি থাকতে অন্য কেউ খলীফা হওয়াকে আমি পছন্দই করতাম না। আমি আপনার হাতে বাই'আত করে ফেলেছি।[৯৯]

---

৯৯. তাবারী, তারীখ-৪/৬১; আল-কামিল ফিত তারীখ-৫/৪১; তারীখ আল-ইয়া'কূবী-২/৩১০

খুলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শের অনুসারী হয়ে গেলেন

খিলাফতের মসনদে আসীন হয়েই তিনি সম্পূর্ণ বদলে যান। শাহী খান্দানের সৌখিন ও বিলাসী 'উমার এখন দুনিয়া বিরাগী হযরত আবূ যার আলগিফারী ও হযরত আবূ হুরায়রার (রা) রূপ ধারণ করেন। সুলায়মানের কাফন-দাফন শেষ হওয়ার পর বাহন পশুর দৌড়-ঝাপ ও পদধ্বনি শোনা গেল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এগুলো কি? বলা হলো : আমীরুল মু'মিনীন! এগুলো খিলাফতের বাহন। আপনি চড়বেন তাই আনা হয়েছে। বললেন : এগুলো আমার সামনে থেকে সরাও। আমার খচ্চরটি আন। তিনি নিজের খচ্চরের পিঠে উঠলেন। পুলিশ বাহিনী প্রধান এক দল সশস্ত্র পুলিশসহ সামনে চলতে লাগলো। বললেন : সরে যাও, আমার কোন দেহরক্ষীর প্রয়োজন নেই। আমি সাধারণ মুসলমানদের একজন। তিনি চললেন এবং তাঁর সাথে সাথে আরো বহু লোক চললো।[১০০]

সীরাতে ইবন 'আবদিল হাকামে এসেছে, যখন তাঁর সামনে রাষ্ট্রীয় বাহন-পশু উপস্থাপন করা হলো তখন তিনি প্রশ্ন করলেন, এগুলো কি? লোকেরা জবাব দিল, এগুলোর পিঠে এখন পর্যন্ত কেউ আরোহী হয়নি। যখন কেউ নতুন খলীফা হন তখন তিনি সর্ব প্রথম এ জাতীয় বাহনের পিঠে আরোহণ করেন। কিন্তু নতুন খলীফা 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তাঁর নিজের খচ্চরটি আনতে বলেন। সেটি আনা হলে তিনি মন্তব্য করেন, এই ধুসর বর্ণের মাদী খচ্চরটি আমার জন্য যথেষ্ট। তারপর তিনি ব্যক্তিগত চাকর মুযাহিমকে বলেন, এই পশুগুলো শামের বিভিন্ন বাজারে পাঠিয়ে বিক্রী করে দাও এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ বায়তুল মালে জমা করে দাও।[১০১]

এভাবে তাঁর জন্য সুদৃশ্য তাঁবু নির্মাণ করা হয়। তিনি এই তাঁবু সম্পর্কেও প্রশ্ন রাখেন। জানতে পারেন, এ জাতীয় তাঁবু নতুন খলীফার জন্য নির্মাণ করা হয়, যেখানে তিনিই সর্ব প্রথম প্রবেশ করেন। তিনি মুযাহিমকে তাঁবুটি বায়তুল মালে জমা দানের নির্দেশ দেন। তারপর তিনি নিজের খচ্চরটির পিঠে সোয়ার হয়ে সেই সব মহামূল্যবান জাঁকজমকপূর্ণ গালিচা ও বিছানাপত্র যা কেবল একজন নতুন খলীফার জন্য বিছানো হয়, দলিয়ে-মাড়িয়ে চাটাই পর্যন্ত পৌঁছে যান এবং সেখানে বসে সেই সব দামী গালিচা ও বিছানাপত্র বায়তুল মালে জমা দানের জন্য মুযাহিমকে নির্দেশ দেন।[১০২]

বানূ উমাইয়্যা খলীফাদের নিয়ম ছিল, যখন কোন খলীফার মৃত্যু হতো তখন তাঁর ব্যবহৃত পোশাক, সুগন্ধিদ্রব্য ইত্যাদি তাঁর সন্তানরা লাভ করতো, আর অব্যবহৃত জিনিসপত্রের অধিকারী হতেন নতুন খলীফা। এই নিয়ম অনুযায়ী মৃত সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিকের সন্তানরা এসব জিনিস ভাগ করতে চান। কিন্তু 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তাদেরকে বলেন : এগুলো যেমন আমার নয়, তেমনি না সুলায়মানের, আর না

---

১০০. তাবাকাত-৫/৪৪৭-৪৪৯; আহমাদ মা'মূর আল-'উসাইরী, আ'জামু 'উজামা' আল-মুসলিমীন-১৪৩
১০১. তারীখ আল-খুলাফা'-১৫৩
১০২. 'আবদুস সালাম নাদবী, সীরাতে 'উমার-২২

তোমাদের। অতঃপর তিনি সেই পরিত্যক্ত জিনিসগুলো বায়তুল মালে জমা দানের নির্দেশ দেন।[১০৩]

পূর্ববর্তী খলীফা সুলায়মানের পরিবার-পরিজন তখনো খলীফার রাষ্ট্রীয় ভবনে অবস্থান করছিলেন, তাই তিনি নিজের তাঁবুতে গেলেন এবং বললেন : আমার তাঁবু আমার জন্য যথেষ্ট। তখন তাঁর চেহারা ভীষণ মলিন ও বিষণ্ন দেখাচ্ছিল। তাই দাসী জিজ্ঞেস করলো, মনে হচ্ছে আপনি বেশ চিন্তিত। বললেন : এর চেয়ে বেশী দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা আর কি থাকতে পারে যে, পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত উম্মাতে মুহাম্মাদীর সকল সদস্যের অধিকার আমার ঘাড়ে চেপে বসেছে এবং তাদের কোন রকম দাবী ছাড়াই তা পূরণ করা আমার জন্য অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।[১০৪]

এ প্রসঙ্গে আরেকটি ঘটনা উল্লেখ করা যায়। সালিম আস-সুদী ছিলেন একজন বিখ্যাত তাবি'ঈ ও সজ্জন ব্যক্তি। 'উমার খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণের পর একদিন দেখা করতে আসেন। 'উমার তাঁকে বলেন : আমার খলীফা হওয়াতে আপনি খুশী না অখুশী? সালিম বলেন : মানুষের জন্য খুশী হয়েছি, কিন্তু আপনার জন্য হয়েছি অখুশী। 'উমার তাঁকে বললেন : আমার ভয় হচ্ছে, আমি আমার নিজেকে ধ্বংস করে না ফেলি। সালিম বললেন : আপনি যদি ভয়ই পেয়ে থাকেন তাহলে আপনার অবস্থাতো চমৎকার। আমার ভয় হচ্ছিল আপনি ভয় পাবেন না। 'উমার বললেন : আমাকে কিছু উপদেশ দিন। সালিম বললেন : আমাদের পিতা আদমকে একটি মাত্র ভুলের কারণে জান্নাত থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে।[১০৫]

আল-'উতবী বলেন : 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয যখন খলীফা সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিকের কাফন-দাফন শেষ করে ঘরে ফিরছিলেন তখন তাঁর পিছনে পিছনে 'উমাইয়্যা খান্দানের লোকেরাও চলতে থাকে। তিনি বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করলেন। দ্বাররক্ষী তাঁকে বললো : উমাইয়্যা খান্দানের লোকেরা দরজায় অপেক্ষমান। তিনি বললেন : তারা কি চায়? বললো : নতুন খলীফা হলে তাঁর সাথে সাক্ষাতের এ রেওয়াজ পূর্ব থেকে চলে আসছে। 'উমারের ছেলে আবদুল মালিক, যার বয়স তখন মাত্র চৌদ্দ বছর, বললো : আপনার পক্ষ থেকে আমাকে তাদের সাথে কথা বলার অনুমতি দিন। বললেন : তুমি কি বলবে? সে বললো : আমি বলবো, আমার পিতা আপনাদেরকে সালাম জানিয়েছেন এবং বলেছেন :

إِنِّيْ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّىْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ.

"আমি যদি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করি তবে আমি ভয় করি মহাদিনের শাস্তির।"[১০৬]

---

১০৩. ইবনুল জাওযী, সীরাতু 'উমার-৩৩; ইবন 'আবদিল হাকাম-২২
১০৪. মু'ঈন উদ্দীন আহমাদ-নাদবী, তাবি'ঈন-৩২৪
১০৫. মুরূজ আয-যাহাব-২/১৬৭-১৬৮
১০৬. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৪/৪৩৮

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণের যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে প্রশাসনিক বিষয়াদির প্রতি মনোযোগী হন। একজন সেক্রেটারীকে ডেকে একটি ফরমান লিখে খিলাফতের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠান। কনস্টান্টিনোপলে যে বাহিনীটি ছিল তাদের সরবরাহ যথেষ্ট না থাকায় তারা খাদ্যাভাবে পড়ে। তিনি দ্রুত তাদের নিকট খাদ্য ও প্রয়োজনীয় জিনিস পাঠানোর নির্দেশ দেন এবং একই সাথে সেই বাহিনীকে প্রত্যাবর্তনের আদেশও দেন। মৃত্যুর পূর্বে সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিক খিলাফতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দ্রুতগামী ঘোড়া সংগ্রহ করে দৌড় প্রতিযোগিতার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি এ প্রতিযোগিতার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেন। স্বভাবগতভাবে 'উমার যদিও এ জাতীয় কাজ পছন্দ করতেন না, তবুও লোকেরা যখন বললো, দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ কষ্ট করে ঘোড়া নিয়ে এসেছে, তাই এই দৌড়-প্রতিযোগিতার অনুমতি দিন। তিনি অনুমতি দেন এবং বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কারও বন্টন করেন। তাছাড়া বিভিন্ন অঞ্চলে কর্মকর্তা ও কাজী নিয়োগ করেন।[১০৭]

খিলাফতে রাশেদার পুনরুজ্জীবন

খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের আনুষ্ঠানিকতার বিভিন্ন পর্যায় ও পর্ব শেষ করে তিনি খিলাফতের বিভিন্ন বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দিলেন। খিলাফতের ব্যাপারে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো অতীতের উমাইয়্যা খলীফাদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। তাঁর পরিকল্পনা ছিল খিলাফতের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও পরিচালন ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করা। রাষ্ট্রের বাহ্যিক উন্নতি, যেমন নতুন নতুন দেশ জয়, খাজনা ও করের মাধ্যমে রাষ্ট্রের আয় বৃদ্ধি, সুরম্য প্রাসাদ নির্মাণ ইত্যাদি তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল না। তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল উমাইয়্যা সাম্রাজ্যকে খিলাফতে রাশেদায় পরিবর্তন করা। কিন্তু এ কাজ এত গুরুত্বপূর্ণ, দুরূহ ও মারাত্মক ছিল যে, তাতে হাত দেওয়ার সাথে সাথে চতুর্দিক থেকে প্রবল বিরোধিতার মুখোমুখী হওয়া ছিল অপরিহার্য। কিন্তু 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয সম্ভাব্য সকল বাধা ও প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে অত্যন্ত সাহসের সাথে বেপরোয়াভাবে বিপ্লবী কর্মকাণ্ড শুরু করে দেন।

জোর-জবরদস্তীমূলক দখলকৃত অর্থ-সম্পদ ফেরত দান

এ পর্যায়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল কাজটি ছিল বছরের পর বছর ধরে উমাইয়্যা শাহী খান্দানের লোকেরা জোর-জবরদস্তীমূলকভাবে জনগণের যে সকল ভূ-সম্পত্তি দখল করে নিয়েছিল তা তার প্রকৃত মালিককে ফেরত দান। এ কাজে গোটা খান্দানের প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) সর্বপ্রথম এই মহৎ কাজটি সম্পাদনে উদ্যোগী হন। আর এ কাজের সূচনা করেন নিজের পরিবার ও খান্দান থেকে।

---

১০৭. 'আবদুস সালাম নাদবী, সীরাতে 'উমার-২৪

বানূ উমাইয়্যা খলীফাগণ সাধারণ মানুষের অর্থ-সম্পদ ও ভূ-সম্পত্তি যা অন্যায়ভাবে দখল করেছিল তা ফেরত দেওয়া ইসলামী খিলাফতের একজন মহান মুজাদ্দিদের প্রথম দায়িত্ব ছিল। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের দ্বারা সেই কাজটি সম্পাদন করেন। তিনি সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিকের কাফন-দাফন ও খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের প্রাথমিক পর্যায় ও আনুষ্ঠানিকতাগুলো শেষ করে ঘরে ফিরে একটু বিশ্রাম নিতে চান। তখন তাঁর চৌদ্দ বছর বয়সী কিশোর পুত্র আবদুল মালিক এসে বলেন, "আপনি জোর-জবরদস্তীমূলকভাবে দখল করা সম্পদ ফেরত দানের পূর্বে বিশ্রাম নিতে চাচ্ছেন? 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয বললেন, আমি সুলায়মানের কাফন-দাফনের জন্য সারা রাত ব্যস্ত সময় কাটিয়েছি। তাই একটু বিশ্রাম নেওয়ার পর যুহর নামাযের পরে এ কাজে হাত দিব। কিন্তু আবদুল মালিক বললেন, যুহর নামায পর্যন্ত আপনার বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা কে দিবে? 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের উপর তাঁর এই মন্তব্যের এত প্রভাব পড়ে যে, তাঁকে তিনি কাছে ডেকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরেন এবং কপালে চুমু দিয়ে বলেন! "সেই আল্লাহর শোকর যিনি আমাকে এমন সন্তান দান করেছেন যে আমাকে ধর্মীয় কাজে সাহায্য করে।"[১০৮] বিশ্রামের কথা তিনি ভুলে গেলেন এবং তৎক্ষণাৎ বিছানা ছেড়ে ঘোষণা করলেন যে কারো কোন অন্যায়ভাবে কোন সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ থাকলে সে যেন উপস্থাপন করে।

ভিন্ন একটি বর্ণনায় এসেছে যে, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয এ ব্যাপারে পরামর্শ করলেন মায়মূন ইবন মিহরান, মাকহূল ও আবূ কিলাবার সাথে। এ তিনজন তখন বিখ্যাত মুহাদ্দিছ তাবি'ঈ। মাকহূল ক্ষীণকণ্ঠে দুর্বল ভাষায় তাঁর যে মতামত প্রকাশ করেন তা 'উমারের মনোপূত না হওয়ায় তিনি মায়মূন ইবন মিহরানের দিকে তাকান। মায়মূন বললেন, আপনার পুত্র 'আবদুল মালিককেও ডাকুন। তাঁর মতামতও আমাদের চেয়ে কোন অংশে গুরুত্বহীন নয়। আবদুল মালিককে ডাকা হলো। 'উমার বললেন, মানুষ তাদের ছিনিয়ে নেওয়া ধন-সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়ার দাবী জানাচ্ছে– এ ব্যাপারে তোমার মত কি? 'আবদুল মালিক বললেন, আপনি এক্ষুণি তা ফিরিয়ে দিন। তা না হলে, যারা জোর-জবরদস্তীমূলক এসব সম্পদ দখল করে নিয়েছিল, আপনিও তাদের কাজের অংশীদার হবেন।[১০৯]

অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, 'আবদুল মালিক ইবন 'উমার তাঁর পিতাকে বলেন : আব্বা! আপনি এখনো কেন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করছেন না? আল্লাহর কসম! সত্য প্রতিষ্ঠায় যদি আমাকে-আপনাকে ডেগের টগবগে পানিতে ফেলে দেওয়া হয় তাতেও আমি কোন পরোয়া করবো না। 'উমার তাঁকে বলেন : ছেলে! তাড়াহুড়ো করো না। আল্লাহ কুরআনে মদের দু'বার নিন্দার পর তৃতীয়বার হারাম ঘোষণা করেন। আমি আশঙ্কা করছি, যদি এক সাথে বহু কিছু চাপিয়ে দিই তাহলে তারা এক সাথে প্রতিক্রিয়া দেখাবে। আর তাতে একটি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে।[১১০]

---

১০৮. 'আবদুস সাফওয়া-২/১১৫
১০৯. সুওয়ারুম মিন হায়াত তাবি'ঈন-৮১-৮২
১১০. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৪/৪৩৮

তিনি সর্বপ্রথম স্ত্রী ফাতিমা বিনত 'আবদিল মালিককে বলেন :

إنْ أردتِ صحبتي فردّى مامعكِ من مال وحلي وجوهر إلى بيت مال المسلمين فإنه لهم. فإني لا أجتمع أنا وأنت وهو في بيت واحد.

"যদি তুমি আমার সঙ্গ চাও তাহলে তোমার যাবতীয় অর্থ-সম্পদ, অলঙ্কারাদি ও মূল্যবান রত্নরাজি মুসলমানদের বায়তুল মালে জমা দাও। কারণ এসব কিছু তাদের। আমি, তুমি ও এ সকল সম্পদ একই গৃহে থাকতে পারে না।"

স্বামীর একান্ত অনুগত স্ত্রী বিনা বাক্য ব্যয়ে তাঁর সকল জিনিস যা তিনি পিতৃকূলের দিক থেকে লাভ করেছিলেন, বায়তুল মালে জমা দেন।[১১১] এমনকি তাঁর পিতা খলীফা 'আবদুল মালিক তাঁকে একটি অতি মূল্যবান রত্ন উপহার দিয়েছিলেন। 'উমার তাঁকে বলেন, এটিও বায়তুল মালে জমা দাও, নয়তো আমাকে ছাড়ার জন্য প্রস্তুত হও। অগত্যা সেটিও তিনি জমা দেন। 'উমারের ইনতিকালের পর ইয়াযীদ ইবন 'আবদিল মালিক খলীফা হয়ে বোনকে সেই রত্নটি ফেরত দিতে চান, কিন্তু তিনি তা নিতে অস্বীকার করেন।[১১২]

তিনি নিজের ও স্ত্রীর সকল দাসীকে ডেকে বলেন :

إنه قد نزل أمر قد شغلني عنكن، فمن أحب أن أعتقه أعتقته، ومن أراد أن أمسكه أمسكته ولم يكن مني أليها شئ، فبكين يأسًا منه.

'আমার উপর একটি মহাদায়িত্ব চেপে বসেছে যা তোমাদের প্রতি আমার কর্তব্য পালনে আমাকে বিরত রেখেছে। সুতরাং তোমাদের কেউ মুক্তি চাইলে আমি মুক্তি দিচ্ছি, আর কেউ আমার অধিকারে থাকতে চাইলে, তাকে রেখে দিচ্ছি। তবে আমার নিকট থেকে তোমরা কিছুই পাবে না। তখন তারা হতাশ হয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।[১১৩]

অতঃপর শাহী খান্দানের সদস্যদের সমবেত করে তাদের উদ্দেশ্যে বলেন :

'মারওয়ানের বংশধরগণ! সম্মান, মর্যাদা এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বিরাট একটি অংশ আপনারা লাভ করেছেন। আমার ধারণা, মুসলিম উম্মাহ্‌র মোট সম্পদের অর্ধেক অথবা দুই তৃতীয়াংশ রয়েছে আপনাদের অধিকারে।' উপস্থিত লোকেরা খলীফার এই ইঙ্গিত সহজেই বুঝে যায়। তারা বলে ওঠে : যতক্ষণ আমাদের দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন না হবে ততক্ষণ আমরা এটা হতে দেব না। আল্লাহর কসম! আমরা না আমাদের বাপ-দাদাদেরকে কাফির বানাতে পারি, আর না পারি আমাদের সন্তানদেরকে কপর্দকশূন্য হতদরিদ্র বানাতে।' উল্লেখ্য যে, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) তাঁর বংশের উর্ধ্বতন পুরুষদের অনেক কর্মকাণ্ডকে হারাম বলে বিশ্বাস করতেন। তাই তারা এমন

---

১১১. আল-কাসিম ফিত তারীখ-৫/৪১
১১২. তারীখ আল-খুলাফা'-২৩৩
১১৩. সিফাতুস সাফওয়া-২/১১৮

কথা বলে। যাই হোক, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) তাদের সাফ বলে দিলেন : আল্লাহর কসম! যদি আপনারা এই সত্য ও সৎ কর্মে আমাকে সাহায্য না করেন তাহলে আমি আপনাদেরকে হেয় ও লাঞ্ছিত করে ছাড়বো। আপনারা এখন যেতে পারেন।[১১৪]

তিনি আরেকদিন মারওয়ান বংশের লোকদের ডেকে বললেন : তোমাদের হাতে মানুষের যে সকল অধিকার আছে তা ফিরিয়ে দাও। আমি যা পছন্দ করিনে তা করতে আমাকে বাধ্য করো না। ফলে এমন হতে পারে যে, তোমরা যা পছন্দ করো না তাই আমি করতে তোমাদেরকে বাধ্য করছি। কেউ তাঁর একথার কোন উত্তর দিল না। কিছুক্ষণ পর তিনি বললেন : তোমরা আমার কথার জবাব দাও। তখন একজন বললো : আল্লাহর কসম! আমাদের বাপ-দাদার সূত্রে আমরা যে সম্পদের মালিক হয়েছি তা আমরা ছেড়ে দেব না। আর তা দিলে আমরা ফকীর ও দুর্বল হয়ে পড়বো। তাছাড়া আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে কাফির বলতে পারি না। 'উমার বললেন : আমি যার অধিকার ফিরিয়ে দিতে চাই সে ব্যাপারে যদি তোমরা সহযোগিতা না কর তাহলে খুব শিগ্‌গির আমি তোমাদের ঔদ্ধত্য ভেঙ্গে গুঁড়ো করে দেব। কিন্তু আমি বিশৃঙ্খলার ভয় করি। আল্লাহ যদি আমাকে বাঁচিয়ে রাখেন, ইন্‌শাআল্লাহ প্রত্যেককে আমি তার অধিকার অবশ্যই ফিরিয়ে দেব।[১১৫]

অতঃপর তিনি সাধারণ মুসলমানদের মসজিদে সমবেত করে তাদের উদ্দেশ্যে একটি ভাষণ দেন। সেই ভাষণের কিছু অংশ নিম্নরূপ :

فإن هؤلاء القوم كانوا أعطوْنا عطايا، والله ما كان لهم أن يعطوناها، وما كان لنا أن نقبلها، وإن ذلك قد صار إليَّ، ليس عليَّ فيه دون الله محاسب، ألاو إني قد رددتها، وبدأت بنفسي وأهل بيتي.

"এই লোকেরা (বানূ উমাইয়্যা) আমাদেরকে অনেক অর্থ-সম্পদ ও ভূ-সম্পত্তি দান করেছেন। আল্লাহর কসম! তাদের না এসব কিছু দেওয়ার অধিকার ছিল, আর না ছিল আমাদের নেওয়ার। এখন তা আমার হাতে এসেছে এবং সে ব্যাপারে কেবল আল্লাহ ছাড়া আমার নিকট থেকে হিসাব নেওয়ার আর কেউ নেই। এখন আমি সকল ভূ-সম্পত্তি তার প্রকৃত মালিককে ফেরত দিচ্ছি। আর সে কাজ আমি আমার নিজের থেকে ও আমার খান্দানের থেকে শুরু করেছি।" উল্লেখ্য যে, বানু উমাইয়্যারা বছরের পর বছর ধরে জোর-জবরদস্তী করে মানুষের যেসব অর্থ-সম্পদ ও ভূ-সম্পত্তি দখল করেছিল তা উত্তরাধিকার সূত্রে এই খান্দানের হাতেই ছিল। তিনি উপরোক্ত ভাষণে সেই সম্পদের কথাই বলেছেন।

পূর্বেই একটি ঝুড়িতে সেই সকল সম্পদের দলিলপত্র ও ম্যাপ এনে রাখা হয়েছিল। তিনি ভাষণ শেষ করে তাঁর বিশ্বস্ত দাস মুযাহিমকে সেই ঝুড়ি থেকে একটি একটি করে দলিল

---

১১৪. ইবনুল জাওযী, সীরাতু 'উমার-১১৫
১১৫. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৪/৪৩৭

উঠিয়ে পাঠ করতে নির্দেশ দিলেন। মুযাহিম একটির পাঠ শেষ করলে তিনি সেটা তার হাত থেকে নিয়ে কেঁইচি দিয়ে কেটে টুকরো টুকরো করতে থাকেন। সকাল থেকে যুহরের নামায পর্যন্ত সেদিন এ কাজ চলতে থাকে।[১১৬]

তাঁর এসব ভূ-সম্পত্তি ইয়ামন, ইয়ামামাসহ আরবের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিল। খলীফা 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয এসব ভূ-সম্পত্তির প্রত্যর্পণ শেষ করে নিজেকে দায়মুক্ত করেন। এমনকি একটি আংটির মূল্যবান মুক্তো, যেটি ওয়ালীদ তাঁকে দিয়েছিলেন, সেটিও তিনি ফিরিয়ে দেন। এ অবস্থা দেখে বিশ্বস্ত ও অনুগত চাকর মুযাহিম চুপ থাকতে পারলো না, সে বলে বসলো, আপনার সন্তানদের জীবিকার কি ব্যবস্থা হবে? 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের দু'গণ্ড বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। এ অবস্থায় তিনি বললেন : "তাদেরকে আমি আল্লাহর যিম্মায় ছেড়ে দিচ্ছি।" তিনি নিজের এবং পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য কেবল খায়বারের ভূ-সম্পদ ও একটি জলাশয় রেখে দেন। যেটি তিনি নিজের প্রাপ্ত ভাতার অর্থ দিয়ে খনন করেছিলেন। এই জলাশয় ও খায়বারের ভূ-সম্পত্তি থেকে তাঁর বাৎসরিক আয় ছিল মাত্র এক শো পঞ্চাশ দীনার। কিন্তু যখন তিনি অবগত হলেন যে, রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় খায়বারের এ ভূ-সম্পত্তিতে ছিল সাধারণ মুসলমানের অধিকার। কিন্তু তৃতীয় খলীফা হযরত 'উছমান (রা) এটা মারওয়ানের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত করে দেন। সেখান থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে এটার মালিক হন 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয। তিনি এ সম্পত্তিও ফেরত দেন। এখন কেবল অবশিষ্ট থাকে জলাশয়টি।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল 'ফাদাক'[১১৭]-এর বাগিচাটি। এটিও হস্তান্তর হয়ে তাঁর অধিকারে এসেছিল। ইবন সা'দ লিখেছেন, যখন তিনি খলীফা হন তখন পর্যন্ত তাঁর নিজের ও পরিবারের জীবিকা ও যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ হতো এই ফাদাকের উৎপন্ন ফসল থেকে। যার বাৎসরিক মূল্য ছিল দশ হাজার দীনার। কিন্তু খলীফা হওয়ার পরই তিনি ফাদাকের ব্যাপারে রাসূল (সা) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের কার্যক্রম কি ছিল তা জানার চেষ্টা করেন।

---

১১৬. ইবনুল জাওযী, সীরাতু 'উমার-১৯৮; জামহারাতু খুতাব আল-'আরাব-২/২০৮

১১৭. 'ফাদাক' হিজাযের একটি পল্লী। মদীনা থেকে পায়ে হেঁটে বা জন্তুযানে দুই অথবা তিন দিনের পথ। হিজরী সপ্তম সনে 'ফাই' অর্থাৎ যুদ্ধ ছাড়া সন্ধির ভিত্তিতে এটা রাসূলুল্লাহর (সা) অধিকারে আসে। পরবর্তীকালে হযরত ফাতিমা (রা) দাবী করেন যে, এটি রাসূল (সা) তাঁকে দান করে গেছেন। 'উমার (রা) এটা রাসূলুল্লাহর (সা) ওয়ারিছদেরকে দান করেন। মু'আবিয়া (রা) এটাকে মারওয়ানকে দান করেন এবং উত্তরাধিকার সূত্রে তা 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের হাতে পৌঁছে। তিনি খলীফা হওয়ার পর ফাতিমার (রা) বংশধরদের হাতে তুলে দেন। ইয়াযীদ ইবন 'আবদিল মালিক আবার তা ছিনিয়ে নেন। আব্বাসীয় খলীফা আবুল 'আব্বাস আস-সাফ্ফাহ আবার তা হাসান ইবন হাসান ইবন 'আলীর (রা) হাতে ফেরত দেন। মানসূর খলীফা হয়ে আবার তা কেড়ে নেন। কিন্তু খলীফা মাহদী ফেরত দেন। খলীফা হাদী আবার তা ছিনিয়ে নেন। এভাবে খলীফা আল-মামুনের হাতে পৌঁছে। তিনি হযরত 'আলীর (রা) বংশধরদের বরাবরে এর একটি দলীল করে দেন। (আল-'ইক্দ আল-ফারীদ-৪/২১৬, টীকা নং-১; আল-বালাযুরী, মু'জামুল বুলদান-৪/২৩৮-২৪০)

যখন প্রকৃত সত্য তাঁর সামনে প্রকাশ হয়ে পড়লো তখন তিনি গোটা মারওয়ান খান্দানের সদস্যদের সমবেত করে বললেন, ফাদাকে ছিল রাসূলুল্লাহর (সা) একান্ত অধিকার। এর আয় তিনি নিজের ও বানূ হাশিমের বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যয় করতেন। হযরত ফাতিমা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এটি দাবী করেন; কিন্তু তিনি তাঁকে দিতে অস্বীকৃতি জানান। দ্বিতীয় খলীফা হযরত 'উমার ইবন আল-খাত্তাবের (রা) সময় পর্যন্ত এ ব্যবস্থা চালু ছিল। মু'আবিয়া (রা) বানূ হাশিমদের থেকে তা কেড়ে নিয়ে মারওয়ানকে দান করেন। আর তিনি সেটি নিজের খামারের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। তারপর সেটি উত্তরাধিকার সূত্রে আমার অধিকারে এসেছে। কিন্তু যে জিনিস রাসূল (স) ফাতিমাকে (রা) দেননি তাতে আমার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় কেমন করে? এখন আমি আপনাদের সকলকে সাক্ষী রেখে বলছি, রাসূলুল্লাহর (সা) সময়ে ফাদাক যে অবস্থায় ছিল, আমি আবার সেই অবস্থায় ফিরিয়ে দিলাম।

অতঃপর তিনি আবূ বকর ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'আমর ইবন হাযমকে একটি চিঠি লেখেন। তাতে তিনি বলেন, অনুসন্ধানের পর আমি অবগত হয়েছি যে, ফাদাকের আয় ভোগ করা আমার জন্য বৈধ নয়। এ কারণে আমি তা পূর্বের সেই অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাই, যে অবস্থায় রাসূল (সা) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সময়ে ছিল। আমার এই চিঠি আপনার হাতে পৌঁছার পর ফাদাক এমন এক ব্যক্তির দায়িত্বে অর্পণ করুন যে তার সকল অধিকার রক্ষার সাথে সাথে তত্ত্বাবধানও করতে পারে।[১১৮]

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের স্ত্রী ফাতিমার একটি দাসী ছিল যার প্রতি তিনি কিছুটা দুর্বল ছিলেন। খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর একদিন দাসীটি সেজেগুজে তাঁর সামনে আসে। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তুমি ফাতিমার মালিকানায় কিভাবে এলে? বলে, হাজ্জাজ কূফার একজন কর্মকর্তাকে জরিমানা করে। আমি ছিলাম সেই কর্মকর্তার দাসী। হাজ্জাজ তার নিকট থেকে আমাকে গ্রহণ করে খলীফা আবদুল মালিক ইবন মারওয়ানের নিকট পাঠিয়ে দেয়। আমি তখন একেবারেই ছোট। এ কারণে 'আবদুল মালিক আমাকে তাঁর কন্যা ফাতিমার হাতে তুলে দেন। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয জিজ্ঞেস করেন, সেই কর্মকর্তার বর্তমান অবস্থা কি? বলে, তিনি মারা গেছেন, তবে তাঁর সন্তানরা জীবিত আছে। তাদের অবস্থা এখন খুব খারাপ। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তৎক্ষণাত তাদেরকে ডেকে পাঠান। তারা উপস্থিত হলে তাদের সকল অর্থ, এই দাসীসহ ফেরৎ দেন। দাসীটি তার পূর্বের মনিব-পুত্রদের সাথে যাওয়ার সময় 'উমারকে লক্ষ্য করে বলে : আপনার ভালোবাসার কি হলো? বললেন, তা এখনো আছে, বরং তা আরো বেড়ে গেছে।[১১৯]

আম্বাসা ইবন সা'ঈদ ইবন আল-'আস ছিলেন 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের একজন

---

১১৮. সুনান আবী দাউদ, কিতাবুলকারাজ ওয়াল ইমারাহ; আল-'ইক্দ আল-ফারীদ-৪/৪৩৫; তারীখ আল-ইয়া'কূবী-২/৩০৫-৩০৬

১১৯. ইবনুল জাওযী, সীরাতু 'উমার-১৫৬

ঘনিষ্ঠ বন্ধু। খলীফা সুলায়মান ইবন 'আবদিল 'আযীয তাঁকে বিশ হাজার দিরহাম বায়তুল মাল থেকে দেওয়ার নির্দেশ দেন। নির্দেশ বাস্তবায়নের দাপ্তরিক কাজ শেষ হওয়ার পথে ছিল, এমন সময় সুলায়মান মারা যান। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয খলীফা হন। সেই বন্ধুটি তাঁর নিকট আসেন এবং বন্ধুত্বের সুবাদে সেই অর্থ দাবী করেন। তিনি তাঁকে বলেন, বিশ হাজার দীনার তো চার হাজার মুসলিম পরিবারকে দেওয়া যেতে পারে। এত বেশী অর্থ আমি একজনকে কিভাবে দিই? 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের খামারের অন্তর্ভুক্ত ছিল 'জাবাল আল-ওয়ারাস' নামে একটি পাহাড়। বন্ধুটি একটু খোঁচা মেরে বলেন, তাহলে "জাবাল আল-ওয়ারাস" নিজের অধিকারে রাখছো কেন? তিনি বলেন, তোমার এই খোঁচাতে আমার স্মরণ হয়েছে। আমি তো এর কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। এরপর তিনি 'আবদুল 'আযীযের জমিদারী ও খামারের সকল দলিল-দস্তাবেজ আনিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেন।[১২০]

যে সকল কর্মকর্তা তাঁর এই নির্দেশ বাস্তবায়নে গড়িমসি করতো তাদের প্রতি ভীষণ নারাজ হতেন। 'উরওয়া ছিলেন ইয়ামনের প্রশাসক। একবার তিনি খলীফার এই নির্দেশ পালনে শৈথিল্য প্রদর্শন করেন। বিষয়টি তিনি অবহিত হয়ে 'উরওয়াকে লেখেন, আমি তোমাকে লিখেছি যে, তুমি মুসলমানদের জবর-দখলকৃত সম্পদ ফিরিয়ে দাও, আর তুমি সে ব্যাপারে আমার সামনে নানারকম প্রশ্ন উত্থাপন করে চলেছো। তোমার হয়তো জানা নেই যে, তোমার ও আমার মাঝের দূরত্ব কত এবং তোমার মৃত্যুর সময়ও তোমার জানা নেই। আমি যদি তোমাকে লিখি একজন মুসলমানের ছিনিয়ে নেওয়া ছাগল ফিরিয়ে দাও, জবাবে তুমি লিখছো, ছাগলটি ধুসর না কালো বর্ণের? মুসলমানদের সম্পদ ফিরিয়ে দাও, আর এ ব্যাপারে আমার সাথে পত্র লেখালেখি বন্ধ কর।[১২১]

আবুয যিনাদ বলেন : আমি ছিলাম 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের সেক্রেটারী। তিনি মদীনার ওয়ালী 'আবদুল হামীদের নিকট তথাকার জবর-দখলকৃত সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য পত্র লিখতেন। আর 'আবদুল হামীদ সেই ব্যাপারে আরো বিস্তারিত জানতে চেয়ে আবার পত্র লিখতেন। একবার 'আবদুল হামীদের এমন একটি পত্রের জবাবে তিনি লেখেন :[১২২]

إنه يخيَّل إلىَّ أنى لو كتبت إليك أن تُعطِى رجلا شاةً، لكتبت إلىَّ : أضأنا أم معزا؟ ولو كتبت إليك بأحدِهما لكتبت إلىَّ : أذكـرا أم انثـى؟ ولـو كتبـتُ إليـك بأحدهمـا لكتبت : أصغيرًا أم كبيرًا؟ فإذا كتبت إليك فى مظلمة فنفذ أمرى ولاتراجعنى فيها.

"আমার মনে হচ্ছে, আমি যদি তোমাকে লিখি যে, এক ব্যক্তিকে একটি বকরী দাও, তাহলে তুমি অবশ্যই আমাকে লিখবে : সেটা ভেড়া না ছাগল? আমি যদি দু'টির যে

---

১২০. ইবন 'আবদিল হাকাম, সীরাত-৫৬-৫৭
১২১. ইবনুল জাওযী, সীরাত-৯৭
১২২. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৩/৯; ৪/৪৩৭

কোন একটির কথা লিখি, তুমি অবশ্যই লিখবে : সেটা নর না মাদী? যদি আমি যে কোন একটির কথা লিখি, তুমি লিখবে : ছোট না বড়? যখন আমি তোমাকে কোন অন্যায়-অবিচারের ব্যাপারে কোন কিছু লিখি, আমার কাছে দ্বিতীয়বার কিছু জানতে না চেয়ে আমার নির্দেশ বাস্তবায়ন করবে।"

তাঁর নিয়োগকৃত কিছু কর্মকর্তা তাঁকে অবহিত করতেন যে, তার পূর্বের কর্মকর্তা জোর করে আল্লাহর সম্পদ হাতিয়ে নিয়েছেন। আমীরুল মু'মিনীনের নির্দেশ পেলে তারা সেসব সম্পদ তাদের নিকট থেকে জোরপূর্বক উদ্ধার করতে পারেন। খলীফা 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয লিখিত ফরমান পাঠাতেন যে, এ ব্যাপারে আমার সাথে পরামর্শের প্রয়োজন নেই। যদি সাক্ষী থাকে তাহলে সাক্ষ্যের ভিত্তিতে, স্বীকারোক্তি থাকে তো তার ভিত্তিতে সম্পদ ফিরিয়ে নাও। অন্যথায় হলফ নিয়ে ছেড়ে দাও। 'আদী ইবন আরতাত ও 'আবদুল হামীদের সাথে এমন আচরণ করা হয়।[১২৩]

বায়তুল মাল থেকে যে অর্থ ফেরত দেওয়া হতো সে সম্পর্কে প্রথমে নির্দেশ দেন যে, যখন থেকে এ অর্থ বায়তুল মালে ঢোকানো হয়েছে সে সময় থেকে তার যাকাত কেটে রাখতে হবে। কিন্তু পরবর্তীতে এ নির্দেশ প্রত্যাহার করে কেবল এক বছরের যাকাত নেওয়ার কথা বলেন।[১২৪]

নিজের ও নিজ খান্দানের অন্যায়ভাবে দখলকৃত ভূ-সম্পত্তি ফেরতদানের পর্ব শেষ করে সাধারণভাবে জোর-জবরদস্তী দখল করা সম্পদের দিকে দৃষ্টি দেন। হযরত মু'আবিয়ার (রা) সময় থেকে নিয়ে তাঁর সময় পর্যন্ত অন্যায়ভাবে দখল করা স্থাবর-অস্থাবর যাবতীয় সম্পদ সবই এক এক করে ফিরিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেন। হযরত মু'আবিয়া (রা) ও ইয়াযীদের উত্তরাধিকারীদের নিকট থেকে এ রকম সম্পদ উদ্ধার করে তার প্রকৃত মালিকদের নিকট ফিরিয়ে দেন।

শাম ছাড়াও খিলাফতের বিভিন্ন অঞ্চলের গভর্ণরদের জোর করে দখল করা সম্পদ প্রকৃত মালিককে খুঁজে বের করে ফেরত দানের নির্দেশ দেন।

আবুয যিনাদ বলেন, আমরা যারা ইরাকের প্রশাসনিক দায়িত্বে ছিলাম তাদেরকে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয লেখেন যে, আমরা যেন প্রত্যেকের ছিনতাইকৃত অধিকার ফিরিয়ে দিই। নির্দেশ মতো আমরা এ কাজ শুরু করলে বায়তুল মাল শূন্য হয়ে যায়। ফলে শাম থেকে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযকে অর্থ পাঠাতে হয়।

আবূ বকর ইবন 'আমর ইবন হাযম বলেন, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের এমন কোন চিঠি আসতো না যাতে জোর-দখলকৃত সম্পদের ফিরিয়ে দেওয়া, সুন্নাতের পুনরুজ্জীবন, বিদ'আত দূরীকরণ, অথবা অর্থ বণ্টন ও ভাতা নির্ধারণের দিক নির্দেশনা থাকতো না। একবার লেখেন, বিভিন্ন অফিসের খাতাপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা কর। যদি পূর্বের কোন কর্মকর্তা কারো অর্থ-সম্পদ হাতিয়ে নিয়েছে এমন ধরা পড়ে তাহলে অত্যাচারিত ব্যক্তি

---

১২৩. ইবনুল জাওযী, সীরাত-৮৪
১২৪. তাবাকাত-৫/২৫২

জীবিত থাকলে তাকে এবং মৃত্যুবরণ করে থাকলে তার উত্তরাধিকারীদের তা ফিরিয়ে দাও।[১২৫]

ইমাম আশ-শাফি'ঈ (রহ) বলেন :[১২৬]

وكان يكتب إلى عماله ثلاث،فهى تدور بينهم : بإحياء سنة أو إطفاء بدعة، أو قسم في مسكنة أو رد مظلمة.

"তিনি তাঁর কর্মকর্তাদের যে চিঠি লিখতেন তাতে তিনটি বিষয় ঘুরেফিরে আসতো : কোন সুন্নাতের পুনরুজ্জীবন অথবা বিদ'আত দূরীকরণ, অথবা হতদরিদ্রদের মাঝে অর্থ বণ্টন অথবা অন্যায়-অবিচারের প্রতিবিধান।"

ইরাকে এত বেশী পরিমাণ সম্পদ ফেরত দেওয়া হয় যে, সরকারী কোষাগার শূন্য হয়ে যায় এবং তথাকার সরকারী ব্যয় নির্বাহের জন্য 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযকে দিমাশ্ক থেকে অর্থ পাঠাতে হয়।

সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়ার এই প্রক্রিয়া সহজীকরণের দিকেও দৃষ্টি রাখা হয়। মালিকানা প্রমাণের জন্য বড় ধরনের কোন সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রয়োজন ছিল না। মামুলী ধরনের প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারলেই মালিক তাঁর বেহাত হওয়া সম্পদ ফেরত পেত। যারা মৃত্যুবরণ করেছিল তাদের উত্তরাধিকারীদের ফেরত দেওয়া হয়েছিল।[১২৭] ফেরত দানের এ ধারা 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) ওফাত পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

তিনি ঘোষক নিয়োগ করেন এবং তাকে নির্দেশ দেন এই ঘোষণা দানের জন্য : "কারো প্রতি কোন রকম জুলুম করা হয়ে থাকলে সে যেন তার প্রতিকারের আবেদন জানায়।" ঘোষণা শুনে শুভ্র কেশ ও শ্মশ্রু বিশিষ্ট হিমসের একজন অমুসলিম যিম্মী খলীফা 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের নিকট এসে বলে : ইয়া আমীরাল মু'মিনীন! আমি আপনার নিকট কিতাবুল্লাহর (আল্লাহর কিতাব) বাস্তবায়নের আবেদন জানাচ্ছি। 'উমার বললেন : আপনার বিষয়টি খুলে বলুন। লোকটি বললো : আল-'আব্বাস ইবন আল-ওয়ালীদ ইবন 'আবদুল মালিক আমার ভূমি জোর করে দখল করে নিয়েছে। আল-'আব্বাস সেখানে বসা ছিল। 'উমার বললেন : 'আব্বাস! এ ব্যাপারে তোমার বক্তব্য কি? 'আব্বাস বললো : এ ভূমি আমার পিতা আল-ওয়ালীদ আমাকে দিয়েছেন। তিনি লিখিত একটি দলিলও করে দিয়েছেন। 'উমার বললেন : ওহে যিম্মী! তোমার আর কোন কথা আছে কি? সে বললো : আমি আপনার নিকট কিতাবুল্লাহর বাস্তবায়ন চাই। 'উমার তখন মন্তব্য করলেন : আল-ওয়ালীদের কিতাবের (লেখা) চেয়ে কিতাবুল্লাহ অধিকতর অনুসরণযোগ্য। অতএব, হে আব্বাস! তুমি তার ভূমি ফেরত দাও। 'আব্বাস সে ভূমি তাকে ফেরত দেয়।

---

১২৬. প্রাগুক্ত
১২৬. আল-কাসিম ফিত তারীখ-১/৬৫
১২৭. তাবাকাত-৫/২৫২; তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১/২০

এভাবে তিনি নিজের অধিকারে এবং তাঁর খান্দানের দখলে থাকা সকল সম্পদ ও ভূ-সম্পত্তি একটি একটি করে যথার্থ মালিককে ফেরত দেন।[১২৮]

'উমার খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর জনৈক ব্যক্তি এসে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বললো : আমীরুল মু'মিনীন! এই লোকটির বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করুন। একথা বলে সে এক ব্যক্তির দিকে ইঙ্গিত করে দেখায়। 'উমার জিজ্ঞেস করেন : কোন বিষয়ে? সে বললো : আমার সম্পদ জোর করে হাতিয়ে নিয়েছে এবং আমার পিঠে মেরেছে। 'উমার সেই লোকটিকে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন : সে যা বলছে তা কি ঠিক? বললো : সে ঠিক বলছে। এ সম্পদ দখল করার জন্য ওয়ালীদ ইবন 'আবদিল মালিক আমাকে লিখিত নির্দেশ দেন। আপনাদের আনুগত্য আমাদের জন্য ফরয বা অবশ্যকর্তব্য। 'উমার বললেন : তুমি মিথ্যা বলেছো। আল্লাহর আনুগত্য হয় এমন কাজ ছাড়া অন্য কিছুতে আমাদের আনুগত্য তোমাদের জন্য জরুরী নয়। অতঃপর তিনি সেই ভূমি ফেরত দানের নির্দেশ দেন।[১২৯]

সম্পদ ফেরত দানের প্রতিক্রিয়া

হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের এই কর্ম পদ্ধতির প্রভাব পড়লো বিভিন্ন জনের উপর বিভিন্ন রকম। যে খারেজী সম্প্রদায় সর্বদা উমাইয়্যা খলীফাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন রাখতো তারা এই 'আদল ও ইনসাফের কথা শুনে সম্মিলিতভাবে পরিষ্কারভাবে বলে দিল এখন এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আমাদের সঙ্গত হবে না।[১২৯] তবে গোটা বানূ উমাইয়্যা খান্দান একসাথে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো। প্রথমতঃ ব্যক্তিগত সম্পদ যা তারা ভোগ করছিল তা হাতছাড়া হয়ে যাওয়া এর কারণ ছিল। তাছাড়া যে বিশেষ মর্যাদা ও আভিজাত্য তারা ধারণ করেছিল তা তাদেরকে সমতা ও সাম্যবাদিতার কথা একেবারেই ভুলিয়ে দিয়েছিল। এ কারণে যখন তারা নিজেদেরকে অন্য সকল মুসলমানের সংগে একই কাতারে পাশাপাশি দেখতে পেল তখন ভীষণ অপমান বোধ করলো। তবে সবচেয়ে বড় বিষয়টি এই ছিল যে, হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের এই কর্ম পদ্ধতিতে তাদের অন্তরে এই দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছিল যে, তাঁর পূর্ববর্তী উমাইয়্যা খলীফাগণ যে কর্ম পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন তা ছিল আইনগত দিক দিয়ে অবৈধ এবং 'আদল ও ইনসাফের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এ কারণে এই খান্দানের পুরো ধারাবাহিকতাকে তারা সম্পূর্ণ চিহ্ন যুক্ত দেখতে পাচ্ছিল। আর তাই এ খান্দানের বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে খোদ 'উমারের সামনে তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে।

একদিন 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয মারওয়ান বংশের সকলকে সমবেত করে বলেন, "ওহে মারওয়ান বংশের লোকেরা! তোমরা মান-সম্মান ও ধন-সম্পদের বিরাট একটি অংশ লাভ করেছিলে। আমার ধারণা মতে এই উম্মাতের সকল সম্পদের অর্ধেক অথবা

---

১২৮. আল-আজিরী, আখবারু 'উমার-৫৮; আ'জামু 'উজামা' আল-মুসলিমীন-১৪৪

১২৯. আল-'ইক্‌দ আল-ফারীদ-৪/৪৩৪

১২৯. ইবনুল জাওযী, সীরাতু 'উমার-৫৪

এক তৃতীয়াংশ তোমাদের অধিকারে এসে গিয়েছিল।" তাঁর একথা শুনে সকলে একেবারে নীরব থাকে। 'উমার তাদেরকে বলেন, "তোমরা আমার একথার জবাব দাও।" সকলে এক বাক্যে বলে উঠলো : "যতক্ষণ না আমাদের মাথা আমাদের দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে কাফির বলতে পারবো না, তেমনিভাবে পারবো না আমাদের সন্তানদের অন্যের মুখাপেক্ষী বানাতে।" একদিন 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয হিশাম ইবন 'আবদিল মালিকের সামনে বানূ উমাইয়্যাদের অতীত জুলুম-অত্যাচারের আলোচনা করছিলেন। হিশাম নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলেন না, হঠাৎ বলে উঠলেন, "আল্লাহর কসম! আমরা না আমাদের বাপ-দাদাদের উপর কোন দোষ লাগাতে পারি, আর না পারি আমাদের মান-সম্মান ভূলুণ্ঠিত করতে।"

'উমার বলেন : তোমরা যদি আমাকে এ অধিকার প্রত্যর্পণে সহায়তা না কর তাহলে খুব শিগ্গীর আমি তোমাদের মাথা নীচু করে ছাড়বো। কিন্তু আমি বিশৃঙ্খলাকে ভয় করি। তবে আল্লাহ্ যদি আমাকে বাঁচিয়ে রাখেন, ইনশাআল্লাহ্ প্রত্যেক বঞ্চিত ব্যক্তির অধিকার অবশ্যই ফিরিয়ে দেব।[১৩০]

একদিন 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের সামনে বহু দাসী উপস্থাপন করা হচ্ছিল। ঘটনাক্রমে সেখানে 'আব্বাস ইবন আল-ওয়ালীদ ইবন 'আবদিল মালিকও উপস্থিত ছিল। যখনই কোন সুন্দরী দাসী সামনে দিয়ে অতিক্রম করছিল তখনই সে বলে উঠছিল : "আমীরুল মু'মিনীন! একে আপনি নিন।" যখন সে বার বার একই কথা বললো তখন 'উমার বললেন : তুমি কি আমাকে ব্যভিচারের জন্য উৎসাহিত করছো? 'আব্বাস সেখান থেকে উঠে পড়ে এবং বাইরে এসে নিজ খান্দানের কতিপয় সদস্যকে বলে! তোমরা এমন ব্যক্তির দরজায় বসে আছ কেন যে কিনা তোমাদের বাপ-দাদাদেরকে ব্যভিচারী বলে?

'উমার ঘোষণা করেন, এ সকল দাস-দাসীদেরকে তাদের প্রকৃত মনিবের নিকট ফেরত পাঠানো হবে।[১৩১] এ সকল কারণে গোটা মারওয়ান খান্দান 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের এমন ন্যায় ও সুবিচারমূলক কর্ম পদ্ধতিকে দারুণ অপছন্দ করতে থাকে এবং নানাভাবে তাঁকে এ কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে। এরই ধারাবাহিকতায় আল-ওয়ালীদ ইবন 'আবদিল মালিকের পুত্র 'উমার এই 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযকে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় একটি পত্র লেখে, যার সারকথা এই :

'আপনি পূর্ববর্তী খলীফাদের প্রতি দোষারোপ করেছেন এবং তাঁদের সন্তানদের প্রতি শত্রুতাবশতঃ তাদের সাথে বিরোধিতার নীতি অবলম্বন করেছেন। আপনি কুরায়শদের সম্পদ এবং তাদের উত্তরাধিকারকে অন্যায়ভাবে বায়তুল মালে ঢুকিয়ে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। ওহে 'আবদুল 'আযীযের পুত্র! আল্লাহকে ভয় করুন এবং মনে রাখুন, আপনি জুলুম করেছেন। মিম্বরের উপর বসার সাথে সাথে আপনি নিজের

---

১৩০. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৫/১৭৩; আবদুস সালাম নাদবী, সীরাতে 'উমার-৩২
১৩১. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৫/১৭৩

খান্দানকে জুলুম-অত্যাচারের জন্য বেছে নিয়েছেন। সেই আল্লাহর শপথ যিনি মুহাম্মাদকে (সা) বহুবিধ বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট করেছেন। আপনি রাষ্ট্র ক্ষমতা হাতে পেয়ে, যাকে আপনি একটা বিপদ বলে থাকেন, আল্লাহ থেকে বহুদূরে চলে গেছেন। নিজের প্রবৃত্তির কামনা-বাসনায় লাগাম দিন এবং বিশ্বাস করুন যে, আপনি এক মহাপ্রতাপশালীর সামনে ও হাতের মুঠোয় আছেন এবং আপনাকে এ অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হবে না।"

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয যদিও ধৈর্য ও সহনশীলতার বাস্তব প্রতীক ছিলেন তা সত্ত্বেও এই ব্যাপারে তিনি মোটেও নমনীয়তা দেখাননি। সাথে সাথে তিনি 'উমার ইবন আল-ওয়ালীদের পত্রের জবাব দিলেন অত্যন্ত কঠোর ভাষায়। পত্রটির তরজমা নিম্নরূপ :

"তোমার পত্র আমি পেয়েছি। তুমি যেমন লিখেছো আমিও তেমন জবাব দিব। তোমার প্রাথমিক অবস্থা তো এই যে, তোমার মা ছিল বাতাতা সুকূনের (بتام سكون) দাসী– যে হিমসের বাজারে মানুষের মনোরঞ্জন করে বেড়াতো, মদের আড্ডাখানায় যেত। যুবইয়ান ইবন যুবইয়ান তাকে মুসলমানদের গণীমতের মাল থেকে খরিদ করে তোমার পিতাকে উপহার দেয়। সেই মায়ের পেটে তোমার জন্ম। মা যেমন নিকৃষ্ট, সন্তানও তেমন নিকৃষ্ট। এরপর লালিত-পালিত হয়ে তুমি একজন অহঙ্কারী জালেমে পরিণত হয়েছো। তোমার ধারণা আমি একজন জালেম। আমি তোমাকে এবং তোমার খান্দানকে আল্লাহর সম্পদ থেকে, যে সম্পদে রয়েছে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকটাত্মীয়, গরীব-মিসকীন ও অসহায় বিধবাদের অধিকার, বঞ্চিত করেছি। তবে আমার চেয়ে বেশী জালেম, আমার চেয়ে আল্লাহর অঙ্গীকারকে পরিত্যাগকারী সেই ব্যক্তি যে তোমাকে তোমার অপরিপক্ক বয়সে স্বল্পবুদ্ধির অবস্থায় মুসলমানদের একটি সেনাশিবিরের কর্মকর্তা নিয়োগ করে তোমাকে নিজের খেয়াল-খুশীমত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কাজ করার ক্ষমতা দান করেছে। এই নিয়োগদানের পিছনে শুধুমাত্র পিতৃ-স্নেহ ছাড়া আর কোন কারণ ছিল না। সুতরাং অভিশাপ তোমার উপর এবং অভিশাপ তোমার জন্মদাতা পিতার উপর। কিয়ামতের দিন তোমাদের বিরুদ্ধে কত অভিযোগকারী হবে! তোমার পিতা এ সকল অভিযোগকারীদের থেকে মুক্তি পাবে কিভাবে?

আমার চেয়ে বড় জালেম এবং আমার চেয়ে বড় আল্লাহর অঙ্গীকার ভঙ্গকারী সেই ব্যক্তি যে হাজ্জাজকে সমগ্র আরবের এক-পঞ্চমাংশের উপর নিয়োগ দিয়েছিল। সে অন্যায়ভাবে মানুষের রক্ত প্রবাহিত করতো এবং অন্যায়ভাবে মানুষের ধন-সম্পদ হাতিয়ে নিত।

আমার চেয়ে বড় জালেম এবং বড় আল্লাহর অঙ্গীকার ভঙ্গকারী সেই ব্যক্তি যে কুররা ইবন শুরাইকের মত একজন পাঁড় বদ্দুকে মিসরের ওয়ালী নিয়োগ করেছিল। সে সেখানে গান-বাজনা, অশ্লীল আনন্দ-ফূর্তি ও মদ পানের অনুমতি দিয়েছিল। আমার চেয়ে বড় জালেম ও আল্লাহর অঙ্গীকার ভঙ্গকারী সেই ব্যক্তি যে আরবের এক-পঞ্চমাংশে 'আলীয়া বারবারিয়াকে অংশ দিয়েছিল।

আমার যদি সুযোগ হয় তাহলে তোমার খান্দান ও তোমাকে আলোকিত পথে নিয়ে

আসবো। দীর্ঘকাল আমরা সত্যকে পরিত্যাগ করেছি। যদি তোমাদেরকে বিক্রী করা হয় এবং সেই বিক্রয়লব্ধ অর্থ ইয়াতীম, মিসকীন এবং অসহায় বিধবাদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয় তাহলেও তা যথেষ্ট হবে না। কেননা, তোমাদের মধ্যে সকলের অধিকার আছে। আমাদের প্রতি সালাম। আল্লাহর সালাম জালেমদের নিকট পৌঁছে না।"[১৩২]

মারওয়ান বংশের লোকেরা হিশাম ইবন 'আবদিল মালিককে নিজেদের প্রতিনিধি হিসেবে 'উমারের নিকট পাঠান। হিশাম তাদের পক্ষ থেকে বলেন, মারওয়ান বংশের লোকেরা বলছে, আপনার নিজের সংগে যে সকল বিষয়ের সম্পর্ক রয়েছে সে ব্যাপারে আপনি যা ইচ্ছা করুন। কিন্তু পূর্ববর্তী খলীফাগণ যা কিছু করে গেছেন তা সেই অবস্থায় বহাল রাখুন। 'উমার হিশামকে জিজ্ঞেস করলেন যদি একই বিষয়ে তোমাদের নিকট দুইটি দলিল থাকে– একটি আমীর মু'আবিয়ার এবং দ্বিতীয়টি 'আবদুল মালিকের, তাহলে তোমরা কোনটি গ্রহণ করবে? হিশাম বললেন, আগেরটি। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তখন বললেন, আমি কিতাবুল্লাহকে আগের দলিল হিসেবে পেয়েছি। এ কারণে, আমার ক্ষমতার আওতাভুক্ত প্রত্যেকটি ব্যাপারে– তা সে আমার সময়ের হোক বা অতীতের সাথে সম্পৃক্ত হোক, সেই কিতাবুল্লাহর নির্দেশ অনুসারে কাজ করবো। এ কথা শুনে সেখানে উপস্থিত সা'ঈদ ইবন খালিদ বললেন : আমীরুল মু'মিনীন! যে জিনিস আপনার ক্ষমতা ও কর্তৃত্বে আছে সে ক্ষেত্রে আপনি হক ও ইনসাফের সাথে নিজের মত সিদ্ধান্ত নিন। আর পূর্ববর্তী খলীফাগণকে তাঁদের ভালো-মন্দসহ তাঁদের অবস্থায় থাকতে দিন। এতটুকুই আপনার জন্য যথেষ্ট।

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয বললেন : আল্লাহর নামে কসম করে তোমাকে জিজ্ঞেস করি, যদি কোন ব্যক্তি ছোট-বড় কয়েকজন ছেলে রেখে মারা যায়, তারপর বড়রা শক্তির জোরে ছোটদের বিষয়-সম্পদ দখল করে নেয় এবং ছোটরা তা উদ্ধারের জন্য তোমাদের সাহায্য চায়, তখন তোমরা কি করবে? সা'ঈদ বললেন : তাদের অধিকার ফিরিয়ে দেব। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয বললেন : আমি তো সেই কাজটি করছি। আমার পূর্ববর্তী খলীফাগণ শক্তির জোরে তাদেরকে দাবিয়ে রেখেছিলেন, তাঁদের অধীনস্থরাও তাঁদের অনুসরণ করেছিল, এখন আমি যখন খলীফা হয়েছি তখন সেই সকল মানুষ আমার নিকট এসেছে। সুতরাং সবলের নিকট থেকে দুর্বলের এবং উঁচু স্তরের নিকট থেকে নীচু স্তরের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া ছাড়া আমার আর কোন উপায় নেই। একথা শুনে ইবনে খালিদ বলে ওঠেন : আল্লাহ আমীরুল মু'মিনীনকে তাওফীক দিন।[১৩৩]

একবার বানু মারওয়ানের লোকেরা 'উমারের বাড়ীর দরজায় সমবেত হয়ে 'উমারের ছেলে 'আবদুল মালিককে বলে, হয় আমাদের ভিতরে যাওয়ার অনুমতি নিয়ে আস অথবা তোমার বাবাকে একথা বল যে, তাঁর পূর্বে যাঁরা খলীফা ছিলেন তাঁরা আমাদের দিতেন এবং আমাদের থেকে নিতেন। আমাদের মান-মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। কিন্তু

---

১৩২. ইবনুল জাওযী, সীরাতু 'উমার-১১২
১৩৩. প্রাগুক্ত-১১৮, ১১৯; তাবি'ঈন-৩৩০

তোমার বাবা আমাদেরকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করেছেন। 'আবদুল মালিক পিতাকে এসব কথা বললেন। 'উমার বললেন, তুমি গিয়ে তাদেরকে বলে দাও, যদি আমি আল্লাহর নাফরমানি করি তাহলে কিয়ামতের শাস্তির ভয় করি।[১৩৪]

উমাইয়্যা খান্দানের লোকেরা একবার 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের ফুফু ফাতিমা বিন্‌ত মারওয়ানের নিকট গেল। এই ফুফুকে তিনি খুবই আদব-লেহাজ করতেন। তাই লোকেরা তাঁকে বললো, আপনি তাঁকে এসব কাজ থেকে বিরত থাকতে বলুন। ফুফু 'উমারকে তাঁর খান্দানের লোকদের বক্তব্য শোনালেন। 'উমার জবাব দিলেন : যখন শাসকের আপনজনেরা জুলুম-অত্যাচার করে এবং শাসক তা বন্ধ করতে পারে না তখন কোন মুখে সে অন্যদের জুলুম-অত্যাচার বন্ধ করবে? তাদের এমন কোন অধিকার যেমন আমি আটকে রাখিনি, তেমনি তাদের এমন কোন অধিকার কেড়েও নিইনি।

ফুফু বললেন : তোমার খান্দানের লোকেরা তোমাকে সতর্ক করে দিয়েছে যে, তোমার এমন আচরণের জন্য তোমাকে খারাপ পরিণতি ভোগ করতে হবে। 'উমার জবাব দিলেন : কিয়ামতের দিনের চেয়ে অন্য কোন জিনিসকে যদি আমি বেশী ভয় করি তাহলে দু'আ করি আল্লাহ যেন তার অনিষ্ট থেকে আমাকে রেহাই না দেন।

অতঃপর তিনি একটি দীনার, গোশ্‌তের একটি টুকরো এবং একটি আংটি আনান। ফুফুর সামনে দীনারটি আগুনে ফেলেন। যখন সেটি আগুনে পুড়ে লাল হয়ে গেল তখন উঠিয়ে গোশতের টুকরোটির উপর রাখেন। সেটি একেবারে ঝলসে গেল। এবার তিনি ফুফুর দিকে তাকিয়ে বলেন, আপনি এ ধরনের শাস্তি থেকে আপনার ভাতিজার মুক্তি চান না?

একটি বর্ণনায় এসেছে, 'উমার একথাও বলেন : ফুফু! রাসূলুল্লাহ (সা) মানুষকে একটি নদী দান করে যান, যেখান থেকে সকলে সমানভাবে পান করতো। পরে আবূ বকর নদীটির মালিক হন এবং পূর্ববর্তী অবস্থায় রেখে যান। তারপর 'উমার ইবন আল-খাত্তাব সেটার অধিকারী হলেন। তিনি সেটার ব্যবহারে পূর্ববর্তী দু'জনের অনুসরণ করলেন। অতঃপর তার থেকে আরো অনেক ছোট নদী বের করা হয়। সেই সব নদী থেকে এখনো পর্যন্ত ইয়াযীদ, মারওয়ান, আবদুল মালিক, ওয়ালীদ ও সুলায়মানের বংশধরেরা পান করে পরিতৃপ্ত হচ্ছে। অবশেষে সেটি যখন আমার হাতে এসেছে তখন মূল নদীটি শুকিয়ে গেছে। কাউকে আর পরিতৃপ্ত করছে না। আল্লাহর কসম! যদি আমি জীবিত থাকি তাহলে অন্য সকল শাখা নদী ভরাট করে মূল নদীটি স্রোতোস্বিনী করে ছাড়বো।

ফুফু হতাশ হয়ে ফিরে গেলেন। গোত্রের লোকদের তিনি বললেন : এসব কিছু তোমাদের কর্মফল। তোমরা 'উমার ইবন খাত্তাবের (রা) খান্দানের মেয়েকে বিয়ে করে আনলে। শেষমেষ ছেলে নানার দিকেই চলে গেল।[১৩৫] উল্লেখ্য যে, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের মা ছিলেন হযরত 'উমার ইবন আল-খাত্তাবের (রা) দৌহিত্রী।

---

১৩৪. ইবনুল জাওযী, সীরাতু 'উমার-১১৭

১৩৫. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৯/২১৪; তাবাকাত-৫/৩৭৩; আল-কামিল ফিত তারীখ-৫/৬৪-৬৫; আ'জামু 'উজামা' আল-মুসলমীন-১৪৫

'উমারের নিজের পরিবারের লোকেরাও তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে শুরু করে। ইমাম আল-আওযা'ঈ বর্ণনা করেছেন, যখন 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) নিজের পরিবারের লোকদের ভাতা বন্ধ করে দিলেন তখন 'আনবাসা ইবন সা'দ অভিযোগ করলেন : আমীরুল মু'মিনীন! আপনার উপর আমাদের নিকট-আত্মীয়তার অধিকার রয়েছে। তিনি জবাব দিলেন : আমার ব্যক্তিগত সম্পদে তোমাদের জন্য সে সুযোগ নেই। আর বায়তুল মালের সম্পদে বারকুল 'ইমাদ-এর শেষ সীমান্তে একজন বসবাসকারীর যতটুকু অধিকার আছে, তার চেয়ে তোমাদের অধিকার একটুও বেশী নেই। আল্লাহর কসম! যদি গোটা দুনিয়া তোমাদের সাথে একমত হয়ে যায়, তাহলে আল্লাহ তাদের উপর 'আযাব নাযিল করুন![১৩৬]

এ রকম আরো বহু ঘটনা আছে, কিন্তু কোন কিছুই 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের 'আদল ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি।

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের উপর এ সকল বিক্ষোভ, হৈ চৈ ও আবেদন-নিবেদনের বিন্দুমাত্র প্রভাব পড়লো না। তবে তিনি বিভিন্ন নৈতিক পদ্ধতিতে নিজ খান্দানের অসন্তুষ্টি কিছুটা দূর করতে সক্ষম হন। একবার সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিকের এক পুত্র তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে তাঁর জব্দকৃত জমিদারী ফেরত চান। তাঁর দাবীর স্বপক্ষে পকেট থেকে একটি লিখিত দলিল বের করে 'উমারের হাতে দেন। তিনি সেটা পাঠ করে বলেন : এটি কার ছিল? বললেন : হাজ্জাজের। 'উমার বললেন : তাহলে তো এতে মুসলমানদের অধিকার সবচেয়ে বেশী। তিনি বললেন : আমীরুল মু'মিনীন! আমার দলিলটি ফেরত দিন। 'উমার বললেন : তুমি এটা নিজে না আনলে আমি তোমার নিকট চাইতাম না। এখন, যখন তুমি নিজেই নিয়ে এসেছো তখন তোমাকে এ অনুমতি দেব না যে, এই দলিলের ভিত্তিতে ভবিষ্যতে অন্যায় দাবী উপস্থাপন করবে। একথা শুনে তিনি কেঁদে ফেলেন।

'উমার একদিন মারওয়ানের খান্দানের কিছু লোককে নিজের বাড়ীতে আটকে রাখেন এবং তাদেরকে একটু দেরীতে খাবার দেওয়ার নির্দেশ দেন। বেলা বাড়তে থাকে, আর সেই লোকগুলো ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়তে থাকে। তারা বাবুর্চিকে তাড়াতাড়ি খাবার দিতে বলে। বাবুর্চি তাদেরকে ছাতু ও খেজুর খেতে দেয়। যখন তারা এসব খেয়ে পেট ভরে ফেলে তখন তাদের সামনে ভালো খাবার উপস্থিত করা হয়। কিন্তু তারা খেতে অপারগতা প্রকাশ করে। 'উমার তাদেরকে খাওয়ার জন্য বার বার অনুরোধ করতে থাকেন, আর তারাও বলতে থাকে– আমাদের পেট ভরা, আমরা আর কিছুই খেতে পারবো না। অবশেষে 'উমার তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, তাহলে আগুনের মধ্যে প্রবেশ করছো কেন? এতটুকু পরিমাণ খাবার যখন মানুষের প্রয়োজন মেটায় তখন সে পেট ভরার জন্য, জীবিকার জন্য অবৈধ পন্থা গ্রহণ করা কেন? একথা বলে তিনি নিজে কাঁদেন এবং তাদেরকেও কাঁদান।[১৩৭]

---

১৩৬. ইবনুল জাওযী, সীরাতু 'উমার-১১৪-১১৫

১৩৭. 'আবদুস সালাম নাদবী, সীরাতে 'উমার-৩৬-৩৭

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড

ধর্ম, রাজনীতি, নৈতিকতা, সভ্যতা-সংস্কৃতি তথা বিশ্বের যাবতীয় ব্যবস্থাপনায় যখন মরিচা পড়ে যায় তখন আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তা পরিষ্কারের জন্য একজন মুজাদ্দিদ তথা সংস্কারক সৃষ্টি করেন, যিনি যাবতীয় ব্যবস্থাপনার উপর পুঞ্জিভূত আবর্জনা সাফ করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অবস্থায় বিশ্ববাসীর সামনে নতুন করে উপস্থাপন করেন।

সুলায়মান ইবন 'আবদিল 'আযীযের খিলাফতকাল পর্যন্ত ইসলামের ইতিহাসের শত বর্ষ পূর্ণ হয়ে যায়। এই দীর্ঘ সময়ে ইসলামের ধর্ম, রাজনীতি, নৈতিকতা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, মোটকথা জীবনের প্রতিটি ব্যবস্থাপনায় মরিচা পড়ে যায়। এ সকল বিষয়ের তাজদীদ ও ইসলাহের (সংস্কার ও সংশোধন) জন্য একজন মুজাদ্দিদের (সংস্কারক) প্রয়োজন ছিল। আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (রহ) মিসরের মানুষ। তাই তাঁর বড় গর্ব এ জন্য যে, মিসরের মাটি সর্বপ্রথম 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের দ্বারা মুজাদ্দিদের এই প্রয়োজন পূর্ণ করেছেন। শুধু তাই নয় তার পরেও একাধারে কয়েক শতক পর্যন্ত মিসরের মাটি এ প্রয়োজন পূর্ণ করতে থাকে। তিনি লিখেছেন :[১৩৮]

ومن اللطائف أن شرط المبعوثين على رؤس القرون مصريون، عمر بن عبد العزيز فــي الأولى والشافعى فى الثانية وابن دقيق العيد فى السابعة والبلقينى فى الثامنة.

"এ এক রহস্য যে, কয়েক শতকের সূচনায় যে সংস্কারকগণ জন্ম গ্রহণ করেছেন তাঁরা সকলে মিসরবাসী। প্রথম শতকে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয, দ্বিতীয় শতকে ইমাম আশ-শাফি'ঈ, সপ্তম শতকে ইবন দাকীক আল-'ঈদ এবং অষ্টম শতকে আল-বালকীনী (রহ)।"

তবে কালের অগ্রগামিতা ছাড়াও আরো অনেক দিক দিয়ে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) অন্যদেরকে অতিক্রম করে গেছেন। অন্যদের কর্মকাণ্ড যেখানে কেবল ধর্মীয় বিষয় ও গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, সেখানে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) একজন খলীফা হওয়ার কারণে ধর্ম, নৈতিকতা, রাজনীতি, সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর পূর্ণ ক্ষমতা ছিল। তাই তিনি প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সংশোধন ও সংস্কার করেন।

খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পরই তিনি কথা, কর্ম ও আচরণের দ্বারা এ কথা মানুষকে জানিয়ে দেন যে, তাঁর কর্ম পদ্ধতি হবে কিতাবুল্লাহ, সুন্নাতু রাসূলিল্লাহ (সা) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের কর্ম-পদ্ধতির ভিত্তিতে। এ কথা তিনি একটি উন্মুক্ত পত্রে মানুষকে জানিয়ে দেন এবং প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের নিকট পাঠিয়ে তা জনসাধারণকে পাঠ করে শোনাতে নির্দেশ দেন। একবার জুম'আর খুতবায় তিনি বলেন :[১৩৯]

ألا إنّ ما سَنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه فهو دين، نـأخذ بـه ونتـهى إليه، وما سَنّ سواهما فانا نرجئه.

---

১৩৮. হুসনুল মুহাদারা-১/১৩৫

১৩৯. 'আবদুস সাত্তার আশ-শায়খ, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ), -২০৩

'আপনারা জেনে রাখুন, রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর দু'সঙ্গী যা কিছু চালু করেছেন তাই দীন। আমরা তা থেকে গ্রহণ করবো এবং সেখানেই বিরত থাকবো। তাঁদের দু'জন ছাড়া অন্যরা যা কিছু চালু করেছেন সে ব্যাপারে আমরা চিন্তা-ভাবনা করবো।'

আরেকবার তিনি বলেন :[১৪০]

سَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه بعده سننًا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله، واستعمال لطاعة الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها، ولا النظر فى رأى من خالفها. فمن اقتدى بما سبق هُدى، ومن استبصر بها أبصر، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين، ولّاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا.

'রাসূলুল্লাহ (সা) এবং তাঁর পরে তাঁর খলীফাগণ অনেক রীতি-পদ্ধতি ও নিয়ম-কানুন চালু করেছেন। সেগুলো গ্রহণ করা আল্লাহর কিতাবের সত্যায়ন ও আল্লাহর আনুগত্যের বাস্তবায়নের নামান্তর। সেগুলো পরিবর্তন-পরিবর্ধনের অধিকার কারো নেই। যে ব্যক্তি সেগুলোর বিরুদ্ধাচরণ করেছে তার প্রতি সদয় দৃষ্টিতে দেখার কোন সুযোগ নেই। যে ব্যক্তি অনুসরণ করবে সে সৎ পথপ্রাপ্ত হবে, যে সেগুলোর আলোকে দেখতে চাইবে, দেখতে পাবে। যে বিরোধিতা করবে এবং ঈমানদারদের পথের বিপরীত পথ অনুসরণ করবে, আল্লাহ তাকে সেই দিকে ফিরিয়ে দিবেন যেদিকে সে ফিরে গেছে। পরিণামে তাকে জাহান্নামে ঢুকিয়ে দেবেন। জাহান্নাম অতি নিকৃষ্ট ঠিকানা।'

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সেই শৈশবে যখন 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয মায়ের সাথে মদীনায় থাকতেন, মায়ের হাত ধরে নানা হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমারের (রা) নিকট যেতেন তখন ঘরে ফিরে এসে মাকে বলতেন, মা! আমি মামার মত ('আবদুল্লাহ ইবন 'উমার রা.) হতে চাই। মা আদর করে বলতেন, তুমি তাই হবে। তাই তিনি খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেই মদীনায় অবস্থানরত মামা সালিম ইবন 'আবদিল্লাহ (মায়ের চাচাতো ভাই)-কে লিখলেন :

اكتب لى سيرة عمر حتى أعمل بها.

'আমার জন্য আপনি 'উমার ইবন আল-খাত্তাবের জীবন ও কর্ম পদ্ধতি লিখে পাঠান যাতে আমি তা অনুসরণ করতে পারি।'

সালিম বললেন, আপনি তা অনুসরণ করতে পারবেন না। 'উমার জানতে চাইলেন, কেন আমি অনুসরণ করতে পারবো না? জবাবে সালিম লেখেন :

إن عملت بها كنت أفضل من عمر، لأنه كان يجد على الخير أعوانا وأنت لاتجد من يعينك على الخير.

---

১৪০. প্রাগুক্ত

'যদি আপনি তা অনুসরণ করতে পারেন, আপনি 'উমারের চেয়েও উত্তম মানুষে পরিণত হবেন। কারণ, 'উমার তাঁর কল্যাণমূলক কাজে অসংখ্য সহযোগী পেয়েছিলেন, কিন্তু আপনি তা পাবেন না।'[১৪১]

হয়তো তিনি 'উমার ইবন আল-খাত্তাবের (রা) চেয়ে উত্তম হতে পারেননি, তবে ইতিহাস সাক্ষী, তিনি জীবন যাপনে ও খিলাফত পরিচালনায় 'উমারের (রা) যথার্থ অনুসারী হতে পেরেছিলেন। এখানে অতি সংক্ষেপে তাঁর কিছু সংস্কারমূলক উদ্যোগ ও কর্মকাণ্ডের বর্ণনা উপস্থাপন করা হলো।

খিলাফতকে শূরা পদ্ধতিতে ফিরিয়ে নেওয়ার উদ্যোগ

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) যদিও খলীফা নির্বাচন সংক্রান্ত ইসলামের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি এবং পূর্ববর্তী খলীফা সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিকের অসীয়াত মত এই পবিত্র আমানত ইয়াযীদ ইবন 'আবদিল মালিকের হাতে অর্পণ করেন, তথাপি তিনি এই স্বৈরতান্ত্রিক পদ্ধতিকে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করতেন। তার একান্ত ইচ্ছা ছিল খিলাফতকে শূরা পদ্ধতিতে ফিরিয়ে নেওয়ার, কিন্তু এত বড় মৌলিক পরিবর্তন করা তাঁর একার সাধ্য সীমার মধ্যে ছিল না। কারণ, নীতিগতভাবে তখন শাহী খান্দানে উত্তরাধিকার সূত্রের রাজতন্ত্র স্বীকৃত হয়ে গিয়েছিল এবং মুসলিম জনসাধারণও তাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তাছাড়া তিনি এই পরিবর্তনের জন্য যথেষ্ট সময়ও পাননি।

তবে তিনি রাজতন্ত্রের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য দূর করার সিদ্ধান্ত নেন। এ লক্ষ্যে রাজকীয় দাপট, শক্তির প্রদর্শন ও সকল প্রকার বিকৃতি দূর করার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। বিস্ময়ের ব্যাপার যে, মাত্র তিরিশ মাসে রাষ্ট্রের প্রতিটি শাখা ও ক্ষেত্রে রাজতন্ত্রের ষাট বছরের পুঞ্জিভূত সকল আবর্জনা, প্রভাব ও চিহ্ন একেবারেই পরিষ্কার করে ফেলেন।

ইসলামের ইতিহাসে ব্যক্তিগত পসন্দের ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রথম খলীফা ইয়াযীদ। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তাঁকে খলীফা বলে স্বীকার করতেন না। একবার জনৈক ব্যক্তি তাঁর সামনে ইয়াযীদকে আমীরুল মু'মিনীন বলায় তিনি তাঁকে বিশটি চাবুক মারেন।[১৪২]

সন্তানদের মধ্যে আবদুল মালিক ছিল তাঁর সর্বাধিক প্রিয়পাত্র। এই প্রিয়তম সন্তান মারা গেলে তাঁর প্রশংসায় কিছু কথা মুখ থেকে বের হলে মাসলামা বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! যদি সে বেঁচে থাকতো তাহলে আপনি কি তাঁকে পরবর্তী খলীফা মনোনীত করতেন? বললেন : না। মাসলামা বললেন : কেন? আপনি তো তার খুবই প্রশংসা করেন। বললেন : আমার ভয় হয়, পিতৃ-বাৎসল্য তার ব্যাপারে আমাকে বিপথগামী না করে ফেলে।[১৪৩]

---

১৪১. তাবাকাত-৫/২৫২; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৮/২০০ সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-৫/১২৭
১৪২. তারীখ আল-খুলাফা'-২০৯
১৪৩. প্রাগুক্ত-২৪০

ব্যক্তিগত পসন্দ ও মতামতের ভিত্তিতে খলীফা নির্বাচনের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া আরো নানাভাবে দৃশ্যমান হতো। যেমন গোটা শাহী খান্দান অস্বাভাবিক ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির অধিকারী হয়ে ওঠে। খলীফাদের পক্ষ থেকে তারা নানা রকম বিশেষ ভাতা ও আর্থিক সুবিধা লাভ করতো। তাদেরকে জাতীয় সকল ক্ষেত্রে বিশেষ দৃষ্টিতে দেখা হতো। খলীফাদের ছিল জনসাধারণের উপর বিশেষ মর্যাদা। এমনকি নামাযের পরে রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ করার মত তাঁদের প্রতিও পাঠ করা হতো। মানুষ বিশেষ ভঙ্গিতে তাঁদেরকে সালাম করতো। তাঁরা যখন চলতেন তখন বিশেষ পতাকাবাহী, ঘোষক ও দেহরক্ষী সংগে সংগে চলতো। কোন জানাযায় অংশগ্রহণ করলে তাঁদের জন্য এক বিশেষ ধরনের চাদর বিছানো হতো। কিন্তু 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয খলীফা হওয়ার সাথে সাথে এসব রীতি-পদ্ধতি দূর করে সকলকে একই কাতারে নিয়ে আসেন। সুতরাং বেতন-ভাতা বন্টনে এমন সমতামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করেন যে, যারা বিশেষ সম্মান ও সুবিধা লাভে অভ্যস্ত ছিল তারা তাঁর থেকে সম্পূর্ণ দূরে সরে যায়।

একবার তো গোটা মারওয়ান খান্দানের লোকেরা একজোট হয়ে তাঁর নিকট আসে এবং তাদের পূর্বের প্রভাব-প্রতিপত্তির ভিত্তিতে তাঁকে তিরস্কারমূলক ভাষায় বলে, আপনার পূর্ববর্তী খলীফাগণ আমাদেরকে যে বিশেষ দৃষ্টিতে দেখতেন, আপনি তা একেবারেই উপেক্ষা করছেন। তিনি তাদেরকে বলেন : যদি তোমরা আগামীতে এমন দাবী নিয়ে আস তাহলে আমি সোজা মদীনায় চলে যাব এবং এই খিলাফতকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির উপর ছেড়ে দেব। 'উ'য়াইমিশ অর্থাৎ কাসিম ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবী বকর (রা) এই খিলাফত পরিচালনার অধিকতর যোগ্য ব্যক্তি। তাঁর নামটি আমার স্মরণ আছে।[১৪৪]

সাধারণ মানুষের চাইতে শাহী খান্দানের লোকেরা যে সম্মান, মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতো সে সম্পর্কে তিনি আবূ বকর ইবন হাযমকে লেখেন যে, সাধারণ সরকারী সমাবেশে খলীফার খান্দানের লোক বলে কাউকে কারো উপর প্রাধান্য দিবেন না। আমার দৃষ্টিতে তারা সকলে অন্য সব মুসলমানের সমান মর্যাদার অধিকারী।[১৪৫] একবার তাঁর নিজের এজলাসে একটি মোকদ্দমার একটি পক্ষ হিসেবে শ্যালক মাসলামা ইবন 'আবদিল মালিক উপস্থিত হন এবং দরবারের একটি সম্মানজনক আসনে বসে পড়েন। 'উমার তাঁকে সে আসন থেকে উঠে তার প্রতিপক্ষের সাথে বসার নির্দেশ দেন। তাকে আরো বলেন, যদি তার সাথে বসতে সংকোচ বোধ কর তাহলে উকিল নিয়োগ করে বেরিয়ে যাও।[১৪৬]

নামায শেষে খলীফার প্রতি যে দরূদ-সালাম পেশের প্রথা চালু হয়েছিল তা বন্ধ করার লক্ষ্যে আল-জাযীরার ওয়ালীকে লেখেন যে, ওয়ায-নসীহতকারী যে সকল লোক এই বিদ'আত চালু করেছে তাদেরকে বলে দিন, দরূদ কেবল হযরত রাসূলে কারীমের (সা)

---

১৪৪. তাবাকাত-৫/২৫৩
১৪৫. প্রাগুক্ত-৫/২৫২
১৪৬. ইবনুল জাওযী-৭৩

জন্যই পেশ করতে হবে এবং দু'আ করতে হবে সকল মুসলমানের জন্য। আর অন্য সকল কাজ-কর্ম পরিত্যাগ করতে হবে।[১৪৭]

নিজের সম্পর্কে লেখেন যে, বিশেষভাবে আমার জন্য যেন দু'আ করা না হয়; বরং সে দু'আ হবে সকল মুসলমান নারী-পুরুষের জন্য। যদি আমার জন্যই করতে হয় তাহলে আমিও তো তাদের অন্তর্ভুক্ত। একবার জনৈক ব্যক্তি বিশেষভাবে তাঁকে সালাম করে। তিনি তাকে বলেন, সালাম করবে সাধারণভাবে।[১৪৮]

খলীফাদের সাথে দায়িত্বশীল পুলিশ-কর্মকর্তা ও পতাকাবাহীদের চলার প্রথা চালু করেন যিয়াদ। হযরত আমীর মু'আবিয়া (রা) স্বীয় নিরাপত্তার জন্য সর্বপ্রথম দেহরক্ষী নিয়োগ করেন। কিন্তু 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয খলীফা হওয়ার সাথে সাথে এই প্রথা সম্পূর্ণ বিলোপ করেন। তিনি যখন তাঁর পূর্বসূরী খলীফা সুলায়মানের কাফন-দাফন শেষ করে খলীফা হিসেবে চলতে শুরু করেন তখন তাঁর দেহরক্ষী নিযা হাতে নিয়ে সাথে সাথে চলতে আরম্ভ করে। কিন্তু তিনি সামনে থেকে তাঁকে সরিয়ে দেন এবং বলেন, আমার এর কোন প্রয়োজন নেই। আমি তো অন্য সকল মুসলমানের মতই একজন মানুষ। তিনি সকলের সাথে পাশাপাশি চলে মসজিদে যান এবং স্বীয় খিলাফতের ঘোষণা দেন।[১৪৯]

শাহী প্রাসাদে খলীফাদের জন্য বিশেষভাবে যে বিছানা পাতা হতো তা বিক্রী করে সে অর্থ বায়তুল মালে জমা করেন। জানাযার নামাযে অংশগ্রহণের সময় খলীফাদের জন্য অন্য সাধারণ মুসলমানদের থেকে পৃথক করে যে চাদর বিছানো হতো, যখন একটি জানাযায় তাঁর জন্য বিছানো হয়, তিনি তা পা দিয়ে গুটিয়ে রেখে বসে পড়েন।[১৫০] মোটকথা হযরত মু'আবিয়ার (রা) সময় থেকে নিয়ে সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিকের সময় পর্যন্ত ব্যক্তি বিশেষকে বড় করে দেখানোর যে রীতি গড়ে উঠেছিল তিনি তার মূলোৎপাটন করেন। বিশ্ববাসী আবার খিলাফতের দরবারে 'উমার ইবন আল-খাত্তাবের (রা) অনাড়ম্বর জীবন-চিত্র দেখতে পেল।

বায়তুল মালের আয়ের সংশোধন

উমাইয়্যা শাসন আমলে বায়তুল মালে আয়-ব্যয়ের মধ্যে মাত্রা ছাড়া অনিয়ম ও অসামঞ্জস্য ছিল। আয়ের ক্ষেত্রে বৈধ-অবৈধ কোন বিবেচনায় আনা হতো না। বিবিধ প্রকার অবৈধ আয়ের দ্বারা রাষ্ট্রীয় কোষাগার, যাকে বায়তুল মাল বলা হয়, ভরে ফেলা হতো। তেমনিভাবে অবৈধ পন্থায় তা ব্যয়ও করা হতো। যে বায়তুল মাল হলো দেশের জনগণের সম্পদ তা একান্ত ব্যক্তিগত কোষাগারে পরিণত হয়। এর সিংহ ভাগ ব্যয় হতো

---

১৪৭. প্রাগুক্ত-২৩৬

১৪৮. তাবাকাত-৫/২৭৮, ২৮৩

১৪৯. ইবনুল জাওযী-৫৩

১৫০. প্রাগুক্ত-৫৭

খলীফাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও জীবিকার জন্য। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয এ সকল অনিয়মের প্রতিবিধান করেন।

শাহী খান্দানের যাবতীয় বিশেষ ভাতা বন্ধ করে দেন। শাহী মহলের যাবতীয় ডেকোরেশনের বরাদ্দও বাতিল করেন। তিনি খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর সরকারী আঁস্তাবলের কর্মকর্তা আঁস্তাবলের পশুর জন্য অর্থ বরাদ্দের আবেদন জানায়। তিনি বলেন, পশুগুলো বিক্রী করে সেই অর্থ বায়তুল মালে জমা দেওয়া হোক। আমার খচ্চরটি আমার জন্য যথেষ্ট।[১৫১]

তিনি রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও দৃষ্টিভঙ্গি একেবারে বদলে দেন। পার্থিব রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিবর্তে "খিলাফত 'আলা মিনহাজ আন-নুবুওয়াত" (নবুওয়াতের পদ্ধতিতে খিলাফত)-এ রূপান্তর ঘটান। তাঁর গোটা খিলাফতকালটাই ছিল এই একটি বাক্যের বাস্তব ব্যাখ্যা। তিনি রাষ্ট্রীয় কল্যাণ ও স্বার্থের বিপরীতে সব সময় দীন, দীনের মূলনীতি ও নৈতিকতাকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। দীনের প্রচার-প্রতিষ্ঠা ও জনগণের সুখ-সুবিধার বিপরীতে রাষ্ট্রের আর্থিক ক্ষতিকে কখনো গ্রাহ্যের মধ্যে আনেননি। একবার একজন আঞ্চলিক কর্মকর্তাকে তিনি লেখেন :[১৫২]

والله لوددت أن الناس كلهم أسلموا حتى نكون أنا وأنت حرّاثين نأكل من كسب أيدينا.

"আল্লাহর কসম! আমি চাই সকল মানুষ মুসলমান হয়ে যাক এবং জিযিয়া খাতের আয় বন্ধ হওয়ার কারণে তুমি, আমি উভয়ে হাল চালিয়ে নিজ হাতের উপার্জন দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করি।"

খারাজ, জিযিয়া এবং বিভিন্ন ট্যাক্সই হলো ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের প্রধান উৎস। এগুলোর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার উপরই নির্ভর করে দেশ ও সরকার উভয়ের স্থায়িত্ব, প্রাচুর্য ও সচ্ছলতা। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের খিলাফতকালের পূর্বে উল্লিখিত বিষয়গুলোর ব্যবস্থাপনা এতই নিম্নমানের হয়ে পড়েছিল যে, তা জনগণের উপর জবরদস্তী চাপিয়ে দেওয়ার জিনিসে পরিণত হয়। উদাহরণ স্বরূপ :

১. ইসলামে জিযিয়া কেবল অমুসলিমদের জন্য নির্ধারিত ছিল। এ কারণে কোন খৃস্টান, ইহুদী বা অন্য কোন ধর্মের লোক ইসলাম গ্রহণ করলে তার উপর থেকে জিযিয়া রহিত হয়ে যেত। কিন্তু হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ এই পার্থক্য সম্পূর্ণ মুছে ফেলেন। তিনি নও মুসলিমদের নিকট থেকেও জিযিয়া আদায় করতেন। আল-মাকরীযী বলেন :[১৫৩]

وأول من أخذ الجزية ممن أسلم من أهل الذمة الحجاج.

---

১৫১. তারীখ আল-খিলাফা'-২৩০

১৫২. তারীখ আল-'আরাব-২৮৪, ২৮৬

১৫৩. তারীখ আল-মাকরীযী-৭৭-৭৮

"যিম্মীদের মধ্য থেকে যারা ইসলাম গ্রহণ করে তাদের নিকট থেকে সর্বপ্রথম যিনি জিযিয়া গ্রহণ করেন তিনি হলেন হাজ্জাজ।"

২. নওরোয ও মাহ্রজান ছিল পারস্যবাসীর তাহ্ওয়ার বা আনন্দ-উৎসব। এর রীতি-প্রথার অনুসরণ কেবল পারসিকরাই করতে পারতো। কিন্তু হযরত মু'আবিয়া (রা) এ উপলক্ষে তাদের নিকট থেকে মোটা অংকের অর্থ, যার পরিমাণ এক কোটি দিরহাম ছিল, উপহার স্বরূপ গ্রহণ করতে আরম্ভ করেন।[১৫৪]

৩. হাজ্জাজ ইবন ইউসুফের ভাই মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ যখন ইয়ামনের গভর্ণর নিযুক্ত হন তখন তিনি তথাকার অধিবাসীদের উপর ভীষণ নির্যাতন চালান এবং তাদের উপর এক প্রকার নতুন ট্যাক্স ধার্য করেন।[১৫৫]

৪. ফুরাতে কিছু খারাজী ভূমি ছিল। যখন সেখানকার অধিবাসীরা ইসলাম গ্রহণ করে এবং কিছু ভূমি অন্যদের থেকে হাত-বদল হয়ে মুসলমানদের অধিকারে আসে তখন নিয়ম অনুযায়ী এ সকল ভূমি 'উশরী ভূমিতে পরিণত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু হাজ্জাজ তাঁর শাসনকালে তাদের নিকট থেকেও খারাজ আদায় করেছেন।[১৫৬]

৫. জনসাধারণের উপর বিভিন্ন ধরনের ট্যাক্স ধার্য করা হয়। মুদ্রা তৈরির উপর ট্যাক্স, রূপো গলানোর জন্য ট্যাক্স, দলিল ও আবেদন পত্র লেখালেখির উপর ট্যাক্স, দোকানের উপর ট্যাক্স, বিয়ে শাদীর জন্য ট্যাক্স, মোটকথা, জীবনের জন্য প্রয়োজন এমন কোন জিনিসই ট্যাক্সের আওতার বাইরে ছিল না। আর এ সকল ট্যাক্স মাসিক হিসেবে আদায় করা হতো। এজন্য এই অর্থকে "মালে হিলালী" বা নতুন চাঁদের অর্থ বলা হতো।[১৫৭]

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয খিলাফতের মসনদে আসীন হওয়ার পর দেখতে পেলেন যে, এমন কিছু আয় বায়তুল মালে জমা হয় যা শরী'আতের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অবৈধ। আর কিছু আছে যা জনসাধারণের উপর বোঝা স্বরূপ। তিনি এ ধরনের আয় বন্ধের নির্দেশ দেন।

বায়তুল মালের আমদানী বৃদ্ধির লক্ষ্যে হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ নও-মুসলিমদের থেকেও জিযিয়া কর আদায় করতো। 'উমার খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর ফরমান জারী করেন, যারা ইসলাম গ্রহণ করবে তাদের থেকে জিযিয়া গ্রহণ করা যাবে না। এ ব্যাপারে তিনি হায়্যান ইবন শুরাইহকে যে পত্রটি লেখেন তা নিম্নরূপ :[১৫৮]

ضع الجزية عمن أسلم من أهل الذمة، فإن الله تبارك وتعالى قال : فإن تابوا وأقاموا

الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. وقال : قاتلوا الذين لا

---

১৫৪. তারীখ আল-ইয়া'কূবী-২/২৫
১৫৫. ফুতূহ আল-বুলদান-৮০
১৫৬. প্রাগুক্ত-৩৭৫
১৫৭. কিতাবুল খারাজ-৪৯
১৫৮. জামহারাতু রাসায়িল আল-'আরাব-২/২৯৫

يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدو هم صاغرون.

"যিম্মীদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদের জিযিয়া রহিত করুন। কারণ, আল্লাহ তাবারাক ওয়া তা'আলা বলেছেন : "যদি তারা তাওবা করে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" তিনি আরো বলেছেন : "যাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তাদের মধ্যে যারা ঈমান আনেনা ও শেষ দিনেও বিশ্বাস করে না এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম গণ্য করে না এবং সত্য দীন অনুসরণ করে না; তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিযিয়া দেয়।"

এই নির্দেশের পর অমুসলিমরা এত ব্যাপক হারে মুসলমান হতে শুরু করে যে, জিযিয়া রাজস্বে বিশাল ঘাটতি দেখা দেয়। হায়্যান ইবন শুরাইহ খলীফাকে জানালেন, ব্যাপক হারে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করায় রাজস্বে ঘাটতি দেখা দিয়েছে এবং আমাকে ঋণ নিয়ে কর্মচারী-কর্মকর্তাদের বেতন-ভাতা দিতে হচ্ছে। পত্রটির কিছু অংশ নিম্নরূপ :[১৫৯]

أما بعد، فإن الإسلام قد أضرَّ بالجزية حتى تسلَّفتُ من الحارث بن ثابتة عشرين ألف دينار. أتممت بها عطاء أهل الديوان. فإن رأى أمير المؤمنين يأمر بقضائها فعل."

"অতঃপর, ইসলাম জিযিয়া রাজস্বের যথেষ্ট ক্ষতি করেছে। এমনকি আমি আল-হারিছ ইবন ছাবিতার নিকট থেকে বিশ হাজার দীনার ধার করে কর্মচারী-কর্মকর্তাদের বেতন দিয়েছি। আমীরুল মু'মিনীন যদি জিযিয়ার ব্যাপারে তাঁর আগের সিদ্ধান্ত বাতিল করতে চান করতে পারেন।"

এই পত্রের জবাবে খলীফা 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয অত্যন্ত কঠোর ভাষায় যে জবাবটি দেন তা নিম্নরূপ :[১৬০]

أما بعد، فقد بلغني كتابك، وقد وَلَّيْتُكَ جند مصر وأنا عارف بضعفك، وقد أمرت رسولى بضربك على رأسك عشرين سوطًا، فضع الجزية عمن أسلم، قبَّح الله رأيك، فإن الله إنما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم هاديًا، ولم يبعثه جابيًا.

"অতঃপর এই যে, আপনার পত্র পেয়েছি, আপনার দুর্বলতা সম্পর্কে অবহিত থাকা সত্ত্বেও আমি আপনাকে মিসরের সেনাবাহিনীর দায়িত্ব প্রদান করেছি। আমি আমার দূতকে নির্দেশ দিয়েছি, সে যেন আপনার মাথায় বিশটি বেত্রাঘাত করে। যারা ইসলাম

---

১৫৯. প্রাগুক্ত-২/২৯৫-২৯৬
১৬০. প্রাগুক্ত

গ্রহণ করেছে তাদের জিযিয়া রহিত করুন। আল্লাহ আপনার সিদ্ধান্তকে খারাপ করুন। আল্লাহ মুহাম্মাদকে (সা) পথ প্রদর্শক হিসেবে পাঠিয়েছেন, তাহসীলদার হিসেবে নয়।"

হীরার ওয়ালী 'আবদুল হামীদ ইবন 'আবদির রহমানের অনুরূপ একটি পত্রের জবাবে তিনি লেখেন :[১৬১]

كتبت إلىَّ تسألني عن أناس من أهل الحيرة، يُسْلِمون من اليهود والنصارى والمجوس وعليهم جزية عظيمة وتستأذنني في أخذ الجزية منهم، وإن الله عز وجل ثناؤه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الاسلام ولم يبعثه جابيًا، فمن أسلم من أهل تلك الملل فعليه في ماله الصدقة ولاجزية عليه، وميراثه لذوى رحمه إذا كان منهم، يتوارثون كما يتوارث أهل الاسلام، وإن لم يكن له وارث فميراثه في بيت مال المسلمين الذى يقسم بين المسلمين. والسلام.

"হীরার অধিবাসীদের মধ্যে যে সকল ইহূদী, খৃস্টান ও অগ্নি উপাসক ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং যাদের উপর বিরাট অংকের জিযিয়া ধার্য ছিল, তাদের সম্পর্কে আপনি জানতে চেয়েছেন এবং তাদের নিকট থেকে জিযিয়া গ্রহণের অনুমতিও চেয়েছেন। শুনুন, মহাপ্রতাপশালী আল্লাহ মুহাম্মাদকে (সা) ইসলামের দিকে আহ্বানকারী হিসেবে পাঠিয়েছেন, ট্যাক্স কালেক্টর হিসেবে পাঠাননি। অতএব, ঐ সকল ধর্মাবলম্বীদের যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদের উপর তাদের সম্পদের যাকাত প্রযোজ্য। তাদের উপর জিযিয়া প্রযোজ্য নয়। তাদের কোন রক্ত সম্পর্কীয় কেউ থাকলে সে তাদের উত্তরাধিকার লাভ করবে এবং মুসলমানদের অনুরূপ তা প্রজন্মের পর প্রজন্ম চলতে থাকবে। আর যদি কোন উত্তরাধিকারী না থাকে তাহলে তাদের পরিত্যক্ত সম্পদ বায়তুল মালে জমা হবে, যা মুসলমানদের মধ্যে বণ্টিত হবে। ওয়াস সালাম।"

আল-জাররাহ সম্পর্কে যখন তিনি জানতে পারলেন যে, তিনি নও-মুসলিমদের নিকট থেকে জিযিয়া আদায় করছেন তখন তাঁকে বরখাস্ত করেন।[১৬২]

নও-মুসলিমদের উপর ধার্যকৃত জিযিয়া রহিতকরণের ব্যাপারে তিনি এত জোর দেন যে, একবার তিনি এক আঞ্চলিক কর্মকর্তাকে লেখেন, যদি একজন যিম্মীর নিকট থেকে গৃহীত জিযিয়া ওযনের জন্য পাল্লায় রাখা হয়েছে, এমতাবস্থায় সে ইসলাম গ্রহণ করে তাহলেও তার জিযিয়া ফেরত দেওয়া হোক। তাঁর কথা ছিল বছর পূর্ণ হওয়ার একদিন আগেও যদি কোন যিম্মী ইসলাম গ্রহণ করে তাহলেও তাঁর কাছ থেকে সে বছরের জিযিয়া গ্রহণ করা যাবে না।[১৬৩]

---

১৬১. কিতাবুল খারাজ-১৩১
১৬২. তারীখ আল-ইয়া'কূবী-২/৩৬২
১৬৩. তাবাকাত-৫/২৬২

নওরোয ও আনন্দ-উৎসবের উপহার-উপঢৌকন সম্পর্কে তিনি নির্দেশ দেন, এসব উপহার-উপঢৌকনের কোন জিনিস যেন তাঁর নিকট পাঠানো না হয়।

হাজ্জাজের ভাই মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ ইয়ামনবাসীদের উপর যে নতুন খাজনা-ট্যাক্স ধার্য করেছিলেন তিনি তা রহিত করে তাদের উপর কেবল 'উশর ধার্য করেন।

ফুরাতের তীরে বসবাসকারী মুসলমানদের যে সকল ভূমিকে হাজ্জাজ দ্বিতীয়বার খারাজী ভূমির অন্তর্ভুক্ত করেন, তিনি তা বাতিল করে 'উশরী ভূমির অধিভুক্ত করেন।

জনগণের উপর ধার্যকৃত সকল অযৌক্তিক খাজনা-ট্যাক্স তিনি রহিত করার ঘোষণা দেন। আরবী ভাষায় এ জাতীয় ট্যাক্সকে "مُكْس" 'মুক্স' বলে। এ কারণে তিনি বলতেন, এ সকল অন্যায় ট্যাক্স "مُكْس"- মুক্স নয়, বরং একে "بَخْس" (বাখস) বলা সঙ্গত, যে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَائَهُمْ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ.

"তোমরা লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিও না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়িও না।"[১৬৪]

খারাজের ব্যাপারে তিনি 'আবদুল হামীদ ইবন 'আবদির রহমানকে যে পত্রটি লেখেন সেটি কাজী আবূ ইউসুফ হুবহু বর্ণনা করেছেন। উক্ত পত্রে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের কর্ম পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে বিধৃত হয়েছে। পত্রটি নিম্নরূপ :[১৬৫]

أنظر الأرض ولا تحمل خرابا على عامرولا عامرا على خراب، وانظر الخراب فان أطلق شيئًا فخذ منه ما أطلق وأصلحه حتى يعمر، ولا تأخذ من عامر لا يعتمل شيئًا، وما أجدب من العامر من الخراج فخذه في رفق وتسكين لأهل الأرض. وآمرك أن لا تأخذ في الخراج الاوزن سبعة ليس فيها تبرو لا أجور الضرابين ولا اذابة الفضة ولا هدية النيروز والمهرجان ولاثمن الصخت ولا أجور الفتوح ولا أجور البيوت ولا دراهم النكاح، ولا خراج على من اسلم من أهل الأرض.

'ভূমি জরীপ করুন। অনাবাদী ভূমির বোঝা আবাদী ভূমির উপর এবং আবাদী ভূমির ভার অনাবাদী ভূমির উপর চাপাবেন না। অনাবাদী ভূমি জরীপ করুন। তাতে যদি কিছু উৎপাদন ক্ষমতা থাকে তাহলে সেই অনুপাতে খারাজ ধার্য করুন। এ ধরনের ভূমির পরিচর্যা করুন, যাতে তা পূর্ণ আবাদী ভূমিতে পরিণত হয়। যে সকল আবাদী ভূমিতে কোন ফসল হয় না তা থেকে কোন খারাজ নিবেন না। কোন ভূমিতে উৎপাদন কম হলে খারাজ আদায়ের ক্ষেত্রে মালিকের সাথে সদয় আচরণ করবেন। খারাজের ক্ষেত্রে কেবল

---

১৬৪. তাবাকাত-৫/২৮৩; তারখী আল-মাকরীযী-১/১০৩
১৬৫. কিতাবুল খারাজ-৮৬

সাত প্রকার ওযনযোগ্য জিনিস গ্রহণ করবেন, তার মধ্যে সোনা থাকবে না। যারা সোনা-রূপা গলায় তাদের থেকে ট্যাক্স, ঈদ ও আনন্দ উৎসবের উপঢৌকন, দলিল-দস্তাবেজ লেখক ও মুহুরী থেকে এবং বাড়ী-ঘর, বিয়ে শাদী ইত্যাদি থেকে কোন ট্যাক্স নেওয়া যাবে না। কোন যিম্মী মুসলমান হলে তার উপর কোন খারাজ নেই।"

ফসল ভালো হোক কিংবা মন্দ হোক, য়ামনের রাজস্বের একটি নির্দিষ্ট হার নির্ধারিত ছিল। এতে কৃষকদের ভীষণ কষ্ট হতো। বিষয়টি য়ামনের তৎকালীন ওয়ালী 'উরওয়া ইবন মুহাম্মাদ খলীফা 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযকে লিখে জানালেন। জবাবে 'উমার তাঁকে লিখলেন :[১৬৬]

أما بعد، فإنك كتبت إلىّ تذكر أنك قدمت اليمن، فوجدت علـى أهلـها ضريبـة مـن الخراج مضروبة، ثابتة فى أعناقهم كالجزية، يؤدونها على كل حـال، إن أخصبـوا أو أجدبوا، وحيوا أو ماتوا، سبحان الله رب العالمين، ثم سبحان الله رب العـالمين، ثم سبحان الله رب العالمين، إذا أتـاك كتـابى هـذا، فـدع مـا تُنكـر مـن البـاطل إلى ماتعرفه من الحق، ثم إئتنف الحق، فاعمل بـه بالغـا بـى وبـك، وإن أحـاط بمـهج أنفسنا، وإن لم ترفع إلىّ من جميع إلاجفنة من كتم، فقد علم الله أنـى بـها مسـرور إذا كانت موافقة للحق والسلام.

"অতঃপর এই যে, আপনি আপনার পত্রে উল্লেখ করেছেন য়ামনে গিয়ে আপনি দেখতে পেয়েছেন যে, সেখানের অধিবাসীদের উপর নির্দিষ্টভাবে খারাজ বা খাজনা ধার্য করা আছে। জিযিয়ার মত তা তাদের কাঁধের উপর চেপে বসে আছে। ফসল হোক বা না হোক, বাঁচুক বা মরুক সর্ব অবস্থায় তারা তা পরিশোধ করতে বাধ্য। আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন অতি পবিত্র। আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন অতি পবিত্র। আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন অতি পবিত্র। অতএব, যে অন্যায়কে তুমি অপছন্দ কর তা ছেড়ে দাও, এমনকি যে সত্যকে তুমি পছন্দ কর তারও কিছু। অতঃপর নতুন করে সত্যকে আমার ও তোমার পক্ষ থেকে বাস্তবায়িত কর। এতে যদি আমাদের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে এবং গোটা য়ামন থেকে অতি সামান্য কিছুই আসুক না কেন তাতে কোন পরোয়া নেই। আল্লাহ্ জানেন, আমি ভীষণ খুশী হই যখন আমাদের কাজ হয় সত্যের অনুকূলে। ওয়াস-সালাম!"

তিনি স্থল ও সমুদ্র পথ খুলে দেওয়ার নির্দেশ দেন এবং সকল প্রকার বাণিজ্যিক বাধ্যবাধকতা ও কঠোর বিধি-নিষেধ রহিত করেন। তিনি বলেন :[১৬৭]

---

১৬৬. ইবনুল জাওযী-১২৬; তারীখ আল-ইয়া'কূবী-২/৩০৬
১৬৭. ইবনুল জাওযী-৯৯; রিজালুল ফিক্‌র ওয়াদ-দা'ওয়া-৪৫

أما البحر فإنا نرى سبيله سبيل البر قال تعالى : الله الذى سخرلكم البحـــر لتجـرى الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله. فأذن فيه أن يتجر فيه من شاء، وأرى ألانحـول بين أحد من الناس وبينه، فإن البر والبحر لله جميعا سخرهما لعباده،يبتغون فيهما من فضله، فكيف نحُولُ بين عباد الله وبين معائشهم.

"আর সমুদ্রের ব্যাপারে আমাদের মত হলো, সাগর-পথ স্থল পথের মতই। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : 'আল্লাহই তো সমুদ্রকে তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন, যাতে তাঁর আদেশে তাতে নৌযানসমূহ চলাচল করতে পারে ও যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পার এবং যেন তোমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও।' সমুদ্র পথে যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করতে চায় আল্লাহ তাদের অনুমতি দিয়েছেন। আমরা এর মধ্যে প্রতিবন্ধক হতে চাই না। কারণ, আল্লাহ জল ও স্থল উভয়কে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন, যাতে তারা সেখানে রুযি-রিযিকের সন্ধান করতে পারে। সুতরাং আমরা কিভাবে আল্লাহর বান্দাহগণ ও তাদের জীবিকার মধ্যে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে পারি?"

পূর্ববর্তী খলীফাদের সময় ধার্যকৃত যাবতীয় 'উশর ও কর তিনি কমিয়ে দেন। তিনি নিয়ম চালু করেন, কেউ বাৎসরিক কর-খাজনা পরিশোধ করলে তাকে একটি পরিশোধ-পত্র দেওয়া হবে। তিনি বিধান জারি করেন :[১৬৮]

فأما المسلمون فإنماعليهم صدقات أموالهم،إذا أدوها فى بيت المـال كتبـت لهـم بـهـا البراءة، فليس عليهم فى عامهم فى ذلك فى أموالهم تباعة.

"মুসলমানদের সম্পদের যাকাত দিতে হবে। কেউ সে যাকাত বায়তুল মালে জমা দিলে তাকে একটি দায় মুক্তি-পত্র দেওয়া হবে। সেই বছরের জন্য তার সেই সম্পদের উপর আর কোন ট্যাক্স-কর ধার্য হবে না।"

যাকাত ও সাদাকা

যদিও 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের খিলাফতের এই বরকত ছিল যে মানুষ যখন তাঁর খলীফা হওয়ার খবর পেল তখন তারা স্বেচ্ছায় খুব দ্রুত সাদাকায়ে ফিতর আদায় করতে আরম্ভ করলো। এমনকি তাঁর একজন আঞ্চলিক কর্মকর্তা লিখলেন যে, প্রচুর সাদাকায়ে ফিতর জমা হয়ে গেছে। কি করতে হবে সে ব্যাপারে আপনি অবহিত করুন। তা সত্ত্বেও তিনি মানুষকে যথাযথভাবে যাকাত-সাদাকা আদায়ের ব্যাপারে তীব্রভাবে উৎসাহিত করতেন। একবার খুনাসিরায় 'ঈদের একদিন পূর্বে জুম'আর খুতবা দেন। তাতে তিনি মানুষকে সাদাকায়ে ফিতর আদায়ের ব্যাপারে প্রচণ্ড তাকীদ ও উৎসাহ দেন। খুতবায়

---

১৬৮. ইবনুল জাওযী-৯৮

তিনি বলেন, যে ব্যক্তি যাকাত দেয় না তার নামায কবুল হয় না। মানুষ আটা, ছাতু নিয়ে আসতো, আর তিনি তা গ্রহণ করতেন।

হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ যাকাত ব্যবস্থার সর্বনাশ করে ফেলেন। যাকাতের শরী'আত নির্ধারিত আয়-ব্যয়ের যে খাত ছিল হাজ্জাজ তার অনুসরণ একেবারেই ত্যাগ করেন। এ কারণে তিনি আঞ্চলিক কর্মকর্তাদেরকে হাজ্জাজের অনুসরণের ব্যাপারে সতর্ক করে দেন। একবার হাজ্জাজ সম্পর্কে 'আদী ইবন আরতাতকে একটি দীর্ঘ পত্র লেখেন। তাতে তিনি লেখেন :[১৬৯]

ونهيتك عن فعله في الصلاة، فإنه كان يؤخرها تأخيرًا لا يحل له، ونهيتك عن فعله في الزكاة، فإنه كان يأخذها غير حقّها،ثم يسئُ مواقعها، فاجتنب ذلك منه، واحذر العمل به، فإن الله عزوجل قد أراح منه وطهّر العباد والبلاد من شره، والسلام.

"নামাযের ব্যাপারে আমি আপনাকে হাজ্জাজের অনুকরণ থেকে বিরত থাকতে বলছি। কারণ, সে নামায এত দেরীতে আদায় করতো যে তা তার জন্য মোটেই বৈধ ছিল না। তেমনিভাবে যাকাতের ব্যাপারেও তাকে অনুসরণ করতে নিষেধ করছি। কারণ, সে যেমন অন্যায়ভাবে যাকাত আদায় করতো তেমনি বে-মাওকা খরচও করতো। তার এসব কাজ থেকে দূরে থাকুন। তার অনুকরণের ব্যাপারে সতর্ক হোন। মহাপ্রতাপশালী আল্লাহ তার থেকে মানুষকে স্বস্তি দিয়েছেন এবং জনগণ ও দেশকে তার অনিষ্ট থেকে পবিত্র করেছেন। ওয়াস সালাম!"

একবার তিনি জানতে পারলেন যে, 'আদী ইবন আরতাত মদ থেকেও 'উশর আদায় করছেন। তাঁকে লিখলেন, বায়তুল মালে কেবল হালাল মাল ঢোকান।[১৭০]

আঞ্চলিক ওয়ালীদেরকে তিনি সাদাকায়ে ফিতরের ব্যাপারে নির্দেশ দিলেন এভাবে :[১৭১]

مُرُوا من كان قبلكم فلا يبقى أحد من أحرارهم ولامماليكهم صغيرا ولاكبيرا، ذكرا ولا أنثى، إلا أخرج عنه صدقة فطر رمضان؛ مُدَّيْن من قمح، أو صاعا من تمر، أو قيمة ذلك نصف درهم، فأما أهل العطاء فيؤخذ ذلك من أعطياتهم عن أنفسهم وعيالاتهم، واستعملوا على ذلك رجلين من أهل الأمانة يقبضان مااجتمع من ذلك ثم يقسمانه فى مساكين أهل الحاضرة، ولا يُقسم على أهل االبادية.

---

১৬৯. প্রাগুক্ত; জামহারাতু রাসায়িল আল-'আরাব-২/৩৭১
১৭০. তাবাকাত-৫/২৮০
১৭১. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৫/১৭১

"তোমাদের পূর্বে যারা সেখানে আছে তাদেরকে নির্দেশ দাও, তাদের স্বাধীন-দাস, ছোট-বড়, নারী-পুরুষ কেউই রমাদানের সাদাকায়ে ফিতর আদায় থেকে রেহাই পাবে না। প্রত্যেকের জন্য দুই মুদ গম অথবা এক সা' খোরমা অথবা এর মূল্য অর্ধ দিরহাম। ভাতা প্রাপ্তদের ভাতা থেকে তাদের নিজেদের ও পরিবার-পরিজনদের সাদাকা কেটে রাখা হবে। আর সাদাকা সংগ্রহের জন্য দু'জন বিশ্বস্ত লোক নিয়োগ কর। যারা সংগ্রহ করবে, অতঃপর স্থায়ীভাবে বসবাসকারী মিসকীনদের মধ্যে বণ্টন করবে। তবে পল্লীবাসী বেদুঈনদের মধ্যে বণ্টন করবে না।"

এ সকল সংস্কারমূলক কাজ করার সাথে সাথে এ বিষয়েও সতর্ক ছিলেন, যেন কোনভাবেই যাকাত-সাদাকা আদায়ে কোন অন্যায় করা না হয়। প্রথমদিকে বিভিন্ন অঞ্চল ও প্রধান প্রধান সড়কে বসে যাকাত আদায় করা হতো, কিন্তু যখন জানতে পারলেন, এ পদ্ধতিতে মানুষ নানাভাবে ফায়দা উঠাচ্ছে তখন তা বাতিল করেন এবং তার পরিবর্তে প্রত্যেক শহর ও জনপদে একজন করে যাকাত-সাদাকা আদায়কারী নিয়োগ দেন।[১৭২]

রাজস্ব খাতে এত উদারতা প্রদর্শন ও ছাড় দেওয়া সত্ত্বেও 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের সময় যে পরিমাণ রাজস্ব আদায় হতো তা রীতিমত বিস্ময়কর। তাঁর সময়ের সাথে হাজ্জাজের অত্যাচার-উৎপীড়নমূলক সময়ের কোন তুলনাই চলে না। 'উমার নিজেই গর্বের সাথে বলতেন, হাজ্জাজের উপর আল্লাহর লা'নত! তার না ছিল কোন ধর্মীয় যোগ্যতা, আর না ছিল পার্থিব যোগ্যতা। হযরত 'উমার ইবন আল-খাত্তাব (রা) ইরাক থেকে ১০ কোটি ৮০ লাখ দিরহাম, যিয়াদ ১০ কোটি ২৫ লাখ দিরহাম আদায় করতেন। হাজ্জাজ জুলুম-নির্যাতন সত্ত্বেও সেখান থেকে মাত্র দু'কোটি আশি লাখ আদায় করতে সক্ষম হয়। সে কৃষকদেরকে বিশ লাখ দিরহাম ঋণ দেয় এবং এক কোটি ষাট লাখ দিরহাম আদায় করে। কিন্তু ইরাক যখন আমার অধীনে আসে তখন আমি সেখান থেকে দশ কোটি চব্বিশ লাখ দিরহাম আদায় করি। আমি যদি বেঁচে থাকি তাহলে অদূর ভবিষ্যতে 'উমার ইবন আল-খাত্তাবের (রা) সময়ের চাইতেও বেশী আদায় করবো।[১৭৩]

মূল্য নিয়ন্ত্রণ

বাজারের মূল্য নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয মনে করতেন, কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। ইমাম আবূ ইউসুফ, এ সম্পর্কে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের একটি বক্তব্য বর্ণনা করেছেন। প্রখ্যাত তাবি'ঈ ছাওবান একদিন 'উমারকে বললেন : আমীরুল মু'মিনীন! আপনার পূর্ববর্তীদের সময় জিনিস পত্রের দাম অনেক কম ছিল, কিন্তু আপনার সময়ে অনেক বেড়ে গেছে- এমন হলো কেন? তিনি জবাব দিলেন : আমার পূর্ববর্তীরা যিম্মী (অমুসলিম)-দের উপর তাদের সাধ্যের বাইরে ট্যাক্সের বোঝা

---

১৭২. তাবাকাত-৫/২৮৩

১৭৩. আবদুস সালাম নাদবী, সীরাতে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয-১২৪

চাপাতো। সুতরাং তা পরিশোধের জন্য তারা তাদের হাতে যা কিছু থাকতো লোকসান দিয়ে বিক্রী করতে বাধ্য হতো। আমি কারো উপর তার সাধ্যের বাইরে কোন বোঝা চাপাই না। সুতরাং মানুষ তার ইচ্ছে মত বেচা-কেনা করতে পারে। ছাওবান বললেন : আপনি যদি মূল্য নির্ধারণ করে দিতেন, ভালো হতো। বললেন : এ ব্যাপারে আমাদের কোন ইখতিয়ার নেই। মূল্যের ব্যাপারটি আল্লাহর অধিকারে।[১৭৪]

মূলতঃ তিনি হযরত রাসূলে কারীমের (সা) পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। একবার লোকেরা রাসূলে কারীমকে বলেন : জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেছে, আপনি দাম নির্ধারণ করে দিন। রাসূল (সা) বললেন :

إن السعر غلاؤه ورخصه بيد الله.

–জিনিসপত্রের দাম বাড়া-কমা সম্পূর্ণ আল্লাহর হাতে।[১৭৫]

বায়তুল মালের ব্যয় সংস্কার

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডের মধ্যে বায়তুল মালের সংস্কার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হলো :

১. বায়তুল মাল হলো রাষ্ট্রের বিভিন্ন ধরনের আয়ের সামষ্টিক নাম। যার আয় ও ব্যয়ের খাতসমূহ ভিন্ন ভিন্নভাবে সংরক্ষিত হয়। সম্ভবতঃ 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের পূর্বে রাষ্ট্রের যাবতীয় আয় একই স্থানে জমা হতো। কিন্তু তিনি এর আয়-ব্যয়ের খাতসমূহ পৃথক পৃথকভাবে হিসাব রাখার নিয়ম চালু করেন। ফলে যাকাত, খুমুস, ফাই ও মালে গনীমতের আলাদা আলাদা হিসাব রাখা হতো।

২. বায়তুল মাল প্রকৃতপক্ষে খিলাফতের সকল মুসলমানের সম-অংশীদারিত্বের সঞ্চিত অর্থ। এ থেকে প্রত্যেক মুসলমান সমানভাবে উপকার লাভ করতে পারে। কিন্তু 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের পূর্বে উমাইয়্যা খান্দানের লোকেরা সাধারণ মুসলমানদের থেকে ভিন্নভাবেপ্রাপ্ত এ অর্থ থেকে বিশেষ বিশেষ ভাতা লাভ করতো এবং বিশেষ ভাতা নামে চালু ছিল। 'উমার এটা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেন।

৩. স্তুতিমূলক কবিতার বিনিময়ে বায়তুল মাল থেকে কবিদেরকে যে উপহার-উপঢৌকন বা পুরস্কার দেওয়া হতো 'উমার তা একেবারেই বন্ধ করে দেন। একবার কবি জারীর একটি এ জাতীয় কবিতা পাঠ করলে 'উমার বলেন, আল্লাহর কিতাবে তোমার কোন অধিকারের কথা বলা হয়নি। জারীর বললেন, আমি তো একজন মুসাফিরও। সেখানে তো মুসাফিরের অধিকারের কথা বলা হয়েছে। তারপর তিনি নিজের অর্থ থেকে জারীরকে পঞ্চাশটি দীনার দেন।

৪. 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের খিলাফতের পূর্ব থেকে নিয়ম ছিল যে, সরকারী কর্মকর্তারা যখন 'ঈশা ও ফজরের নামাযের জন্য মসজিদে যেত তখন এক ব্যক্তি প্রদীপ

---

১৭৪. কিতাবুল খারাজ-১৩২

১৭৫. প্রাগুক্ত-৪৯

হাতে নিয়ে তাদের আগে আগে চলতো। জুম'আর দিন ও রমাদান মাসে মসজিদে নববীতে সুগন্ধি কাঠ জ্বালানো হতো। বায়তুল মাল থেকে এ সবকিছুর ব্যয় নির্বাহ করা হতো। 'উমার উপরোক্ত কাজের জন্য বায়তুল মাল থেকে বরাদ্দ বন্ধ করে দেন।[১৭৬]

খলীফা সুলায়মানের খিলাফতের একেবারে শেষ পর্যায়ে মদীনার ওয়ালী 'আবূ বকর ইবন হাযম সরকারী দফতরে ব্যবহারের জন্য বরাদ্দকৃত কাগজ, কলম, দোয়াত, মোমবাতি বৃদ্ধির আবেদন জানিয়ে খলীফাকে একটি পত্র লেখেন। সুলায়মান তার ব্যবস্থা করে যেতে পারেননি। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয খলীফা হলেন। পত্রটি তাঁর সামনে উপস্থাপিত হলো। জবাবে তিনি লিখলেন :

ولعمرى لقد عهدتك يابن أم حازم وأنت تخرج من بيتك فى الليلة الشاتية المظلمة من غير مصباح، ولعمرى أنت يومئذ خير منك اليوم، ولقد كان فى فتائل أهلك مايغنيك، والسلام.

"ওহে উম্মু হাযিমের ছেলে আবূ বকর! আমার স্মরণ আছে যে, এই পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে শীতের অন্ধকার রাতেও আপনি মোমবাতি এবং অন্য কোন প্রদীপ ছাড়াই পথে বের হতেন। আপনার সেই অবস্থা আজকের এই অবস্থা থেকে উত্তম ছিল। আমার ধারণা, আপনার ঘরের মোমবাতি এবং প্রদীপ দ্বারাই আপনার কাজ সারা উচিত।"

এ ধরনেরই একটি দরখাস্তের জবাবে যাতে সরকারী প্রয়োজনে কাগজ চাওয়া হয়েছিল, তিনি আবূ বকর ইবন হাযমকে লিখেছিলেন :[১৭৭]

فإذا جاءك كتابى هذا فأدقّ القلم واجمع الخط واجمع الحوائج الكثيرة فى الصحيفة الواحدة، فإنه لا حاجة للمسلمين فى فضل قولٍ أضرَّ ببيت مالهم، والسلام عليكم.

"আমার পত্র পাওয়ার পর আপনি কলম চিকন করে নিবেন, ছোট ছোট অক্ষরে ঘন করে লিখবেন এবং এক পৃষ্ঠায় অনেক জরুরী বিষয় লিপিবদ্ধ করবেন। মুসলমানদের এমন লম্বা-চওড়া কথার প্রয়োজন নেই, যার কারণে তাদের বায়তুল মালের ক্ষতি হয়। ওয়াস্ সালামু 'আলাইকুম!"

উল্লেখ্য যে, 'উমারের লিখিত কোন ফরমান এক বিঘাতের বেশী হতো না।[১৭৮]

৫. বায়তুল মালের অন্যতম আয় হলো খুমুস (যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক পঞ্চমাংশ)। এ অর্থ ব্যয়ের পাঁচটি খাত কুরআন-সুন্নাহ নির্ধারিত। এর বাইরে অন্য কোথাও এ অর্থ ব্যয় করা যায় না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের পূর্ববর্তী উমাইয়্যা খলীফারা এই অর্থ ব্যয়ের নির্ধারিত খাতসমূহের কোন পরোয়া করতেন না। খুমুস ব্যয়ের

---

১৭৬. তাবাকাত-৫/২৯৫; ইবনুল জাওযী-৮১
১৭৭. জামহারাতু রাসায়িল আল-'আরাব-২/২৮৩
১৭৮. তাবাকাত-৫/২৯৬

অন্যতম প্রধান খাত হলো আহ্‌লি বায়ত তথা নবী-খান্দানের লোকেরা। পরিতাপের বিষয় 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তাঁর পূর্ববর্তী দু'জন খলীফা– ওয়ালীদ ও সুলায়মানকে বিষয়টি বার বার বুঝানো সত্ত্বেও তাঁরা আহ্‌লি বায়তকে তাঁদের এই অধিকার থেকে একেবারেই বঞ্চিত করেন। 'উমার খলীফা হওয়ার পর খুমুসের অর্থ সঠিক খাতসমূহে ব্যয় করেন এবং আহ্‌লি বায়তকে তাদের অংশ প্রদান করেন।

বায়তুল মাল রক্ষণাবেক্ষণে কঠোর ব্যবস্থা

বায়তুল মাল রক্ষণাবেক্ষণের জন্য শক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। একবার য়ামনের বায়তুল মাল থেকে একটি দীনার হারিয়ে গেল। হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয সেখানের বায়তুল মালের দায়িত্বশীল কর্মকর্তাকে লিখলেন, আমি আপনার সততায় সন্দেহ পোষণ করছিনে। তবে আপনার উদাসীনতাকে অপরাধ বলছি এবং মুসলিম উম্মাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদের অর্থের দাবী করছি। শরী'আতের বিধান মত আপনার কসম খাওয়া ফরয।[১৭৯]

খুরাসানের ওয়ালী ইয়াযীদ ইবন মুহাল্লাব ইবন আবী সুফরাকে অর্থ-আত্মসাতের অপরাধে বরখাস্ত করে জেলে ঢুকিয়ে দেন।[১৮০]

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) বায়তুল মালকে ব্যক্তি বিশেষের ব্যক্তিগত তহবিলের অবস্থান থেকে উদ্ধার করে পুনরায় জনগণের গচ্ছিত সম্পদের মর্যাদায় ফিরিয়ে আনেন এবং জনগণের প্রয়োজন পূরণের জন্য এ সম্পদ নির্দিষ্ট করে দেন। সুতরাং এ সম্পদের বড় একটি অংশ জনসাধারণের কল্যাণে ব্যয়িত হতে থাকে। খিলাফতের সকল পঙ্গু-অক্ষমদের নামের একটি তালিকা তৈরি করা হয়। সেই তালিকা অনুযায়ী সকলকে ভাতা দেওয়া হতো।[১৮১] কোন কর্মকর্তা এ ব্যাপারে সামান্য উদাসীনতা দেখালে অথবা পরিবর্তন করলে তাকে কঠোরভাবে সতর্ক করা হতো। দিমাশ্‌কের বায়তুল মাল থেকে একজন পঙ্গুর ভাতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে মায়মূন ইবন মিহরান বলেন, এদের সংগে ভালো আচরণ তো করতে হবে, কিন্তু সুস্থ-সবলদের সমপরিমাণ ভাতা দেওয়া যায় না। একথা 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) কানে পৌঁছলে তিনি তাঁকে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ভাষায় পত্র লেখেন।[১৮২]

অনেকে নগদ অর্থের পরিবর্তে দ্রব্য-সম্ভার লাভ করতো। প্রত্যেককে মাথা প্রতি চার "আরদব" পরিমাণ খাদ্যশস্য দেওয়া হতো। ঋণগ্রস্তদের ঋণ পরিশোধের জন্য নির্ধারিত ছিল এক "মুদ" পরিমাণ শস্য। দুগ্ধপোষ্য শিশুদের জন্যও ভাতা নির্ধারিত ছিল। দেশব্যাপী সাধারণ লঙ্গরখানা চালু ছিল, সেখান থেকে অভাবী ও দুঃস্থরা খাবার পেত।[১৮৩]

---

১৭৯. ইবনুল জাওযী-৮৫

১৮০. তারীখ আল-ইয়া'কূবী-২/৩১৩

১৮১. আল-ইসাবা ফী তাময়ীয আস-সাহাবা-৫/৮০

১৮২. তাবাকাত-৫/২৮১

১৮৩. প্রাগুক্ত-৫/২৫৫, ২৭৯

যাকাত-সাদাকার অর্থ একটু ব্যাপকভাবে বিলি-বণ্টন করা হতো। একবার তিনি এক ব্যক্তিকে যাকাতের অর্থ বণ্টনের জন্য 'রাক্কা' পাঠাতে চান। লোকটি আপত্তি জানিয়ে বললো, আপনি আমাকে এমন এক স্থানে পাঠাচ্ছেন যেখানে আমি কাউকে চিনি না। সেখানে ধনী-গরীব সবই আছে। 'উমার বললেন, যে কেউ তোমার দিকে হাত বাড়াবে তাকে দিবে।[১৮৪]

এছাড়া অসংখ্য ধরনের জনকল্যাণমূলক খাতে ব্যয় করেন। এমন উদারভাবে খরচ করায় বায়তুল মালের উপর ভীষণ চাপ পড়তো। কোন কোন কর্মকর্তা এদিকে খলীফার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে জবাবে তিনি লেখেন : যতক্ষণ থাকে দিতে থাক।[১৮৫]

যিম্মীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা

কোন রাষ্ট্র বা সরকারের আদল-ইনসাফ ও জুলুম-অত্যাচারের একটি বড় মাপকাঠি হলো অন্য সম্প্রদায় ও ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সংগে তার আচরণ ও কর্মপদ্ধতি। এই মাপকাঠিতেও 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) আমল ছিল আগাগোড়া আদল-ইনসাফে পরিপূর্ণ। যেভাবে তিনি যিম্মীদের অধিকার সংরক্ষণ করেন এবং তাদের সঙ্গে যেমন কোমল আচরণ করেন তার উদাহরণ কেবল দ্বিতীয় খলীফা হযরত 'উমার ইবন আল-খাত্তাবের (রা) খিলাফতকাল ছাড়া আর কোন কালে পাওয়া যাবে না। মুসলমানদের মত তাদেরও জান-মালের হিফাজত করেন। তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতায় কোন রকম হস্তক্ষেপ করেননি, তাদের নিকট থেকে জিযিয়া আদায়ে অত্যন্ত নমনীয় ও সহজ পন্থা অবলম্বন করেন। খিলাফতের বিভিন্ন অঞ্চলের কর্মকর্তাদের নিকট সময় সময় তিনি যিম্মীদের সম্পর্কে যে সকল উপদেশাবলী লিখে পাঠাতেন তাতেই তাঁর এ সংক্রান্ত কর্মপদ্ধতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

একবার 'আদী ইবন আরতাতকে লিখলেন, যিম্মীদের সাথে নমনীয় ব্যবহার করবেন। তাদের মধ্যে যারা বৃদ্ধ ও অসহায় হয়ে পড়বে তাদের দেখাশুনা করবেন। তাদের কোন আত্মীয়-স্বজন থাকলে দেখাশুনার নির্দেশ দিবেন। যেমন আমাদের কোন দাস বৃদ্ধ হয়ে গেলে তাকে মুক্ত করে দিতে হয় অথবা আমরণ তার দেখাশুনা ও সেবা করতে হয়।

যিম্মীর রক্তের মূল্য মুসলমানদের রক্তের সমান করে দেওয়া হয়। একবার হীরার একজন মুসলমান একজন যিম্মীকে হত্যা করে। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয সেখানের ওয়ালীকে লিখলেন, হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের নিকট অর্পণ কর। তারা ইচ্ছা করলে তাকে হত্যা অথবা মাফ করে দিতে পারে। খলীফার নির্দেশ মত কাজ করা হয় এবং নিহত যিম্মীর বদলা হিসেবে ঘাতককে হত্যা করা হয়।

কোন মুসলমান কোন যিম্মীর অর্থ-সম্পদের প্রতি অবৈধভাবে হাত বাড়ানোর দুঃসাহস করতো না। কেউ এমন করলে তাকে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হতো। একবার রাবী'আ

---

১৮৪. প্রাগুক্ত-২৭২
১৮৫. যুরকানী, শারহু মুওয়াত্তা-৪/২৩৭

শা'উযী নামে একজন মুসলমান একটি সরকারী কাজে বিনা ভাড়ায় একজন নাবাতী যিম্মীর একটি ঘোড়া ধরে নেয় এবং তার পিঠে আরোহণ করে। 'উমার তাকে এজন্য চল্লিশটি চাবুক মারেন।[১৮৬]

একবার তাঁর একজন কর্মকর্তা একজন যিম্মীর নিকট থেকে কিছু জ্বালানী কাঠ নিলে তিনি কাঠের মালিক যিম্মীকে ন্যায্য মূল্য পরিশোধের নির্দেশ দেন।[১৮৭]

জবর দখলকৃত সম্পত্তি ফেরতদানের সময় যিম্মীদের ভূ-সম্পত্তিও ফেরত দেওয়া হয়। 'আব্বাস ইবন আল-ওয়ালীদ ও এক যিম্মীর এ সম্পর্কিত একটি বিরোধের ঘটনায় 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয যে সিদ্ধান্ত দান করেন তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী খলীফাদের সময়ে তাদের ধর্মীয় অধিকার বলতে তেমন কিছু অবশিষ্ট ছিল না। তিনি আবার নতুন করে তাদের সে অধিকার দান করেন। দিমাশকে দীর্ঘদিন ধরে একটি গীর্জা একটি মুসলিম খান্দানের জমিদারীতে চলে আসছিল। খৃস্টানরা সেটি ফিরে পাওয়ার জন্য 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) নিকট দাবী জানায়। তিনি ফিরিয়ে দেন। একজন মুসলমান একটি গীর্জা সম্পর্কে দাবী করে যে সেটি তার জমিদারীর মধ্যে। 'উমার বললেন, যদি এটি খৃস্টানদের চুক্তির মধ্যে পড়ে তাহলে তুমি তা পেতে পার না।[১৮৮]

দিমাশকে খৃস্টানদের সবচেয়ে বড় গীর্জাটি ছিল ইউহান্না। হযরত আমীর মু'আবিয়া (রা) ও 'আবদুল মালিক ইবন মারওয়ান এটি সর্বাধিক মূল্যে ক্রয় করে মসজিদে ঢুকিয়ে নিতে চান। কিন্তু খৃস্টানরা রাজী হলো না। খলীফা ওয়ালীদও চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। অবশেষে তিনি জোরপূর্বক গীর্জাটি ভেঙ্গে ফেলে মসজিদের অংশ বানিয়ে ফেলেন। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয খলীফা হওয়ার পর খৃস্টানরা উক্ত গীর্জাটি ফিরে পাওয়ার আবেদন জানায়। তিনি গীর্জাটি তাদের ফিরিয়ে দেন। এতে মুসলমানরা ভীষণ অসন্তুষ্ট হয়। অবশেষে তিনি গোতে নামক স্থানের সকল গীর্জা খৃস্টানদের হাতে অর্পণ করে উক্ত গীর্জাটির উপর থেকে তাদের দাবী প্রত্যাহারে সম্মত করান।[১৮৯]

জিযিয়া আদায়ে যত অনিয়ম চালু হয়েছিল তিনি তা সব বন্ধ করে দিয়ে সহজ পদ্ধতি চালু করেন। ইবনু আশ'আছকে তার বিদ্রোহে সহযোগিতার অভিযোগে হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ ইরাকের যিম্মীদের জিযিয়ার পরিমাণ বাড়িয়ে দেন। 'উমার তা আবার কমিয়ে দেন।[১৯০]

তাঁর সময়ে যিম্মীদের সাথে যে নমনীয় আচরণ করা হয় তার ফলে সাধারণ মানুষকে অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। এর ফলে খাদ্যশস্যের দাম বেড়ে যায়।

---

১৮৬. তাবাকাত-৫/২৭৬; ইবনুল জাওযী-১০২, ১০৫

১৮৭. আবদুস সালাম নাদবী, সীরাতে 'উমার-১৬৬

১৮৮. আল-বালাযুরী, ফুতূহুল বুলদান-১৩০

১৮৯. প্রাগুক্ত

১৯০. প্রাগুক্ত

শাহী খান্দানের সদস্য ও যিম্মীদের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠা করেন। একবার হিশাম ইবন 'আবদিল মালিক এক খৃস্টানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। এজলাসে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয দু'জনকে এক স্থানে পাশাপাশি দাঁড় করান। হিশাম আত্ম-অহমিকার কারণে খৃস্টান লোকটিকে শক্ত কথা বলেন। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তাকে ধমক দেন এবং শাস্তি দানের হুমকি দেন।

একবার তাঁর শ্যালক মাসলামা ইবন 'আবদিল মালিক ও দায়রে ইসহাকের কিছু যিম্মী বাদী-বিবাদী হিসেবে খলীফার দরবারে উপস্থিত হয়। মাসলামা একদিকে রাজ পরিবারের সদস্য অন্যদিকে খোদ খলীফার নিকট আত্মীয়। তাই দরবারে ঢুকেই গালিচার উপর গিয়ে বসে পড়েন। অপরদিকে বাদী বেচারা যিম্মীগণ ঠাঁয় দাড়িয়ে থাকে। ব্যাপারটি খলীফা 'উমারের দৃষ্টিতে পড়তেই মাসলামাকে লক্ষ্য করে বলে ওঠেন! এমন হতে পারে না। যদি তোমার প্রতিপক্ষের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকতে অপমান বোধ কর তাহলে কাউকে উকিল নিয়োগ করতে পার। মাসলামা তাই করেন। বিচারে খলীফা যিম্মীদের পক্ষে রায় দেন।

জনগণের আয় ও সচ্ছলতা বৃদ্ধি

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) এ এক বড় বরকত যে, অবৈধ আয়ের সকল উৎস বন্ধ এবং ব্যয়ের কল্যাণমূলক খাতের বৃদ্ধি সত্ত্বেও বায়তুল মালের উপর তেমন বিশেষ কোন প্রভাব পড়েনি। বরং কোন কোন প্রদেশের রাজস্ব আয় বিস্ময়করভাবে বেড়ে যায়। ইরাকের আয় হাজ্জাজের জুলুম-অত্যাচারের সময়ের চেয়েও বেড়ে যায়।

জুলুম-অত্যাচার বন্ধকরণ, বেআইনী ট্যাক্স-কর রহিতকরণ, যিম্মীদের সাথে সদাচরণ এবং ব্যাপক দান-খায়রাত সত্ত্বেও দেশের আর্থিক অবস্থার দারুণ উন্নতি ঘটে এবং জনসাধারণের সচ্ছলতাও বৃদ্ধি পায়। দেশের কোথাও অভাব ও দারিদ্র্যের কোন চিহ্ন অবশিষ্ট ছিল না। মুহাজির ইবন ইয়াযীদ বর্ণনা করেছেন যে, আমরা যাকাতের অর্থ বণ্টন করতাম। দেখতাম, এ বছর যারা যাকাত নিচ্ছে পরের বছর তারাই অন্যকে যাকাত দিচ্ছে।

হযরত যায়দ ইবন আল-খাত্তাবের (রা) বংশধরদের একজন বলেন :[১৯১]

إنما وَلِى عمر بن عبد العزيز سنتين ونصفًا، فذلك ثلاثــون شـهرًا، فمـا مـات حتـى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم فيقول : اجعلوا هذا حيث ترون فـي الفقـراء، فمـا يبرح بماله يتذكر من يضعه فيهم فما يجده،فيرجع بماله، قد أغنـى عمـر بـن عبـد العزيز الناس.

---

১৯১. ইবনুল জাওযী-১২৮; রিজালুল ফিক্‌র ওয়াদ দা'ওয়া-১/৫৮

"'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) মাত্র আড়াইবছর খিলাফতের দায়িত্ব পালনের সুযোগ পান। এ স্বল্প সময়ে অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়ায় যে, মানুষ স্থানীয় কর্মকর্তাদের নিকট তাদের যাকাতের অর্থ নিয়ে আসতো ফকীর-মিসকনদের মধ্যে বন্টনের জন্য। কিন্তু কোন প্রার্থীকে পাওয়া যেত না। ফলে সে অর্থ ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হতো। তাঁর সময়ে মানুষের আর্থিক সচ্ছলতা এত বৃদ্ধি পায় যে, কোথাও কোন অভাবী মানুষ ছিল না।"

ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ বলেন :[১৯২]

بعثني عمر بن عبد العزيز على صدقات إفريقية فاقتضيتها، وطلبت فقراء نعطيها فلم نجدبها فقيرا، ولم نجد من يأخذها مني، قد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس، فاشتريت بها رقابا فاعتقتهم، وولاؤهم للمسلمين.

"'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) আমাকে যাকাত আদায় ও বন্টনের জন্য আফ্রিকায় পাঠালেন। আমরা যাকাত আদায় করলাম, তারপর বন্টনের জন্য গরীব-মিসকীন খোঁজাখুঁজি করলাম। কিন্তু কোথাও কোন ফকীর-মিসকীন পেলাম না। আমাদের নিকট থেকে সে অর্থ নেওয়ার মত কাউকে পেলাম না। অগত্যা সে অর্থ দিয়ে কিছু দাস ক্রয় করে মুক্ত করে দিলাম এই শর্তে যে, তাদের وَلَاءٌ বা উত্তরাধিকার পাবে মুসলিম উম্মাহ্।"

তাঁর সময়ে জনগণের সচ্ছলতা এত পরিমাণ বৃদ্ধি পায় যে, মানুষের মধ্যে গর্ব ও অহঙ্কার সৃষ্টি হওয়ার মারাত্মক সম্ভাবনা দেখা দেয়। তাই 'আদী ইবন আরতাত খলীফাকে লিখলেন, বসরাবাসী এত বেশী সচ্ছল হয়েছে যে, আমার আশঙ্কা হয় গর্ব-অহঙ্কারে লিপ্ত হয়ে না পড়ে। তিনি জবাব দিলেন, আল্লাহ যখন জান্নাতবাসীকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন তখন নির্দেশ দিবেন তারা যেন বলে– আল-হামদু লিল্লাহ। তাই আপনারাও তাদেরকে আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করার নির্দেশ দিন।[১৯৩]

একবার মদীনা থেকে এক ব্যক্তি 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের নিকট আসলো। তিনি মদীনাবাসীদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। এক পর্যায়ে বললেন, সেই হত-দরিদ্র লোকগুলোর এখন কি অবস্থা যারা অমুক অমুক স্থানে বসতো? লোকটি বললো, এখন তারা সেখানে আর বসে না। আল্লাহ তাদেরকে অভাবমুক্ত করেছেন। উল্লেখ্য যে, এই দরিদ্র লোকগুলো পথের ধারে বসে বাইরে থেকে আগত লোকদের নিকট টোটকা ঔষধ বিক্রী করতো। কিন্তু 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের খিলাফতকালে যখন তাদের নিকট সেই ঔষধ চাওয়া হলো তখন তারা জানালো 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের দান ও অনুগ্রহ আমাদেরকে এই অবস্থা থেকে মুক্তি দিয়েছে।[১৯৪]

---

১৯২. ইবনুল জাওযী-৬৯; আ'জামু 'উজামা' আল-ইসলাম-১৪৭

১৯৩. তাবাকাত-৫/২৮২

১৯৪. ইবনুল জাওযী-৭৬

জনসাধারণের অর্থনৈতিক সচ্ছলতার উপরের চিত্রগুলো সামনে রাখলে সঙ্গত কারণে সকলের মনে একটি প্রশ্নের উদয় হয়। আর সেই প্রশ্নটি হলো, এই সচ্ছলতার পিছনে কি কি কারণ কাজ করেছে? আমরা বলবো সেই কারণগুলো খোঁজার জন্য বেশী শ্রম ব্যয় করার প্রয়োজন নেই। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের জীবন-ইতিহাসের যে কোন একটি অধ্যায় পাঠ করলেই সেই কারণগুলো দৃষ্টিগোচর হবে। এখানে বিশেষ কয়েকটি কারণ সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

১. ইসলামী খিলাফতে দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নির্ভর করতো সম্পূর্ণ বায়তুল মালের উপর। খলীফা 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয দেশের সকল নাগরিকের জন্য বায়তুল মালের দরজা খুলে দেন। ধনী-গরীব সকলে সমানভাবে তার থেকে উপকার লাভ করতো। যেমন একবার এক ব্যক্তিকে রাক্কায় অর্থ বণ্টনের জন্য পাঠাতে চাইলেন। সে বললো, আপনি আমাকে এমন এক স্থানে পাঠাচ্ছেন যেখানে আমি কাউকে চিনিনে। সেখানে তো ধনী-গরীব সব ধরনের লোক আছে। বললেন : যে কেউ তোমার সামনে হাত বাড়াবে তাকে দিবে।[১৯৫]

রাষ্ট্রের সকল পঙ্গু-অক্ষমদের জন্য ভাতা নির্ধারণ করেন এবং অত্যন্ত কঠোরভাবে তা চালু রাখেন। এ ক্ষেত্রে কোন কর্মচারী-কর্মকর্তা কোন রকম গাফলতি দেখালে তাকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করতেন। একবার দিমাশকের বায়তুল মাল থেকে একজন পঙ্গুর ভাতা নির্ধারণ করা হলে একজন কর্মকর্তা মন্তব্য করে, এদের ভাতা দেওয়া যেতে পারে, তবে তা সুস্থ ব্যক্তিদের সমান নয়। একথা খলীফা 'উমারের কানে গেলে তাকে ভীষণ তিরস্কার করেন।[১৯৬]

দেশের যত মুসলিম শিশু ছিল তাদের প্রত্যেকের জন্য ভাতা চালু করেন। মুহাম্মাদ ইবন 'উমার বলেন, আমি হিজরী ১০০ সনে জন্মগ্রহণ করি। জন্মের পর ধাত্রী আমাকে আবূ বকর ইবন হাযমের নিকট নিয়ে যায়। তিনি আমাকে এক দীনার ভাতা দেন। হায়ছাম ইবন ওয়াকিদ বলেন, আমার জন্ম হয় হিজরী ৯৭ সনে। এরপর 'উমার খলীফা হন। তাঁর খিলাফতকালে আমি বছরে তিন দীনার ভাতা পেতাম। এ ভাতা সকল স্তরের মানুষ সমানভাবে লাভ করতো। যারা আভিজাত্যের অহমিকায় বিভোর ছিল তারা এখন সমতা দেখে তাঁর থেকে দূরে সরে যায়। আরব-অনারব সকলের ভাতায় সমতা ছিল। কেবল মুক্তিপ্রাপ্ত দাসদের কিছু পার্থক্য ছিল। তারা পেত ২৫ দিরহাম।[১৯৭]

মাঝে মাঝে অতিরিক্ত ভাতাও দেওয়া হতো। একবার দশ দীনার, মতান্তরে দশ দিরহাম করে আরব-অনারব সকলকে অতিরিক্ত ভাতা প্রদান করা হয়। এতে তারা দারুণ উপকার লাভ করে।

এমন উদার কর্মপদ্ধতি গ্রহণের ফলে বায়তুল মালের উপর ভীষণ চাপ পড়ে। কিছু

---

১৯৫. যুরকানী, শারহু মুওয়াত্তা-৪/২৩৭

১৯৬. তাবাকাত-৫/২৮১

১৯৭. প্রাগুক্ত-৫/২৫৪, ২৫৫, ২৭৭

কর্মকর্তা সেদিকে খলীফার দৃষ্টি আকর্ষণও করে। কিন্তু তিনি তাদের পরামর্শে কর্ণপাত করেননি। তিনি তাদেরকে লেখেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত অর্থ আছে দিতে থাক। যখন কিছুই থাকবে না তখন খড়-কুটো দিয়ে বায়তুল মাল ভরে দাও।[১৯৮]

ভাতা ও সাহায্য কর্মসূচী ছাড়াও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া মানুষের সাহায্যের জন্য বিভিন্ন পন্থা-পদ্ধতি চালু করেন। যেমন :

(ক) একটি সাধারণ লঙ্গরখানা চালু করেন, সেখান থেকে দুঃস্থ মানুষদের খাবার সরবরাহ করা হতো।

(খ) প্রত্যেকটি মানুষের জন্য সমান পরিমাণ খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হতো।

(গ) গরীব মানুষদের নিকট কোন জাল ও অচল মুদ্রা থাকলে তা বদল করে চালু মুদ্রা প্রদানের নির্দেশ দেন।

(ঘ) বায়তুল মাল থেকে ঋণগ্রস্তদের ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করা হয়।

(ঙ) জেল-বন্দীদের ভাতা চালু করেন।

(চ) কোন অপরাধ বা অন্য কোন কারণে যে সকল লোকের ভাতা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তাদের সকল বকেয়া ভাতা প্রদান করেন।

২. পূর্ববর্তী খলীফাদের সময়ে দেশের অভাব ও দারিদ্র্যের একটা বড় কারণ এই ছিল যে, খলীফা ও সরকারী কর্মকর্তারা সাধারণ নাগরিকের অর্থ-সম্পদ জোর করে হাতিয়ে নিত। চিরদিনের জন্য তা তাদের মালিকানায় পরিণত হতো। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয এ জাতীয় সকল সম্পদ তার প্রকৃত মালিককে ফেরত দেন। এমনকি এই কর্মকাণ্ডে বায়তুল মাল থেকেও অর্থ প্রদান করেন। তাঁর কর্মচারী-কর্মকর্তাদের মধ্যে কেউ অন্য কারো সম্পদ আত্মসাৎ করেছে বলে তিনি যদি জানতে পেতেন তাহলে সাথে সাথে তা ফেরৎ দানের কঠোর ব্যবস্থা করেছেন। একবার এক ব্যক্তি তাঁর নিকট অভিযোগ করে যে, আযারবায়জানের গভর্ণর অন্যায়ভাবে তার নিকট থেকে বারো হাজার দিরহাম নিয়ে বায়তুল মালে জমা দিয়েছে। তিনি তক্ষুণি এই অর্থ ফেরত দানের নির্দেশ দেন। একবার এক ব্যক্তি এসে অভিযোগ করলো যে, রাজকীয় সেনাবাহিনীর গমনাগমনের কারণে তার একটি কৃষি ক্ষেত একেবারে বিনষ্ট হয়ে গেছে। তিনি তাকে দশ হাজার দিরহাম ক্ষতিপূরণ দেন।

৩. বায়তুল মাল থেকে জনসাধারণ যা কিছু লাভ করতো তা দানের ক্ষেত্রে তো যথেষ্ট উদারতা ছিল, কিন্তু মানুষের নিকট থেকে আদায়কৃত যে অর্থ বায়তুল মালে জমা হতো তার মধ্যে অনেক অর্থকে তিনি অবৈধ বলে ঘোষণা দেন। যাকাত খাতে পূর্বে অতিরিক্ত যা কিছু আদায় করা হতো তা তিনি মওকুফ করে দেন।

একবার তাঁর এক যাকাত আদায়কারী ফিরে এলে তিনি আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ জানতে চান। সে পরিমাণ জানালে তিনি আবার জানতে চান তোমার পূর্বে কত আদায়

---

১৯৮. ইবনুল জাওযী-৮৫

হতো? সে বেশী পরিমাণের কথা বললো। তিনি বললেন, এই অতিরিক্ত অর্থ কোথা থেকে এবং কিভাবে আদায় হতো? বলা হলো, আমীরুল মু'মিনীন! পূর্বে ঘোড়া প্রতি এক দীনার, দাস প্রতি এক দীনার এবং জমির একর প্রতি পাঁচ দিরহাম আদায় করা হতো। কিন্তু আপনি তো এসব মওকুফ করে দিয়েছেন। তিনি বললেন, আমি নই, আল্লাহ্ মাফ করে দিয়েছেন।[১৯৯]

খাজনা আদায়ের ব্যাপারে যাতে কোন রকম অবৈধ পন্থা অবলম্বন করা না হয় সে ব্যাপারে তিনি কঠোর নির্দেশ দেন। তিনি মায়মূন ইবন মিহ্‌রানকে লেখা একটি পত্রে লেখেন, আমি বিচার-ফায়সালা, খাজনা ও জিযিয়া আদায়ে আপনাকে বাড়াবাড়ি করার জন্য বাধ্য করিনি। যা কিছু আদায় করবেন হালাল সম্পদ থেকে আদায় করবেন এবং মুসলমানদের জন্য কেবল হালাল ও পবিত্র সম্পদ জমা করবেন।[২০০]

যদি কখনো জানতে পারতেন যে, খাজনা-ট্যাক্স আদায়ে কোথাও অন্যায় ও অবৈধ পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে, সাথে সাথে তা কঠোরভাবে বন্ধ করার নির্দেশ দিতেন এবং তদন্তের জন্য তদন্তকারী দল পাঠাতেন। যেমন একবার ইরানে ফল ক্রয়-বিক্রয় ও 'উশর আদায়ের ব্যাপারে ঘটেছিল এবং তিনি একটি তদন্তকারী দল পাঠিয়েছিলেন।

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের পূর্ববর্তী খলীফাগণ যিম্মীদের নিকট থেকে অস্বাভাবিক কঠোরতার সাথে জিযিয়া আদায় করতেন। এ কারণে ফল ও শস্য পাকা ও কাটার মওসুমে তারা কম মূল্যে উৎপাদিত ফল ও শস্য বিক্রী করে জিযিয়া পরিশোধ করে নানা বিড়ম্বনার হাত থেকে রেহাই পেত। এ ক্ষেত্রে 'উমার তাদেরকে যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা দান করেন। এ কারণে তাঁর সময়ে উৎপাদিত শস্যের মূল্য কিছুটা বৃদ্ধি পায়।[২০১] কিন্তু এতে যিম্মীদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটে।

এখন তাঁর সময়ে দেশের সার্বিক আর্থিক সচ্ছলতা ও উন্নতির কারণসমূহের উপর সার্বিকভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে বায়তুল মালের সকল অর্থ জনগণের জন্য ব্যয় হচ্ছে, সকল শ্রেণীর জনগণ ভাতা পাচ্ছে, পঙ্গু, অক্ষম, বৃদ্ধ, শিশু, আরব, অনারব সকলে সমান সুবিধা লাভ করছে। বেতন-ভাতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, লঙ্গরখানায় খাবার পাচ্ছে, রেশনে সবাই খাদ্যশস্য লাভ করছে, গরীব-দুঃস্থদের হাতে আসা অচল মুদ্রা বায়তুল মাল থেকে বদলে দেওয়া হচ্ছে, জনসাধারণের জোর-জবরদস্তী দখলকৃত সম্পদ তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, বায়তুল মাল থেকে তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে, বিভিন্ন ধরনের অতিরিক্ত ট্যাক্স মওকুফ করা হচ্ছে, জিযিয়া-খাজনার বোঝা লাঘব হচ্ছে এবং তা আদায়ের পদ্ধতিও সহজ করা হচ্ছে, দেশের উৎপাদিত শস্যের মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে– এসব দ্বারা বুঝা যায়, যে দেশ, যে জাতি এবং যে রাষ্ট্র ও সরকারে এ সকল বৈশিষ্ট্য থাকবে সেখানে অবশ্যই শান্তি, প্রগতি ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বিদ্যমান থাকবে। 'উমার ইবন

---

১৯৯. তাবাকাত-৫/২৭৭
২০০. ইবনুল জাওযী-৯৫
২০১. কিতাবুল খারাজ-৭৬

'আবদিল 'আযীযের খিলাফতকালে উপরে উল্লেখিত কারণ ও বৈশিষ্ট্যসমূহের সমাবেশ ঘটেছিল। আর তাই ইমাম আল-বায়হাকীর ধারণা মতে রাসূলুল্লাহর (সা) ভবিষ্যদ্বাণীর উদ্দিষ্ট ব্যক্তি তিনিই।

এখানে হযরত রাসূলে কারীমের (সা) সেই বিখ্যাত ভবিষ্যদ্বাণীটি উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। একদিন তিনি হযরত 'আদী ইবন হাতিমের (রা) সাথে কথা বলেন এভাবে :

ياعدى هل رأيت الحيرة قلت لم أرها وقد أنبئت عنها قال فان طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لاتخاف أحدًا إلا الله... ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى... ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء أكفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلايجد أحدا يقبله منه.

"ওহে 'আদী! তুমি কি হীরা দেখেছো? 'আদী বললেন : দেখিনি, তবে হীরার কথা শুনেছি। রাসূল (সা) বললেন : তুমি যদি আরো কিছু দিন জীবিত থাক তাহলে দেখবে উটের পিঠে হাওদা-নশীন একজন মহিলা একাকী হীরা থেকে সফর করে মক্কায় আসবে এবং কা'বা তাওয়াফ করবে। এই সফরে এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন কিছুর ভয় তার থাকবে না।... তুমি যদি আরো কিছু দিন জীবিত থাক তাহলে দেখবে যে, (শাহেন শাহে ইরান) কিসরার ধন ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।... তুমি যদি আরো কিছু দিন বেঁচে থাক তাহলে দেখবে, এক ব্যক্তি তার দু'হাত ভরে সোনা-চান্দি নিয়ে এমন মানুষের খোঁজে বের হবে যে তা গ্রহণ করে। কিন্তু সে কোন গ্রহণকারীকে পাবে না।"

'আদী ইবন হাতিমের জীবনকালে প্রথম দু'টি ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা প্রত্যক্ষ করে গেছেন। তৃতীয়টি দেখে যাওয়ার সুযোগ পাননি। তৃতীয়টি কবে বাস্তবায়িত হবে সে সম্পর্কে হাদীছ বিশারদদের মতপার্থক্য হয়েছে। অনেকের ধারণা, সেটা হবে হযরত 'ঈসার (আ) পুনঃ আবির্ভাবের পরে। কিন্তু ইমাম আল-বায়হাকীর (রহ) বিশ্বাস, হযরত রাসূলে কারীমের (সা) তৃতীয় ভবিষ্যদ্বাণীটিও 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের খিলাফতকালে বাস্তবায়িত হয়েছে। কারণ, তাঁর সময়ে জনসাধারণের আর্থিক সচ্ছলতা এত বৃদ্ধি পায় যে, যাকাত-সাদাকার অর্থ গ্রহণ করার মত মানুষ খুঁজে পাওয়া যেত না। ইবন হাজার আল-'আসকিলানী (রহ) বায়হাকীর মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ, রাসূল (সা) 'আদী ইবন হাতিমকে (রা) বলেন :

"لئن طالت بك حياة – যদি তুমি আরো কিছু দিন জীবিত থাক।" 'ঈসার (আ) আবির্ভাব পর্যন্ত কোনভাবেই তাঁর জীবিত থাকা সম্ভব ছিল না। তাই তাঁর জীবন কালের নিকটবর্তী 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের সময়কালকে তিনি বুঝিয়েছেন।[২০২]

---

২০২. ফাতহুল বারী-৬/৪৫১

ইসলামী শরী'আতের পুনরুজ্জীবন

হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) একজন সাচ্চা ঈমানদার মুসলমান ছিলেন। এ কারণে তাঁর যাবতীয় সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড দীনী খিদমতের আওতাভুক্ত। তবে একান্তই দীনী খিদমতমূলক বহু কাজ তিনি করেছেন। পূর্ববর্তী উমাইয়্যা খলীফাদের উদাসীনতার ফলে ইসলামী শরী'আতের অনেক কিছুই নিস্প্রাণ হয়ে পড়েছিল, তিনি তাতে নতুন প্রাণ সঞ্চার করেন, ইসলামী শরী'আত থেকে বিচ্যুৎ সবকিছু আবার সীরাতে মুস্তাকীমে নিয়ে আসেন। আঞ্চলিক কর্মকর্তাদের নামে যে সকল নির্দেশনামা পাঠাতেন তাতে ইসলামী শরী'আতকে জীবিত এবং যাবতীয় বিদ'আত দূর করার তাকীদ থাকতো।

হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) পূর্ব পর্যন্ত উমাইয়্যা খলীফাগণ কেবল শাসকই ছিলেন। জনসাধারণের আমল-আখলাকের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার ফুরসুৎ যেমন তাঁদের ছিল না, তেমনি ছিল না এর কোন যোগ্যতাও। এমনকি তখন খলীফাগণ মানুষকে ধর্মীয় উপদেশ ও পরামর্শ দান করবেন এবং তাদের আদব-আখলাক ও আচার-আচরণ দেখাশুনা করবেন, এমন চিন্তাও কেউ করতো না। তখন মনে করা হতো এ কাজ কেবল 'উলামা ও মুহাদ্দিছীন কিরামই করবেন। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয এমন ধারণার অবসান ঘটান এবং নিজেকে প্রকৃত খলীফা প্রমাণ করেন। খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করতেই খিলাফতের সামরিক-বেসামরিক আমলা ও কর্মকর্তাদের নিকট যে সকল চিঠি ও ফরমান পাঠান তা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক হওয়ার তুলনায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ধর্মীয়, নৈতিক ও চারিত্রিক বিষয় সম্পর্কিত ছিল। তাতে রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনার প্রাণসত্তার চেয়ে পরামর্শ ও উপদেশের রূপই প্রধান হয়ে ফুটে উঠতো। কোন কোন পত্রে তিনি নুবুওয়াত ও খিলাফতে রাশেদার আমলের ইসলামী যিন্দেগী ও সমাজের চিত্র অংকন করেছেন এবং বিশ্লেষণ করেছেন ইসলামের অর্থ ব্যবস্থাপনা ও রাষ্ট্র পরিচালন পদ্ধতির। কোন কোন পত্রে তিনি সামরিক কর্মকর্তাদের সময় মত সালাত কায়েম করতে, সময় মত হচ্ছে কিনা তা তদারক করতে এবং ইলমের প্রচার-প্রসার ও শিক্ষা কেন্দ্রের রক্ষণাবেক্ষণে তৎপর হতে তাকীদ দিয়েছেন।

আমলাদেরকে তিনি তাকওয়া ও শরী'আতের আনুগত্যের অসীয়াত করেছেন, নিজ নিজ এলাকায় ইসলামের দা'ওয়াত ও তাবলীগের ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন এবং এ কাজকেই রাসূলের (সা) রিসালাত ও ইসলামের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বলে উল্লেখ করেছেন। জনসাধারণকে সৎ কাজের আদেশ দান এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখার জন্যেও তিনি আমলাদের তাকীদ দিয়েছেন। এই অপরিহার্য দায়িত্ব পালনে অসতর্কতা দেখালে কি ক্ষতি হবে এবং এর কি পরিণতি হবে তা তিনি সকলকে বুঝিয়ে বলেছেন। একটি চিঠিতে তিনি বলেন :[২০৩]

---

২০৩. ইবনুল জাওযী, ১৬৮; রিজালুল ফিক্‌র ওয়াদ দা'ওয়া-১/৪৮

إنه قد بلغنى أنه قد كثر الفجور فيكم، أمنَ الفساق فى مداينكم، وجاهروا من المحارم بأمر لايحب اللهُ من فعله، ولا يرضى المداهنة عليه، كان لا يُظهر مثله فى علانيته قوم يرجون لله وقارا ويخافون منه غيرًا، وهم الأعزون الأكثرون من أهل الفجور، وليس بذلك أمرُ سلفكم، ولا بذلك تمت نعمة الله عليهم.

'আমি জেনেছি আপনাদের ওখানে পাপ কর্ম বেড়ে গেছে, আপনাদের শহরগুলোতে পাপীরা নিরাপদ হয়ে গেছে। তারা এমন সব নিষিদ্ধ কাজ প্রকাশ্যে করছে, যা কেউ করলে আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন না। যে জাতি বা সম্প্রদায় আল্লাহর নিকট চায় ও তাকে ভয় করে তারা এমন কাজ প্রকাশ্যে করতে পারে না। অথচ এই পাপাচারীরা খুবই সম্মানীয় ও সংখ্যাধিক্য। এটা আপনাদের পূর্ববর্তীদের কাজ ছিল না। আর না এর জন্য তাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ পূর্ণতা লাভ করেছিল।'

কোন কোন চিঠিতে তিনি শাস্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বনের উপদেশ এবং ইসলামের শাস্তির বিধানের ব্যাখ্যা দেন। তিনি নারীদের উচ্চস্বরে বিলাপ ও মাতম করা এবং তাদের জানাযায় যোগদান নিষিদ্ধ করেন এবং হিজাবের ব্যাপারে তাকীদ দেন। তখন মানুষ নাবীয অর্থাৎ খেজুর ভিজানো পানি পানের ব্যাপারে খুবই উদার হয়ে যায়। এমনকি অনেক সময় তা নেশা জাতীয় পানীয়ের পর্যায়ে চলে যেত। সমাজে এই নাবীয পানের ব্যাপক প্রসার ঘটে। ফলে মদ জাতীয় দ্রব্যের ব্যাপক প্রচলনে সমাজে যে সকল অপকর্ম ও অশ্লীলতার প্রসার ঘটে, এই নাবীয পানের ফলে সমাজে একই রকম প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) অতি সূক্ষ্মভাবে তা প্রত্যক্ষ করেন। তাই তিনি যাবতীয় মদ জাতীয় পানীয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তিনি 'আদী ইবন আরতাতকে একটি বিশেষ চিঠিতে লেখেন :

"ولَعمرى إن ما قرب إلى الخمر فى مطعم أو مشرب أو غير ذلك يتقى."

'আমার জীবনের শপথ! যে সকল খাবার, অথবা পানীয় অথবা এ জাতীয় অন্য কিছু মদের কাছাকাছি পৌঁছে তা অবশ্যই পরিহারযোগ্য।'

তিনি মনে করেন, নাবীযকে মুসলিম সমাজে এমন ব্যাপকভাবে প্রচলন করার পিছনে ইহুদী-নাসারাদের হাত আছে। এর মাধ্যমে মুসলমানদেরকে মাদকাসক্তির দিকে নিয়ে যেতে চায়, অন্যদিকে তাদের অর্থও হাতিয়ে নিয়ে লাভবান হতে চায়। তারপর তিনি সেই চিঠিতে একজন জ্ঞানী ও দরদী অভিভাবকের মত লেখেন :[২০৪]

إن الله قد جعل عن الخمور والمسكرات غنًى فى المشروبات الجائزة السائغة، فما يحمل المسلمين على هذاالإثم؟ فإن الله جعل عنه غنًى وسعة، من الماء الفرات، ومن

---

২০৪. ইবনুল জাওযী, ১০২; রিজালুল ফিক্‌র ওয়াদ দা'ওয়া-১/৪৯

الأشربة التى ليس فى الأنفس منها حاجةً من العسل واللبن والسويق ولانبيذ من الزبيب والتمر.

"আল্লাহ্ বৈধ সুমিষ্ট পানীয়ের মাধ্যমে মানুষকে যাবতীয় মদ ও নেশা জাতীয় পানীয় থেকে মুখাপেক্ষীহীন করেছেন। তাহলে মুসলমানরা কেন এ পাপ কাজ করবে? আল্লাহ তা'আলা এর থেকে অভাব মুক্তি ও প্রশস্ততা দান করেছেন সুমিষ্ট পানি দ্বারা এবং মধু, দুধ, ছাতু এবং কিসমিস ও খেজুরের নাবীযের দ্বারা। সুতরাং ঐ সমস্ত পানীয়ের কোন প্রয়োজন নেই।" নাবীযের ব্যাপারে স্বীয় দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে তিনি বিভিন্ন শহরের অধিবাসীদের নিকট একটি দীর্ঘ পত্র লেখেন।[২০৫]

সমাজ থেকে মদপান সম্পূর্ণ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে তিনি যে সকল কর্মপন্থা গ্রহণ করেন তা সংক্ষেপে এরূপ :

১. কোন যিম্মী যাতে কোন মুসলমান অধ্যুষিত শহরে মদ আনতে না পারে সে ব্যাপারে সকল আঞ্চলিক কর্মকর্তাদেরকে লিখিত নির্দেশ দেন।

২. মদ ক্রয়-বিক্রয়ের দোকান ও মদের আড্ডাখানা ভেঙ্গে মাটির সাথে মিশিয়ে দেন।

৩. মদ্যপায়ীকে শরী'আতের বিধান মত কঠোর শাস্তি দিতেন।

মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় মদ নিয়ে প্রবেশের ব্যাপারে অমুসলিমদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। এরপরেও মদ ভর্তি যে সকল বোতল, মশক ও মটকা অবশিষ্ট ছিল তা ভেঙ্গে অথবা ফেড়ে ফেলার নির্দেশ দেন। হারূন ইবন মুহাম্মাদ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন :[২০৬]

رأيت عمر بن عبد العزيز بخُناصِرَة يأمر بزقاق الخمر أن تشقق وبالقوارير أن تُكسَّرَ.

'আমি 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযকে খুনাসিরায় মদের মশক ফেঁড়ে ফেলার এবং মদের বোতল ভেঙ্গে চুরমার করার নির্দেশ দিতে দেখেছি।'

একই সনদে ইবন সা'দ বর্ণনা করেছেন :[২০৭]

كتب عمر فى خلافته أن لا يدخل أهل الذمة بالخمر أمصار المسلمين.

'উমার তাঁর খিলাফতকালে লেখেন যে, কোন যিম্মী যেন মদ নিয়ে মুসলমানদের শহরে প্রবেশ না করে।'

তিনি অতিথি সেবা ও প্রতিবেশীর অধিকারের প্রতি সকলকে মনোযোগী হওয়ার নির্দেশ দেন। পুরুষদের নগ্ন অবস্থায়, নারী-পুরুষের এক সাথে হাম্মামে প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। রাসূলুল্লাহর (সা) এ হাদীছটি লিখে খিলাফতের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠান :

---

২০৫. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৬/৩৫৯-৩৬০
২০৬. তাবাকাত-৫/৩৬৯; কিতাবু উলাতি মিসর-৬৮
২০৭. তাবাকাত-৫/৩৬৫

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمّام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من نسائكم فلا تدخل الحمّام.

'যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও শেষ বিচারের দিনের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন তার অতিথিকে সম্মান করে। যে আল্লাহ্ ও শেষ বিচারের দিনের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন তার প্রতিবেশীকে সম্মান করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও শেষ বিচারের দিনের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন লুঙ্গি না পরে হাম্মামে না যায়। আর তোমাদের নারীদের মধ্যে যে আল্লাহ্ ও শেষ বিচারের দিনের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন (গণ) হাম্মামে প্রবেশ না করে।'

ইবন সা'দ বর্ণনা করেছেন 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয খিলাফতের বিভিন্ন অঞ্চলে নিম্নের কথাগুলো লিখে পাঠান :

لا يدخل الحمّام من الرجال إلا بمئزر، ولا تدخله النساء رأساً.

'লুঙ্গি পরা অবস্থায় ছাড়া কোন পুরুষ হাম্মামে প্রবেশ করবে না। আর মহিলারা একেবারেই হাম্মামে ঢুকবে না।'

উমামা ইবন যায়দ ইবন আসলাম বলেন : লুঙ্গি পরা ছাড়া কেউ হাম্মামে প্রবেশ করবে না- যখন আমাদের নিকট 'উমারের এ নির্দেশ আসলো, তখন আমরা বহু হাম্মাম মালিক ও হাম্মামে প্রবেশকারীকে শাস্তি ভোগ করতে দেখেছি। আমি 'উমারের এ ফরমানও পাঠ করে শোনাতে দেখেছি :

استقبلوا بذبائحكم القبلة.

'তোমরা তোমাদের পশু কিবলামুখী করে জবাই করবে।' নাফি' ইবন জুবাইর তখন আমার পাশে ছিলেন। আমি তাঁর দিকে তাকালে তিনি মন্তব্য করেন : এটা কেউ ভুল করে?[২০৮] উল্লেখ্য যে, হাম্মাম বলতে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য নির্মিত হাম্মাম বা গোসলখানা বুঝানো হয়েছে।

এভাবে তিনি যেমন নিজে ইসলামের সকল বিধি-বিধান পূর্ণরূপে পালন করতেন তেমনিভাবে জনসাধারণকে তা যথাযথভাবে পালন করার জন্য কঠোরভাবে নির্দেশ দিতেন এবং তা পালিত হচ্ছে কিনা তা তদারকিও করতেন।

জাহিলী যুগের রীতিতে মৈত্রী চুক্তি বন্ধকরণ

জাহিলী যুগে চুক্তির মাধ্যমে এক গোত্র অন্য কোন গোত্রের এবং এক ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির মিত্রে পরিণত হতো। অতঃপর ন্যায়-অন্যায়, সত্য-অসত্যে সকল ক্ষেত্রে একে অপরকে সমর্থন ও সহায়তা করতো। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয অবগত হলেন যে, কোন কোন গোত্র নেতা এবং কিছু নব্য ধনিক ব্যক্তি জাহিলী যুগের সেই মৈত্রী

---

২০৮. প্রাগুক্ত-৫/৩৭৫; আল-হাকেম, আল-মুসতাদরিক-৪/২৮৯

পুনরুজ্জীবিত করেছে। তারা যুদ্ধ, ঝগড়া-বিবাদ তথা প্রতিটি প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে-

يا بنى فلان! يا المضر!

'ওহে অমুক গোত্র অথবা ওহে মুদার গোত্র! তোমরা তোমাদের মিত্রদের সাহায্যে এগিয়ে এসো'- এ ধরনের জাহিলী যুগের সম্বোধনমূলক ধ্বনি উচ্চারণ করতে শুরু করেছে। আর এ কাজ ছিল ইসলামের সম্পর্ক, ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক রীতি ও ব্যবস্থাপনার বিপরীত একটি জাহিলী রীতি, ব্যবস্থাপনা ও প্রথার পুনরুজ্জীবন। এতে ছিল বহু বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলার পূর্বাভাষ। পূর্ববর্তী উমাইয়্যা শাসকরা সম্ভবত অসৎ রাজনৈতিক সুবিধা হাসিলের কু-মতলবে এ জাহিলী প্রথার পুনরুজ্জীবনে প্রশ্রয় দিত। কিন্তু 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) এর বিপদের দিকটি ভালোভাবে উপলব্ধি করেন এবং এর প্রতিবিধানের ব্যাপারে স্থায়ী নির্দেশ জারি করেন। তিনি খিলাফতের একজন উচ্চপদস্থ আমলা দাহ্হাক ইবন 'আবদির রহ্মানকে একটি দীর্ঘ পত্র লেখেন এবং তাতে মুসলিম সমাজকে সত্য-সঠিক পথের বিচ্যুতি থেকে রক্ষার জন্য অনেক দিক নির্দেশনামূলক পরামর্শ দান করেন। তাতে তিনি মৈত্রী চুক্তির প্রসঙ্গটি উথাপন করেন। তিনি লেখেন :[২০৯]

وذكرلى أن رجالاً من أولئك يتحاربون إلى مضـر وإلى اليمـن، يزعمـون أنـهم ولايـة على سواهم، وسبحان الله وبحمده ما أبعدهم من شكر نعمة الله، وأقربهم من كل مهلكة ومذلة وصغر، قاتلهم الله أية منزلة نزلوا ومـن أى أمـان خرجـوا، أو بـأى أمر لصقوا، ولكن قد عرفت أن الشقى بنيَّته يشقى، وأن النار لم تخلق بـاطلا، او لم يسمعوا قول الله فى كتابه : إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بـين أخويكـم واتقـوا الله لعلكم ترحمون.

وقوله : اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا.

'আমাকে বলা হয়েছে যে, তাদের মধ্যে কিছু লোক যুদ্ধে মুদার ও য়ামনীদের সাহায্য ও সহায়তা কামনা করে থাকে। তাদের ধারণা, অন্যদের মুকাবিলায় তারাই তাদের একমাত্র সাহায্য ও সহায়তা দানকারী বন্ধু। আল্লাহর জন্যই সকল তাসবীহ ও হামদ। এটা অত্যন্ত জঘন্য ধরনের অকৃতজ্ঞতা এবং অনুগ্রহের অস্বীকৃতি। ধ্বংস ও লাঞ্ছনার কত না নিকটবর্তী হয়েছে তারা। তারা কি দেখছে না, কী অনুপম শান্তি ও নিরাপত্তা থেকে তারা নিজেদের বঞ্চিত করেছে এবং কেমন একটা নিকৃষ্ট কাজের সংগে জড়িত করেছে? এখন আমি ভালোভাবে বুঝতে পেরেছি যে, হতভাগা তার নিজের ইচ্ছাতেই হতভাগা হয়ে

---

২০৯. রিজালুল ফিক্র ওয়াদ দা'ওয়া-১/৫৩-৫৪

থাকে। আর জাহান্নামও অযথা সৃষ্টি করা হয়নি। ঐসব লোক কি আল্লাহর কালামে একথা শোনেনি : 'মু'মিনরা পরস্পর ভাই ভাই। অতএব তোমাদের ভাইদের পরস্পরের মধ্যে সন্ধি ও সমঝোতা স্থাপন কর এবং আল্লাহকে ভয় কর। এতে করে তোমরা আল্লাহর করুণা প্রাপ্ত হবে।'

তিনি আরো বলেছেন : আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য মনোনীত করলাম।'

তিনি দাহ্হাককে আরো লিখলেন :[২১০]

وقد ذكرلى مع ذلك أن رجالا يتداعون إلى الحلف، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلف وقال : "لاحلف فى الاسلام" قال وما كان من حلف فى الجاهلية فلم يزده الاسلام إلاشدة ـ فكان يرجو أحد من الفريقين حفظ حلفه الفاجر الآثم الذى فيه معصية الله ومعصية رسوله، وقد ترك الاسلام حين انخلع منه، وأنا أحذر كل من سمع كتابى هذا ومن بلغه، أن يتخذ غير الاسلام حصنا، أو دون الله ودون رسوله ودون المؤمنين وليجة،تحذيرا بعد تحذير، وأذكرهم تذكيرا بعد تذكير، وأشهد عليهم الذى هو أخذ بناصية كل دابّة، والذى هو أقرب إلى كل عبد من حبل الوريد.

'আমাকে বলা হয়েছে যে, কিছু লোক জাহিলী যুগের পারস্পরিক মিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার দিকে ঝুঁকে পড়েছে। অথচ রাসূল (সা) এরূপ মিত্রতা ও চুক্তিবদ্ধতা করতে বারণ করেছেন। তিনি বলেছেন : ইসলামে কোন অন্যায় মিত্রতা ও চুক্তিবদ্ধতা নেই। জাহিলী যুগে প্রতিটি চুক্তিবদ্ধ মিত্র অপর চুক্তিবদ্ধ মিত্রের নিকট এই আশা-ভরসা রাখতো যে, সে পারস্পরিক মৈত্রী চুক্তির হক আদায় করবে এবং তা পূরণ করবে– চাই কি তা জুলুম-সর্বস্ব হোক, অন্যায় হোক অথবা তাতে আল্লাহ ও রাসূলের (সা) অবমাননাই হোক। আমি সেইসব লোককে ভীতি প্রদর্শন করছি যারা আমার এই আহ্বান শুনবে এবং যাদের নিকট এই পত্র পৌঁছবে। তারা ইসলাম ছাড়া অন্য কোন আশ্রয় যেন না নেয় এবং আল্লাহ, তাঁর রাসূল (সা) মু'মিনদের পরিত্যাগ করে অপর কাউকে যেন বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করে। এই বিষয়ে আমি পরিষ্কার ভাষায়, বারবার সতর্ক ও সাবধান বাণী উচ্চারণ করছি এবং আমি ঐসব লোকের উপর এমন এক সত্তাকে সাক্ষী মানছি, প্রতিটি প্রাণী যার হাতের মুঠোয়, যিনি প্রতিটি মানুষের জীবন-শিরার চাইতেও নিকটবর্তী।'

---

২১০. প্রাগুক্ত

তিনি মানসূর ইবন গালিবকে সেনাপতির দায়িত্ব দিয়ে একটি যুদ্ধে পাঠানোর সময় যে হিদায়াতনামা লিখে দিয়েছিলেন তা থেকেই পরিমাপ করা যায় তাঁর মানসিকতা কি পরিমাণ কুরআনের ছাঁচে গড়ে উঠেছিল এবং তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারা দুনিয়াদার বাদশাহ ও রাজনৈতিক শাসকদের থেকে কতখানি ভিন্নতর ছিল। তিনি মানসূরকে সর্ব অবস্থায় তাকওয়া অবলম্বন করতে বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন, দুশমন অপেক্ষা আল্লাহর অবাধ্যতাকেই বেশী ভয় করা উচিত। কারণ, পাপ শত্রুর অপকৌশল ও অপপ্রয়াসের চেয়েও অধিকতর ভয়াবহ ও বিপজ্জনক। আমরা মুসলমানরা শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করি এবং তাদের পাপের কারণেই আমরা তাদের উপর বিজয়ী হই। একথা সত্যি না হলে তাদের সংগে মুকাবিলা করার শক্তি আমাদের নেই। কারণ, তাদের সংখ্যা, তাদের সাজ-সরঞ্জাম অনেক বেশী ও উন্নত। কোন দিক দিয়ে তাদের সামনে আমাদের দাঁড়ানো ও টিকে থাকা সম্ভব নয়। তবে সত্য ও ন্যায়ের দ্বারা আমরা তাদের উপর জয়ী হতে পারি। তাই কারোর শত্রুতাকে নিজের পাপ থেকে বেশী ভয় করার প্রয়োজন নেই। আল্লাহর নিকট আমাদের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে, যেমন আমরা আমাদের শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁর সাহায্য কামনা করে থাকি। তারপর তিনি মানসূরকে তাঁর অধীনস্থ সৈনিক ও সঙ্গী-সাথীদের সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন, তাদেরকে কোন রকম কষ্ট না দেওয়ার কথা বলেছেন। শুধু তাই নয়, নিজেদের বাহন পশুগুলোর যত্ন নেওয়া, তাদেরকে বিশ্রাম দেওয়া এবং এজন্য পথে থেমে থেমে চলার কথা বলেছেন। কোন জনপদ এবং প্রতিপক্ষ কোন জনগোষ্ঠীর উপর যেন কোন রকম জুলুম-অত্যাচার না হয় সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর সকল ব্যাপারে আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা করতে বলেছেন। সবশেষে তিনি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন :[২১১]

وامره أن تكون عيونه من العرب، وممن يطمئن إلى نصيحته وصدقه من أهل الأرض، فإن الكذوب لاينفع خبره وإن صدق فى بعضه، وإن الغاشّ عين عليك وليس بعين لك، والسلام عليك.

'আমি তাকে এই নির্দেশ দিচ্ছি যে, আরব ও অনারবের মধ্যে সেই সব লোকই তাঁর গোয়েন্দা হওয়ার যোগ্য যাদের ইখলাস ও সততার উপর তিনি আস্থাশীল। কারণ যারা অসৎ ও মিথ্যাবাদী তাদের প্রদত্ত তথ্য কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না, যদিও তার কোন কোন কথা সঠিক হয়। প্রতারক ও ধোঁকাবাজ আসলে তোমাদের জন্য নয়, বরং তোমাদের শত্রুপক্ষের গুপ্তচর হিসেবেই কাজ করে থাকে।'

ইসলামী খিলাফতের অনারব অঞ্চলে অমুসলিমদের সাথে মুসলমানদের ওঠা-বসার মধ্যে যাতে প্রত্যেকের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে এবং অতিরিক্ত মেলামেশার ফলে কোন রকম দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সৃষ্টি না হয় সেজন্য তিনি অনেক সতর্কতামূলক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। অমুসলিমরা যাতে কোনভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে না

---

২১১. ইবন 'আবদিল হাকাম, সীরাতু 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয-৮৪

পারে, কোনভাবে মুসলমানদেরকে অসম্মান করার সুযোগ না পায়, সে ব্যাপারে সতর্ক থাকার জন্য তিনি আঞ্চলিক শাসনকর্তাদেরকে সজাগ থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। একবার তিনি সকল আঞ্চলিক কর্মকর্তাদেরকে লিখলেন :

أما بعد، فإن الله عزوجل،أكرم بالاسلام أهله، وشرفهم وأعزهم، ضرب الذلةوالصغار على من خالفهم، وجعلهم خير أمة أخرجت للناس، فلا توليَنَّ أمور المسلمين أحدا من أهل ذمتهم وخراجهم، فتتبسَّط عليهم أيديهم وألسنتهم فتذلهم بعد أن أعزهم الله، وتهينهم بعدأن أكرمهم الله تعالى، وتعرضهم لكيدهم والاستطالة عليهم، ومع هذا فلا يؤمن غشهم إياهم،فان الله، عزوجل يقول : (لا تتخذوا بطانة من دونكم لايألونكم خبالا ودُّوا ماعنتم.) (ولا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم اولياء بعض.)

'অতঃপর এই যে, মহিমান্বিত আল্লাহ ইসলাম দ্বারা এর অধিকারীদেরকে সম্মানিত করেছেন, তাদেরকে মর্যাদাবান ও শক্তিশালী করেছেন। তাদের বিরোধীদেরকে করেছেন অপমান ও তুচ্ছ। তাদেরকে বানিয়েছেন মানুষের কল্যাণের জন্য সর্বোত্তম জাতি। অতএব মুসলমানদের কোন বিষয়ের দায়িত্ব তাদের যিম্মীদের হাতে অর্পণ করবেন না। তাহলে তারা তাদের হাত ও মুখের দ্বারা মুসলমানদের উপর দাপট দেখাবে। ফলে আল্লাহ তাদেরকে শক্তিশালী করার পর তারা তাদেরকে অপমান এবং সম্মানিত করার পর হেয় ও লাঞ্ছিত করার সুযোগ পাবে। তারা তাদের ধোঁকা ও প্রতারণার ফাঁদে আবদ্ধ করবে। তাছাড়া তাদের ধোঁকা থেকে নিরাপদও থাকবে না। আল্লাহ বলেছেন : 'তোমরা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা তোমাদের ক্ষতি করার কোন সুযোগই হাতছাড়া করবে না। সবসময় তারা তোমাদের ক্ষতিই কামনা করে।' 'তোমরা ইহুদী ও নাসারাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু।'

এ সম্পর্কিত তাঁর আরেকটি ফরমানের ভাষা ছিল নিম্নরূপ :[২১২]

مروا من كان على غير الاسلام أن يضعوا العمائم ويلبسوا الأكسية، ولا يتشبَّهوا بشئ من الاسلام، ولاتتركوا أحدا من الكفار يستخدم أحدا من المسلمين.

'যারা অমুসলিম তাদেরকে নির্দেশ দিবে তারা যেন পাগড়ী পরিহার করে, অন্যান্য পোশাক পরে এবং ইসলামের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কোন অনুকরণ না করে। আর কোন কাফির তথা অবিশ্বাসীকে কোন মুসলমানের সেবা গ্রহণ করার সুযোগ দেবে না।'

---

২১২. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৫/১৭১

'আকীদা বিষয়ে অহেতুক বিতর্কের অবসান ঘটান

'আকীদা অর্থ দৃঢ় প্রত্যয়, দৃঢ় বিশ্বাস। বিশ্বাসের এই দৃঢ়তা অর্জনের সবচেয়ে বড় উপায় হলো ধর্মীয় রহস্য ও প্রতীকসমূহ নিয়ে বেশী চিন্তা-ভাবনা ও ঘাটাঘাটি না করা। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয ব্যক্তিগতভাবে মাঝে মধ্যে এ ধরনের তর্ক-বিতর্কে অংশগ্রহণ করতেন। যখন তিনি খলীফা হলেন তখন 'আওন ইবন 'আবদিল্লাহ্, মূসা ইবন আবী কাছীর ও 'উমার ইবন হামযা আসেন এবং তাঁর সাথে মুরাজিয়াদের "ইরজা" মতবাদটি নিয়ে আলোচনা করেন। উল্লেখ্য যে, "ইরজা" শব্দের অর্থ স্থগিত করা বা রাখা। আর এ থেকেই "মুরজিয়া" শব্দের উদ্ভব হয়েছে। হাশরের দিন আল্লাহর বিচারের পূর্ব পর্যন্ত পাপী মুসলমানদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দান স্থগিত রাখার কথা বলতেন মুরজিয়া চিন্তাবিদগণ। খারিজী ও শিয়া ছিল দু'টি চরমপন্থী চিন্তা-গোষ্ঠী। পক্ষান্তরে মুরজিয়াগণ ছিলেন মধ্যমপন্থী চিন্তা-গোষ্ঠী। যাই হোক, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয "ইরজা" বিষয়ে তাঁদের সাথে একমত পোষণ করেন। তবে তিনি সাধারণভাবে মানুষকে কখনো এমন সূক্ষ্ম ও জটিল বিষয় নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হতে উৎসাহ দিতেন না। একবার জনৈক ব্যক্তি তাঁকে এ ধরনের একটি বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, শিশু ও মরুচারী বেদুঈনদের দীন ধারণ কর এবং অন্য সবকিছু ভুলে যাও। তিনি বলতেন, যখন কোন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়কে সাধারণ মানুষের সামনে এ ধরনের আলোচনা করতে দেখবে তখন বুঝবে তারা গোমরাহীর ভিত্তি রচনা করছে।[২১৩]

সে যুগে 'আকীদার ক্ষেত্রে যে সকল নতুন নতুন প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসার সৃষ্টি হয় মুহাদ্দিছগণের পরিভাষায় তাকে "আহওয়া" বলা হতো। আসলে তা ছিল পথভ্রষ্টতা ও বিভ্রান্তির নামান্তর। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের সময়কালে এ জাতীয় জিজ্ঞাসার মধ্যে "কাজা ও কদর"-এর চর্চা বেশী ছড়িয়ে পড়েছিল। আর এ চর্চা আরো তুঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন মা'বাদ আল-জুহানী ও গায়লান আদ-দিমাশ্কীর মত দু'জন চিন্তাবিদ। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয সর্বপ্রথম মা'বাদকে তাওবা করান এবং তিনি বাহ্যিকভাবে তাওবা করেনও।[২১৪] এরপর 'উমার সম্ভাব্য সকল প্রক্রিয়ায় এই মতবাদের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া দূর করার চেষ্টা করেন। সে যুগে সব ধরনের চিন্তা-ভাবনা ও মতামতের প্রচার-প্রসার ও গ্রহণযোগ্যতা লাভ করতো মুহাদ্দিছ ও ফকীহদের মাধ্যমে। এ কারণে 'উমার তাঁদেরকে এ সকল মতবাদ গ্রহণ না করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন, যাতে এ ব্যাধি গোটা জাতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে না পারে। এই লক্ষ্যে একবার তিনি ইমাম মাকহূলকে লেখেন :[২১৫]

إياك ان تقول في القدر ما يقول هؤلاء يعني غيلان واضحا.

"গায়লান ও তাঁর অনুসারীরা তাকদীর বিষয়ে যা বলে থাকেন, আপনি তা বলা থেকে বিরত থাকুন।"

---

২১৩. তাবাকাত-৫/২৭৫, জামি'উ বায়ান আল-'ইলম-১৫৩

২১৪. তারীখ আল-খুলাফা'-২৪৪

২১৫. তাবাকাত-৫/২৮৪

'উমারের হস্তক্ষেপে এই বিতর্ক কিছু দিন স্তিমিত থাকলেও তাঁর মৃত্যুর পর আবার তীব্রভাবে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।

বিশ্বাস ও কর্মের সমষ্টির নাম ধর্ম। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের সময়ে এ দু'টি জিনিসেই মরিচা ধরে গিয়েছিল। 'আকায়েদ শাস্ত্রের কাজা ও কদর তথা তাকদীরের বিষয়টি এতই সূক্ষ্ম যে, সাধারণ মানুষকে যদি সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে ইসলামের এই অতি গুরুত্বপূর্ণ সরল বিষয়টি সহসাই মাটিতে পরিণত হবে। এ কারণে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের সময়ে যখন এই মারাত্মক বিষয়টি দেখা গেল এবং গায়লান আদ-দিমাশ্‌কী এ বিষয়ে তর্ক-বিতর্কের পতাকা উড্ডীন করলেন তখন তিনি তাঁকে পাকড়াও করে তাওবা করান।

তিনি সবসময় মুসলমানদের রক্তপাত এড়িয়ে চলতেন। এ কারণে তাঁর সময়ে বিদ্রোহী খারেজীদের গর্দানও নিরাপত্তা লাভ করে। তবে তাকদীর বিষয়ের তর্ক-বিতর্কের মূলোৎপাটনের উপর তিনি এত অটল ছিলেন যে, এ জাতীয় লোকদের হত্যাকেও তিনি অপরাধ বলে মনে করতেন না। যেমন একবার তিনি আবূ সুহাইলকে প্রশ্ন করেন, কাদরীয়া তথা নিয়তীবাদীদের ব্যাপারে আপনার মত কি?

তিনি বলেন, যদি তাওবা করে ফিরে আসে তাহলে তো ভালো কথা, অন্যথায় তাদের ঘাড় থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে ফেলা উচিত। 'উমার বললেন, এটাই সঠিক মত, সঠিক সিদ্ধান্ত।[২১৬]

সময়মত নামায আদায়ের প্রতি গুরুত্ব আরোপ

সালাত ও যাকাত একান্তই দু'টি ধর্মীয় বিষয়, কুরআনের বিভিন্ন স্থানে একই সাথে এ দু'টির আলোচনা এসেছে। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের পূর্বে এ দু'টি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের পরিচালন ও অনুষ্ঠান ব্যবস্থা খুবই নিম্ন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে। সালাতের মূল জিনিস সময়ানুবর্তিতা। তাছাড়া 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয মনে করতেন কুরআনের নিম্নের এ আয়াতটিতে সালাত বিনষ্টের যে কথা বলা হয়েছে তার অর্থ সময়মত আদায় না করা। আয়াতটি এই :[২১৭]

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوْا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوْا الشَّهْوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا.

'তাদের পরে আসলো অপদার্থ পরবর্তীগণ, তারা সালাত নষ্ট করলো ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করলো। সুতরাং তারা অচিরেই কুকর্মের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে।'

বানু উমাইয়্যারা, বিশেষতঃ হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ সালাত আদায়ে সময়ের পাবন্দী একেবারেই ছেড়ে দেয়। এ কারণে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয 'আদী ইবন আরতাতকে একটি চিঠিতে এই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে লেখেন :[২১৮]

---

২১৬. প্রাগুক্ত-৫/২৮৩
২১৭. সূরা মারয়াম-৫৯
২১৮. ইবনুল জাওযী-৮৬-৮৮

فلا تستن بسنة فانه كان يصلي الصلوة بغير وقت.

'হাজ্জাজের অনুসরণ করবেন না। কারণ, সে সময়মত সালাত আদায় করতো না।'

'আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূতীর (রহ) লেখায় জানা যায় যে, উমাইয়্যাদের এই বিদ'আত দূর করার গৌরব অর্জন করেন খলীফা সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিক। আসলে তিনিও এ কাজটি করেন এই 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের পরামর্শক্রমে। 'আল্লামা সুয়ূতী সে কথা বলেছেন এভাবে :[২১৯]

ومحاسنه أن عمر بن عبد العزيز كان له كالوزير يمتثل أو امره فى الخير فعزل عمال الحجاج وأخرج من كان فى سجن العراق وأحيى الصلوة لأول مواقيتها وكان بنو أمية أماتوها بالتأخير.

'এবং সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিকের অনেক ভালোর একটি ভালো এই ছিল যে, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তাঁর উযীর ও উপদেষ্টার মতো ছিলেন। তিনি কল্যাণমূলক কাজে 'উমারের নির্দেশ মেনে চলতেন। এ কারণে তিনি হাজ্জাজের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অপসারণ করেন, ইরাকের কারাগারের বন্দীদেরকে মুক্তি দেন এবং প্রথম ওয়াকতে সালাত আদায়ের ব্যবস্থা করেন। অথচ বানূ উমাইয়্যারা শেষ ওয়াকত পর্যন্ত বিলম্ব করে এই সালাতকে মৃতে পরিণত করে।'

নামায আদায়ের ব্যাপারে মসজিদের ইমামদেরকে নির্দেশ দেন, তারা যেন রাসূলুল্লাহ (সা) যেভাবে নামায আদায় করতেন সেভাবে নামায আদায় করে। তিনি আরো নির্দেশ দেন, মুয়াযযিন যখন ইকামত দেবে তখন মুসল্লীরা যেন কিবলামুখী দাঁড়িয়ে যায় এবং 'ঈদের নামাযে পায়ে হেঁটে যায়। তিনি আঞ্চলিক ওয়ালীদেরকে লেখেন :[২২০]

من استطاع أن يخرج إلى صلاة العيد ماشيًا فليمش.

'ঈদের নামাযে যে হেঁটে যেতে সক্ষম সে যেন হেঁটে যায়।'

তিনি আরো বলেন, 'ঈদের নামাযে যাওয়ার আগে যেন খেজুর খেয়ে যায়।'[২২১]

كلوا قبل أن تغدوا إلى العيد.

''ঈদগাহে যাওয়ার আগে তোমরা খাও।'

বিভিন্ন অঞ্চলের গভর্নরদের নির্দেশ দেন :[২২২]

اجتنبوا الأشغال عند حضور الصلوة فمن أضاعها فهو لما سواها من شرائع الإسلام أشد تضييعًا.

---

২১৯. তারীখ আল-খুলাফা'-২২৬
২২০. তাহযীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-২/২২
২২১. তাবাকাত-৫/৩৬২, ৩৬৩, ৩৮৫
২২২. ইবনুল জাওযী-১০২

'তোমরা সালাতের সময় হলে সকল কাজ পরিত্যাগ করবে। কারণ, যে সালাত বিনষ্ট করবে সে ইসলামের অন্যান্য বিধিবিধান অধিকতর বিনষ্টকারী হবে।'

ব্যক্তিগতভাবেও তিনি মানুষকে সালাত আদায়ের ব্যাপারে সময়ের দিকে মনোযোগী হওয়ার তাকীদ দেন। একবার জনৈক ব্যক্তিকে তিনি মিসর পাঠাতে চান। সে রওয়ানা করতে একটু দেরী করে। লোক পাঠিয়ে তিনি তাকে ডেকে আনেন। সে ভীত-শংকিত অবস্থায় উপস্থিত হলে তিনি বলেন, ভয়ের কিছু নেই। আজ জুম'আ বার। জুম'আর নামায আদায় ব্যতীত এখান থেকে সরবে না। আমি তোমাকে একটি জরুরী কাজে পাঠাচ্ছিলাম। কিন্তু এই তাড়াহুড়ো যেন বিলম্বে নামায আদায়ের প্রতি উৎসাহিত না করে। যারা নামায বিনষ্ট করেছে এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন, তারা খুব শীঘ্র পথভ্রষ্ট হয়ে পড়বে। তারা কিন্তু নামায একেবারে ত্যাগ করেনি, বরং তারা সময়ের পাবন্দী ছেড়ে দিয়েছিল।

সময়মত সালাত আদায়ের ব্যাপারে নির্দেশই শুধু দেননি, তার বাস্তবায়নও ঘটান। মুয়াযযিনদের বেতন নির্ধারণ করেন। ইবন সা'দ কুছায়্যির ইবন যায়িদ থেকে বর্ণনা করেছেন :[২২৩]

قدمت خناصرة فى خلافة عمر بن عبدالعزيز فرأيته يرزق المؤذنين من بيت المال.

'আমি 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের খিলাফতকালে খুনাসিরায় এসে দেখলাম, তিনি বায়তুল মাল থেকে মুয়াযযিনদের বেতন দিচ্ছেন।'

তিনি আল-জাযীরার ওয়ালী 'আদী ইবন 'আদীকে লেখেন :[২২৪]

إن للايمان فرائض وشرائع وحدودا و سننا فمن استتكلها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، فإن أعش فسابينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص.

'ঈমান হচ্ছে কিছু ফরয, কিছু বিধিবিধান ও কিছু সুন্নাতের সমষ্টির নাম। যে ঈমানের এই অংশগুলো পূর্ণ করবে তার ঈমান পূর্ণ হবে। আর ঐগুলো যে পূর্ণ করবে না তার ঈমানও পূর্ণ হবে না। আমি যদি জীবিত থাকি তাহলে ঈমানের এ অংশগুলো আপনাদের সামনে এমন স্পষ্টরূপে তুলে ধরবো যাতে আপনারা তার উপর আমল করতে পারেন। আর যদি আমার মৃত্যু হয়, তাহলে আপনাদের সংগে থাকার লোভও আমার নেই।'

তিনি যেভাবে এই অংশগুলো সংরক্ষণ করেন এবং তার প্রচার-প্রসারে যে পরিমাণ চেষ্টা-সাধনা করেন তা একেবারেই নজীরবিহীন। সে কাহিনী অনেক লম্বা, সংক্ষেপে বলা যায়,

---

২২৩. তাবাকাত-৫/৩৬৪

২২৪. ফাতহুল বারী-১/৪৫ (বুখারী : কিতাবুল ঈমান); রিজালুল ফিক্‌র ওয়াদ দা'ওয়া-১/৫২

ইসলামী চেতনা ও প্রাণসত্তা তাঁর খিলাফতকালের বিশেষ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। ফলে জনসাধারণের মন-মানসিকতায় পরিবর্তন আসে এবং জাতির মেজায ও রুচি নতুনরূপ ধারণ করে। ঐতিহাসিক তাবারীর একটি বর্ণনায় একথার সত্যতা লাভ করা যায়। তিনি 'উমারের খিলাফতকালের এক ব্যক্তির মন্তব্য তুলে ধরেছেন এভাবে :[২২৫]

كان الوليد صاحب بناء واتخاذ المصانع والضياع،كان الناس يلتقون فى زمانه فإنما يسأل بعضهم بعضا عن البناء والمصانع، فولى سليمان فكان صاحب نكاح وطعام، فكان الناس يسأل بضعهم بعضا عن التزويج والجوارى، فلما ولى عمر بن عبد العزيز كانوا يلتقون فيقول الرجل للرجل ماوراءك الليلة، وكم تحفظ من القرآن، ومتى تختم، ومتى ختمت، وماتصوم من الشهر؟

'ওয়ালীদ ছিলেন ভবন ও শিল্প-কারখানার নির্মাতা এবং অধিক ভূ-সম্পত্তির অধিকারী। এ কারণে তাঁর সময়ে মানুষের সাধারণ রুচি এমনই হয়ে গিয়েছিল যে, যখন তারা পরস্পর মিলিত হতো তখন কেবল ভবন ও শিল্প-কারখানা সম্পর্কে আলোচনা করতো। তারপর খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন সুলায়মান। তিনি ছিলেন বিয়ে পাগল ও ভোজনবিলাসী মানুষ। এ কারণে তাঁর সময়ে মানুষের পরস্পরের আলোচনার বিষয় ছিল বিয়ে-শাদী ও দাসী। কিন্তু 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের যামানায় 'ইবাদাত-বন্দেগী মজলিসী আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়। তারা একে অপরকে জিজ্ঞেস করতো, রাতে তুমি কি করেছো, তুমি কতখানি কুরআন মুখস্থ করেছো, তুমি কুরআন কবে খতম করেছিলে, তুমি মাসে কতটি রোযা রাখ ইত্যাদি।'

হদ বা শরী'আত নির্ধারিত শাস্তি প্রয়োগ

হদ তথা শরী'আত নির্ধারিত শাস্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে 'উমারের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সালাত ও যাকাত কায়েমের মতো। এ ব্যাপারে তিনি আঞ্চলিক কর্মকর্তাদের নিকট পাঠানো এক পত্রে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন এভাবে :[২২৬]

إن إقامة الحدود عندى كاقامة الصلاة والزكاة.

'আমার নিকট হদ কায়েম করা সালাত ও যাকাত কায়েম করার মতো।'

বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকলে সে ক্ষেত্রে হদ স্থগিত রাখার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন :[২২৭]

أدرؤوا الحدود ما استطعتم فى كل شبهة، فان الوالى إذا أخطأ فى العفو خير من أن يتعدى فى الظلم والعقوبة.

---

২২৫. তারাবী, তারীখ-৩/৯৮

২২৬. তাবাকাত-৫/৩৭৮

২২৭. ইবনুল জাওযী-১২৬; হিলয়াতুল আওলিয়া-৫/৩১১

'প্রত্যেক সন্দেহের ক্ষেত্রে তোমাদের সাধ্য অনুযায়ী হদ কায়েম থেকে বিরত থাক। কারণ একজন ওয়ালী বা শাসকের জুলুম ও শাস্তির ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করার চেয়ে ক্ষমার ক্ষেত্রে ভুল করা শ্রেয়।'

তাঁর দৃষ্টিতে হদ কায়েম এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, নিজ হাতেও মাঝে মাঝে তা বাস্তবায়ন করেছেন। 'উবাদা ইবনু নুসায় বর্ণনা করেছেন :[২২৮]

شهدت عمر بن عبد العزيز يضرب رجلا حدا فى خمر، فخلع ثيابه ثم ضربه ثمانين، رأيت منها مابضع ومنها لم يبضع. ثم قال : إنك إن عدت الثانية ضربتك، ثم ألزمتك الحبس حتى تحدث خيرا. قال يا أمير المؤمنين، أتوب إلى الله أن أعود فى هذا أبدا. قال فتركه عمر.

'আমি 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযকে মদ পানের শাস্তি হিসেবে এক ব্যক্তিকে মারতে দেখেছি। তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তির দেহের কাপড় খুলে ফেলেন। তারপর আশিটি বেত্রাঘাত করেন। আমি তার দেহের কিছু ত্বক আহত ও কিছু অক্ষত দেখতে পেয়েছি। তারপর তিনি লোকটির উদ্দেশ্যে বলেন : যদি আবার পান করো তাহলে আবার পেটাবো। তারপর কারাগারে আটকে রাখবো– যতদিন না ভালো হবে। সে বললো : হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি আল্লাহর নিকট তাওবা করছি যেন আর কখনো এ কাজ না করি। অতঃপর তাকে ছেড়ে দেন।'

হদ কায়েমের ব্যাপারে মিসরের ওয়ালীর নিকট পাঠানো তাঁর একটি পত্রে নিম্নের নির্দেশটিও ছিল :[২২৯]

لاتبلغ فى العقوبة اكثر من ثلاثين سوطا، إلا فى حد من حدود الله.

'একমাত্র আল্লাহ নির্ধারিত কোন হদ ছাড়া সতর্কতামূলক শাস্তির ক্ষেত্রে তিরিশ বেত্রাঘাতের অধিক হবে না।'

পূর্ববর্তী উমাইয়্যা খলীফাদের সময়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার ব্যাপারটি খুবই বাড়াবাড়ি পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিল। বহু মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছিল। এ কারণে তা রোধ করার উদ্দেশ্যে যে কোন মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দেন। তিনি আঞ্চলিক কর্মকর্তাদেরকে এ নির্দেশও দেন যে, তাঁকে না জানিয়ে যেন কোন মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা না হয়। কূফার ওয়ালী আবদুল হামীদ ইবন আবদুর রহমানকে লেখা একটি পত্রে বলেন :[২৩০]

ولا تعجل دونى بقطع ولا صلب حتى تراجعنى فيه.

---

২২৮. তাবাকাত-৫/৩৬৫
২২৯. প্রাগুক্ত-৫/৩৬৫, ৩৮৫
২৩০. তাবারী-৭/৪৭৩-৪৭৪; কিতাবুল আমওয়াল-২৭

'আমাকে না জানিয়ে কারো হাত কাটা বা ফাঁসিতে ঝোলানোর ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করবেন না।'

ইসলামের প্রচার

খিলাফতের পরিধি বিস্তৃতির পরিবর্তে তিনি ইসলামের বিস্তার ও প্রসারকে নিজের লক্ষ্য নির্ধারণ করেন। আর এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য সব ধরনের বস্তুগত ও নৈতিক উপায়-উপকরণের সুযোগ গ্রহণ করেন। রোমানদের সাথে যুদ্ধরত একজন সেনাপতিকে তিনি নির্দেশ দেন, রোমানদের কোন ছোট অথবা বড় দলের উপর কোনক্রমেই আক্রমণ করা যাবে না যতক্ষণ না তাদের নিকট ইসলামের দা'ওয়াত পৌঁছানো হয়। বিভিন্ন অঞ্চলের সকল ওয়ালীকে তাঁদের নিজ নিজ এলাকার যিম্মীদের নিকট ইসলামের দা'ওয়াত পৌঁছানোর নির্দেশ দেন। একথাও বলে দেন, কোন যিম্মী ইসলাম গ্রহণ করলে তার উপর ধার্যকৃত জিযিয়া রহিত করা হবে। এর ফলে ইসলামের ব্যাপক প্রসার ঘটে। একমাত্র খুরাসানের ওয়ালী 'আবদুল্লাহ ইবন আল জাররাহর হাতে চার হাজার যিম্মী ইসলাম গ্রহণ করে।[২৩১]

তিনি ইসলামের প্রচার-প্রসারে ব্যাপক আগ্রহ ও উৎসাহ ভরে কাজ করেন। বিজিত অঞ্চলসমূহের অধিবাসীদেরকে ইসলাম গ্রহণের জন্য নানাভাবে উৎসাহিত করেন। এমনকি তাদেরকে নগদ অর্থ-সম্পদসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধাও প্রদান করতেন। বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি একজন খৃস্টান সেনা কমান্ডারকে এক হাজার দীনার দান করেন যাতে ইসলামের প্রতি তার অন্তর আকৃষ্ট হয়। এমন কথাও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি রোমান সম্রাট তৃতীয় লুইকে একটি পত্রের মাধ্যমে ইসলামের দা'ওয়াত দেন।[২৩২]

'উমারের বিভিন্নমুখী কর্মতৎপরতার ফলে খিলাফতের বিভিন্ন অঞ্চলের অমুসলিমদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়ে। মা ওয়ারা আন-নাহর-এর অঞ্চলসমূহের অসংখ্য মানুষ ইসলামে প্রবেশ করে। মরক্কোর বারবারদের মধ্যে ইসলামের দা'ওয়াত দানের জন্য তিনি দশজন বিখ্যাত ফকীহকে পাঠান। তাঁদের চেষ্টায় সেখানে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে।[২৩৩]

আল-বালাযুরী বলেন :[২৩৪]

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى ملوك الهند يدعوهم إلى الإسلام والطاعة على أن يملكهم، ولهم ما للمسلمين وعليهم ماعليهم، وقد كانت بلغتهم سيرته ومذهبه، فأسلموا وتسموا بأسماء العرب.

---

২৩১. আল-বালাযুরী, ফুতুহ আল-বুলদান-৩৫৭

২৩২. তাবাকাত-২৫৮

২৩৩. ড. হাসান ইবরাহীম, তারীখ আল-ইসলাম-১/৩২৯

২৩৪. ফুতূহ আল-বুলদান-৪৪৬-৪৪৭; রিজালুল ফিক্‌র ওয়াদ দা'ওয়া-১/৫০

"উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) ভারতবর্ষের রাজন্যবর্গের নিকট পত্র লেখেন এবং তাদেরকে ইসলাম ও আনুগত্যের আহ্বান জানান। তিনি তাঁদেরকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দেন যে, যদি তাঁরা এই আহ্বানে সাড়া দেন তাহলে তাদেরকে নিজ নিজ সাম্রাজ্যের ক্ষমতায় রাখা হবে এবং তাঁদের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য তাই হবে যা একজন মুসলমানের হয়ে থাকে। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের জীবন, চরিত্র ও মত-পথের সুখ্যাতি পূর্বেই সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল। তাই তাঁরা ইসলাম কবুল করে এবং আরবদের ন্যায় নিজেদের নামও রাখে।' এ চিঠি তিনি লেখেন হিজরী ১০০ সনে।[২৩৫]

ইসমা'ঈল ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন আবিল মুহাজিরকে– যিনি বানূ মাখযূমের আযাদকৃত দাস ছিলেন, পশ্চিম আফ্রিকার ওয়ালী নিয়োগ করা হয়। তিনি সেখানে স্বীয় কর্মকাণ্ড ও উত্তম আচার-আচরণ দ্বারা স্থানীয় অধিবাসীদের মন জয় করেন। তারপর বার্বারদেরকে ইসলামের দা'ওয়াত দেন। হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযও সেখানকার লোকদের নিকট একটি পত্র পাঠান এবং তাদেরকে ইসলামের দা'ওয়াত দেন। এই পত্র ইসমা'ঈল প্রকাশ্যে জনসমাবেশে পাঠ করে শোনান। শেষ পর্যন্ত সেখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়।[২৩৬]

খিলাফতের দায়িত্ব লাভের পর হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) মা-ওয়ারা আন-নাহার-এর সুলতানদের নিকট ইসলামের দা'ওয়াত সম্বলিত পত্র লেখেন। তিনি সেখানে আবদুল্লাহ ইবন মা'মার আল-ইয়াশকুরীকে পাঠান। তাদের অনেকে ইসলাম গ্রহণ করেন। খুরাসানের যে সকল যিম্মী ইসলাম গ্রহণ করেছিল তিনি তাদের জিযিয়া রহিত করেন। আর যারা ইসলাম গ্রহণ করে সরাইখানা নির্মাণ করেছিল তাদেরকে পুরস্কৃত করেন এবং তাদের ভাতা নির্ধারণ করেন।[২৩৭] খিলাফতের বিভিন্ন অঞ্চলে এত বেশী সংখ্যক যিম্মী মুসলমান হয় যে, একাধিক ওয়ালী জিযিয়া-রাজস্বের ঘাটতির কথা খলীফাকে জানান। 'উমার তাঁদের কথার কোন গুরুত্ব দিলেন না। বরং কারো কারো অভিযোগের জবাবে তিনি লেখেন : রাসূলুল্লাহকে (সা) হাদী বা পথ প্রদর্শক হিসেবে পাঠানো হয়েছিল, জিযিয়া আদায়ের জন্য নয়।[২৩৮] অনেককে তিনি লেখেন, আমি তো চাই সকল যিম্মী মুসলমান হয়ে যাক, আমি ও তুমি কৃষক হয়ে যাই এবং নিজেদের শ্রমে অর্জিত অর্থে জীবিকা নির্বাহ করি। কোন কোন ওয়ালী এ প্রস্তাব দেন যে, যিম্মীরা জিযিয়া থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য মুসলমান হচ্ছে। এজন্য খাত্না করে তাদের পরীক্ষা করা হোক। 'উমার লিখলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) পথ প্রদর্শক ছিলেন, খাতনাকারী ছিলেন না।[২৩৯]

তাঁর চারিত্রিক সৌন্দর্যের খ্যাতি এবং ইসলামের প্রচার-প্রসারের প্রতি প্রবল আগ্রহের কথা

---

২৩৫. আল-কামিল ফিত-তারীখ-৫/৫৪

২৩৬. ফুতূহ আল-বুলদান-৩৩৯; রিজালুল ফিক্র ওয়াদ দা'ওয়া-১/৫০

২৩৭. কুরদ 'আলী, আল-ইসলাম ওয়াল হাদারা আল-'আরাবিয়্যা-২/১৮৯

২৩৮. কিতাবুল খারাজ-৭৫; আ'জামু 'উজামা' আল-ইসলাম-১৪৫

২৩৯. তাবাকাত-৫/৩৮৫

শুনে কোন কোন দেশের রাজন্যবর্গ তাঁদের দেশে মুবাল্লিগ বা প্রচারক পাঠানোর আবেদন জানান। এরই ধারাবাহিকতায় তিব্বতের একটি প্রতিনিধি দলের আবেদনের প্রেক্ষিতে তিনি সুলাইত ইবন 'আবদিল্লাহ হানফীকে তিব্বতে পাঠান। এভাবে তাঁর সময়ে ইসলামের অভূতপূর্ব প্রচার-প্রসার ঘটে।[২৪০]

ভারতবর্ষের রাজার চিঠি

ভারতবর্ষের এক রাজা হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযকে নিম্নের এই চিঠিটি লেখেন :[২৪১]

من ملك الأملاك الذى هو ابن ألف ملك، والذى تحته ابنة ألف ملك والذى فى مربطه ألف فيل، والذى له نهران ينبتان العود والألوة والجوز والكافور، والذى يوجد ريحه على مسيرة اثنى عشر ميلا، إلى ملك العرب الذى لا يشرك بالله شيئا، أما بعد : فإنى قد بعثت إليك بهدية وما هى بهدية، ولكنها تحية، وأحببت أن تبعث إلى رجلا يعلمنى ويفهمنى الإسلام، والسلام، يعنى بالهدية الكتاب.

'রাজন্যবর্গের রাজার পক্ষ থেকে- যিনি হাজার রাজার বংশধর, যার অধীনে হাজার রাজার কন্যা, যাঁর হাতীশালে হাজার হাতী, যার আছে দু'টি নদী যার পানিতে মূল্যবান সুগন্ধি কাঠ, বাদাম ও কর্পূর উৎপন্ন হয় এবং যার সুগন্ধি বারো মাইল দূর থেকে পাওয়া যায়- আরবের বাদশার প্রতি- যিনি আল্লাহর সাথে অন্য কোন কিছু শরীক করেন না। অতঃপর, আমি আপনার নিকট একটি উপহার পাঠিয়েছি। আসলে সেটি কোন উপহার নয়, বরং তা একটি সালাম ও অভিবাদন। আমি চাই আপনি আমার নিকট এমন এক ব্যক্তিকে পাঠান যে আমাকে ইসলাম শিক্ষা দিবেন ও বুঝাবেন। ওয়াস-সালাম।' মূলতঃ হাদিয়া (উপহার) দ্বারা চিঠি বুঝিয়েছেন। চিঠিটি আল-জাহিজ 'কিতাবুল হায়ওয়ান' গ্রন্থে সংকলন করেছেন। তবে সেখানে ভারতবর্ষের স্থলে চীনের রাজার কথা এসেছে।[২৪২]

খেল-তামাশা ও মাতমের উপর নিষেধাজ্ঞা

ইসলামী শরী'আত যে সকল জিনিসের প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে, 'উমার অত্যন্ত কঠোরভাবে তা বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করতেন। একবার তিনি জানতে পারেন যে, বহু মুসলমান খেল-তামাশায় মত্ত থাকে এবং বহু মুসলিম নারী লাশের খাটিয়ার পিছনে পিছনে মাথার চুল ছিঁড়ে, বুক চাপড়িয়ে মাতম করতে করতে চলতে থাকে। তিনি সকল

---

২৪০. তারীখ আল-ইয়া'কূবী-২/৩০২
২৪১. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৩/৪০৪
২৪২. কিতাবুল হায়ওয়ান-৭/৩৬

আঞ্চলিক কর্মকর্তাদের নামে একটি সাধারণ ফরমান জারী করেন। সেই ফরমানটির সারকথা নিম্নরূপ :

'আমি অবগত হয়েছি যে, নির্বোধ লোকদের নারীরা তাদের কোন আপনজনদের মৃত্যুর সময় জাহিলী যুগের নারীদের মতো মাথার চুল ছেড়ে দিয়ে মাতম করতে করতে ঘর থেকে বের হয়। অথচ নারীদেরকে আঁচল টেনে চলতে বলা হয়েছে এবং ওড়না ফেলে দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়নি। এই মাতমের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন। এই অনারব লোকেরা, যাদের দৃষ্টিতে শয়তান কয়েকটি জিনিস পসন্দনীয় করে দিয়েছিল, তাদের অন্তরকে সেদিকে আকৃষ্ট করেছিল। সুতরাং মুসলমানদেরকে এই খেল-তামাশা, গান-বাজনা থেকে বিরত রাখ। যে বিরত না হবে তাকে ইনসাফমূলক শাস্তি দাও।'

হাম্মামের দেওয়ালে ছবি অঙ্কন করা হতো। আর এটা ছিল ইসলামী শরী'আতের মূল নীতির পরিপন্থী। একবার তিনি একটি হাম্মামে এ ধরনের চিত্র দেখে তা মুছে ফেলার নির্দেশ দিয়ে বলেন, যদি এই চিত্রকরের পরিচয় জানা যেত তাহলে আমি তাকে শাস্তি দিতাম।

ইসলামে বৈরাগ্যবাদের কোন স্থান নেই। তা সত্ত্বেও তিনি অনারবদের মতো বিলাসী জীবন-যাপন করাকেও বৈধ মনে করতেন না। রাসূলুল্লাহ (সা) যদিও কেশ পরিচর্যার নির্দেশ দিয়েছেন, তবে তার উদ্দেশ্য এই নয় যে, মাথার চুল ফুলিয়ে ট্যারা কেটে দু'দিকে ঝুলিয়ে দেবে। হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের সময়ে এ ধরনের সৌখিন কেশ পরিচর্যাকারী সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি পুলিশ বিভাগকে নির্দেশ দেন, তারা জুম'আর দিন নামাযের সময় মসজিদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে এবং এ রকম সৌখিন কেশ পরিচর্যাকারীকে মসজিদ থেকে বের হতে দেখলেই ধরে তার চুল কেটে দেবে।[২৪৩]

আরবদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য যাতে বিনষ্ট হতে না পারে সে ব্যাপারে হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয যথেষ্ট সতর্ক ছিলেন। যেমন একবার তিনি অবগত হলেন যে, কিছু লোক যখন সামনে তশতরী রেখে ওযু করে তখন তা ভরে যাওয়ার আগেই পানি ফেলে দেয়। তিনি 'আদী ইবন আরতাতকে লিখলেন যে, এটা অনারব কৃষ্টি। এখন থেকে যতক্ষণ তশতরী ভরে না যাবে অথবা সব মানুষের ওযু শেষ না হবে, পানি ফেলা যাবে না।

জনকল্যাণমূলক কাজ

হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয যে সকল সংস্কারমূলক কাজ করেন তা সবই ছিল মূলতঃ জনকল্যাণমূলক। তবে তিনি প্রচলিত অর্থের বহু জনকল্যাণমূলক কাজও করেন। খিলাফতের বিভিন্ন অঞ্চলে অসংখ্য সরাইখানা নির্মাণ করেন। খুরাসানের ওয়ালীকে তথাকার সকল সড়কে সরাইখানা তৈরি করার নির্দেশ দেন। সমরকন্দের ওয়ালী সুলায়মান ইবন আস-সারজীকে লেখেন :[২৪৪]

---

২৪৩. তাবাকাত-৫/৩৮২
২৪৪. আল-কামিল ফিত-তারীখ-৫/৬০

أن اعمل خانات، فمن مربك من المسلمين فأقروه يوما وليلة وتعـهدوا دوابـهم، ومـن كانت به علة فأقروه يومين وليلتين، وإن كان منقطعا به فأبلغه بلده.

'ওখানকার শহরগুলোতে সরাইখানা নির্মাণ করুন, ও পথে চলাচলকারী মুসলমানদেরকে একদিন একরাত অতিথি হিসেবে সেবা ও আপ্যায়ন করুন, তাদের বাহন পশুর সেবা-যত্ন করুন। কেউ অসুস্থ হলে তাকে চিকিৎসা সেবা দিন এবং দু'দিন দু'রাত আপ্যায়ন করুন। যদি বাড়ীতে পৌছার বাহন না থাকে তাহলে তার পৌছার ব্যবস্থা করুন।' তিনি একটি স্থায়ী সাধারণ লঙ্গরখানা প্রতিষ্ঠা করেন, সেখানে অভাবী ও দুঃস্থদেরকে আহার করানো হতো।

ইমাম আল-আসমা'ঈ বর্ণনা করেছেন। একবার 'আদী ইবন আল-ফুদাইল 'আল-'উযবা' নামক স্থানে একটি কূপ খননের অনুমতি লাভের জন্য গেলেন খলীফা হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের নিকট। তিনি প্রশ্ন করলেন : আল-'উযবা' কোথায়? বললেন : বসরা থেকে দু'রাত্রির পথ। 'উমার সেখানে পানি সঙ্কটের জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন। তাঁকে কূপ খননের নির্দেশ দিয়ে বলেন, আমার একটি শর্ত আছে। সেই শর্তটি হলো, এই কূপের পানির প্রথম পানকারী যেন হয় একজন মুসাফির।[২৪৫]

জেলখানার সংস্কার

রাষ্ট্রের শান্তি ও নিরাপত্তার স্বার্থে অপরাধীর অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী শাস্তি বিধান করা জরুরী। তবে বিশ্বাস ও সংস্কৃতির ভিন্নতার কারণে শাস্তির ধরন এবং অপরাধের অবস্থার ভিন্নতা হয়ে থাকে। ইসলাম যেহেতু একটি সুসভ্য ও সুসংগঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করে, এ কারণে কারাবন্দীদের সাথে এর বিধিবিধান ও আচরণে মানবিক দিকের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বলা চলে এর সূচনা হয়েছে হযরত 'আলীর (রা) খিলাফতকাল থেকে। বায়তুল মাল থেকে তিনি কারাবন্দীদের পোশাক ও খাবার সরবরাহের নির্দেশ দেন। কারারুদ্ধ ব্যক্তি বিত্তশালী হলে তার নিজের অর্থ থেকে অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থা করা হতো। অন্যথায় বায়তুল মাল থেকে তার জন্য খরচ করা হতো। ইমাম আবূ ইউসুফ বলেন :[২৪৬]

كان على بن أبى طالب إذا كان فى القبيلة أو القوم الرجل الداعر حبسه فان كان له مال انفق عليه من ماله، وإن لم يكن له مال انفق عليه من بيت مـال المسـلمين و قال : يحبس عنهم شره وينفق عليه من بيت مالهم.

'কোন গোত্রে অথবা সম্প্রদায়ে কোন অপরাধী থাকলে 'আলী (রা) তাকে কারারুদ্ধ করতেন। তারপর সে বিত্তশালী হলে তার নিজের অর্থে তার অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থা করতেন।

---

২৪৫. 'আলী ফা'উর, সীরাতু 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয-১৫২
২৪৬. কিতাবুল খারাজ-১৫০

আর বিত্তহীন হলে বায়তুল মালের অর্থ থেকে তার জন্য খরচ করা হতো। তিনি বলতেন : তাদের মন্দ লোককে বন্দী করা হবে এবং তাদের অর্থে তার অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থা করা হবে।'

পরবর্তী খলীফাগণ যদিও এ নিয়ম চালু রাখেন, তবে হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) সময় পর্যন্ত এই নিয়মে নানা রকম দুর্নীতি ও অব্যবস্থা ঢুকে পড়ে।

১. কেবল মাত্র সন্দেহের ভিত্তিতে খলীফা ওয়ালীদ মানুষকে গ্রেফতার করতেন এবং তাদেরকে হত্যার মতো কঠোর শাস্তি দিতেন।

২. যে সকল কয়েদী নিজের জন্মস্থান ও আত্মীয়-বন্ধুদের থেকে বহু দূরে কারাগারে মারা যেত তাদের লাশ দুই দিন পর্যন্ত কারাগারে অযত্ন ও অবহেলায় পড়ে থাকতো। অবশেষে কারাগারের কয়েদীরা নিজেদের দান-সাদাকা সংগ্রহ করে শ্রমিকদের মাধ্যমে লাশটি কবরস্তান পর্যন্ত পৌঁছে দিত। তারা গোসল, কাফন ও জানাযা ছাড়াই দাফন করে দিত।[২৪৭]

৩. ইসলাম যে সকল অপরাধের শাস্তি নির্ধারণ করে দিয়েছে তাতে তো কোন রকম পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা যায় না, তবে ইসলাম তা'যীর তথা নিবর্তনমূলক শাস্তির কোন সীমা নির্ধারণ করেনি। বরং বিষয়টি শাসন-কর্তৃত্ব তথা সমকালীন ইমামের উপর ছেড়ে দিয়েছে। হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) সময়ে এসে তা রীতিমত জুলুমে পরিণত হয়। কোন কোন শাসক এত কঠোরতা করতো যে, মামুলী ধরনের অপরাধ, এমনকি শুধুমাত্র সন্দেহের ভিত্তিতে তিনশো চাবুক পর্যন্ত মারতো।[২৪৮]

হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয এ সকল অন্যায় ও নিপীড়ন পদ্ধতি ও কর্মপন্থার দিকে দৃষ্টি দেন এবং এ জাতীয় সবকিছু দূর করেন। মূসেলে চুরি-ছ্যাঁচড়ামীর ঘটনা অত্যধিক বেড়ে যায়। তথাকার শাসক এ অপরাধ দমনের জন্য সন্দেহের ভিত্তিতে গ্রেফতার করে শাস্তি দেবেন কিনা তা জানতে চেয়ে খলীফাকে পত্র লেখেন। জবাবে তিনি লিখলেন, রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাহ অনুযায়ী সাক্ষ্যের ভিত্তিতে গ্রেফতার করবে। সত্য এবং সঠিক পন্থা যদি তাদেরকে সংশোধন করতে না পারে তাহলে আল্লাহ সংশোধন না করুন![২৪৯]

মৃত কয়েদীদেরকে কাফন-দাফন ছাড়াই ফেলে রাখার যে নিয়ম চালু হয়ে গিয়েছিল তা যে কত বড় অপরাধ সে সম্পর্কে চিঠি লিখে আঞ্চলিক শাসনকর্তাদেরকে সতর্ক করেন। সন্দেহের ভিত্তিতে যে কঠোর শাস্তি দেওয়া হতো, তিনি বলেন, মানবিক দিক দিয়ে এ কাজ সম্পূর্ণ অবৈধ। শরী'আত প্রদত্ত অধিকার প্রয়োগ ছাড়া প্রতিটি মুসলমানের পিঠ সম্পূর্ণ নিরাপদ। তা'যীর তথা নিবর্তনমূলক শাস্তিও নির্ধারণ করে দেন। যার সর্বোচ্চ পরিমাণ ছিল তিরিশ বেত্রাঘাত।[২৫০]

---

২৪৭. প্রাগুক্ত-৮৯

২৪৮. প্রাগুক্ত

২৪৯. ইবনুল জাওযী-৯৭

২৫০. কিতাবুল খারাজ-১৫০; তাবাকাত-৫/৩৮৪

সাধারণভাবে তিনি এ নির্দেশ দেন যে, নামায আদায় করতে অসুবিধা হয়, কোন কয়েদীকে এমন ভারী বেড়ী পরানো যাবে না এবং কেবল মানুষ হত্যাকারী ছাড়া অন্য সকল কয়েদীর বেড়ী রাতে খুলে দিতে হবে। কয়েদীদেরকে যে খাদ্য-খাবার দেওয়া হতো সে ব্যাপারে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অসততার অভিযোগ শোনা যেত। তাই তিনি খাদ্যের পরিবর্তে প্রত্যেক কয়েদীর জন্য নির্ধারিত অর্থ মাসিক ভিত্তিতে প্রদানের নির্দেশ দেন।[২৫১] বিভিন্ন শ্রেণীর ও ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার কয়েদীদের জন্য পৃথক পৃথক নির্দেশ জারী করেন। তিনি আঞ্চলিক শাসনকর্তাদেরকে লেখেন যে, কোন অসুস্থ কয়েদীর যদি আপনজন না থাকে অথবা তার নিকট অর্থ না থাকে তাহলে তাকে দেখাশুনা ও সেবাযত্ন করবে। ঋণ পরিশোধে অপারগতার কারণে যাকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাকে অন্য ধরনের অপরাধীদের সাথে একই সেলে রাখবে না। মহিলাদেরকে পৃথকভাবে রাখবে। জেলারকে নির্দেশ দেন সৎ ও বিশ্বস্ত এমন কর্মচারী নিয়োগ দিতে, যে ঘুষ খায় না।

এ সকল সাধারণ নির্দেশ জারীর সাথে সাথে মদীনার ওয়ালী আবূ বকর ইবন হাযামকে (রহ) বিশেষভাবে লেখেন, তিনি যেন সপ্তাহে একদিন কারাগার পরিদর্শন করেন। এছাড়া অন্যান্য ওয়ালীগণকেও কয়েদীদের সাথে সদাচরণের কঠোর নির্দেশ দেন।[২৫২]

কারাগারের সংস্কারের ব্যাপারে তাঁর পদক্ষেপ ও কর্মপন্থার সারকথা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও বিষয়টি আরো স্পষ্ট করার জন্য এখানে তাঁর কয়েকটি নির্দেশ হুবহু উদ্ধৃত করা হলো :[২৫৩]

عن جعفر بن برقان قال : كتب إلينا عمر بن عبد العزيز لا تدعــن فــى سـجونكم أحدا من المسلمين في وثاق لا يستطيع أن يصلى قائما، ولاتبيتن في قيد إلارجــلا مطلوبا بدم، وأجروا عليهم من الصدقــة مايصلحـهم فـى طعامـهم وأدمـهم، فمـر بالتقدير لهم مايقوتهم فى طعامهم وأدمهم، وصير ذلك دراهـم تجـرى عليـهم فـى كل شهر يدفع ذلك إليهم، فإنك إن أجريت عليهم الخبز ذهب بــه ولاة السجن والقوام والجلاوزة. وول ذلك رجلا من أهل الخير والصلاح يثبـت أسمـاء مـن فـى السجن ممن تجرى عليهم الصدقة، وتكون الأسماء عنده ويدفع ذلك إليـهم شـهرا بشهر، يقعد ويدعو باسم رجل رجل ويدفع ذلك إليه فى يده، فمن كان منهم قد أطلق وخلى سبيله رد مايجرى عليه، ويكون للأجراء عشرة دراهم فى الشهر لكل واحد، وليس كل من فى السجن يحتاج إلى أن يجرى عليه، وكسوتهم فى الشتاء

---

২৫১. কিতাবুল খারাজ-১৫০
২৫২. তাবাকাত-৫/২৬৩, ২৮৮
২৫৩. কিতাবুল খারাজ-১৫০-১৫১; জামহারাতু রাসায়িল আল-'আরাব-২/২৯৮

قميص ومقنعة وكساء، وفى الصيف قميص و إزار ومقنعة، وأغنهم عن الخروج فى السلاسل يتصدق عليهم الناس، فان هذا عظيم أن يكون قوم من المسلمين قد أذنبوا وأخطأو اوقضى الله عليهم ماهم فيه فحبسوا يخرجون فى السلاسل يتصدقون، وماأظن أهل الشرك يفعلون هذا بأسارى المسلمين الذين فى أيديهم فكيف ينبغى أن يفعل هذا بأهل الاسلام؟ وإنما صاروا إلى الخروج فى السلاسل يتصدقون لماهم فيه من جهد الجوع، فربما أصابوا ما يأكلون وربما لم يصيبوا، إن ابن آدم لم يعر من الذنوب، فتفقد أمرهم ومر بالإجراء عليهم مثل ما فسرت لك، ومن مات منهم ولم يكن له ولى ولاقرابة غسل وكفن من بيت المال وصلى عليه ودفن، فإنه بلغنى وأخبرنى به الثقات أنه ربما مات منهم الميت الغريب فيمكث فى السجن اليوم واليومين حتى يستأمر الوالى فى دفنه وحتى يجمع أهل السجن من عندهم ما يتصدقون ويكترون من يحمله إلى المقابر فيدفن بلاغسل ولاكفن ولاصلاة عليه، فما أعظم هذا فى الاسلام وأهله.ولو أمرت باقامة الحدود لقل أهل الحبس ولخاف الفساق وأهل الدعارة ولتناهوا عماهم عليه، وإنما يكثر أهل الحبس لقلة النظر فى أمرهم، إنما هو حبس وليس فيه نظر، فمر ولاتك جميعا بالنظر فى أمر أهل الحبوس فى كل أيام، فمن كان عليه أدب أدب وأطلق، ومن لم يكن له قضية خلى عنه، وتقدم إليهم أن لايسرفوا فى الأدب ولايتجاوزوا بذلك إلى مالايحل ولايسع، فانه بلغنى أنهم يضربون الرجل فى التهمة وفى الجناية الثلاثمائة والمائتين وأكثر وأقل، وهذا مما لايحل ولايسع. ظهر المؤمن حمى إلا من حق يجب بفحور او قذف أو سكر أو تعزير لأمر اتاه لايجب فيه حد، وليس يضرب فى شئ من ذلك، كما بلغنى أن ولاتك يضربون، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ضرب المصلين.

"জা'ফার ইবন বারকান বলেন : 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয আমাদেরকে লিখলেন : কারাগারে কোন মুসলমান কয়েদীকে এমনভাবে বেড়ী পরানো যাবে না যাতে সে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে না পারে এবং একমাত্র মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত আসামী ছাড়া সকল কয়েদীর বেড়ী রাতে খুলে দিতে হবে। প্রত্যেক কয়েদীর জন্য এত পরিমাণ ভাতা নির্ধারণ করতে

হবে যাতে সে পেট ভরে খেতে পারে। প্রত্যেক কয়েদীর প্রতিদিনের খাবার নির্ধারণ করে তার অর্থ মাসিক ভিত্তিতে তাকে দিতে হবে। তাদেরকে যদি নগদ অর্থের পরিবর্তে রুটি সরবরাহ করা হয় তাহলে কারাগারের কর্মচারী, কর্মকর্তা ও পুলিশ তাতে ভাগ বসাবে। এর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব একজন সৎ ও বিশ্বস্ত ব্যক্তির উপর ন্যস্ত করতে হবে, সে ভাতা প্রাপ্ত কয়েদীদের নাম খাতায় লিপিবদ্ধ করবে এবং সে খাতা তার হিফাজতেই থাকবে। সে প্রত্যেক মাসে একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসে একজন একজন করে কয়েদীর নাম ধরে জোরে ডাকবে এবং সে এসে নিজ হাতে তার ভাতা গ্রহণ করবে। যারা মুক্তি পাবে তাদের ভাতা বন্ধ করে দিতে হবে। প্রত্যেক কয়েদীকে মাসিক দশ দিরহাম করে দিতে হবে। তবে সকল কয়েদীকে ভাতা দানের প্রয়োজন নেই।

শীতকালে প্রত্যেক কয়েদী একটি জামা ও একটি কম্বল এবং গরমকালে একটি জামা একটি লুঙ্গি পাবে। মহিলা কয়েদীরাও এটা পাবে, তবে তারা হিজাবের জন্য একটি বোরকাও পাবে। কয়েদীরা ডাণ্ডাবেড়ী পরে হেলতে-দুলতে মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে যে দান-সাদাকা কুড়ায় তা থেকে তাদেরকে মুক্তি দিতে হবে। কারণ, এ একটি বড় অন্যায় যে, মুসলমানদের একটি দল তাদের কোন অপরাধের কারণে বন্দী হয়ে এভাবে মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে দান-সাদাকা সংগ্রহ করে। আমার ধারণা অমুসলিমরাও মুসলিম কয়েদীদের সাথে এমন আচরণ করবে না। তাহলে মুসলমান কয়েদীদের সাথে আমাদের এ আচরণ কেমন করে বৈধ ও যুক্তিসঙ্গত হতে পারে?

এই কয়েদীরা মারাত্মক ক্ষুধার কারণে এভাবে ডাণ্ডাবেড়ী ধারণ করে মানুষের দ্বারে যায়। কখনো হয়তো কিছু পায়, আবার কখনো পায় না। কোন মানুষই পাপমুক্ত নয়। তাদের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে এবং আমার নির্দেশ মতো ভাতা দিতে হবে। কোন কয়েদী মারা গেলে তার কোন আত্মীয়-বন্ধু না থাকলে বায়তুল মালের খরচে তার দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করতে হবে। তার জানাযার নামায আদায় করার পর দাফন করতে হবে। বিশ্বস্ত সূত্রে আমি জানতে পেরেছি যে, আত্মীয়-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন দূরের কোন কয়েদী মারা গেলে দু'দিন পর্যন্ত তার লাশ কারাগারে অযত্ন-অবহেলায় পড়ে থাকে। এমনকি দাফনের জন্য যখন ওয়ালীর অনুমতি পাওয়া যায় তখন অন্য কয়েদীরা নিজ উদ্যোগে তার দাফনের জন্য দান-সাদাকা সংগ্রহ করে এবং অর্থের বিনিময়ে নিয়োগকৃত মজুরের মাধ্যমে লাশটি গোরস্তানে পৌছানো হয়। তখন তাকে গোসল-কাফন ও জানাযা ছাড়াই দাফন করা হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে এ একটা মারাত্মক অপরাধ। এখন যদি তোমরা আল্লাহর হদ তথা নির্ধারিত শাস্তি প্রয়োগ কর তাহলে কয়েদীর সংখ্যা কমে যাবে, চোর-ডাকাত, গুণ্ডা-বদমায়েশ ভয় পেতে থাকবে এবং তারা অপরাধ থেকে বিরত থাকবে। যথাযথ পর্যবেক্ষণের অভাবেই কয়েদীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এরা কেবল বন্দীই আছে, তাদের কোন তত্ত্বাবধান ও পর্যবেক্ষণ নেই। প্রত্যেকে নিজের অধীনস্থ কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিবে, তারা যেন প্রতিদিন কয়েদীদের তত্ত্বাবধান করে। যাদের সংশোধন কেবল সৎ উপদেশ দ্বারা হয়, তাদেরকে উপদেশ দিয়ে মুক্তি দিতে হবে। যাদের বিরুদ্ধে কোন

মামলা নেই তাদেরকে একেবারে মুক্তি দিতে হবে। তা'যীর তথা নিবর্তনমূলক শাস্তি দানের ক্ষেত্রে যেন সীমালংঘন করা না হয়। আমি জানতে পেরেছি যে, কেউ কেউ সন্দেহ ভাজন অপরাধীকে কেবল সন্দেহের ভিত্তিতে দু'তিন শো' অথবা কিছু কম-বেশী চাবুক মেরে থাকে। কিন্তু একাজ সম্পূর্ণ অবৈধ। শরী'আত নির্ধারিত শাস্তি ছাড়া মুসলমানদের পিঠ সর্বঅবস্থায় সংরক্ষিত। আমি জেনেছি কোন কোন কর্মকর্তা মানুষকে বেত্রাঘাত করে। অথচ রাসূল (সা) নামাযীদেরকে প্রহার করতে নিষেধ করেছেন।"

আধুনিক যুগে কারাগার ও কয়েদীদের সংশোধন ও অধিকার সংরক্ষণের জন্য যে সকল নীতিমালা গ্রহণ করা হয় তার সাথে প্রায় সাড়ে তের শো' বছর পূর্বে জারী করা 'উমারের (রহ) উপরোক্ত ফরমানটি তুলনা করলে বুঝা যায়, যে কোন বিচারেই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বেশী আধুনিক ও উন্নত মানের।

'আদল ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা

কোন ঘটনার যথার্থতার সবচেয়ে বড় মাপকাঠি হলো তার সম্পর্কে অতিরঞ্জিত নানা কথা ছড়িয়ে পড়া। 'উমার ইবন 'আবদিল আযীযের 'আদল-ইনসাফের ঘটনাবলী এই মাপকাঠির ভিত্তিতে ঠিকভাবেই উৎরে যায়। কবিরা যখন তাঁদের কবিতায় কোন রাজা-বাদশার 'আদল-ইনসাফের অতিরঞ্জিত প্রশংসা করে তখন বলে, তার সময়ে নেকড়ে ও মেষ একসাথে পানি পান করে। কখনো এর চেয়ে আরো একটু বাড়িয়ে বলা হয় "নেকড়ে মেষ পালের রাখালী করে।" হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল আযীযের সময় এই অতিরঞ্জন বাস্তবরূপ লাভ করে এবং সে সম্পর্কে বহু বানোয়াট ও অতিরঞ্জিত কাহিনীর সৃষ্টি হয়। যেমন মূসা ইবন 'আয়ান বলেছেন, আমরা 'উমার ইবন 'আবদিল আযীযের খিলাফতকালে ছাগল চরাতাম। নেকড়েও আমাদের সাথে চরতো। কিন্তু এক রাতে নেকড়ে একটি ছাগলকে আক্রমণ করে বসে। তখন আমি বললাম, নিশ্চয় সেই সৎ লোকটির মৃত্যু হয়েছে। পরে দেখা গেল বাস্তবে সেই রাতে 'উমার ইনতিকাল করেছেন।[২৫৪]

এখন আমাদের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করে বলতে হবে এই অতিরঞ্জনের মধ্যে সত্য ও বাস্তবতার পরিমাণ কতটুকু? 'উমার ইবন 'আবদিল আযীযের খিলাফতকালের পূর্বে :

১. জনসাধারণের অর্থ-সম্পদ জোর করে অন্যায়ভাবে দখল করে নেওয়া হয়েছিল।

২. বিশ্ব মুসলিমের পরম প্রিয় বানূ হাশিমের সকল অধিকার হরণ করা হয়েছিল।

৩. চরম খুনী ও রক্ত পিপাসু সব কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছিল।

৪. নিতান্ত ধারণা ও সন্দেহের ভিত্তিতে মানুষকে শাস্তি দেওয়া হতো এবং পুরুষের বদলে নারীদেরকে গ্রেফতার করা হতো।

৫. কোন রকম পারিশ্রমিক ছাড়াই জনগণকে বেগার খাটানো হতো।

---

২৫৪. ইবনুল জাওযী-৭০; 'আবদুস সালাম নাদবী, সীরাতে 'উমার ইবন 'আবদিল আযীয-১৭০

'উমার ইবন 'আবদিল আযীয খিলাফতের মসনদে আসীন হয়েই এই সকল অন্যায়-অবিচারের মূলোৎপাটন করে আদল-ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। ঐতিহাসিক ইয়া'কূবী লিখেছেন :[২৫৫]

نكث عمر أعمال أهل بيته وسماها مظالم وكتب إلى عماله جميعا أما بعد فان النـاس قد اصابهم بلاء وشدة وجور فى أحكام الله وسنن سيئة سنها عليهم عمال السوء قلما قصدوا قصد الحق والرفق والإحسان.

"'উমার ইবন 'আবদিল আযীয নিজ খান্দানের কর্ম পদ্ধতিকে বদলে দেন এবং তার নাম দেন জুলুম-অত্যাচার। তিনি তাঁর কর্মকর্তাদের লেখেন যে, মানুষ আল্লাহর বিধানের ব্যাপারে সেইসব অসৎ কর্মকর্তাদের কারণে যারা খুব কমই সত্য-সততা, কোমলতা ও উপকারের পথ ও পন্থা অনুসরণ করেছে, বিপদ, কঠোরতা ও জুলুম-অত্যাচারে নিপতিত হয়েছে। আর তারা তাদের উপর খারাপ রীতি-পদ্ধতি চালু করেছে।'

এ কারণে তিনি দায়িত্ব গ্রহণের পর সর্বপ্রথম জনসাধারণের অধিকারের প্রতি মনোযোগ দেন এবং অন্যায়ভাবে জোর-জবরদস্তী দখলকৃত সকল সম্পদ তার প্রকৃত মালিককে ফেরত দেন।

বানূ হাশিমের প্রতি বিদ্বেষ দূরীকরণ ও তাদের অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠা

হযরত নবী কারীমের (সা) বংশ বানূ হাশিমের অধিকার হরণের সূচনা হয় হযরত আমীর মু'আবিয়ার (রা) সময় থেকে। ফাদাক– যা ছিল হযরত রাসূলে কারীমের (সা) একান্ত অধিকারভুক্ত এবং যার আয় থেকে তিনি বানূ হাশিমকে সাহায্য করতেন, সেটা হযরত মু'আবিয়া (রা) মারওয়ানকে দান করেন।[২৫৬] খুমুস (যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক পঞ্চমাংশ), যা ছিল বানূ হাশিমের একক অধিকারের, তাও তিনি কেড়ে নেন। তবে 'উমার ইবন 'আবদিল আযীয খিলাফতের দায়িত্ব লাভের পূর্বে ওয়ালীদ ও সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিকের, যখন তাঁরা খিলাফতের মসনদে আসীন ছিলেন, এই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিন্তু তাঁরা উভয়ে বানূ হাশিমের এ অধিকার ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করেন। তাই তিনি খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণের পরই এ ব্যাপারে উদ্যোগী হন এবং নিজের অতীত পরামর্শকে বাস্তবায়িত করেন। ফাদাকের ব্যাপারে আবূ বকর ইবন হাযমকে লেখেন; অনুসন্ধানের পর জানা গেছে ফাদাকের আয় ভোগ করা আমার জন্য বৈধ নয়। এ ব্যাপারে আমার সিদ্ধান্ত হলো, রাসূলুল্লাহর (সা) সময়কালে, আবূ বকর, 'উমার ও 'উছমানের (রা) খিলাফতকালে তা যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থায় ফিরিয়ে দিই। পরে যা কিছু হয়েছে তা পরিহার করি। খুমুসের ব্যাপারেও তিনি অনুসন্ধান করেন এবং আবূ বকর ইবন হাযমের নিকট পাঁচ হাজার দীনারসহ একটি পত্র পাঠান। পত্রে

---

২৫৫. তারীখ আল-ইয়া'কূবী-২/৩০৫
২৫৬. প্রাগুক্ত-২/৩৬৬

তিনি লেখেন : এর সঙ্গে আরো পাঁচ হাজার যোগ করে বানূ হাশিমের নারী-পুরুষ, ছোট-বড় সকলের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করুন। যদিও এতে যায়দ ইবন হাসান ভীষণ অসন্তুষ্ট হন এবং মন্তব্য করেন : আমাদেরকে বান্দী-দাসীদের সমান করা হয়েছে। কিন্তু 'উমার তার কোন পরোয়া করেননি।

'আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'আকীলের একটি বর্ণনা আছে যে, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয প্রথমবারের মত কিছু অর্থ নবী-খান্দানের মধ্যে বণ্টন করেন। তাঁতে নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-শিশু সকলে সমানভাবে অংশীদার ছিল। প্রত্যেকে তিন হাজার দীনার করে লাভ করেছিল। তিনি একটি পত্রে একথাও লিখে পাঠান যে, আমি যদি বেঁচে থাকি তাহলে আপনাদের সব অধিকারই ফিরিয়ে দেব।

নবী-খান্দানের উপর তাঁর এ অনুগ্রহের বিরাট প্রভাব পড়ে। তাঁরা তাঁর প্রবল সমর্থকে পরিণত হন। যেমন, একদিন 'আলী ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) ও আবূ জা'ফার ইবন 'আলী বসে আছেন। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি এসে 'উমার ইবন 'আবদিল আযীযের দুর্নাম করতে আরম্ভ করে। তাঁরা তাকে 'উমারের নিন্দা-মন্দ করতে নিষেধ করেন এবং বলেন আমীর মু'আবিয়ার (রা) সময় থেকে আজ পর্যন্ত আমরা "খুমুস" থেকে বঞ্চিত ছিলাম। কিন্তু 'উমার ইবন 'আবদিল আযীয 'আবদুল মুত্তালিবের বংশধরদের মধ্যে তা বণ্টন করেছেন।

নবী-খান্দানের প্রতি 'উমারের এমন সদাচরণের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে হযরত ফাতিমা বিনত হুসাইন (রা) একটি পত্র লেখেন। তাতে তিনি বলেন, আমীরুল মু'মিনীন খুলাফায়ে রাশেদীনের অনুসরণে আমাদের জন্য যে অর্থ পাঠিয়েছেন এবং আমাদের মধ্যে যা বণ্টিত হয়েছে আল্লাহ তা'আলা সেজন্য আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমাদের প্রতি জুলুম করা হচ্ছিল এবং আমাদের প্রতি ইনসাফ করা আপনার দায়িত্ব ছিল। হে আমীরুল মু'মিনীন! নবী-খান্দানের যাদের চাকর ছিল না তারা এখন চাকর রাখতে পেরেছে, যাদের কাপড় ছিল না, তারা কাপড় পেয়েছে, আর যাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য অর্থ ছিল না তারা সে অর্থ পেয়েছে।

হযরত ফাতিমা বিনত হুসায়নের (রা) এ পত্র নিয়ে 'উমারের নিকট এলে তিনি দারুণ খুশী হন। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন এবং পত্র-বাহক দূতকে দশ দীনার বখশীশ হিসেবে দান করেন। দূতকে বিদায় দেওয়ার সময় তার হাতে আরো পঞ্চাশ দীনার ও একটি পত্র ধরিয়ে দিয়ে বলেন, এগুলো ফাতিমাকে দিবে। পত্রে তিনি ফাতিমাকে লেখেন, এই দীনারগুলো আপনার প্রয়োজনে ব্যয় করুন।

তিনি আহলি বায়তের লোকদের অত্যন্ত সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখতেন। একবার তাঁর মজলিসে ফাতিমা বিনত আল-হুসায়নের (রা) আলোচনা উঠলো। যখন কেউ একজন বললো, ফাতিমা মন্দ কাজ করা তো দূরের কথা, মন্দ কি তাও তিনি জানেন না। সাথে সাথে উমার মন্তব্য করলেন, মন্দ না জানাই মন্দ থেকে তাঁকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে।[২৫৭]

---

২৫৭. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৩/১২

উমাইয়্যা খান্দানের হাতে খিলাফতের দায়িত্বভার আসার পর থেকে জুম'আর খুতবায় আমীরুল মু'মিনীন হযরত 'আলীর (রা) প্রতি লা'নত তথা অভিশাপ দানের যে রীতি চলে আসছিল 'উমার তা পরিহার করার এবং তদস্থলে আল-কুরআনের নিম্নের আয়াতটি পাঠ করার নির্দেশ দেন :[২৫৮]

إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى، يعظكم لعلكم تذكرون.[২৫৯]

'আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকর্ম ও সীমালংঘন, তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।'

অনেকে বলেন, 'আলীর (রা) ব্যাপারে 'উমার তাঁর পিতা 'আবদুল 'আযীযের পথ অনুসরণ করেন। তাঁর সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি 'আলীকে (রা) অভিশাপ দিতেন না। খুতবা দানের সময় 'আলীর (রা) প্রসঙ্গ এলে তো তো করে তোৎলামির ভান করতেন। একদিন 'উমার তাঁর পিতার এমন আচরণের কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন : বেটা! 'আলী সম্পর্কে আমরা যতটুকু জানি, জনগণ যদি ততটুকু জানে তাহলে তারা আমাদেরকে ছেড়ে তাঁর সন্তানদের দিকেই চলে যাবে। সম্ভবতঃ পিতার এ কথায় পুত্র 'উমার দারুণ প্রভাবিত হন।[২৬০]

নবী-খান্দানের প্রতি 'উমারের এমন উদার ও মর্যাদাপূর্ণ আচরণে জনসাধারণ দারুণ খুশী হয়। মানুষ তাঁর এ কাজকে একটি মহৎ কাজ বলে বিবেচনা করে এবং তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে পড়ে। সেকালের আরব কবিগণও তাঁদের কবিতায় তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। বিখ্যাত কবি কুছায়্যির 'আয্যা (মৃ. হি. ১০৫/খ্রী. ৭২৩) তাঁর একটি কবিতায় বলেন :

وُلِّيتَ فلم تشتم عليًا ولم تُخِفْ — بَرِيًّا ولم تتبع مقالة مجرم
تَكَلَّمْتَ بالحق المبين وإنما — تُبَيِّنُ آيات الهدى بالتكلمِ
وصدَّقت معروف الذى قلت بالذى — فعلتَ فأضحى راضيًا كلُّ مسلم
ألا إنما يكفى الفتى بعد زيغه — من الأود البادى ثقاف الـمُقَوِّمِ

'আপনাকে খিলাফতের দায়িত্ব দেওয়া হলো, আলীকে গালি দিলেন না, সৃষ্টি জগতের কাউকে ভয় দেখালেন না এবং কোন অপরাধীর কথাও মানলেন না।
আপনি স্পষ্ট সত্য উচ্চারণ করলেন। আর আপনি তো কথার মাধ্যমে সত্য-সঠিক পথের নিদর্শনাবলী ব্যাখ্যা করেন।

---

২৫৮. ড. 'উমার ফাররূখ, তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবী-১/৬০৪
২৫৯. সূরা আন-নাহল : ৯০
২৬০. ড. হাসান ইবরাহীম হাসান, তারীখ আল-ইসলাম-১/৩৩০

আপনি আপনার কর্মের দ্বারা কথাকে সত্যে পরিণত করলেন। ফলে প্রত্যেকটি মুসলমান সন্তুষ্ট হলো।

জেনে রাখুন, একজন যুবকের সত্য থেকে বিচ্যুতির পর যেভাবে ধারালো ও সোজা করার যন্ত্র দিয়ে তীর সোজা ও ধারালো করা হয় তেমনি তার জন্য একটু প্রচেষ্টাই যথেষ্ট।'

কবি কুছায়্যির 'উমারকে এ কবিতাটি শোনালে তিনি মন্তব্য করেন : أَفْلَحْنَا إِذًا – তাহলে আমরা সফল হয়েছি।[২৬১]

অত্যাচারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে বরখাস্তকরণ

অন্যায়ভাবে জোর-জবরদস্তী দখলকৃত সম্পদ ফেরত দান ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে আদল-ইনসাফ প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক কাজ করার পর তার গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারমূলক কাজ ছিল কর্মচারী-কর্মকর্তাদের জুলুম-অত্যাচারের প্রতিবিধান করা। অবশ্য তাঁর পরামর্শ মত খলীফা সুলায়মানের সময়কালেই বহুলাংশে এর প্রতিবিধান হয়ে গিয়েছিল। তা সত্ত্বেও কিছু প্রভাব বিদ্যমান ছিল। উমাইয়্যা শাসনকালে হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ, তার গোটা খান্দান এবং তার অধীনের কর্মকর্তারা ছিল সবচেয়ে বেশী বেপরোয়া ও জঘন্য ধরনের অত্যাচারী-উৎপীড়ক।

খলীফা 'আবদুল মালিক ও তাঁর পুত্র আল-ওয়ালীদের খিলাফতকালের সবচেয়ে বড় অভিশাপ হলো হাজ্জাজ ইবন ইউসুফের মত চরম অত্যাচারীর দীর্ঘ বিশ বছর যাবত গভর্ণর থাকা। কিরাত শাস্ত্রের বিখ্যাত ইমাম 'আসিম ইবন আবী আন-নাজূদ (রহ) বলেন : 'আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজসমূহের মধ্যে এমন কোন কাজ ছিল না যা সে করেনি।' 'উমার ইবন 'আবদিল আযীয (রহ) বলতেন :

"لو جاءت كل أمة بمنافقيها وجئنا بالحجاج لفضلناهم."

'যদি দুনিয়ার সকল জাতি-গোষ্ঠী পাপাচারের প্রতিযোগিতা করে এবং নিজেদের সকল কপট পাপাচারীকে এনে দাঁড় করায় তাহলে আমরা কেবল হাজ্জাজকে দাঁড় করিয়ে তাদের সকলের উপর জয় লাভ করতে পারবো।'[২৬২] তার সময়ে আদালতের বিচার-ফয়সালা ছাড়া বন্দী অবস্থায় যাদের হত্যা করা হয়েছে, বলা হয়, কেবল তাদের সংখ্যা এক লাখ বিশ হাজার। যখন সে মারা যায় তখন তার কারাগারে আশি হাজার নির্দোষ মানুষ বন্দী ছিল যাদেরকে কখনো আদালতে হাজির করা হয়নি।[২৬৩]

হাজ্জাজের মৃত্যুর খবর শুনে 'উমার সিজদায় লুটিয়ে পড়েন। তিনি আল্লাহর নিকট দু'আ করতেন, হাজ্জাজের মৃত্যু যেন তার বিছানায় হয়, যাতে আখিরাতে সে কঠিন শাস্তি লাভ করে।

---

২৬১. আল-কামিল ফিত তারীখ-৫/৪২-৪৩; ড. 'উমার ফাররূখ,তারীখ-১/৬২০

২৬২. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৫/৪৯

২৬৩. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৯/২, ৮৩, ৯১, ১২৮, ১২৯, ১৩১, ১৩৮; আল-কামিল ফিত তারীখ-৪/২৯, ১৩৩; খিলাফত ও মুলূকিয়াত-১৮৬

হাজ্জাজের মৃত্যুর পর মানুষ শোক প্রকাশের জন্য খলীফা ওয়ালীদের নিকট আসে। তারা তাদের শোক প্রকাশ ও হাজ্জাজের প্রশংসায় অনেক কথা বলে। সেখানে 'উমার উপস্থিত ছিলেন। ওয়ালীদ তাঁর দিকে তাকালেন যাতে মানুষে যা বলছে সেও যেন তেমন কিছু বলে। 'উমার বললেন : আমীরুল মু'মিনীন! হাজ্জাজ আমাদের মধ্যকার একজন মানুষই ছিল।[২৬৪]

খলীফা আল-ওয়ালীদ ইবন আবদিল মালিকের দরবারে একবার 'উমার ইবন 'আবদিল আযীযের উপস্থিতিতে বিভিন্ন অঞ্চলের ওয়ালী, বিশেষতঃ হাজ্জাজের জুলুম-অত্যাচারের প্রসঙ্গ ওঠে। 'উমার তখন বললেন :[২৬৫]

الحجاج بالعراق والوليد بالشام وقُرَّة بمصر وعثمان بالمدينة وخالد بمكة، اللهم قد امتلأت الدنيا ظلما وجورا فارح الناس!

'ইরাকে হাজ্জাজ, শামে ওয়ালীদ, মিসরে কুররা ইবন শারীক, মদীনায় 'উছমান ইবন হায়্যান, মক্কায় খালিদ ইবন 'আবদিল্লাহ আল-কাসারী– ইয়া আল্লাহ! জুলুম-অত্যাচারে এ দুনিয়া ভরে গেছে, তুমি মানুষকে শান্তি দাও।'

'আল্লাহ 'উমারের দু'আ কবুল করেন। এর এক মাসের মধ্যে হাজ্জাজ ও কুররা মৃত্যুবরণ করে, তার অল্প কিছু দিন পর মারা যায় আল-ওয়ালীদ। অতঃপর 'উছমান ও খালিদকে বরখাস্ত করা হয়।' অপর একটি বর্ণনায় ইয়ামনে মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফের কথাও এসেছে।[২৬৬]

'উমার ইবন 'আবদিল আযীয (রহ) এই জুলুম-অত্যাচার নির্মূল করার দিকে মনোযোগী হওয়ার পর হাজ্জাজের গোটা খান্দানকে ইয়ামনে নির্বাসন দেন। তারপর সেখানের ওয়ালীকে লেখেন যে, তোমাদের নিকট আবূ 'আকীলের খান্দানকে– যেটি আরবের নিকৃষ্ট খান্দান, পাঠালাম। তাদেরকে একস্থানে থাকার সুযোগ না দিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দাও। তিনি হাজ্জাজের নিজ গোত্রের লোক অথবা যারা তার অধীনে কোন কাজ করেছে তাদেরকে সবরকম রাষ্ট্রীয় অধিকার ও সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার নির্দেশ দেন।[২৬৭]

আঞ্চলিক কর্মকর্তাদের দমন নীতি বন্ধকরণ

উমাইয়্যা শাসন আমলে ভুল ধারণা ও সন্দেহবশতঃ ধরপাকড় ও শাস্তিদান খুব সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়েছিল। ইসলামের দৃষ্টিতে যা ছিল মারাত্মক জুলুম। ঐতিহাসিক ইয়া'কূবীর বর্ণনা মতে খলীফা ওয়ালীদ এমন অপকর্মের সূচনা করেন এবং শুধুমাত্র

২৬৪. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৫/৫৫, ৫৭
২৬৫. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৯/৮৯; খিলাফত ও মুলূকিয়াত-১৮৭
২৬৬. আল-কামিল ফিল লুগা ওয়াল আদাব-১/৮৭, ১২৩
২৬৭. ইবনুল জাওযী-১১৪

সন্দেহের ভিত্তিতে বহু অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ডের মত কঠোর শাস্তি দেন।[২৬৮] তাবারীর মতে যিয়াদই সর্বপ্রথম এমন অপকর্ম চালু করেন। যাই হোক না কেন, এই জুলুমের সূচনা হয় 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের খিলাফতকালের পূর্বে এবং অসংখ্য মানুষকে কেবল সন্দেহমূলক অপরাধের ভিত্তিতে হত্যা করা হয়। 'উমার খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর এ রকম শাস্তিকে সম্পূর্ণ অবৈধ ও সুন্নাতের পরিপন্থী বলে সিদ্ধান্ত দান করেন। তিনি এ জাতীয় শাস্তিদান সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেন।

মুসেলে চুরি-ছ্যাঁচড়ামির ঘটনা খুব বেশী পরিমাণে ঘটছিল। তাই সেখানকার ওয়ালী ইয়াহইয়া আল-গাসসানী খলীফা 'উমার ইবন 'আবদিল আযীযকে লিখলেন যে, সন্দেহের ভিত্তিতে ধরপাকড় করে শাস্তি দেওয়া না হলে এসব চুরি-ছ্যাঁচড়ামি বন্ধ হবে না।

জবাবে 'উমার লিখলেন, কেবল আইনসম্মত সাক্ষী-প্রমাণের ভিত্তিতে ধর-পাকড় ও শাস্তি দিবেন। সত্য যদি তাদের সংশোধন করতে না পারে তাহলে আল্লাহ সংশোধন না করুন।[২৬৯]

একবার আঞ্চলিক কর্মকর্তা 'আবদুল হামীদ ইবন 'আবদির রহমান 'উমারকে লিখলেন : এক ব্যক্তি আপনাকে গালি দিয়েছে। আমি তাকে হত্যা করতে চাই। 'উমার লিখলেন : যদি আপনি তাকে হত্যা করেন, আমি আপনাকে গ্রেফতার করবো। কারণ, একমাত্র নবীকে (সা) গালি দেওয়া ছাড়া কাউকে গালির কারণে হত্যা করা যায় না।[২৭০]

আরেকজন কর্মকর্তা 'উমারকে লিখলেন : আমরা একজন জাদুকরকে পানিতে ফেলে দিই। কিন্তু সে পানির উপরে ভেসে থাকে। তার ব্যাপারে আপনি সিদ্ধান্ত দিন। 'উমার লিখলেন : পানির সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। তার বিরুদ্ধে সাক্ষী-প্রমাণ থাকে তো পাকড়াও করুন, অন্যথায় ছেড়ে দিন।[২৭১]

একবার খুরাসানের ওয়ালী আল-জাররাহ ইবন 'আবদিল্লাহ আল-হাকামী লিখলেন : খুরাসানের লোকদের অভ্যাস-আচরণ অত্যন্ত খারাপ। কেবল চাবুক ও অসি ছাড়া আর কোন কিছু তাদেরকে সংশোধন করতে পারবে না। আমীরুল মু'মিনীন সমীচীন মনে করলে অনুমতি দান করবেন। জবাবে 'উমার (রহ) লিখলেন : আপনার চিঠি পেয়েছি। আপনি যে লিখেছেন, খুরাসানবাসীদেরকে চাবুক ও অসি ছাড়া আর কোন কিছু সংশোধন করতে পারবে না, একথা একদম ভুল। তাদেরকে সত্য ও ন্যায়বিচার সংশোধন করতে পারে। আর আপনি তাই ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিন। তিনি আঞ্চলিক শাসনকর্তাদের এ নির্দেশও দেন যে, আমার অনুমতি ছাড়া কোন অপরাধীকে হাত কাটার শাস্তি দিবে না।[২৭২]

---

২৬৮. তারীখ আল-ইয়া'কূবী-২/৩৪৮
২৬৯. তারীখ আল-খুলাফা'-২৩৮
২৭০. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৪/৪৩৬
২৭১. প্রাগুক্ত-৪/৪৩৩, ৪৩৭; ৫/২৬৬
২৭২. তারীখ আল-খুলাফা'-২৪৩; আল-কামিল ফিত তারীখ-৪/১৫৮, ১৬৩

সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে কম মূল্যে জনসাধারণের নিকট থেকে জিনিসপত্র কেনার ব্যাপারে শক্তভাবে বারণ করেন। ফারেসের ওয়ালী 'আদী ইবন আরতাতকে তিনি লিখলেন : আমি জেনেছি আপনার কর্মকর্তারা অনুমানের ভিত্তিতে বাজার দরের চেয়ে কম মূল্যে ফল ক্রয় করে। কোন কোন গোত্র অস্থানীয়দের নিকট থেকে 'উশর আদায় করে। যদি জানা যায় যে, এসব কিছু আপনার ইচ্ছা অথবা ইঙ্গিতে হয়েছে তাহলে আপনাকে ছেড়ে দেওয়া হবে না। বিষয়গুলো তদন্তের উদ্দেশ্যে আমি বিশ্‌র ইবন সাফওয়ান, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আজলান ও খালিদ ইবন সালিমকে পাঠালাম। যদি তারা সঠিক বলে প্রমাণ পায় তাহলে সমস্ত ফল তার মালিককে ফিরিয়ে দিবেন। এছাড়া আর যে সকল বিষয়ের কথা আমি জেনেছি, তারা সেসব কিছুও তদন্ত করবে। আপনি তাদের সাথে কোন প্রকার অসহযোগিতা করবেন না।

একই ধরনের মাপ চালু ও সরকারী কর্মকর্তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা নিষিদ্ধকরণ

তিনি গোটা খিলাফতের সর্বত্র একই ধরনের মাপ চালু করেন। প্রাদেশিক ওয়ালী ও রাষ্ট্রের আমলাদের ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। তিনি লেখেন :[২৭৩]

ونرى ألاَّ يَتَّجر إمام، ولايحل لعامل تجارة فى سلطانه الذى هو عليه، فإن الأمير متى يتجر ليستأثر ويصيب أمورًا فيها عنت، إن حرص ألاَّ يفعل.

'আমরা মনে করি কোন শাসনকর্তার ব্যবসা-বাণিজ্য করা উচিত নয়। কোন কর্মকর্তার তার শাসনাধীন অঞ্চলে ব্যবসা করা বৈধ নয়। কারণ, একজন শাসক যখন ব্যবসা করবে তখন সে না চাইলেও এমন সব কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়বে যা জনগণের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।' 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের কয়েক শো বছর পর জন্ম হয় প্রখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানী ইবন খালদুনের। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে 'উমারের মত একই কথা বলেন :[২৭৪]

إن التجارة من السلطانُ مضِرَّةٌ بالرعايا مفسدة للضريبة.

'শাসকের ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করা জনগণের জন্য যেমন ক্ষতির কারণ, তেমনি ধ্বংসের কারণ ট্যাক্স-কর ব্যবস্থারও।'

বেগার শ্রম নিষিদ্ধকরণ

সব ধরনের বেগার শ্রমকে তিনি আইনত নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। এ রকম বেগার শ্রমিকের ঘামঝরা শ্রমের দ্বারাই প্রাচীন মিসরের পিরামিড এবং রোমান সাম্রাজ্যে বিশাল প্রাসাদ, স্তম্ভ ইত্যাদি নির্মিত হয়েছে। তাই 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয বললেন :[২৭৫]

---

২৭৩. ইবনুল জাওযী-৯৯; রিজালুল ফিক্‌র ওয়াদ দা'ওয়া-১/৪৬

২৭৪. ইবন খালদূন, মুকাদ্দিমা-১৯৭

২৭৫. ইবনুল জাওযী-১০০

ونرى أن توضع السُّخَر عن أهل الأرض، فإن غايتها أمور يدخل فيها الظلم.

'আমরা চাই পৃথিবীর অধিবাসীদের উপর থেকে বেগার শ্রম দূরীভূত হোক। কারণ, এর পরিণতিতে এমন সব বিষয় থাকে যাতে জুলুম-অত্যাচার ঢুকে যায়।'

একবার একজন কর্মকর্তা কোন রকম পারিশ্রমিক প্রদান ছাড়াই জনৈক ব্যক্তির জন্তুর পিঠে সাওয়ার হয়ে তাঁর নিকট আসে। তিনি তা জানতে পেরে বলেন, আমার শাসনামলে তোমরা এমন বেগার খাটাও? তারপর তাকে ৪০টি বেত্রাঘাত করেন।

সরকারী চারণক্ষেত্র সকলের জন্য উন্মুক্তকরণ

রাষ্ট্রীয় ভূ-সম্পত্তির একটি নির্দিষ্ট অংশকে আমীর-উমারা, শাহী খান্দানের লোকেরা এবং শাসনকর্তারা নিজেদের শিকার ক্ষেত্র অথবা চারণভূমিতে পরিণত করে পতিত রেখে দিয়েছিল। তিনি নির্দেশ দেন যে, তার সবকিছুতে জনগণের অধিকার আছে। তিনি বলেন :[২৭৬]

ونرى أن الحمى يباح للمسلمين عامة ... وإنما الإمام فيها كرجل من المسلمين، إنما هو الغيث ينزله الله لعباده فهم فيه سواء.

'আমরা চাই চারণভূমি সাধারণভাবে মুসলমানদের জন্য বৈধ করা হোক।... তাতে ইমাম ও আমীরের অধিকার একজন সাধারণ মুসলমানের মত সমান। আল্লাহ্ আকাশ থেকে যে বৃষ্টি বর্ষণ করেন তাতে সবার সমান অধিকার।'

অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়ও তিনি গভীরভাবে ভেবে দেখেন। যেখানেই তিনি কোন অন্যায় ও অসাধুতার ছিদ্র খুঁজে পেয়েছেন, তা বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তেমন একটি বিষয় আমলাদের জনসাধারণের নিকট থেকে হাদিয়া-তোহফা গ্রহণ করা। সরকারী কর্মকর্তারা হাদিয়া-তোহফা গ্রহণ করতো। কারণ, তা গ্রহণ করা সুন্নাত। কিন্তু 'উমার সময়, অবস্থা ও পরিবেশ-পরিস্থিতির পরিবর্তন সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিফহাল ছিলেন। তাই তিনি সরকারী কর্মকর্তাদের জনসাধারণের নিকট থেকে হাদিয়া-তোহফা গ্রহণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। একবার তাঁকে কিছু হাদিয়া দেওয়া হলে তিনি গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। তখন এক ব্যক্তি বলে, রাসূলুল্লাহ (সা) হাদিয়া গ্রহণ করতেন। জবাবে তিনি বললেন :[২৭৭]

هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية ولنارشوة ولاحاجة لى به.

'যা রাসূলুল্লাহর (সা) জন্য হাদিয়া তা হয়েছে আমাদের জন্য রিশওয়াত বা ঘুষ। এর প্রয়োজন আমার নেই।'

খলীফাদের ঘিরে একটি বেষ্টনী তৈরি হয়েছিল। সাধারণ মানুষের যেমন তাঁর কাছে

---

২৭৬. প্রাগুক্ত-৯৭; রিজালুল ফিক্‌র ওয়াদ দা'ওয়া-১/৪৬
২৭৭. ইবনুল জাওযী-৩৬; রিজালুল ফিকর ওয়াদ দা'ওয়া-১/৪৬

পৌঁছার কোন সুযোগ ছিল না, তেমনি মানুষের হাল-হাকীকত এবং খিলাফতের সার্বিক অবস্থা জানার উপায়ও তাঁর ছিল না। পারিষদবর্গ সর্বদাই তাঁকে লোহার বেষ্টনীর মত ঘিরে রাখতো। তিনি বিভিন্ন অঞ্চলের ওয়ালীদের প্রতি নির্দেশ পাঠান তাঁরা যেন জনসাধারণকে তাঁদের সাথে সাক্ষাৎ এবং অভাব-অভিযোগ পেশ করার পূর্ণ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন। কেউ কোন সঠিক তথ্য খলীফাকে অবহিত করলে অথবা ইসলামী খিলাফত ও মুসলমানদের কল্যাণমূলক কোন প্রস্তাব বা পরামর্শ দান করলে 'উমার তার জন্য পুরস্কার ও আর্থিক ভাতা ঘোষণা করেন।

হজ্জের সময় ঘোষণা দেওয়া হতো : কারো উপর জুলুম করা হয়েছে– এমন কোন তথ্য কেউ প্রদান করলে, অথবা জনকল্যাণ ও দীনের কোন ব্যাপারে সৎ পরামর্শ দিলে তাকে এক শো' থেকে তিন শো' দীনার পর্যন্ত পুরস্কার দেওয়া হবে।[২৭৮]

প্রাদেশিক শাসনকর্তা 'আবদুল হামীদকে তিনি প্রথমে লিখলেন : 'শয়তানের প্ররোচনা এবং রাষ্ট্রীয় জুলুম-অত্যাচারের পর মানুষের কোন স্থায়িত্ব থাকতে পারে না। এ কারণে আমার এ চিঠি পাওয়ার সংগে সংগে প্রত্যেক পাওনাদারকে তার পাওনা পরিশোধ করবেন।' সকল প্রকার অন্যায় ট্যাক্স তিনি মওকুফ করে দেন।[২৭৯] এছাড়া যাবতীয় নিবর্তনমূলক রীতি-পদ্ধতি তিনি রহিত করেন। পূর্ববর্তী খলীফা ও আমলারা বিশ প্রকার ট্যাক্স উদ্ভাবন করেছিল, তিনি তা চিরতরে মাফ করে দেন।[২৮০]

'উমারের সন্তুষ্টি

একবার মদীনা থেকে এক ব্যক্তি খলীফা 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের নিকট আসলো। তিনি তাঁর নিকট মদীনার অধিবাসীদের সম্পর্কে জানতে চান। লোকটি বললো, আপনি চাইলে আংশিক তথ্য অথবা পূর্ণ তথ্য দিতে পারি। 'উমার বললেন, বিস্তারিতভাবে পূর্ণ তথ্যই দাও। লোকটি বললো :

إنـى تركـت أهـل المدينـة والظـالم بـها مقـهور، والمظلـوم منصـور، والغنـيّ موفـور، والعائل مجبور.

'আমি মদীনাবাসীদেরকে এমন অবস্থায় ছেড়ে এসেছি যে, তথাকার অত্যাচারী পরাজিত, অত্যাচারিত সাহায্য প্রাপ্ত, ধনী আরো প্রাচুর্যের অধিকারী ও ক্রন্দনকারী সান্ত্বনাপ্রাপ্ত হয়েছে।' তার বক্তব্য শুনে 'উমার দারুণ খুশী হলেন। বললেন :

والله لئن تكون البلدان كلهاعلى هذه الصفة أحبّ إلىّ مما طلعت عليه الشمس.

'বিশ্বের যেখানে সূর্যোদয় হয় তার সবটুকু আমার হাতের মুঠোয় আসার চেয়ে সকল শহর যদি তোমার বর্ণিত অবস্থায় থাকে তাহলে সেটাই আমার অধিকতর পছন্দনীয়।'[২৮১]

---

২৭৮. ইবনুল জাওযী-১৪১
২৭৯. তাবাকাত-৫/৩৭১, ৩৮৩
২৮০. ইবনুল জাওযী-৯৯
২৮১. আল-কিন্দী, তারীখ আল-কুদাত-৩৪৪; আহমাদ আমীন, ফাজরুল ইসলাম-২৩৬

বিচার ব্যবস্থা

একটি রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানজনক পদসমূহের একটি হলো বিচারকের পদ। এ পদটি সবচেয়ে বেশী স্পর্শকাতর এবং জনগণের উপর সর্বাধিক প্রভাবশালীও। একজন কাযী বা বিচারক প্রতিদিন মানুষের সামনে আসেন, তাদের মধ্যে বিচার কাজ পরিচালনা করেন, তাদের ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা করেন। ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র, উযীর-শ্রমিক, অখ্যাত-বিখ্যাত প্রতিটি শ্রেণী ও স্তরের মানুষ তাঁর কাছে আসে। তিনি যদি বিশ্বস্ত, ন্যায়পরায়ণ না হন, বিজ্ঞ-বিচক্ষণ না হন; খোদাভীরু ও সত্যের উপর অটল না হন এবং মানুষের অধিকারে যা কিছু আছে সে ব্যাপারে পাক-পবিত্র মানসের না হন, তাহলে তাঁর দ্বারা প্রথম যার ক্ষতি হয় সে হলো রাষ্ট্র ও আমীরুল মু'মিনীন তথা রাষ্ট্র-প্রধানের। এ কারণে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের মত বিজ্ঞ-বিচক্ষণ খলীফা বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করেন। বিচারক হওয়ার জন্য অনেকগুলো গুণ থাকা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন এবং সেভাবে নির্বাচন করে কিছু বিচারক নিয়োগ করেন। তিনি কেবল বিচারক নিয়োগ করেই বসে থাকেননি, তাদেরকে সর্বদা সময়োপযোগী দিক নির্দেশনাও দিয়েছেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, 'উমারের সাফল্যের পিছনে এই বিচারকদের বিরাট অবদান রয়েছে।

মুযাহিম ইবন যুফার বলেন :[২৮২]

قدمت على عمر بن عبد العزيز في وفد أهل الكوفة، فسألنا عن بلدنا وأميرنا وقاضينا، ثم قال : خمس إن أخطأ القاضي منهن خصلةً كانت فيه وصمة : أن يكون فهيمًا، وأن يكون حليمًا، وأن يكون عفيفًا، وأن يكون صليبًا، وأن يكون عالمًا يسأل عما لايعلم.

'আমি কূফার একটি প্রতিনিধি দলের সংগে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের নিকট গেলাম। তিনি আমাদের শহর, আমীর ও কাজী সম্পর্কে জানার জন্য আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন। তারপর বললেন : পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের কোন একটি যদি কোন কাজীর মধ্যে না থাকে তাহলে তার একটি ত্রুটি বলে বিবেচিত হয়। ১. তিনি হবেন বুদ্ধি-দীপ্ত, ২. তিনি হবেন ধৈর্যশীল, ৩. তিনি হবেন নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী, ৪. তিনি হবেন দৃঢ় ও অনমনীয়, ৫. তিনি হবেন এমন জ্ঞানী, কিছু জানা না থাকলে তা অন্যকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেবেন।'

তিনি বিচারকের গুণ-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আরো বলেছেন :[২৮৩]

إذا كان في القاضي خمس خصال فقد كمل : علم بما كان قبله، ونزاهة عن

---

২৮২. তাবাকাত-৫/৩৬৯-৩৭০; শাজারাত আয যাহব-১/২০

২৮৩. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-১/৮৪

الطمع، وحلم عن الخصم واقتداء بالأئمة، ومشاورة أهل العلم والرأى.

'একজন কাজীর মধ্যে যখন পাঁচটি গুণ-বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে তখন তিনি হন একজন পূর্ণ কাজী। ১. পূর্ববর্তী বিচার-ফয়সালা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা, ২. লোভ-লালসা হতে পবিত্র থাকা, ৩. বিবদমান পক্ষদ্বয়ের প্রতি ধৈর্য ও সহনশীল থাকা, ৪. পূর্ববর্তী ইমামদের অনুসরণ করা এবং ৫. জ্ঞানী ও সিদ্ধান্ত দানের যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করা।'

অপর একটি বর্ণনা মতে, তিনি পূর্বে উল্লেখিত গুণগুলোর সাথে আরো একটি গুণের কথাও বলেছেন। তা হলো : তিনি মানুষের তিরস্কার ও সমালোচনার ব্যাপারে হবেন বেপরোয়া।[২৮৪]

এসব মূলনীতি ও মাপকাঠির আলোকেই 'উমার তাঁর সকল কাজী নিয়োগ করেন। তিনি কাজীদের নিয়োগ দান করেই বসে থাকেননি, বরং সব সময় তাঁদের করণীয় সম্পর্কে দিক নির্দেশনাও দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন :[২৮৫]

إذا أتاك الخصم وقد فُقِئَتْ عَيْنُهُ، فلا تحكم له حتى يأتى خصمه؛ فلعله قد فُقِئَت عيناه جميعًا.

'যখন বাদী তার এক চোখ উপড়ানো অবস্থায় আপনার নিকট আসে তখন বিবাদী না আসা পর্যন্ত তার পক্ষে রায় দিবেন না। কারণ, হতে পারে তার দু'চোখই উপড়ে ফেলা হয়েছে।'

খুরাসানে কাজী হিসেবে নিয়োগ দানের জন্য 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয একজন উপযুক্ত লোক খুঁজছিলেন। তিনি আবূ মিজলাযকে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন : অমুক ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি কি বলেন? বললেন : কৃত্রিমভাবে প্রস্তুতকৃত। সে এর উপযুক্ত নয়। আবার জিজ্ঞেস করলেন : অমুক? বললেন : দ্রুত রেগে যায়, মোটেই খুশী হয় না। প্রচুর চায়, খুব কম বিরত হয়। ভাইকে হিংসা করে, পিতার সাথে পাল্লা দেয় এবং দাসকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। তিনি আবার প্রশ্ন করেন : অমুক? বললেন : সমকক্ষের সাথে প্রতিযোগিতা করে, শত্রুর সাথে শত্রুতা করে এবং যা খুশী তাই করে। 'উমার মন্তব্য করেন : এদের কারো মধ্যে কোন কল্যাণ নেই।[২৮৬]

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয মায়মূন ইবন মিহ্রানকে 'আল-জাযীরা'র বিচার ও রাজস্ব বিভাগের দায়িত্বে নিয়োগ করেন। কিছুদিন পর মায়মূন অব্যাহতি চেয়ে তাঁকে লিখলেন : 'আমি একজন দুর্বল বয়োবৃদ্ধ মানুষ। আমাকে মানুষের ঝগড়া-বিবাদের বিচার করতে হয়। আমার সাধ্যাতীত বোঝা আমার কাঁধে চাপিয়েছেন।' জবাবে 'উমার লিখলেন :[২৮৭]

---

২৮৪. ইবনুল জাওযী-২৭৫

২৮৫. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-১/৮৪; আল-কামিল ফিত তারীখ-৪/৪৯৩

২৮৬. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-১/১৫

২৮৭. কিতাবুল খারাজ-১১৫; ইবনুল জাওযী-১১৯

إجْبِ الخَرَاجَ الطيب، واقض ما استبانَ لك، وإذا التبس عليك أمر فارفعه إليّ، فـان الناس لو كانوا إذا كثر عليهم شئ تركوه ما قام لهم دين ولا دنيا.

'পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন কর আদায় করুন। যা কিছু আপনার নিকট স্পষ্ট হবে কেবল সে ব্যাপারে ফয়সালা করবেন। কোন ব্যাপার আপনার নিকট অস্পষ্ট হলে তা আমাকে অবহিত করবেন। কোন কিছু বেশী হলেই মানুষ যদি তা পরিত্যাগ করতো তাহলে দীন ও দুনিয়ার কিছুই বিদ্যমান থাকতো না।'

তিনি কাজীদেরকে মানুষের সাথে বসতে, সর্বসাধারণের জন্য দরজা খোলা রাখতে এবং আদল ও ইনসাফের ভিত্তিতে তাদের অধিকার লাভের পথ সহজসাধ্য করতে সব সময় নির্দেশ দিতেন। মদীনার কাজী ও আমীর ইবন হাযমকে লিখলেন :[২৮৮]

إيّاك والجلوس فى بيتك، اخرج للناس، فآس بينهم فى المجلـس والمنظـر، ولايكـن أحد من الناس آثر عندك من أحد...

'আপনি আপনার বাড়ীতে বসে থাকা পরিহার করুন। মানুষের মধ্যে বের হোন এবং বৈঠকে, দেখা-সাক্ষাতে তাদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করুন। কারো উপর কেউ যেন আপনার নিকট প্রাধান্য না পায়।'

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের কাজীগণ অত্যন্ত সততা ও নিষ্ঠার সাথে তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন। মানুষের ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসা এবং মজলুমের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য তারা রাত-দিন একাধারে কাজ করেন। তাঁদের খলীফার নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার দীপ্তি ও আভায় তাঁদের অন্তকরণ ও বুদ্ধি আলোকিত হয়ে ওঠে। তাই তাঁরা হয়ে ওঠেন সর্বোত্তম খলীফার সর্বোত্তম কাজী। ইবরাহীম ইবন জা'ফর তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন :[২৮৯]

رأيت أبا بكر محمد بن عمرو بـن حـزم يعمـل بـالليل كعملـه بالنـهار، لاستحثاث عمر إياه.

'আমি আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবন 'আমর ইবন হাযমকে দেখেছি, তিনি তাঁর দিনের কাজের মত রাতেও কাজ করছেন। 'উমারের উৎসাহে তিনি একাজ করতেন।'

সত্য ও সঠিকভাবে বিচার কাজ সম্পন্ন করার প্রথম ও পূর্বশর্ত হলো সাক্ষী ও প্রমাণ। ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে অথবা লোভ দেখিয়ে যাতে কেউ সাক্ষীকে সাক্ষ্যদান থেকে বিরত না রাখে সে ব্যাপারেও তিনি সতর্ক ছিলেন। তিনি নিজে একটি মামলার একজন সাক্ষীকে ভয় দেখানোর অপরাধে এক ব্যক্তিকে তিরিশটি বেত্রাঘাত করেন। এ বিষয়ে তিনি বিভিন্ন অঞ্চলের ওয়ালী ও কাজীদেরকে একটি পত্রে লেখেন :[২৯০]

---

২৮৮. তাবাকাত-৫/৩৪৩
২৮৯. প্রাগুক্ত-৫/৩৪৭; ইবনুল জাওযী-১০২
২৯০. তাবাকাত-৫/৩৮৫

فأيُّما رجل آذى شاهد عدل فاضربه ثلاثين سوطا، وقفه للناس.

'কোন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষীকে কেউ কষ্ট দিলে তাকে তিরিশটি বেত্রাঘাত করুন এবং মানুষের সামনে দাঁড় করিয়ে রাখুন।'

বিচার কাজে তিনি কাজীদেরকে তাঁদের বুদ্ধি-বিবেক কাজে লাগাতে বলেছেন। আল-কিন্দীর 'তারীখ আল-কুজাত' গ্রন্থে এসেছে, একবার মিসরের কাজী আয়্যাদ ইবন 'উবাইদুল্লাহ একটি বিষয়ে 'উমারের পরামর্শ চেয়ে পত্র লিখলেন। জবাবে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয লিখলেন :[২৯১]

إنه لم يبلغنى فى هذا شئ وقد جعلته لك فاقض فيه برأيك.

'এ ব্যাপারে আমার নিকট পূর্ববর্তীদের কাছ থেকে কিছু পৌছেনি। বিষয়টি আপনার উপর ছেড়ে দিচ্ছি। আপনি আপনার বুদ্ধি-বিবেচনা দ্বারা ফয়সালা করুন।'

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের শাসনকালের অন্যতম সফলতা এই যে, তিনি সুবিজ্ঞ 'আলিম ও দুনিয়ার ভোগ-বিলাস বিমুখ পূতঃপবিত্র মানসের আল্লাহভীরু ব্যক্তিবর্গকে কাজী হিসেবে নিয়োগ দান করেন, শতকের পর শতক ধরে যাঁদের সুনাম ও খ্যাতি পৃথিবীর মানুষের কানে প্রতিধ্বনিত হতে থাকবে। তাঁদের কয়েকজন হলেন :

১. ইমাম আল-হাসান আল-বসরী (রহ) : তিনি কিছুদিন বসরার কাজী ছিলেন। তারপর তিনি অব্যাহতি চাইলে 'উমার তাঁকে অব্যাহতি দেন।

তিনি বসরার ইমাম এবং তাঁর সময়ের তত্ত্বজ্ঞানী 'আলিম। মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন। হযরত 'আলী ইবন আবী তালিবের (রা) তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হন। হযরত মু'আবিয়ার (রা) খিলাফতকালে খুরাসানের ওয়ালী রাবী' ইবন যিয়াদ তাঁকে সেক্রেটারী হিসেবে গ্রহণ করেন। বিশাল ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তাঁর উপস্থিতিতে মানুষের মনে সশ্রদ্ধ ভীতির উদ্রেক হতো। তিনি ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের মুখোমুখী নির্ভীকভাবে তাদের সমালোচনা করতেন, আদেশ-নিষেধ করতেন। সত্য উচ্চারণে কারো পরোয়া করতেন না।

ইমাম আল-গাযালী (রহ) বলেন : কথার দিক দিয়ে হাসান আল-বসরী ছিলেন আম্বিয়াদের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ এবং জীবন যাপনের দিক দিয়ে সাহাবীদের অধিক নিকটবর্তী। তিনি ছিলেন চূড়ান্ত পর্যায়ের শুদ্ধভাষী। তাঁর মুখ থেকে সব সময় জ্ঞান ও উপদেশপূর্ণ কথা বের হতো। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয খলীফা হওয়ার পর তাঁকে লেখেন :

إنى قد ابتليت بهذا الأمر فانظرنى أعوانًا يعينونى عليه.

'এই খিলাফতের দায়িত্ব দ্বারা আমাকে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। আপনি আমার জন্য কিছু সাহায্যকারী দেখুন।' জবাবে হাসান লেখেন :

---

২৯১. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-২/২৫৪

أما ابناء الدنيا فلا تريدهم، وأما ابناء الآخرة فلا يريدونك، فاستعن بالله.

'দুনিয়ার সন্তানরা, তা তাদেরকে আপনি চাইবেন না। আর আখিরাতের সন্তানরা, তা তারা আপনাকে চাইবে না। অতএব আপনি আল্লাহর সাহায্য কামনা করুন।'[২৯২]

২. ইয়াস ইবন মু'আবিয়া : হাসান আল-বসরীর স্থলে তাঁকে নিয়োগ করা হয়। তিনি তাঁর প্রখর স্মৃতিশক্তি ও বুদ্ধিমত্তার জন্য বিখ্যাত ছিলেন।

৩. 'আমির আশ-শা'বী : তিনি একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাদীছ ও ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদ, ইমাম। তিনি কূফার কাজী ছিলেন। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের খিলাফতকালের পূর্ণ সময়ে তিনি সেখানকার কাজীর দায়িত্ব পালন করেন।

৪. আবূ তুওয়ালা : তিনি একজন আস্থাভাজন নির্ভরযোগ্য ফকীহ্ ছিলেন। অত্যধিক সিয়াম পালনকারী, অতিরিক্ত সালাত আদায়কারী এবং কল্যাণমূলক কাজ সম্পাদনকারী মানুষ ছিলেন।

৫. সুলায়মান ইবন হাবীব আল-মুহারিবী আদ-দিমাশ্কী আদ-দাররানী : দিমাশ্কের কাজী ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন উঁচু মর্যাদার অধিকারী ইমাম। তাঁর সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবন মু'ঈন বলেন : তিনি তিরিশ বছর যাবত দিমাশ্কের শাসনকর্তা ছিলেন।

৬. মায়মূন ইবন মিহ্রান : তিনি ছিলেন একজন ফকীহ্, মুফতী ও মুত্তাকী ইমাম। আল-জাযীরার বিচার ও কর-খাজনার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।[২৯৩]

রাষ্ট্র পরিচালনায় তাঁর কর্মধারা

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয বুঝেছিলেন রাষ্ট্রের প্রতিটি কাঠামোর পরিচালকদের অবশ্যই দায়িত্বশীল হতে হবে, চরিত্র ও আদর্শবাদিতায় অনুসরণীয় মানের হতে হবে। তাঁর দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের চারটি স্তম্ভ। তিনি বলেন :[২৯৪]

إن للسلطان أركانًا لايثبت إلا بها : فالوالى ركـن، والقـاضى ركـن، وصـاحب بيـت المال ركن، والركن الرابع أنا.

'একজন শাসকের থাকে অনেকগুলো স্তম্ভ। এগুলো ছাড়া সে দৃঢ়পদ হতে পারে না। আঞ্চলিক ওয়ালী বা কর্মকর্তা একটি স্তম্ভ, কাজী একটি স্তম্ভ, বায়তুল মাল-এর পরিচালক একটি স্তম্ভ এবং চতুর্থটি আমি নিজে।"

একজন খলীফা যতই যোগ্যতাসম্পন্ন ও সত্যনিষ্ঠ হোন না কেন এবং সুবিচার প্রতিষ্ঠা ও জনগণের কল্যাণের যত সদিচ্ছাই তাঁর থাকুক না কেন তিনি কোনভাবে সফলকাম হবেন

---

২৯২. হিলয়াতুল আওলিয়া-১৩১

২৯৩. তারাবী, তারীখ-৭/৪৫৭-৪৫৮; তাবাকাত-৫/৩৪১; আল-কামিল ফিত তারীখ-৪/১৫৪-১৫৫; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৯/১৮৫

২৯৪. তাবারী, তারীখ-৭/৪৭৩

না যদি না তাঁর পাশে রাষ্ট্রযন্ত্রের কিছু সৎ ও যোগ্য পরিচালক ও উপদেষ্টামণ্ডলী থাকেন। এ কারণে তিনি তাঁর পরামর্শক ও সহযোগী হিসেবে কিছু লোক বেছে নিয়েছিলেন। তাঁরা সব সময় তাঁকে সৎ পরামর্শ দিয়েছেন এবং সঠিক কাজটি করার জন্য সহযোগিতা করেছেন।

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তাঁর ন্যায়পরায়ণ শাসন ব্যবস্থায় আরব ও অনারবের মধ্যে সাম্য ও সমতা বিধান করেন। কোন বংশ-গোত্রের প্রতি কোন রকম অন্যায় পক্ষপাতিত্ব করেননি। আঞ্চলিক ওয়ালীগণকে কেবল তাদের যোগ্যতা, সততা ও ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে নিয়োগ দেন এবং যারা সত্য ও আদল-ইনসাফ পরিপন্থী কাজে দুঃসাহস দেখান তাদেরকে অপসারণ করেন। এই মূলনীতির ভিত্তিতে তিনি আল-জাররাহ ইবন 'আবদিল্লাহকে অপসারণ করেন। এ কারণে তাঁর সময়কালে সর্বত্র একটা সম্প্রীতি ও ধর্মীয় ভাব-গাম্ভীর্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

তাঁর এই ন্যায়-নীতি ভিত্তিক সুশাসনে যাঁরা তাঁকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতিমান কয়েকজনের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

রাজা' ইবন হায়ওয়া, ইয়াস ইবনু মু'আবিয়া, 'আবদুর রহমান ইবন নু'আইম, 'আবদুর রহমান ইবন 'আবদিল্লাহ আল-কাশইয়ারী, 'আবদুল্লাহ ইবন আল-মুগীরা, মাকহূল (শামের ফকীহ), আস-সামহ ইবন মালিক আল-খাওলানী, 'আদী ইবন আরতাত, আল-হাসান আল-বসরী, মুহাম্মাদ ইবন কা'ব আল-কারাজী, সালিম ইবন 'আবদিল্লাহ, যিয়াদ ইবন আবী যিয়াদ, 'উবায়দুল্লাহ ইবন 'উতবা, আল-কাসিম ইবন রাবী'আ আল-জাওশানী, মায়মূন ইবন মিহ্‌রান, আবূ কিলাবা, ইয়াযীদ ইবন আবী হাবীব, জা'ফার ইবন রাবী'আ, 'আবদুল্লাহ ইবন আবী জা'ফার (রহ) ও আরো অনেকে।[২৯৫]

এখানে কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হলো :

১. রাজা' ইবন হায়ওয়া (রহ) : তাঁর সময়ে তিনি শামের শায়খ (ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব), ওয়ায়িজ ও বাগ্মী 'আলিম ছিলেন। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয যখন আমীর ছিলেন এবং পরবর্তীকালে যখন খলীফা হন– উভয় অবস্থায় রাজা' তাঁর সংগে ছিলেন। খলীফা সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিক তাঁকে সেক্রেটারী হিসেবে গ্রহণ করেন। মূলতঃ তিনিই 'উমারকে খলীফা মনোনীত করার জন্য সুলায়মানকে পরামর্শ দেন।[২৯৬]

২. ইয়াস ইবন মু'আবিয়া (রহ) : তিনি ছিলেন বসরার কাজী। তীক্ষ্ণ মেধা ও প্রখর স্মৃতিশক্তির জন্য যাদেরকে যুগের বিস্ময় বলে মনে করা হতো তিনি তাঁদের একজন। তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও আন্দাজ-অনুমান সত্যে পরিণত হওয়া প্রবাদে পরিণত হয়। একবার তাঁকে বলা হলো : আপনি একজন বিস্ময়কর মানুষ ছাড়া আপনার মধ্যে আর কোন দোষ নেই। বললেন : আমি যা বলি তা কি তোমাদেরকে বিস্মিত করে? লোকেরা বললো : হাঁ! বললেন : তাহলে আমাকে দেখে বিস্মিত হওয়া অধিকতর সঙ্গত।

---

২৯৫. 'আলী-ফা'উর, সীরাতু 'উমার ইবন 'আবদিল আযীয-১১০
২৯৬. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/১১১; তাহযীব আত-তাহযীব-৩/২৬৫

তিনি ওয়াসিত নগরে গেলেন। কিছুদিন পর সেখানকার অধিবাসীদের বললেন : যে দিন আমি আপনাদের এই শহরে এসেছি সেদিনই আমি আপনাদের ভালো ও মন্দ লোকগুলোকে চিনে ফেলেছি। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো : কিভাবে? বললেন : আমাদের সাথে কিছু ভালো লোক আছে এবং তাদের সাথে আপনাদের কিছু লোকের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এর ঠিক বিপরীতে আমাদের সাথে কিছু খারাপ লোক আছে এবং তাদের সাথে আপনাদের কিছু লোকের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এর দ্বারা আমি বুঝেছি আপনাদের ভালো মানুষের সাথে আমাদের ভালো মানুষের এবং আপনাদের মন্দ মানুষের সাথে আমাদের মন্দ মানুষের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। আল-জাহিজ বলেন : ইয়াস মুদার গোত্রের গর্ব এবং কাজীদের পুরোধা। তাঁর আন্দাজ-অনুমান সত্য-সঠিক হতো। বিস্ময়কর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, ইলহাম প্রাপ্ত এবং খলীফাদের নিকট অত্যন্ত মান্যবর ব্যক্তি ছিলেন।[২৯৭]

৩. মাকহূল (রহ) : তিনি একজন হাফেজে হাদীছ এবং তাঁর সময়ে শামের ফকীহ ছিলেন। তাঁর মূল পারস্যের। কাবুলে জন্ম এবং সেখানে বেড়ে ওঠেন। যুদ্ধবন্দী হিসেবে আরবদের হাতে আসেন এবং সেখান থেকে মিসরে এক মহিলার মালিকানায় চলে যান। তাঁর সাথেই তাঁর পরিচয় আরোপ করা হয়। অতঃপর দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করেন। ফিকাহ শাস্ত্রে বুৎপত্তি অর্জন করেন। হাদীছের জ্ঞান অর্জনের জন্য ইরাক যান এবং সেখান থেকে যান মদীনায়। তৎকালীন মুসলিম খিলাফতের বহু অঞ্চল ও শহর ভ্রমণ করেন। অবশেষে দিমাশ্‌কে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। ইমাম যুহ্‌রী বলেন : মাকহূলের সময়ে ফাতওয়া বিষয়ে তাঁর চেয়ে অধিক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন আর কেউ নেই।[২৯৮]

৪. আস-সামহু ইবন মালিক (রহ) : 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তাঁকে স্পেনের আমীর নিয়োগ করেন। তাঁকে স্পেনের একটা লিখিত পরিচয় ও বিবরণ লিখে পাঠাতে বলেন এবং ভূমি জরিফ করে খারাজ, খুমুস ও 'উশর নির্ধারণ করার নির্দেশ দেন। নির্দেশ অনুযায়ী হি. ১০০ সনে তিনি একটি বিবরণ উপস্থাপন করেন এবং অন্য সকল নির্দেশ বাস্তবায়ন করেন। বালাতের যুদ্ধে, স্পেনের মাটিতে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর শাসনাধীন অঞ্চলের রাজধানী ছিল কর্ডোভা। এই কর্ডোভার পুলটি তিনি নির্মাণ করেন।[২৯৯]

৫. 'আদী ইবন আরতাত (রহ) : তিনি দিমাশ্‌কের অধিবাসী ছিলেন। সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান ও সাহসী ব্যক্তি। হিজরী ৯৯ সনে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তাঁকে বসরার ওয়ালী নিয়োগ করেন এবং ইরাকে ইয়াযীদ ইবন আল-মুহাল্লাবের বিদ্রোহের ডামাডোলে ওয়াসিতে মু'আবিয়া ইবন ইয়াযীদের হাতে নিহত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি এ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।[৩০০]

---

২৯৭. ওয়াফাইয়াতুল আ'ইয়ান-১/৮১; আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-১/৫৬

২৯৮. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/১০১; আল-আ'লাম-৭/৩৮৪

২৯৯. নাফহুত তীব-১/১১১

৩০০. আল-মুবাররাদ, আল-কামিল ফিল লুগা-২/১৪৯; তারীখ আল-ইয়া'কূবী-৩/৫২

৬. সালিম ইবন 'আবদিল্লাহ (রহ) : তিনি মদীনার বিখ্যাত সাত ফকীহ্র অন্যতম এবং বিশ্বস্ত 'আলিম ও শ্রেষ্ঠ তাবি'ঈদের একজন। স্বৈরাচারী উমাইয়া খলীফাগণ তাঁকে ভীষণ সম্মান ও সমাদর করতেন। একবার সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিকের দরবারে যান। সুলায়মান নিজ আসন থেকে নেমে তাঁকে স্বাগতম জানান এবং তাঁকে সংগে নিয়ে নিজের আসনে পাশাপাশি বসান।[৩০১]

৭. 'উবায়দুল্লাহ ইবন 'উতবা (রহ) : তিনি মদীনার বিখ্যাত সাত ফকীহ্র অন্যতম ও তথাকার মুফতী। তিনি একজন কবি। তাঁর অনেক চমৎকার কবিতা আছে। একটি কবিতা আবূ তাম্মাম তাঁর বিখ্যাত "আল-হামাসা" সংকলনে সন্নিবেশ করেছেন। তাছাড়া আবুল ফারাজ আল-ইসফাহানী তাঁর বিখ্যাত "কিতাবুল আসানী" গ্রন্থে অনেক কবিতা সংকলিত করেছেন। তিনি 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের একজন শিক্ষক ছিলেন।[৩০২]

৮. মায়মূন ইবন মিহ্রান (রহ) : একজন কাজী ও ফকীহ্। তিনি কূফার এক মহিলার দাস ছিলেন এবং তিনি তাঁকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেন। কূফায় বেড়ে ওঠেন। অতঃপর রাক্কায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। তিনি আল-জাযীরার একজন 'আলিম ও নেতা ছিলেন। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তাঁকে তথাকার রাজস্ব কর্মকর্তা ও কাজী হিসেবে নিয়োগ দেন। ১০৮ হিজরীতে মু'আবিয়া ইবন হিশাম ইবন 'আবদিল মালিক সাগর পাড়ি দিয়ে যে "কুবরুস" (সাইপ্রাস) অভিযান পরিচালনা করেন তিনি সেই বাহিনীর একজন অগ্রবর্তী সৈনিক ছিলেন। হাদীছ বর্ণনায় অত্যন্ত বিশ্বস্ত এবং একজন অত্যধিক ইবাদাতকারী ব্যক্তি ছিলেন।[৩০৩]

৯. আবূ কিলাবা (রহ) : তাঁর আসল নাম 'আবদুল্লাহ ইবন যায়দ। একজন আইন ও বিচারে পারদর্শী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁকে কাজী হিসেবে নিয়োগ করতে চাইলে তিনি শামে পালিয়ে যান এবং সেখানে মারা যান। তিনি একজন বিশ্বস্ত হাদীছ বর্ণনকারী ব্যক্তি ছিলেন।[৩০৪]

১০. ইয়াযীদ ইবন আবী হাবীব, যিনি ইয়াযীদ ইবন সুওয়াইদ আল-আযদী নামেও পরিচিত। তিনি মিসরের মুফতী ছিলেন এবং সেখানে ইল্মে দীন ও ইল্মে ফিকহ্র প্রসার ঘটান। ইমাম আল-লাইছ বলেন : ইয়াযীদ আমাদের 'আলিম ও নেতা। তিনি হাদীছের একজন হুজ্জাত ও হাফেজ ছিলেন।[৩০৫]

একান্ত ঘনিষ্ঠজন

তিন ব্যক্তি ছিলেন তাঁর একান্ত ঘনিষ্ঠজন ও সবচেয়ে বড় সাহায্যকারী। তারা প্রায় সবসময় তার সঙ্গে থাকতেন। এ তিনজন ছিলেন তার পরিবারের সদস্য।

---

৩০১. হিলয়াতুল আওলিয়া-২/১৯৩; তাহযীব আত-তাহযীব-৩/৪৩৬
৩০২. 'আলী ফা'উর, সীরাতু 'উমার-১১৩
৩০৩. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৭৪
৩০৪. প্রাগুক্ত-১/৯৩
৩০৫. তাহযীবু ইবন 'আসাকির-৭/৪২৬

১. নিজের সুযোগ্যপুত্র আবদুল মালিক, ২. দাস মুযাহিম, ৩. ভাই সাহ্‌ল ইবন 'আবদিল 'আযীয। মায়মূন ইবন মিহ্‌রান বলেন :[৩০৬]

مارأيت ثلاثة فى بيت خيرًا من عمر ابن عبد العزيز، وابنه عبد الملك ومولاه مزاحم.

"'উমার ইবন 'আবদিল আযীয, তাঁর ছেলে 'আবদুল মালিক ও তাঁর দাস মুযাহিমের চেয়ে অধিকতর ভালো তিনজন মানুষ একটি বাড়ীতে আমি আর দেখিনি।"

উপদেষ্টা পরিষদ

তাঁর উচ্চ পর্যায়ের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্যবৃন্দ হলেন : মায়মূন ইবন মিহ্‌রান, রাজা' ইবন হায়ওয়া, রিয়াহ ইবন 'উবায়দা আল-কিন্দী। উল্লেখিত ব্যক্তিদের চেয়ে একটু নিম্ন পর্যায়ের আরো কয়েকজন উপদেষ্টা ছিলেন। তাঁরা হলেন : 'আমর ইবন কায়স, 'আওন ইবন 'আবদিল্লাহ্‌ ইবন 'উতবা ও মুহাম্মাদ ইবন আয-যুবায়র আল-হানজালী।[৩০৭]

তিনি তাঁর সময়ের জ্ঞানী-গুণী, খোদাভীরু, জনগণের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও রাজনীতি বিষয়ে পরিপক্ক ব্যক্তিবর্গের নিকট পত্র লিখে তাঁদের সাহচর্য ও পরামর্শ চাইতেন। কেউ কোন পরামর্শ দান করলে তিনি সানন্দে তা গ্রহণ করতেন ও বাস্তবায়নের চেষ্টাও করতেন। এ জাতীয় খ্যাতিমান কয়েক ব্যক্তি হলেন : হাসান আল-বসরী, সালিম ইবন 'আবদিল্লাহ্‌ ইবন 'উমার (রা), তাউস, মুহাম্মাদ ইবন কা'ব আল-কারাজী, 'আমর ইবন মুহাজির, যিয়াদ আল-'আবদ, ইয়াযীদ আর-রাক্‌কাশী (রহ) ও আরো অনেকে। একবার তিনি মুহাম্মাদ আল-কারাজীর একটি উপদেশের পরে বলেন :[৩০৮]

ولأن ينجو رجل بموعظتك من تهلكة، خير من أن ينجو بصدقتك من فقر.

'আপনার দানের দ্বারা একজন দরিদ্র ব্যক্তি তার দারিদ্র থেকে মুক্তি পাওয়ার চেয়ে আপনার উপদেশ দ্বারা একজন মানুষ ধ্বংস থেকে মুক্তি পাওয়া অধিক ভালো।'

একবার তিনি মায়মূন ইবন মিহ্‌রানকে বললেন : ওহে মায়মূন! খিলাফতের এ দায়িত্ব পালনে আমি কিভাবে সহযোগী নির্বাচন করবো এবং কিভাবে তার উপর আস্থা রাখবো? মায়মূন বললেন :[৩০৯]

ياأمير المؤمنين! لاتشغل بهذا، فإنك سوق، وإنما يحمل إلى كل سوقماينفق فيها، فاذا عرف الناس أنه لاينفق عندك الا الصحيح، لم يأتوك إلا بالصحيح.

---

৩০৬. 'আবদুস সাত্তার আশ-শায়খ, সীরাতু 'উমার-২১৬
৩০৭. তাবাকাত-৫/৩৯৫
৩০৮. 'আবদুস সাত্তার আশ-শায়খ, সীরাতু 'উমার-২১৬
৩০৯. তাবাকাত-৫/৩৯৪

'হে আমীরুল মু'মিনীন! এ নিয়ে ব্যস্ত হবেন না। আপনি হলেন বাজারতুল্য। বাজারে যা চলে তাই আসে। মানুষ যখন জানবে আপনার নিকট কেবল সঠিক জিনিসই চলে তখন সঠিক জিনিস ছাড়া আর কিছু আপনার নিকট আসবে না।'

মুহাম্মাদ ইবন কা'ব একবার তাঁকে বলেন, যে ব্যক্তির আপনার কাছে কোন প্রয়োজন আছে তাকে আপনার সহচর করবেন না। কারণ, তার প্রয়োজন পূরণ হয়ে গেলে তার হৃদ্যতাও শেষ হয়ে যাবে। বরং আপনি সহচর করুন এদেরকে :[৩১০]

ذا العلى فى الخير، الأناة فى الحق، يعينك على نفسك ويكفيك مؤنته.

'কল্যাণমূলক কাজে মহত্তর, সত্যের পথে ধৈর্যশীল ব্যক্তি, সে আপনাকে সাহায্য করবে এবং তাঁর সাহায্যও আপনার জন্য যথেষ্ট হবে।'

একবার 'উমার ইবন 'আবদিল আযীয ইরাকের ফকীহদেরকে ডেকে পাঠালেন। হাসান আল-বসরী পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হওয়ার কারণে আসতে পারলেন না। তবে একথাগুলো লিখে পাঠালেন :

يا أمير المؤمنين! إن استقمت استقاموا، وإن ملت مالوا، يا أمير المؤمنين، لو أن لك عمر نوح، وسلطان سليمان، ويقين إبراهيم، وحكمة لقمان، ماكان لك بدٌّ أن تقتحم العقبة، ومن وراء العقبة الجنة والنار، من أخطأته هذه دخل هذه.

'হে আমীরুল মু'মিনীন! যদি আপনি অটল থাকেন জনগণও অটল থাকবে, যদি আপনি ঝুঁকে যান তারাও ঝুঁকে যাবে। হে আমীরুল মু'মিনীন! যদি আপনি লাভ করেন নূহের জীবন, সুলায়মানের শাসন কর্তৃত্ব, ইবরাহীমের দৃঢ় প্রত্যয় ও লুকমানের জ্ঞান, তাহলেও আপনাকে বাধা অতিক্রম করা ছাড়া উপায় নেই। সেই বাধার পিছনেই হবে জান্নাত অথবা জাহান্নাম। একটা তাকে ভুল করলে অন্যটায় সে প্রবেশ করবে।'

চিঠিটি 'উমারের হাতে পৌঁছলে তিনি সেটা তাঁর দু'চোখের উপর রাখেন। কিছুক্ষণ কাঁদলেন, তারপর বললেন : আমাকে নূহের জীবন, ইবরাহীমের বিশ্বাস, সুলায়মানের ক্ষমতা ও লুকমানের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা কে দেবে? আমি যদি এসব লাভ করতাম তাহলেও পূর্ববর্তীদের পেয়ালা পান করা ছাড়া আমার কোন উপায় থাকতো না।[৩১১]

একবার তিনি প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ তাবি'ঈ তাঊস ইবন কায়সানের নিকট পাঠানো একটি পত্রে রাষ্ট্র পরিচালনা বিষয়ে উপদেশ চেয়ে পাঠালেন। জবাবে তাঊস দশটি বাক্য লিখে পাঠান। তার কয়েকটি বাক্য নিম্নরূপ :[৩১২]

سلام عليك يا أمير المؤمنين، فإن الله عزوجل ـ أنزل كتابا وأحل فيه حلالاً وحرم فيه

---

৩১০. ইবনুল জাওযী-১৪৭

৩১১. প্রাগুক্ত

৩১২. 'আবদুস সাত্তার আশ-শায়খ-২২১

حرامًا وضرب فيه امثالاً وجعل بعضه محكما وبعضه متشابها ـ فأحِلُّ حلال الله، وحَرِّم حرام الله وتفكر في امثال الله، واعمل بِمُحْكَمَه وآمن بمتشابهه، والسلام عليك.

'হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনার প্রতি সালাম। মহাপরাক্রমশালী মহিমান্বিত আল্লাহ একখানি গ্রন্থ নাযিল করেছেন। তাতে কিছু হালাল ও কিছু হারাম করেছেন। তাতে কিছু দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে কিছু অংশকে করেছেন সুদৃঢ়, আর কিছু অংশকে করেছেন সাদৃশ্যপূর্ণ। অতঃপর আল্লাহর হালালকে হালাল ও আল্লাহর হারামকে হারাম ঘোষণা করুন। আল্লাহর দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রে চিন্তা করুন, তাঁর নির্দেশ মত কাজ করুন এবং তাঁর সাদৃশ্যপূর্ণ অংশে ঈমান আনুন। আস্-সালামু আলাইকুম।'

একবার মুহাম্মাদ ইবন আল-কারাজী 'উমার ইবন 'আবদিল আযীযের নিকট গিয়ে দেখেন, তিনি মজলিসে উপস্থিত একজনের উপদেশমূলক বক্তব্য শুনে কাঁদছেন। মুহাম্মাদ তখন দুনিয়া, আখিরাত ও খিলাফত পরিচালনা বিষয়ে বেশ দীর্ঘ একটা ভাষণ দেন। তার কিছু অংশ নিম্নরূপ :[৩১৩]

ياأمير المؤمنين! انما الدنيا سوق من الأسواق، فمنها خرج الناس بما ضرّهم، ومنها خرجوا بما نفعهم، وكم من قوم غرهم منها مثل الذى أصبحنا فيه، حتى أتاهم الموت فاستوعبهم فخرجوا منها مَلُومين، لم يأخذوا منها لما أحبوا من الأخرة عدة، ولالما كرهوا جُنَّة... فاتق الله ياأمير المؤمنين، واجعل فى قبلك سبيل اثنين : انظر الذى تحب أن يكون معك إذا قدمت على ربك عزوجل ـ فابتغ به البدل حيث لايؤخذ البدل، ولاتذهبن إلى سلعة قد بارت على مَنْ كان قبلك، ترجو أن تجوز عنك، فاتق الله ياأمير المؤمنين، وافتح الأبواب، وسهِّل الحجاب، وانصر المظلوم ورد الظالم. ثلاث من كن فيه استكمل الايمان بالله عزوجل : من إذا رضى لم يدخله رضاه فى الباطل، وإذا غضب لم يخرجه غضبه من الحق، وإذا قدر لم يتناول ماليس له.

'হে আমীরুল মু'মিনীন! এ দুনিয়া হচ্ছে একটি বাজারের মত। এখান থেকে কেউ লোকসান দিয়ে বাড়ী ফেরে, কেউ ফেরে লাভবান হয়ে। এ দুনিয়া দ্বারা বহু জাতি-সম্প্রদায় প্রতারিত হয়েছে যেমন আমরা হচ্ছি। অবশেষে মৃত্যু এসে তাদের সবকিছু

---

৩১৩. ইবনুল জাওযী-১৫৭-১৫৯

ঘিরে ফেলেছে এবং তিরস্কৃত অবস্থায় তারা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। আখিরাতের জীবনে তারা যা চেয়েছে তার জন্য কোন পাথেয় যেমন তারা সংগে নিয়ে যায়নি, তেমনি যা চায়নি তা থেকে রক্ষারও ব্যবস্থা করে যায়নি।

হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহকে ভয় করুন এবং আপনার অন্তরে দু'টি পথের যে কোন একটিকে স্থান দিন। যখন আপনি আপনার মহান প্রভুর সামনে উপস্থিত হবেন তখন যে জিনিস আপনার সংগে থাকা আপনি পছন্দ করেন তার দিকে দৃষ্টি দেন। তার বিনিময় অন্বেষণ করুন সেই দিনের জন্য যে দিন কোন বিনিময় গ্রহণ করা হবে না। আপনি সেই পণ্য-সামগ্রীর দিকে অবশ্যই যাবেন না যা আপনার পূর্ববর্তীদের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে। আপনি চাইবেন, তা যেন আপনার সামনে থেকে দূর হয়ে যায়।

হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহকে ভয় করুন। সকল দরজা খোলা রাখুন, পর্দা (নিরাপত্তা প্রহরী) সহজ করুন এবং মজলুমকে সাহায্য ও জালেমকে প্রতিহত করুন। যার মধ্যে তিনটি জিনিস থাকে আল্লাহর প্রতি তার ঈমান পূর্ণতা লাভ করে। কেউ যখন সন্তুষ্ট হয়, তখন তার এই সন্তুষ্টি তাকে মিথ্যার মধ্যে নিয়ে যায় না। রাগান্বিত হলে তার রাগ তাকে সত্য থেকে বের করে দেয় না। আর ক্ষমতাবান হলে তার অধিকার বহির্ভূত কোন কিছু হাতিয়ে নেয় না।"

একবার আবূ হাযিম (রহ) 'উমার ইবন 'আবদিল আযীযকে নিম্নের কথাটি লিখে পাঠালেন :[৩১৪]

اتق الله أن تلقى محمدا ـ عليه السلام ـ وأنت بتبليغ الرسالة له مصدق، وهو عليك بسوء الخلافة فى أمته شهيد.

'আপনি মুহাম্মাদ (সা)-এর সাক্ষাতকে ভয় করুন। এমতাবস্থায় যে, আপনি রিসালাতের প্রচার করছেন তাঁর প্রতি বিশ্বাস সহকারে এবং তিনি আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষী হবেন তাঁর উম্মাতের উপর নিকৃষ্টভাবে খিলাফত পরিচালনার ব্যাপারে।'

আরেকবার 'উমার আবূ হাযিমকে বললেন : আবূ হাযিম, আপনি আমাকে কিছু উপদেশ দান করুন। আবূ হাযিম বললেন :[৩১৫]

اضطجع، ثم اجعل الموت عند رأسك، ثم انظر ماتحب أن تكون فيه تلك الساعة، فخذ فيه الآن، وماتكره أن يكون فيك تلك الساعة، فدعه الآن.

'আপনি শুয়ে পড়ুন। তারপর মৃত্যুকে আপনার মাথার পাশে রেখে দিন। তারপর ভেবে দেখুন, মৃত্যুর সময় আপনি কিসের মধ্যে থাকতে পছন্দ করেন, এখনই তার মধ্যে থাকুন। তেমনিভাবে মৃত্যুর সময় যার মধ্যে থাকতে অপছন্দ করেন তা এখনই ছেড়ে দিন।"

---

৩১৪. প্রাগুক্ত

৩১৫. প্রাগুক্ত, হিলয়াতুল আওলিয়া-৫/৩১৭

আঞ্চলিক শাসনকর্তাদের অপসারণ

উমাইয়্যাদের স্বৈরাচারী রাষ্ট্র পরিচালন ব্যবস্থার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া কেবল তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তারা সাধারণ মানুষের জান-মাল নিয়েও ছিনিমিনি খেলতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। এ কারণে যতদিন এ ধরনের শাসনকর্তাদেরকে অন্যদের জন্য শিক্ষণীয় পদ্ধতিতে অপসারণ না করা হতো ততদিন রাষ্ট্রের শাসন-শৃঙ্খলা যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারতো না। যার ভিত্তি 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয আদল ও ইনসাফের উপর স্থাপন করতে চাচ্ছিলেন। এ কারণে তিনি জোর-জবরদস্তী আত্মসাৎকৃত অর্থ-সম্পদ ফেরত দানের পর ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক প্রশাসন থেকে এ জাতীয় প্রজা-পীড়ক শাসনকর্তাদের বিতাড়নে উদ্যোগী হন। এরই ধারাবাহিকতায় সর্বপ্রথম তিনি খুরাসানের শাসনকর্তা ইয়াযীদ ইবন মুহাল্লাবকে অপসারণ করেন। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয পূর্ব থেকেই এই ইয়াযীদকে পছন্দ করতেন না। আর ইয়াযীদও 'উমারকে একজন রিয়াকার বলে মনে করতো। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয খলীফা হওয়ার পর হিজরী ১০০ সনে তাঁকে লিখলেন : "অন্য কাউকে দায়িত্ব দিয়ে তুমি চলে এসো।"

তিনি নিজ পুত্র মাখলাদকে তথাকার ওয়ালীর দায়িত্ব দিয়ে যে সকল জিনিস ও সম্পদ পুঞ্জিভূত করেছিলেন তা নিয়ে সরে পড়তে চেয়েছিলেন; কিন্তু তথাকার অধিবাসীরা বাধা দেয়। তিনি বসরায় চলে যান। সেখানে 'উমার (রহ) কর্তৃক নিয়োগকৃত ওয়ালী 'আদী ইবন আরতাত তাঁর সাথে দেখা করে খলীফা 'উমারের (রহ) একটি চিঠি তাঁকে দেন। ইয়াযীদ ইবন মুহাল্লাব سَمْعًا وَطَاعَةً (শুনলাম ও মেনে নিলাম) বলে তাঁর আনুগত্য মেনে নেন। 'আদী তাঁকে বন্দী করে 'উমারের নিকট হাজির করেন। 'উমার তাঁকে জিজ্ঞেস করেন : আমি পূর্ববর্তী খলীফা সুলায়মানকে লেখা আপনার একটি পত্র পেয়েছি, তাতে আপনি দুই কোটি দিরহাম জমা করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। সেই অর্থ কোথায়? ইয়াযীদ প্রথমে অস্বীকার করলেও পরে বলেন, আমাকে ছেড়ে দিন, আমি তা সংগ্রহ করে দেব। 'উমার বললেন : কোথা থেকে? বললেন : মানুষের নিকট থেকে। 'উমার বললেন : আবার তাদের নিকট থেকে? না, সে সুযোগ তোমাকে দেওয়া হবে না।

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তার নিকট সম্পূর্ণ অর্থ দাবী করেন। সে বললো : "সুলায়মানের নিকট আমার যে স্থান ও মর্যাদা ছিল তা আপনি জানেন। আমি সুলায়মানকে এই অর্থের কথা এজন্য জানিয়েছিলাম যে, মানুষ কথাটি জেনে যাক। আমার তো বিশ্বাস ছিল সুলায়মান কখনো আমার নিকট এ অর্থ দাবী করবেন না।" তার জবাবে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয সন্তুষ্ট হলেন না। তাকে বললেন : "আল্লাহকে ভয় কর। এ অর্থ তোমার নিকট গচ্ছিত আমানত। ফেরত দাও। এ মুসলমানদের অধিকার, আমি মাফ করতে পারিনে।"– একথা বলে তিনি তাকে জেলে ঢুকিয়ে দেন।

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয আল-জাররাহ ইবন 'আবদিল্লাহ আল-হাকামীকে খুরাসানের ওয়ালী নিয়োগ করেন এবং তাঁকে মাখলাদ ইবন ইয়াযীদকে বন্দী করার নির্দেশ দেন। তাঁকে আরো নির্দেশ দেন, কেবল নামাযের জন্য ছাড়া মাখলাদের হাতকড়া

ও বেড়ী খোলা যাবে না। আল-জাররাহ্ তাকে বন্দী করে হাতকড়া পরানো অবস্থায় 'উমারের নিকট পাঠিয়ে দেন। মাখলাদ যখন খলীফার নিকট পৌছেন তখন তার মাথায় ছিল সাদা টুপি এবং পরনের কাপড় ছিল মাটি অথবা পায়ের গিরার উপরে।

'উমার তাকে লক্ষ্য করে বলেন : তোমার সম্পর্কে আমি যে তথ্য পেয়েছি, তোমার এখনকার এ অবয়ব তার বিপরীত। তখন আল-জাররাহ্ বললেন :[৩১৬]

أنتم الأئمة إذا أسبلتم أسبلنا وإذا شمرتم شمرنا.

'আপনারা হলেন ইমাম (নেতা)। আপনারা কাপড় ঝুলিয়ে চললে আমরাও ঝুলিয়ে চলি, আর আপনারা গুটিয়ে চললে আমরাও গুটিয়ে চলি।'

তাবারীর ইতিহাসে একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, আল-জাররাহ্ খুরাসানে পৌছার পর মাখলাদ সেখান থেকে যাত্রা করে। পথে যে জনপদ ও শহর অতিক্রম করেছিল সেখানে মানুষের মধ্যে দু'হাতে অঢেল অর্থ বিলাতে থাকে। এভাবে এক সময় 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের সামনে উপস্থিত হয়। খলীফার সামনে দাঁড়িয়ে প্রথমে আল্লাহ্র হামদ ও রাসূলের প্রতি দরূদ ও সালাম পেশের পর খলীফাকে লক্ষ্য করে বলে, আল্লাহ আপনাকে খলীফা বানিয়ে সমগ্র উম্মাতের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। কেবল আমরাই আপনার কারণে বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। আপনার খিলাফতে আমাদের উপর এমন মুসীবত আপতিত হওয়া উচিত নয়। আপনি এই বৃদ্ধকে (ইয়াযীদ) কেন বন্দী করে রেখেছেন? তাঁর নিকট যদি কিছু দাবী থাকে তা আমি পূরণ করছি। আপনি আমার সঙ্গে একটি আপোষ-মীমাংসায় আসুন। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয বললেন, যতক্ষণ সম্পূর্ণ পাওনা পরিশোধ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন রকম আপোষ নেই। সে বললো : 'আপনার নিকট যদি কোন সাক্ষী-প্রমাণ থাকে তাহলে সেই অনুযায়ী কাজ করুন। আর প্রমাণ না থাকলে ইয়াযীদের বক্তব্যকে সত্য বলে বিশ্বাস করুন। তা না হলে তাঁর নিকট থেকে হলফ নিন। তিনি হলফ করতে অস্বীকার করলে তাঁর সাথে আপোষ করুন।' 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয বললেন : সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ না করা পর্যন্ত তাঁর ব্যাপারে অন্য কোন উপায় দেখছি না।

এই আলোচনার পর মাখলাদ ফিরে আসে এবং এর কিছুদিন পর মারা যায়। এখন ইয়াযীদ এই অর্থের একটি পয়সাও দিতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করে। এ কারণে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তাকে একটি জোব্বা পরিয়ে উটের উপর চড়িয়ে "দাহ্লাক"-এর দিকে নির্বাসন দেন। এ অবস্থায় চলতে চলতে পথে যাকে পাচ্ছিলো তাকে লক্ষ্য করে বলছিল, আমার কি কোন গোত্র নেই? আমাকে কেন দাহ্লাক-এ নির্বাসন করা হচ্ছে? সেখানে তো কেবল পাপাচারী, ডাকাত ও সন্দেহভাজন লোকদের পাঠানো হয়। সুবহানাল্লাহ! আমার কি কোন গোত্র নেই? ইয়াযীদের গোত্রের উপর তার এই উত্তেজনামূলক আবেদনের দারুণ প্রভাব পড়লো। তারা ভীষণ অসন্তুষ্ট হলো। একথা

---

৩১৬. তারীখ আল-ইয়া'কূবী-২/৩০২

সালামা ইবন নু'আইম আল-খাওলানী অবগত হয়ে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের নিকট গেলেন এবং ইয়াযীদের গোত্রের অসন্তুষ্টির কথা জানালেন। তিনি খলীফাকে একথাও বললেন, হয়তো ইয়াযীদের গোত্র তাকে পথ থেকে ছিনতাই করে নিয়ে যাবে। এর প্রেক্ষিতে 'উমার তাকে ফিরিয়ে এনে জেলে বন্দী করে রাখেন। 'উমারের মৃত্যু পর্যন্ত সে জেলেই ছিল।

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয অন্তিম রোগ শয্যায়। এ খবর পেয়ে কারা অভ্যন্তরে ইয়াযীদ ইবন মুহাল্লাব দারুণ বিচলিত হয়ে পড়ে। কারণ, সে ইযায়ীদ ইবন 'আবদিল মালিকের এক নিকট আত্মীয় আবূ 'আকীলের উপর একবার নির্যাতন চালিয়েছিল। যার প্রেক্ষিতে ইয়াযীদ ইবন 'আবদিল মালিক শপথ করেছিলেন যে, যদি কখনো সুযোগ আসে তাহলে ইয়াযীদ ইবন মুহাল্লাবের চামড়া দিয়ে জুতোর তলা বানিয়ে ছাড়বেন। এখন ইয়াযীদ ইবন মুহাল্লাব জেলের ভিতরে বসে ভেবে দেখলেন, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের পরে তিনিই খলীফা হবেন। আর তখন তাঁর শপথ পূরণ করার পথে কোন বাধা থাকবে না। ইয়াযীদ ইবন মুহাল্লাব জেল থেকে পালানোর সিদ্ধান্ত নিল। নিজের চাকর-বাকর ও চাচাতো ভাইদের বলে রাখলো তারা যেন এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য কিছু সোয়ারী প্রস্তুত রাখে। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয আরো বেশী অসুস্থ্য হয়ে পড়লে সে কারাগার থেকে পালিয়ে যায়। সঙ্গী-সাথীদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য পূর্বেই একটি স্থান নির্ধারিত ছিল। সেখানে পৌছে দেখে কেউ নেই। সেখান থেকে স্ত্রীকে সংগে নিয়ে যাত্রার পূর্বে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযকে একটি পত্র লেখে। যার মর্ম এরূপ : "যদি আপনার বাঁচার আশা থাকতো, আল্লাহর কসম আমি পালাতাম না। কিন্তু ইয়াযীদ ইবন 'আবদিল মালিকের উপর আমার মোটেই বিশ্বাস নেই।" 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয চিঠি পাঠ করে বলেন, হে আল্লাহ! ইয়াযীদ যদি এই উম্মাতের অকল্যাণ করতে চায় তাহলে আপনি তাদেরকে তার অকল্যাণ থেকে বাঁচান এবং তার ষড়যন্ত্রকে তার দিকে ফিরিয়ে দিন।" ইয়াযীদ পালিয়ে যুকাকে পৌছে। সেখানে কায়স গোত্রের কিছু লোকের সাথে হুযায়ল ইবন যুফার আগে থেকেই উপস্থিত ছিল। তারা ইয়াযীদ ইবন মুহাল্লাবের পালানোর খবর পেয়ে তার পিছু ধাওয়া করে তার জিনিসপত্র লুটপাট ও কয়েকটি দাস বন্দী করে।[৩১৭]

ইয়াযীদ ইবন মুহাল্লাবের পরে আল-জাররাহ এক বছর পাঁচ মাস খুরাসানের ওয়ালী ছিলেন। এরপর 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তাঁকেও অপসারণ করেন। এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, ইয়াযীদ ইবন মুহাল্লাব তার শাসনকালে জাহ্‌ম ইবন যাহরকে জুরজানের ওয়ালীর পদে নিয়োগ দেন। ইয়াযীদ গ্রেফতার হওয়ার পর ইরাকের শাসনকর্তা জাহ্‌মের স্থলে অন্য এক ব্যক্তিকে তথাকার ওয়ালীর পদে নিয়োগ দিয়ে পাঠান। সে জুরজানে পৌছালে জাহ্‌ম উক্ত ব্যক্তিকে তার সঙ্গী-সাথীসহ বন্দী করে ফেলে এবং সে নিজে পঞ্চাশ জন লোক নিয়ে খুরাসানের দিকে যাত্রা করে। আল-জাররাহর

---

৩১৭. আবদুস সালাম নাদবী, সীরাতে 'উমার :৪৬-৪৭

সাথে সাক্ষাতের পর তিনি বলেন, তুমি যদি আমার চাচাতো ভাই না হতে তাহলে আমি তোমার এমন আচরণ সহ্য করতাম না। জবাবে জাহ্‌ম বলে : "আত্মীয়তার এ সম্পর্ক না থাকলে আমিও আপনার নিকট আসতাম না।" অতঃপর আল-জাররাহ তার এই গুনাহর কাফ্‌ফারার জন্য তাকে একটি যুদ্ধে পাঠিয়ে দেয়। যুদ্ধ শেষে বিজয়ীর বেশে সে ফিরে এলে আল-জাররাহ সে কথা 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযকে অবহিত করেন। অতঃপর দুইজন আরব ও একজন অনারব মোট তিন জনের সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রতিনিধি দলকে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের নিকট পাঠান। তারা খলীফার দরবারে পৌঁছার পর আরবীয় ব্যক্তিদ্বয় কথা বললেন, কিন্তু অনারব ব্যক্তিটি চুপ থাকলো। 'উমার তাকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে বললেন : তুমিও তো প্রতিনিধি দলের সদস্য, কোন কথা বলছো না কেন? সুযোগ পেয়ে এবার সে বললো : আমীরুল মু'মিনীন! বিশ হাজার মাওয়ালী (অনারব) জিহাদ করছে, কিন্তু তারা কোন বেতন-ভাতা পাচ্ছে না। আর এ রকম সংখ্যক যিম্মী মুসলমান হয়েছে। তা সত্ত্বেও তাদের নিকট থেকে এখনো জিযিয়া আদায় করা হচ্ছে। আমাদের আমীর একজন অত্যাচারী ও পক্ষপাতী। মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, আমি একজন দয়ালু হিসেবে এসেছিলাম, কিন্তু এখন একজন পক্ষপাতী মানুষ হয়ে গিয়েছি। আমার সম্প্রদায়ের একজন মানুষ অন্য সম্প্রদায়ের হাজার হাজার মানুষের চেয়ে আমার অধিক প্রিয়। তাঁর অত্যাচারের সীমা এই যে, তাঁর জামার হাতা এত প্রশস্ত যে তা জামার অর্ধেকে গিয়ে পড়ে। এখনো পর্যন্ত হাজ্জাজের একটি তরবারি তাঁর নিকট আছে এবং জুলুম ও বাড়াবাড়িমূলক কাজ করেন।"

তার বক্তব্য শুনে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয দারুণ খুশী হলেন। বললেন : "প্রতিনিধি দলে এমন লোকেরই আসা উচিত।" তখনই তিনি আল-জাররাহকে লিখলেন : "যারা কিবলার দিকে মুখ করে নামায আদায় করে, এমন সকল মানুষের জিযিয়া মওকুফ করে দাও।"

তাঁর এই ফরমান প্রচার হওয়ার সাথে সাথে এত বেশী সংখ্যক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে যে, লোকেরা আল-জাররাহকে পরামর্শ দিল :

"মানুষ কেবল জিযিয়া থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য ইসলাম গ্রহণ করছে। তাদের খাত্‌না করুন, তাহলে পরীক্ষা হয়ে যাবে।" আল-জাররাহ এসব কথা 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযকে জানালেন। তিনি লিখলেন : "আল্লাহ মুহাম্মাদকে (সা) দা'ঈ (আহ্বানকারী) হিসেবে পাঠিয়েছিলেন খাত্‌নাকারী হিসেবে নয়।" এরপর তিনি দরবারে উপস্থিত লোকদের বললেন, আপনারা আমাকে এমন একজন লোকের নাম বলুন যার নিকট আমি খুরাসানের প্রকৃত অবস্থা জিজ্ঞেস করতে পারি। লোকেরা আবূ মিজলাযের নাম বললো। এবার 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয আল-জাররাহকে লিখলেন, তুমি আবূ মিজলাযকে সঙ্গে নিয়ে দ্রুত চলে এসো। আল-জাররাহ আবদুর রহমান ইবন নু'আয়ম আল-গামিদীর হাতে যুদ্ধ এবং 'আবদুল্লাহ ইবন হাবীবের হাতে খারাজের দায়িত্ব অর্পণ করে হিজরী ১০০ সনের রামাদান মাসে যাত্রা করেন। খলীফার সামনে উপস্থিত হলে তিনি তাকে প্রশ্ন করেন : সেখান থেকে কবে যাত্রা করেছো? বললেন : রামাদান মাসে। খলীফা বললেন :

যে তোমাকে জালিম বলেছে, ঠিক বলেছে। রামাদান শেষ করে এলে না কেন? আসার সময় আল-জাররাহ করজ হিসেবে বায়তুল মাল থেকে বিশ হাজার দিরহাম নিয়েছিলেন। সেই অর্থ খলীফার পক্ষ থেকে বায়তুল মালে ফেরত দানের জন্য তিনি আবেদন করেন। জবাবে খলীফা বলেন : যদি তুমি রামাদানের পরে আসতে তাহলে আমি পরিশোধ করতাম। অবশেষে তাঁর গোত্রের লোকেরা নিজেদের ভাতা থেকে সেই অর্থ পরিশোধ করে।

উল্লেখিত অভিযোগ ছাড়াও আল-জাররাহর জুলুম ও সীমা লংঘনের আরো অনেক প্রমাণ 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের হাতে আসে। আল-জাররাহ প্রথম যখন খুরাসানে আসেন তখন তিনি 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযকে লেখেন : "এখানকার কিছু মানুষ বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে আল্লাহর হক বা অধিকারসমূহকে বাধাগ্রস্ত করতে চায়। তরবারি ও চাবুক ছাড়া আর কোন কিছু তাদেরকে একাজ থেকে বিরত রাখতে পারবে না। কিন্তু আপনার অনুমতি ছাড়া আমি কোন পদক্ষেপ নিতে পারি না।" এর জবাবে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয লিখলেন : "তুমি তাদের চেয়েও বেশী বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চাও। কোন মুসলমান অথবা যিম্মীকে অন্যায়ভাবে একটি চাবুকও মারবে না।"

উল্লিখিত কারণে আল-জাররাহকে খুরাসানের ওয়ালীর পদ থেকে অপসারণ করে 'আবদুর রহমান ইবন নু'আয়মকে যুদ্ধ এবং আবদুর রহমান কাশয়ারীকে খারাজের দায়িত্বে নিয়োগ করেন।

আঞ্চলিক ওয়ালী বা প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণ

সেকালে প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক কর্মকর্তা বা গভর্ণরকে ওয়ালী বা 'আমিল বলা হতো। তাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থা এ যুগের রাষ্ট্র ব্যবস্থার মতো ছিল না। বর্তমানকালে শাসকদের ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন ঘটে, রাষ্ট্র পরিচালন ব্যবস্থা ওলট-পালট হয়, ব্যক্তির জায়গায় গণতন্ত্র স্থান করে নেয়। কিন্তু রাষ্ট্রের পরিচালন ব্যবস্থার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে, কর্মকর্তাদের উপর তার কোন প্রভাবই পড়ে না। তবে প্রাচীনকালে ব্যক্তি শাসকের পরিবর্তনে গোটা রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনায় যেন বিপ্লব ঘটে যেত। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের খিলাফতকালে এ বিপ্লব সবচেয়ে বেশী পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হয়। তিনি খিলাফতের মসনদে আসীন হওয়ার সাথে সাথে সেই সকল পচন ও বিকৃতির সংশোধন করতে উদ্যোগী হন, যার উপাদান হযরত আমীর মু'আবিয়ার (রা) সময় থেকে শুরু হয় এবং ক্রমান্বয়ে পরিপক্ক হতে থাকে। তবে এই সংশোধনের জন্য এমন জনবলের প্রয়োজন ছিল যারা নিষ্ঠা ও সততার সংগে রাষ্ট্রযন্ত্রকে চালাতে পারতো। তাঁর সময়ে এ ধরনের জনবলের প্রায় কোন অস্তিত্বই ছিল না। ইয়াস ইবন মু'আবিয়া বলেন, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয একজন অত্যন্ত দক্ষ কারিগর ছিলেন। কিন্তু তাঁর আশে পাশে এমন কোন সহযোগী ছিল না যাদের সাহায্য তিনি নিতে পারতেন। তিনি নিজেও দেখতেন তাঁর যে ধরনের সহকারী ও সহযোগীর প্রয়োজন তা সরকারী দফতরগুলোতে নেই। এ কারণে তিনি তাঁর দৃষ্টি দূর-

দূরান্তে ফেরাতেন। যেখানেই কোন যোগ্য লোক দেখতে পেতেন তাঁকেই এ ফাঁদে আটকাতে চাইতেন, যাতে তিনি নিজে জড়িয়ে গিয়েছিলেন। সিরিয়ায় তখন একজন সত্যনিষ্ঠ বুযর্গ ব্যক্তি একান্ত নিরিবিলি জীবন যাপন করতেন। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তাঁর কথা জানতে পেরে তাঁকে লিখলেন, সত্যিকার সাহায্যকারী কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। আপনি আমাকে সাহায্য করুন। তিনি জবাব দিলেন, আমি পাপীদের সাহায্য করতে পারিনে। এতদসত্ত্বেও খিলাফত পরিচালনার জন্য কর্মচারী-কর্মকর্তাদের নিয়োগ ছিল অপরিহার্য। এ কারণে তিনি খিলাফতের মসনদে আসীন হওয়ার সাথে সাথে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে বিভিন্ন জনকে নিয়োগ দান করেন। নিম্নে এমন কয়েকজন আঞ্চলিক কর্মকর্তার নাম দেওয়া হলো :

১. আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবন হাযম। খলীফা সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিক তাঁকে মদীনার গভর্ণর নিয়োগ করেন। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তাঁকে উক্ত পদে বহাল রাখেন।

২. আবদুল হামীদ ইবন 'আবদির রহমান ইবন যায়দ ইবন খাত্তাব : তাঁকে কূফার গভর্ণর নিয়োগ করেন।

৩. 'আদী ইবন আরতাত : বসরার গভর্ণর।

৪. 'উরওয়াহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'আতিয়্যা আস-সা'দী : ইয়ামনের গভর্ণর।

৫. 'আদী ইবন 'আদী আল-কিন্দী : জাযীরার ওয়ালী।

৬. ইসমা'ঈল ইবন 'উবায়দুল্লাহ ইবন আবিল মুহাজির : আফ্রিকার ওয়ালী।

৭. মুহাম্মাদ ইবন সুওয়ায়িদ আল ফিহ্‌রী : দিমাশ্‌কের ওয়ালী।

৮. জাররাহ ইবন 'আবদিল্লাহ আল-হাকামী : খুরাসানের ওয়ালী।[৩১৮]

এছাড়া আরো অনেক পদ ও পদাধিকারী ব্যক্তি ছিল যারা 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের প্রশাসনের জন্য মোটেই প্রয়োজন ছিল না। যেমন, এমন অনেক নিরাপত্তা কর্মকর্তা ও রক্ষী ছিল যা কেবল শাসকদের ঠাঁট-বাট, আভিজাত্য ও কৌলিন্য দেখানোর জন্য নিয়োগ করা হতো। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের সময়ে তাদের সংখ্যা ছয় শোতে পৌঁছে। তার মধ্যে তিন শো পুলিশ বাহিনীর সাথে সম্পর্কিত ছিল এবং বাকী তিন শো ছিল নিরাপত্তা রক্ষী। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয ছিলেন সকল প্রকার ঠাঁট-বাট ও জাঁকজমকের উর্ধ্বে। আল্লাহর উপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল তাঁকে একেবারেই নির্ভীক করে তোলে। তাই তিনি খলীফা হওয়ার পর ঐ সকল কর্মচারী-কর্মকর্তাদেরকে সাফ বলে দেন : 'তোমাদের কোন প্রয়োজন আমার নেই। আমার তাকদীর আমার রক্ষক এবং আমার মৃত্যু আমার প্রহরী।" এতদসত্ত্বেও তিনি তাদেরকে একেবারে চাকুরীচ্যুত করা সমীচীন মনে করেননি। তাদেরকে বলে দেন, যারা স্বেচ্ছায় চলে যেতে চাও যেতে পার। আর যারা থাকতে চাও তারা দশ দীনার করে পাবে।[৩১৯]

---

৩১৮. তাবাকাত-৫/২৫১
৩১৯. ইবনুল জাওযী-৯৮

ব্যক্তি হিসেবে তিনি কেবল খালিদ ইবন রায়্যানকে বরখাস্ত করেন। সে ছিল জাল্লাদ, সব সময় খলীফাদের সামনে তরবারি হাতে দাঁড়িয়ে থাকতো। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের কঠোরতার কথা তার জানা ছিল, এ কারণে খলীফা হওয়ার পর খালিদ যখন তার অভ্যাস অনুযায়ী তরবারি উঁচিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায় তখন 'উমার তাকে বলেন, খালিদ! তরবারি রেখে দাও। হে আল্লাহ্! আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্য খালিদকে নত করছি, আপনি আর কখনো তাকে সমুন্নত করবেন না। খালিদকে অপসারণের পর তার স্থলে 'আমর ইবন মুহাজির আল-আনসারীকে নিয়োগ দেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি।[৩২০] কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ-বদলী যে সকল মৌলিক নীতির ভিত্তিতে করা হতো তার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

১. 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের নিকট আত্মীয় হলে তাঁকে কখনো কোথাও ওয়ালী নিয়োগ করতেন না। পুত্রের চেয়ে বেশী প্রিয় আর কে হতে পারে? কিন্তু তিনি তাঁর পুত্রদের কাউকে কোন পদে নিয়োগ দান করেননি। একবার তিনি তাঁর পুত্রদের সকলকে সমবেত করে জিজ্ঞেস করেন : তোমরা কি এটা চাও যে, তোমাদের প্রত্যেককে এক একটি অঞ্চলের ওয়ালী নিয়োগ করি এবং যখন তোমরা চলবে তখন তোমাদের সাথে ডাক হরকরা চলার সময় ঘণ্টা বাজার মতো ঘণ্টাধ্বনি হতে থাকুক? এক পুত্র বললো, যে কাজ আপনি করবেন না, সে প্রশ্ন করছেন কেন? তিনি তখন বললেন : তোমরা দেখতে পাচ্ছো আমার এ বিছানাটি পুরানো হয়ে গেছে, তবুও আমি চাই না যে, তোমরা এটাকে তোমাদের মোজা দিয়ে ময়লা করে ফেল। তাহলে তোমাদের দীনকে তোমাদের হাতে কিভাবে সোপর্দ করি যাতে তোমরা প্রতিটি অঞ্চলে তাকে ধুলিমলিন করে ফেল।[৩২১] তারীখুল খুলাফা গ্রন্থে এসেছে যে, এ প্রশ্ন তিনি বানু উমাইয়্যার কতিপয় সদস্যকে করেন। হতে পারে তাদের মধ্যে তাঁর পুত্রও ছিল।

একবার আল-জাররাহ ইবন 'আবদিল্লাহ আল-হাকামী 'আবদুল্লাহ ইবন আহতামকে কোথাও ওয়ালী হিসেবে নিয়োগ করলেন। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয সে কথা জানতে পেরে লিখলেন : "তাকে অপসারণ কর। কারণ, আরো অনেক কথা ছাড়াও সে খোদ আমীরুল মু'মিনীনের আত্মীয়।"[৩২২]

২. কোন ব্যক্তি যদি কোন পদে নিয়োগ লাভের প্রার্থনা করতো, তিনি তাকে সেই পদ দিতেন না। হযরত রাসূলে কারীমের (সা) সুন্নাতও ছিল এ রকম। একবার বিলাল ইবন আবী বুরদাহ্ ও 'আবদুর রহমান ইবন আবী বুরদাহ্– দুই ভাই তাঁর নিকট উপস্থিত হয় এবং প্রত্যেকে তাদের মহল্লার মসজিদের মুআয্যিন হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্তির আবেদন জানায়। তাদের উভয়ের সম্পর্কে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের মনে খারাপ ধারণার সৃষ্টি হয়। তিনি গোপনে এক ব্যক্তিকে নিয়োগ করে বলেন, তুমি তাদের নিকট গিয়ে

---

৩২০. প্রাগুক্ত-৪০
৩২১. প্রাগুক্ত-২৭৪
৩২২. প্রাগুক্ত-৮৬

বলবে, আমি যদি আমীরুল মু'মিনীনকে বলে তোমাদের দু'জনকে ইরাকের ওয়ালী হিসেবে নিয়োগ পাইয়ে দিই তাহলে আমাকে কি দেবে? লোকটি বিলালকে জিজ্ঞেস করলে সে এক লাখ দিরহাম দানের অঙ্গীকার করে। লোকটি 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযকে একথা জানালে তিনি ইরাকের ওয়ালী 'আবদুল হামীদ ইবন 'আবদির রহমানকে লিখলেন যে, না বিলাল অর্থাৎ অসৎ বিলালকে কোন পদ দিবে, আর না মূসার কোন বংশধরকে।[৩২৩]

৩. কোন অত্যাচারী ও নিরাপরাধ মানুষের রক্তপাতকারী ব্যক্তিকেও তিনি কোন পদে নিয়োগ দিতেন না। একবার আল-জাররাহ ইবন 'আবদিল্লাহ আল-হাকামী আম্মারাকে কোন স্থানের 'আমিল নিয়োগ করেন। একথা তিনি জানতে পেরে লেখেন : আম্মারার কোন প্রয়োজন নেই। আর যে ব্যক্তি নিজের হাতকে মুসলমানদের রক্তে রঞ্জিত করেছে তারও কোন প্রয়োজন নেই। তাকে অপসারণ কর।[৩২৪] আল-জাররাহ ইবন 'আবদিল্লাহ এবং ইয়াযীদ ইবন মুহাল্লাবের বরখাস্তের কারণও ছিল অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি ও অত্যাচার। একই কারণে তিনি হাজ্জাজের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও তার গোত্রের লোকদের কোন প্রশ্রয় দেননি। আবূ মুসলিম ছিল হাজ্জাজের জাল্লাদ ও স্বগোত্রীয়। সে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের সময় সেনাবাহিনীতে ঢুকে পড়ে। তিনি তাকে অপসারণ করেন। এমনিভাবে অন্য এক ব্যক্তিকে তিনি একটি পদে নিয়োগ দেন, পরে জানতে পারেন, সে হাজ্জাজের কর্মকর্তা ছিল। তিনি তাকে প্রত্যাহার করেন। লোকটি কৈফিয়াতের সুরে বলে, আমি হাজ্জাজের অধীনে খুব অল্প দিন কাজ করেছি। তিনি বলেন, একদিনের অসৎ সংসর্গও বহু কিছু হতে পারে।[৩২৫]

৪. কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখা হতো সে যেন কুরআন-হাদীছের জ্ঞানে পারদর্শী হয়। তিনি সকল আঞ্চলিক কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন তারা যেন কুরআনে পারদর্শী ব্যক্তি ছাড়া কাউকে কোন পদে নিয়োগ না দেয়। কিন্তু তারা সকলে জানায় যে, আমরা কুরআনে পারদর্শীদের নিয়োগ করে দেখেছি, কিন্তু তাদের অনেককে অবিশ্বস্ত পাওয়া গেছে। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তবুও তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। তিনি আবারও নির্দেশ জারী করেন, আমি যেন একথা না শুনি যে, তোমরা কুরআনের ধারক-বাহক ব্যতীত অন্য কাউকে নিয়োগ দিয়েছো। যদি কুরআনের ধারক-বাহকদের মধ্যে কল্যাণ না থাকে তাহলে অন্যদের মধ্যে তো থাকবেই না।[৩২৬]

৫. কোন ব্যক্তির মধ্যে ধর্মীয় ও নৈতিকতার দিক দিয়ে কোন গুণ-বৈশিষ্ট্য দেখতে পেলে তাকে রাষ্ট্র পরিচালন ব্যবস্থায় কাজে লাগাতে চাইতেন। তাঁর খিলাফতকালের পূর্বে সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিকের নিকট মিসরবাসীদের একটি প্রতিনিধি দল আসে।

---

৩২৩. তাবাকাত-৫/২৯২
৩২৪. ইবনুল জাওযী-৮৬
৩২৫. প্রাগুক্ত-৮৯
৩২৬. প্রাগুক্ত-১০০

সেই দলটির মধ্যে ইবন খুযামির (ابن خذامر) নামের এক ব্যক্তি ছিল। খলীফা সুলায়মান তাদের নিকট আফ্রিকাবাসীদের কিছু অবস্থা জানতে চাইলেন। একমাত্র ইবন খুযামির ছাড়া অন্য সকলে সেখানকার অবস্থা বর্ণনা করলো। প্রতিনিধিদলটি দরবার থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয একান্তে ইবন খুযামিরের এই চুপ থাকার কারণ জানতে চাইলেন।

তিনি বললেন, মিথ্যা বলতে আমার আল্লাহর ভয় হয়। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের এ ঘটনাটি মনে ছিল। তিনি খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর ইবন খুযামিরকে মিসরের কাযী নিয়োগ করেন।[৩২৭]

নৈতিক গুণাবলীর মধ্যে তিনি সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিতেন সততা ও বিশ্বস্ততার উপর। একবার 'আদী ইবন আরতাতকে লেখেন, সেনাবাহিনীর গোয়েন্দাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করুন। যে বিশ্বস্ত বলে প্রমাণিত হবে তাকে রাখবেন, আর যার সততায় আপনাদের আস্থা হবে না তাকে বিদায় করে তার স্থলে অন্যকে নিয়োগ করবেন। তবে সর্বদা আমানতদারী ও তাকওয়া-পরহেযগারীর প্রতি সবচেয়ে বেশী দৃষ্টি দেবেন।[৩২৮] বিচারকের জন্য আরো বেশী শর্ত আরোপ করেন। তিনি বলতেন, বিচারকের মধ্যে পাঁচটি গুণ থাকা উচিত। ক. রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাতের জ্ঞান থাকতে হবে। খ. বিচক্ষণ হতে হবে। গ. তাড়াহুড়োকারী হবে না। ঘ. পবিত্র আত্মা হতে হবে। ঙ. পরামর্শকারী হবে।[৩২৯]

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয এত হিসেবী ও মিতব্যয়ী ছিলেন যে, প্রতিদিনের খরচের জন্য তাঁর দুই দিরহামই যথেষ্ট ছিল। তবে অত্যন্ত উদারভাবে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা নির্ধারণ করেন। একবার জনৈক ব্যক্তি প্রতিবাদী কণ্ঠে তাঁকে বলেন, আপনি কর্মকর্তাদেরকে কয়েক শ' দীনার করে বেতন-ভাতা দেন, বরং ক্ষেত্র বিশেষে এর থেকেও বেশী দেন। এটা কিসের ভিত্তিতে দেন? তিনি বলেন, যদি তারা আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাতের উপর আমল করে তাহলে যা তাদেরকে দেওয়া হয় তা খুবই কম। আমি তাদেরকে জীবিকার ধান্দা এবং পরিবার-পরিজনের ঝগড়া-বিবাদ থেকে মুক্ত রাখতে চাই।[৩৩০]

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয খিলাফতের দায়িত্ব হাতে নেওয়ার পর যখন নির্ভরযোগ্য সহযোগীদের খুঁজছিলেন তখন মায়মূন ইবন মিহরান তাঁকে বলেন, আপনি চিন্তা করবেন না। আপনি হলেন একটি বাজারতুল্য। বাজারে সেই মালই আসে যা চলে। মানুষ যখন জেনে যাবে, আপনার এখানে কেবল ভালো মাল চলে তখন সবাই ভাল মালই নিয়ে

---

৩২৭. কিতাবু উলাতি মিসর-৩৩৮
৩২৮. তাবাকাত-৫/২৯৩
৩২৯. ইবনুল জাওযী-২৩৮
৩৩০. প্রাগুক্ত-১৬৪

আসবে। মায়মূনের কথা সত্যে পরিণত হয়। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয ছিলেন একজন সৎ মানুষ। তাই তাঁর চার পাশে সৎ মানুষের সমাবেশ ঘটে। এ সকল মানুষ যেন 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের অস্তিত্বের ছায়াস্বরূপ ছিল। তাঁরই ইঙ্গিতে তাঁরা কর্মতৎপর হতো। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয প্রতিটি বিষয়ে কর্মকর্তাদেরকে উপদেশ দিতেন, আদেশ-নিষেধ করতেন, কাজ করতে উৎসাহ দিতেন ও বিরত থাকতে বলতেন। এ কারণে তাদের উপর তাঁর নৈতিকতার প্রভাব পড়তো। আবূ বকর ইবন হাযম রাতেও কাজ করতেন। একাজ তিনি করতেন শুধুমাত্র 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের উৎসাহে। একবার একজন আঞ্চলিক কর্মকর্তা তাঁর নিকট একটি অভিযোগ উত্থাপন করে। জবাবে তিনি একটি উপদেশপূর্ণ পত্র লেখেন। পত্রটি তার উপর এতটা প্রভাব ফেলে যে, সে তার পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের সান্নিধ্যে উপস্থিত হয় এবং বলে, আপনার পত্রটি পাঠ করে আমার অন্তর কাঁপতে আরম্ভ করে। এখন থেকে আমি আমার নিজের সেবার কাজে আর যাব না।[৩৩১]

মুহাদ্দিছ ইবনুল জাওযী (রহ) 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের সকল ফরমান ও নির্দেশাবলী তাঁর গ্রন্থের একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে সন্নিবেশ করেছেন। এতে যদিও নিতান্ত ছোটখাট বিষয়ও স্থান লাভ করেছে, তবে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিম্নরূপ :

১. রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাতের পুনরুজ্জীবন, বিদ'আতের বিলুপ্তি সাধন এবং বেতন-ভাতা বন্টনের প্রতি তিনি অত্যধিক গুরুত্ব দেন। জনৈক ব্যক্তি বলেন, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের কোন পত্র এলে তাতে উপরোক্ত তিনটি বিষয়ের কোন একটির উল্লেখ অবশ্যই থাকতো।

২. কর্মকর্তাদের প্রতি কঠোর আদেশ ছিল তারা যেন হাজ্জাজের রূপ ধারণ না করে। একবার তিনি 'আদী ইবন আরতাতকে লেখেন, আমি তোমাদেরকে হাজ্জাজের রূপ ধারণ থেকে বিরত রাখতে চাই। কারণ, হাজ্জাজ ছিল একটি বালা-মুসীবত। একটি দল তাদের কাজের দ্বারা তার সকল অপকর্মের সমর্থন দিয়েছে। এ কারণে, তার সময়ে সে যা ইচ্ছা তাই করতে পেরেছে। কিন্তু এখন সে যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে এবং আল্লাহর শান্তি ও নিরাপত্তা আবার ফিরে এসেছে। যদি তা একদিনও বিদ্যমান থাকে তবুও তা হবে আল্লাহর অনুগ্রহ। আমি সালাতের ক্ষেত্রে তার অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকতে বলেছি। কারণ সে সময় হওয়ার পরও বিলম্ব করতো। অনুরূপভাবে যাকাতের ক্ষেত্রেও তাকে অনুসরণ করতে নিষেধ করেছি। কারণ, সে যথাস্থান থেকে যথাযথভাবে যেমন গ্রহণ করতো না, তেমনি যথাস্থানে তা ব্যয়ও করতো না।

৩. সকল কর্মকর্তাকে আদল ও ইনসাফ কায়েমের শক্ত তাকীদ দেন। একজন কর্মকর্তা লিখলেন, আমাদের শহরটি বিরান হওয়ার উপক্রম হয়েছে। কিছু অর্থ বরাদ্দ করলে সংস্কার করা যেত। জবাবে তিনি লেখেন, ওতে আদল-ইনসাফের কিল্লা তৈরি কর এবং ওর রাস্তা-ঘাট থেকে জুলুমের আবর্জনা পরিষ্কার কর। এই হলো ওর সংস্কার।[৩৩২]

---

৩৩১. প্রাগুক্ত-১০০

৩৩২. প্রাগুক্ত-৮৮

অন্য একজন কর্মকর্তাকে তিনি লেখেন, তুমি তোমার হাতকে মুসলমানদের রক্ত থেকে শুকনো, তাদের সম্পদ থেকে পেটকে শূন্য এবং মান-মর্যাদা থেকে নিজের জিহ্বাকে সংযত রাখ। যদি তুমি একাজ করতে পার তাহলে তোমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। অভিযোগ ঐ সকল লোকের বিরুদ্ধে যারা মানুষের উপর জুলুম করে।[৩৩৩]

আরেকজন কর্মকর্তাকে তিনি লেখেন, তোমাদের আগের লোকেরা যে পরিমাণ জুলুম করেছে, তোমরা যদি সেই পরিমাণ ইনসাফ, ইহ্‌সান ও ইসলাহ্ অর্থাৎ ন্যায় বিচার, অনুগ্রহ ও সংশোধন করতে পার তাহলে তাই কর।

৪. তিনি কেবল ফরমান জারী ও আদেশ-নিষেধমূলক পত্র লিখেই সন্তুষ্ট ছিলেন না, বরং সম্ভাব্য যৌক্তিক উপায়ে কর্মকর্তাদের কর্মতৎপরতার খোঁজ-খবরও রাখতেন। যাতে তারা ন্যায়ানুগ পথ ও পন্থা থেকে সরে যেতে না পারে। রাবাহ্ ইবন 'উবায়দাহ্ বলেন, একবার আমি তাঁকে বললাম, ইরাকে আমার বিষয়-সম্পত্তি ও পরিবার-পরিজন রয়েছে, অনুমতি দিলে আমি তাদেরকে একটু দেখে আসতে পারি। প্রথমে তিনি রাজী হননি। অনেক পীড়াপীড়ির পর অনুমতি দেন। বিদায় নেওয়ার সময় বললাম, সেখানে আপনার কোন প্রয়োজন থাকলে বলুন। তিনি বললেন, আমার প্রয়োজন কেবল এই যে, তুমি ইরাকের জনগণ এবং তাদের সাথে সেখানকার কর্মকর্তাদের আচরণ ও কর্মপদ্ধতির অবস্থা সম্পর্কে অবগত হবে। আমি বহু মানুষের কাছে জিজ্ঞেস করলাম। সকলে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশংসা করলো। দিমাশ্‌কে ফিরে এসে একথা খলীফাকে অবহিত করলে তিনি আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের শুকরিয়া আদায় করলেন। তারপর বললেন, যদি এর বিপরীত খবর দিতে তাহলে আমি তাদের সকলকে বরখাস্ত করতাম।[৩৩৪]

তবে এত কঠোরতা অবলম্বন সত্ত্বেও বাস্তবে তিনি কর্মচারী-কর্মকর্তাদেরকে কোন রকম শাস্তি দেওয়া পছন্দ করতেন না। একবার এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি এটাই পছন্দ করি যে, কর্মচারীরা তাদের নিজ নিজ অবিশ্বস্ততামূলক কাজ সাথে নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাজির হোক। আর তাদের রক্তের বোঝা কাঁধে নিয়ে আমি আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হই– এ আমার মোটেই পছন্দ নয়।[৩৩৫]

বুদ্ধিমান কর্মকর্তা নিয়োগ

বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা দেখেই তিনি কর্মকর্তা নিয়োগ দিতেন। এ ক্ষেত্রে বয়স কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল না। একবার তিনি এক ব্যক্তিকে নিয়োগ দিলেন। বলা হলো, সে তো একেবারে তরুণ, ঠিক মত তার দায়িত্ব পালন করতে পারবে না। তার থেকে অঙ্গীকার গ্রহণের পর তিনি বললেন : আমার মনে হচ্ছে এত অল্প বয়সে তুমি এই দায়িত্ব পালন করতে পারবে না। তখন সেই তরুণ কর্মকর্তাটি নিম্নের চরণটি আবৃত্তি করে :

---

৩৩৩. প্রাগুক্ত-৯৪
৩৩৪. কিতাবুল খারাজ-৬৫
৩৩৫. তাবাকাত-৫/২৭৭

وليس يزيد المرء جهلا ولاعمىً + إذاكان ذا عقل حداثة سنه.

'কোন মানুষের অল্প বয়স তার মূর্খতা ও অন্ধত্বকে বৃদ্ধি করে না– যদি সে হয় বুদ্ধিমান।'

'উমার বললেন : কবি ঠিক বলেছে। তিনি সেই তরুণকে তার পদে বহাল রাখেন।[৩৩৬]

কাতিব বা সচিবগণ

তাঁর যে সকল সচিবের নাম জানা যায় তাঁরা হলেন :

উম্মুল হাকামের আযাদকৃত দাস আল-লাইছ ইবন আবী রুকাইয়া, আয-যুবায়রের আযাদকৃত দাস ইসমা'ঈল ইবন আবী হাকীম ও সুলায়মান ইবন সা'দ আল-খুশানী। দিওয়ানুল খারাজের সচিব ছিলেন এই সুলায়মান। আর-রাজা' ইবন হায়ওয়া ছিলেন তাঁর একান্ত সচিব। অনেক সময় 'উমার অনেক গুরুত্বপূর্ণ ফরমান ও চিঠি-পত্র নিজেই লিখতেন।[৩৩৭]

তাঁর পুলিশ বাহিনী প্রধান ছিলেন ইয়াযীদ ইবন বাশীর আল-হিলালী এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বাহিনী প্রধান 'আমর ইবন আল-মুহাজির। এই 'আমরকে আবুল 'আব্বাস আল-হিলালীও বলা হয়। খিলাফতের খাতাম (خاتم) বা সীল-মোহরের দায়িত্বে ছিলেন ইবন আবী সালামা এবং সেনাবাহিনীর দায়িত্বে ছিলেন সালিহ ইবন আবী জুবায়র। আমীরুল মু'মিনীনের সাথে যোগাযোগ ও সাক্ষাৎকারের সার্বিক দায়িত্ব পালন করতেন তাঁর দাস আবূ 'উবায়দা আল-আসওয়াদ।[৩৩৮]

আল-ইয়া'কূবী বলেন : তাঁর পুলিশ বাহিনী প্রধান ছিলেন তাঁর আযাদকৃত দাস রাওহ ইবন ইয়াযীদ আস-সাকসাকী। আমীরুল মু'মিনীন 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের উপর সর্বাধিক প্রভাব বিস্তারকারী ব্যক্তি ছিলেন এই রাওহ ও রাজা' ইবন হায়ওয়া আল-কিন্দী।[৩৩৯]

যুদ্ধ-অভিযান

রাষ্ট্র ও ক্ষমতার ব্যাপারে 'উমারের দৃষ্টিভঙ্গি পূর্ববর্তী খলীফাদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। খিলাফতের বিস্তৃতি তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না, বরং তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল সংস্কার ও সংশোধন করা। এ কারণে তাঁর সময়ে সবচেয়ে কম গুরুত্ব পায় যে বিষয়টি তা হলো সেনা অভিযান। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও সার্বভৌমত্বের রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধানের প্রয়োজন ছাড়া কোন আক্রমণাত্মক অভিযান তাঁর সময়ে খুব কমই হয়েছে। কেবল স্পেনের কিছু কিছু এলাকা ও সিন্ধুর কিছু অংশের বিজয় ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোন অঞ্চল তাঁর সময় বিজিত হয়নি।

---

৩৩৬. আল-ইকদ আল-ফারীদ-২/২৫
৩৩৭. প্রাগুক্ত-৪/১৬৫
৩৩৮. প্রাগুক্ত-৪/৪৩২
৩৩৯. তারীখ আল-ইয়া'কূবী-২/৩০৮

খারেজীদের বিশৃঙ্খলা দমন

হযরত 'উছমানের (রা) খিলাফতকালের সময় থেকে নিয়ে তাঁর সময় পর্যন্ত ইতিহাসের পাতা মুসলমানদের রক্তে রঞ্জিত হচ্ছিল। এ কারণে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয এ ব্যাপারে এত সতর্ক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন যে, কোন বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি সৃষ্টিকারী ইসলামী উপদলের বিরুদ্ধেও অস্ত্র চালনার অনুমতি দেননি। খারেজীরা ছিল উমাইয়্যাদের পুরানো দুশমন। তাদের বিরুদ্ধাচরণমূলক আচরণ 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের সময় পর্যন্তও বিদ্যমান ছিল। তিনি সম্ভাব্য সব রকম মাধ্যম ও পদ্ধতিতে তাদেরকে এ হিংসাত্মক আচরণ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেন। তিনি কূফার ওয়ালী আবদুল হামীদকে– যিনি তখন খারেজীদের দমনের দায়িত্বে ছিলেন, লেখেন, "যতক্ষণ তারা খুন-খারাবি ও ফাসাদ সৃষ্টি না করে ততক্ষণ তাদের উপর চড়াও হবেন না। একজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ধীর-স্থির প্রকৃতির লোককে আমার এ নির্দেশ জানিয়ে অল্প কিছু সৈনিকসহ তাদের নিকট পাঠান।" এই নির্দেশ মত 'আবদুল হামীদ মুহাম্মাদ ইবন জারীর আল-বাজালীকে দুই হাজার সৈন্যসহ তাদের নিকট পাঠান।

এর চেয়ে আরো একটি সতর্ক পদক্ষেপ নেন। আর তা হলো খারেজীদের নেতা বুসতামকে সংশোধন ও বিতর্কের আহ্বান জানিয়ে পত্র লেখেন। তিনি বলেন : 'আসুন, আমরা পরস্পর বাহাছ-মুনাজিরা করি। যদি আমরা সত্যের উপর থাকি তাহলে আপনারা আনুগত্য করবেন। আর যদি আপনারা সত্যের উপর থাকেন তাহলে আমরা আমাদের ব্যাপারটি ভেবে দেখবো।' এই আহ্বানের প্রেক্ষিতে বিতর্কের জন্য বুসতাম দুই ব্যক্তিকে পাঠান এবং বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। বুসতাম প্রেরিত লোক দু'টি বললো : আমরা মানছি যে, আপনার রীতি-পদ্ধতি আপনার খান্দানের থেকে ভিন্ন এবং তাদের কর্মকাণ্ডকে আপনি জুলুম-অত্যাচার বলে অভিহিত করেন। কিন্তু তারা যদি ভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতার উপর থেকে থাকে তাহলে আপনি তাদের প্রতি লা'নত বা অভিশাপ দেন না কেন? হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয জবাব দিলেন : তাদের নিন্দা জানানোর জন্য এতটুকু যথেষ্ট নয় যে, আমি তাদের কর্মকাণ্ডকে জুলুম-অত্যাচার বলে থাকি? এর পরেও তাঁদের প্রতি লা'নত বা অভিশাপ দেওয়া এত জরুরী কেন? তোমরা ফির'আউনের প্রতি কতবার লা'নত দিয়ে থাক? এভাবে তিনি খারেজীদের একেকটি প্রশ্নের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে থাকেন। সবশেষে ঐ দুই জনের একজন বললো : একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি কি এটা মেনে নিতে পারেন যে, তাঁর স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি একজন জালেম হোক? 'উমার বললেন : না। সে বললো : তাহলে আপনি আপনার পরে ইয়াযীদ ইবন 'আবদিল মালিকের হাতে খিলাফতের দায়িত্ব ও ক্ষমতা অর্পণ করে যাবেন কিভাবে? অথচ আপনি জানেন যে, সে সত্য ও ন্যায়ের উপর অটল থাকবে না। 'উমার বললেন : তার জন্য তো আমার পূর্বসূরী সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিক আমার পরে খলীফা হওয়ার বাই'আত সম্পন্ন করে গেছেন। এখন আমি কি করতে পারি? আমার পরে মুসলমনরাই তার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিবে। লোকটি বললো : যে ব্যক্তি আপনার পরে ইয়াযীদ ইবন 'আবদিল মালিককে মনোনীত করেছেন, আপনার ধারণায় তার কি একাজ করার অধিকার ছিল এবং এ সিদ্ধান্ত কি সঠিক ছিল? এবার হযরত 'উমার নিরুত্তর হয়ে যান। বিতর্ক সভা ভেঙ্গে যাবার পর তিনি বারবার বলতে থাকেন :

أهلكني امر يزيد وخصمت فيه، فاستغفر الله.

'ইয়াযীদের বিষয়টি আমাকে শেষ করে দিয়েছে এবং তাতে আমি পরাজিত হয়েছি। আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই।'

এই ঘটনার পর বানূ উমাইয়্যারা শঙ্কিত হয়ে পড়ে যে, তিনি ইয়াযীদের স্থলাভিষিক্তির বাই'আতকে বাতিল করে খিলাফতকে আবার শূরা ব্যবস্থায় ফিরিয়ে দিয়ে যান কিনা। তারা 'উমারকে বিষ প্রয়োগের জন্য একজনকে নিয়োগ করে।[৩৪০]

যাই হোক, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তাদেরকে বুঝানোর সব রকম চেষ্টা করেন, কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। তারা তাদের সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত হলো না। অবশেষে বাধ্য হয়ে তিনি কয়েকটি শর্তে তাদের সাথে যুদ্ধ করার অনুমতি দান করেন। শর্তগুলো নিম্নরূপ :

১. নারী, শিশু ও বন্দীদের হত্যা করা যাবে না এবং আহতদের হত্যা বা পিছু ধাওয়া করা যাবে না।
২. বিজয় লাভের পর গনীমতের যে সম্পদ হস্তগত হবে তা তাদের পরিবার ও সন্তানদের নিকট ফেরত দেওয়া হবে।
৩. বন্দী ততদিন পর্যন্ত বন্দী অবস্থায় থাকবে যতদিন সে ঠিক পথে ফিরে না আসে।

এই বিধি নিষেধের আওতায় 'আবদুল হামীদ তাদের উপর আক্রমণ চালান, কিন্তু তিনি পরাজিত হন। এ খবর খলীফা 'উমারের নিকট পৌছলে তিনি মাসলামা ইবন 'আবদিল মালিককে পাঠান। অল্প কিছুদিনের মধ্যে তিনি তাদেরকে নিয়ন্ত্রণে আনেন।

নৌ-অভিযান

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের যুদ্ধ অভিযানসমূহের মধ্যে নৌ যুদ্ধের কোন কথা পাওয়া যায় না। আল্লামা যুরকানী বলেছেন, হযরত 'উছমানের যুগে নৌ যুদ্ধের যে ধারা শুরু হয় 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তা একেবারে বন্ধ করে দেন। তাঁর নৌ অভিযানের মধ্যে কেবল এটাই দেখা যায় যে, হিজরী ১০০ সনে রোমানরা যখন লাযেকিয়ার উপকূলবর্তী জনপদে আক্রমণ করে ধ্বংসযজ্ঞ চালায় এবং তথাকার অধিবাসীদেরকে বন্দী করে নিয়ে যায় তখন 'উমার জনপদের পুনঃনির্মাণ, নিরাপত্তার নিশ্চিতকরণ এবং বন্দীদের মুক্তির জন্য মুক্তিপণ পাঠানোর নির্দেশ দেন। এর মধ্যে হিজরী ১০১ সনে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। অতঃপর ইয়াযীদ ইবন 'আবদিল মালিক এ কাজগুলো সমাধা করেন। কিন্তু অপর একটি বর্ণনা মতে জনপদের পুনঃনির্মাণ এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য দুর্গ তৈরির কাজ দু'টি 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযই শেষ করে যান।[৩৪১]

---

৩৪০. আল-কামিল ফিত তারীখ-৫/৪৫-৪৮; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৯/১৮৭; মুরূজ আয-যাহাব-২/১৭১; খিলাফত ও মুলূকিয়াত-১৯০-১৯১; জামহারাতু খুতাব আল-'আরাব-২/২১৪-২১৭

৩৪১. ফুতূহ আল-বুলদান-১৩৯

জ্ঞানের জগতে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ)

ইসলাম জ্ঞান অন্বেষণের প্রতি দারুণ উৎসাহ দিয়েছে। মানুষকে আহ্বান জানিয়েছে চিন্তা ও অনুধ্যানের প্রতি। নানাভাবে মানুষের বুদ্ধি-বিবেক ও মেধা-মননকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছে। আল-কুরআনে জ্ঞানীদের প্রশংসা করে তাদের উঁচু মর্যাদার কথা বলা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেছেন :[৩৪২]

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَايَعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُوْنَ.

'এ সকল দৃষ্টান্ত আমি মানুষের জন্য দেই, কিন্তু কেবল জ্ঞানী ব্যক্তিরাই তা বুঝে।'

তিনি আরো বলেছেন :[৩৪৩]

يَرْفَعُ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ.

'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন।'

হযরত রাসূলে কারীমের পবিত্র হাদীছে 'ইলম ও ইবাদাত তথা জ্ঞান ও উপাসনার তুলনা করে ইলমকে প্রাধান্য দান করা হয়েছে। তেমনিভাবে জ্ঞান চর্চার প্রধান উপকরণ লেখার কালিকে শহীদের পবিত্র রক্তের সমান মর্যাদা ঘোষণা করা হয়েছে। জ্ঞান অন্বেষণে উৎসাহব্যাঞ্জক রাসূলুল্লাহর (সা) বাণীসমূহের কয়েকটি অংশ নিম্নরূপ :

(١) العلم زينة أمام الأصدقاء وسلاح أمام الأعداء.

(٢) ترفرف ملائكة الله بأجنحتها فوق طالب العلم.

(٣) أول ما خلق الله العقل، ولم يخلق أفضل منه.

১. জ্ঞান হচ্ছে বন্ধুদের সামনে সাজ-সজ্জা ও শোভা এবং শত্রুদের সামনে অস্ত্রস্বরূপ।

২. জ্ঞান অন্বেষণকারীর মাথার উপর আল্লাহর ফেরেশতারা তাদের ডানা দ্বারা ছায়া দিতে থাকে।

৩. আল্লাহ সর্বপ্রথম যা সৃষ্টি করেছেন তা হলো বুদ্ধি ও জ্ঞান। এর চেয়ে ভালো আর কিছু সৃষ্টি করেননি।

খুলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবায়ে কিরাম এ সকল আয়াত ও হাদীছের আলোকে নিজেদের জীবন পরিচালনা করেছেন। নিজেদের সময়ে তাঁরা মূর্খতা, গোঁড়ামী ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে মানুষকে জ্ঞান ও আলোর দিকে নিয়ে এসেছেন। সাহাবায়ে কিরামের এমনই আবহ ও পরিবেশে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয বেড়ে ওঠেন।

---

৩৪২. সূরা আল-'আনকাবূত-৪৩
৩৪৩. সূরা আল-মুজাদালা-১১

মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন শৈশবেই 'উমারের প্রকৃতির মধ্যে জ্ঞানের প্রতি তীব্র আকর্ষণ সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। এ কারণে ছোটবেলাতেই জ্ঞানের কেন্দ্র ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের মজলিসের প্রতি তিনি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করতেন। তিনি যখন মিসরে তখন পিতাকে বলতেন :[৩৪৪]

ترحّلني إلى المدنية، فاقعد إلى فقهائها وأتأدب بهم.

'আমাকে মদীনায় নিয়ে চলুন। আমি সেখানকার ফকীহ্‌দের মজলিসে বসবো এবং তাঁদের নিকট জ্ঞান ও আচার-আচরণ শিখবো।'

এ কারণে দেখা যায়, কৈশোর-যৌবনে তার সমবয়সী কিশোর-যুবকদের থেকে দূরে থাকতেন। অন্যরা যখন খেলাধুলা ও গল্প-গুজবে সময় কাটাতো তখন তিনি জ্ঞানী ব্যক্তিদের মজলিসে আসা-যাওয়া করতেন। এ ব্যাপারে তাঁর নিজের বক্তব্য শোনা যাক :[৩৪৫]

ولقد رأيتني وأنا بالمدينة غلام مع الغلمان، ثم تـاقت نفسـي إلى العلـم، إلى العربيـة فالشعر، فأصبت منه حاجتي.

'আমি আমার বাল্যকালে মদীনায় বালকদের সাথে খেলতাম। তারপর জ্ঞানের প্রতি, আরবী ভাষার প্রতি, অতঃপর কবিতার প্রতি আমার অন্তর আকৃষ্ট হয়ে পড়লো। আমি তার থেকে আমার প্রয়োজন মত গ্রহণ করলাম।'

এরপর তিনি জ্ঞান অন্বেষণে একাগ্র হয়ে পড়েন। ফকীহদের মজলিসে, মুহাদ্দিছদের হালকায় দীর্ঘ সময় ধরে বসে বসে গভীর মনোযোগ সহকারে তাঁদের আলোচনা শুনতেন। কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে অধ্যয়ন, লেখালেখি, আলোচনা, বিতর্ক অথবা বিশিষ্ট আলিমদের দারসে অংশগ্রহণ ইত্যাদির মধ্যে তাঁর সময় কাটতো। তখনকার দিনের জ্ঞান চর্চার প্রধান কেন্দ্র মদীনার পবিত্র ভূমিতে এভাবে জীবনের একটা দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করে নিজকে যোগ্য করে গড়ে তোলেন।

সুযোগ্য শিক্ষকবৃন্দ

তিনি অনেক সাহাবী ও উঁচু স্তরের তাবি'ঈর নিকট থেকে সেকালে প্রচলিত জ্ঞানে পারদর্শিতা অর্জন করেন। সাহাবী শিক্ষকরা হলেন :

> আনাস ইবন মালিক, তিনি তাঁর থেকে হাদীছ শুনেছেন। 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার ইবন আল-খাত্তাব, আবদুল্লাহ ইবন জা'ফার ইবন আবী তালিব, 'উমার ইবন আবী সালামা আল-মাখযূমী, আস-সায়িব ইবন ইয়াযীদ, ইউসুফ ইবন সাল্লাম, 'উবাদা ইবন আস-সামিত, 'উকবা ইবন 'আমির, 'আয়িশা, খাওলা বিন্‌ত হাকীম (রা) ও আরো অনেকে।

---

৩৪৪. ইবনুল জাওযী-১৪
৩৪৫. প্রাগুক্ত

উঁচু স্তরের একদল তাবি'ঈর নিকট থেকে তিনি হাদীছ শুনেছেন এবং বর্ণনাও করেছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন : সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব, আবূ বকর ইবন 'আবদির রহমান ইবন আল-হারিছ, সালিম ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন 'উমার, 'উরওয়া ইবন আয-যুবায়র, আবূ সালামা ইবন 'আবদির রহমান ইবন 'আওফ, 'আমির ইবন সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস, খারিজা ইবন যায়দ ইবন ছাবিত, 'উবায়দুল্লাহ ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন 'উতবা, আবূ বুরদা ইবন আবী মূসা, ইবন শিহাব আয-যুহ্রী (রহ) এবং আরো অনেকে।[৩৪৬]

আল-ইমাম আল-হাফেজ আল-বাগান্দী (মৃ. ৩১২ হি.) 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয বর্ণিত সকল হাদীছ তাঁর বিখ্যাত "মুসনাদ" গ্রন্থে সংকলন করেছেন। তাঁর হাদীছের শায়খদের (উস্তাদ) সংখ্যা তেত্রিশ জনে পৌঁছেছে। তাঁদের মধ্যে আটজন সাহাবী এবং পঁচিশজন তাবি'ঈ।

তাঁর কয়েকজন মহান শায়খ ও শিক্ষকবৃন্দের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

১. 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার ইবন আল-খাত্তাব (রা) (হি. পূ. ১০-হি. ৭৩) :

একজন মহান সাহাবী, অনুসরণীয় ইমাম, দুনিয়া বিরাগী 'আবিদ, মহাজ্ঞানী, মুজাহিদ, মুত্তাকী-পরহেযগার ব্যক্তি। জ্ঞান ও কর্মে তিনি ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী। সাহাবী সমাজে তাঁকে খলীফা হওয়ার যোগ্য মনে করা হতো। ষাট বছর যাবত তিনি ফাতওয়া দানের দায়িত্ব পালন করেন। কোন কারণে জামা'আতে 'ঈশার নামায আদায় করতে না পারলে সে রাতে আর শয্যায় যেতেন না। ইবাদাত-বন্দেগীতে কাটিয়ে দিতেন। অত্যন্ত কঠোরভাবে রাসূলুল্লাহর (সা) পদাঙ্ক অনসুরণ করতেন। 'উমার ইবন আল-খাত্তাবের (রা) সন্তানদের মধ্যে তিনিই সর্বাধিক পিতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন।

হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁর সম্পর্কে বলেছেন :

إن عبد الله رجل صالح، لو كان يقوم الليل.

'আবদুল্লাহ একজন সত্যনিষ্ঠ মানুষ, যদি সে কিয়ামুল লাইল করতো অর্থাৎ রাতে নামাযে দাঁড়াতো। রাসূলুল্লাহর (সা) একথার পর থেকে আমরণ 'কিয়ামুল লাইল' করেছেন। যে সকল দাস-দাসী তিনি মুক্ত করেছেন তার সংখ্যা এক হাজার। উদার হস্তে দান করতেন। একবার এক বৈঠকে ত্রিশ হাজার দিরহাম বিলিয়ে দেন। হযরত জাবির ইবন 'আবদিল্লাহ (রা) বলেন :

ما منا أحد أدرك الدنيا إلا مالت به ومال بها إلا ابن عمر.

'আমাদের মধ্যে একমাত্র ইবন 'উমার ছাড়া আর যে কেউ দুনিয়া পেয়েছে, দুনিয়া তাঁর প্রতি ঝুঁকেছে এবং সেও দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকেছে।'

---

৩৪৬. আয-যাহবী, তারীখ আল-ইসলাম-১/১৮৭-১৮৮; তাহযীব আত-তাহযীব-৭/৪৭; সিফাতুস সাফওয়া-২/১২৬-১২৭; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৫/১১৪; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১১৮

হযরত রাসূলে কারীম (সা) থেকে সর্বমোট ২৬৩০টি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি মক্কায় মৃত্যুবরণকারী সর্বশেষ সাহাবী। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তাঁকে ভীষণ পছন্দ করতেন। সেই শৈশবে তিনি মাকে বলতেন, আমি আমার মামার (ইবন 'উমার) মত হবো। আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন তাঁর বাসনা পূরণ করেন। পরবর্তী জীবনে সত্যিকার অর্থে তিনি ইবন 'উমারের (রা) অনুসারী হন।

২. আনাস ইবন মালিক (রা) : (হি. পূ. ১০-হি. ৯৩) : তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) অন্যতম শ্রেষ্ঠ আনসারী সাহাবী, তাঁর বিশ্বস্ত খাদেম, ইমাম, মুফতী, কারী, মুহাদ্দিছ। মদীনার খায়রাজ গোত্রের নাজ্জার শাখার সন্তান। রাসূলুল্লাহর (সা) দীর্ঘ সাহচর্য লাভ করেন। তাঁর মদীনায় আগমনের পর থেকে ওফাত পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে তাঁর খিদমত করেন। একাধিক যুদ্ধে তাঁর সাথে অংশগ্রহণ করেন। হুদায়বিয়ার 'বাই'য়াতে শাজারা'র অন্যতম সদস্য। হযরত নবী কারীম (সা) তাঁর জন্য দু'আ করেছেন যা তিনি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) আমার জন্য এভাবে দু'আ করেছেন :

اللهم أكثر ماله وولدَه وأطِل حياته.

'হে আল্লাহ! তুমি তার অর্থ-বিত্ত ও সন্তান-সন্ততিতে সমৃদ্ধি দাও এবং তার জীবনকাল দীর্ঘ কর।' আল্লাহ আমার সম্পদে এত সমৃদ্ধি দান করেন যে, আমার একটি আঙ্গুরের বাগান ছিল যাতে বছরে দু'বার ফল আসতো এবং আমার ঔরসজাত সন্তান সংখ্যা এক শ' ছয় জন।

তিনি এত বেশী নামায পড়তেন যে নামাযে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তাঁর দু'টি পা ফুলে যেত। হযরত রাসূলে কারীমের ২২৮৬ (দু'হাজার দু'শত ছিয়াশি)টি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি বসরায় মৃত্যুবরণকারী সর্বশেষ সাহাবী।

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তাঁর নিকট থেকে হাদীছ শুনেছেন। খলীফা ওয়ালীদের সময় মদীনার ওয়ালী থাকাকালেও এ ধারা অব্যাহত ছিল। হাফ্স ইবন 'উমার ইবন আবী তালহা আল-আনসারী বলেন : খলীফা ওয়ালীদের সময় 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয যখন মদীনার ওয়ালী, তখন একবার তিনি মদীনা থেকে হজ্জে যাওয়ার ইরাদা করেন। তখন একদিন আনাস ইবন মালিক (রা) তাঁর নিকট আসেন। 'উমার তাঁকে বলেন : আবূ হামযা! আপনি কি আমাদেরকে রাসূলুল্লাহর (সা) ভাষণ সম্পর্কে অবহিত করবেন না? আনাস বললেন : রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কায় 'ইউমুত তারবিয়্যা'র একদিন পূর্বে, 'আরাফার দিন 'আরাফাতে, মিনায় কুরবানীর দিন সকালে এবং মিনা ত্যাগের দিন সকালে খুতবা দেন।[৩৪৭]

৩. 'উবায়দুল্লাহ ইবন আবদিল্লাহ ইবন 'উতবা ইবন মাস'উদ (রা) (মৃ. হি. ৯৮) : একজন ইমাম, মদীনার আলিম, মুফতী, সাতজন শ্রেষ্ঠ ফকীহর একজন। ডাকনাম আবূ 'আবদিল্লাহ। মদীনার অধিবাসী অন্ধ মানুষ ছিলেন। তাঁর দাদা উতবা ছিলেন মহান সাহাবী 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদের (রা) ভাই।

---

৩৪৭. তাবাকাত-৫/৩৩১; সিয়ারু আ'লাম আল-নুবালা'-৩/৩৯৫; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৪৪

তিনি ছিলেন বিশাল জ্ঞানের অধিকারী মানুষ। হাদীছ ও কবিতায় ছিল তাঁর সীমাহীন জ্ঞান।

ইমাম 'যুহরী বলেন, আমি যখনই কোন 'আলিমের নিকট বসেছি, তাঁর সবটুকু জ্ঞান নিয়ে তবে উঠেছি। আমি 'উরওয়া ইবন আয-যুবায়রের (রা) নিকট মাঝে মাঝে যেতাম। তাঁর কাছে একই কথা বার বার শুনতাম। তবে ব্যতিক্রম হলেন 'উবায়দুল্লাহ, তাঁর কাছে যতবার গিয়েছি নতুন নতুন জ্ঞান লাভ করেছি। তাঁর সম্পর্কে যুহরী আরো বলেন : আমি মনে করতাম আমি যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করে ফেলেছি। কিন্তু আমি যখন 'উবায়দুল্লাহর সান্নিধ্যে গেলাম, মনে হলো আমি সাগরকে প্রবলভাবে আন্দোলিত করছি। ইবন 'আবদিল বার বলেন : 'উবায়দুল্লাহ ছিলেন শ্রেষ্ঠ দশ ফকীহর একজন। ফাতওয়ার বিষয়টি যে সাতজনের মধ্যে চক্রাকারে ঘুরতো তিনি তাদেরও অন্যতম। তিনি একজন উঁচু স্তরের 'আলিম, ফিক্‌হ বিষয়ে অগ্রগামী, আল্লাহভীরু ও মননশীল কবি। আমার জানা মতে, সাহাবীদের পর থেকে নিয়ে আমাদের সময় পর্যন্ত কোন ফকীহ তাঁর চেয়ে ভালো কবি হননি, তেমনিভাবে কোন কবি তাঁর মতো ভালো ফকীহ হননি।

এমন মহান ইমামের দারসের মজলিসে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয বসেছেন, তাঁর জ্ঞানের সাগর থেকে অঞ্জলী ভরে গ্রহণ করেছেন, তাঁর আদব-আখলাকে নিজেকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাই অনেকের ধারণা 'উমার জ্ঞান-গরীমা, আদব-আখলাক ও রুচি-সংস্কৃতিতে মহান শিক্ষককেও ছাড়িয়ে গেছেন। তাই 'আলিমগণ 'উবায়দুল্লাহর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন : هو معلم عمر بن عبد العزيز – তিনি 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের শিক্ষক।

একবার 'উবায়দুল্লাহ নিম্নের স্বরচিত কবিতাটি 'উমারকে লিখে পাঠান :

بسم الله الذى أنزلت من عنده السور + والحمد لله أما بعد ياعمر

إن كنت تعلم ما تأتي وماتذر + فكن على حذر قد ينفع الحذر

واصبر على القدر المحتوم وارض به + وإن أتاك بما لا تشتهي القدر.

فما صفا لامرئ عيش يسرٌ به + الا سيتبع يوما صفوه كَدَرٌ.

'সেই আল্লাহর নামে যাঁর নিকট থেকে এই সূরাগুলো নাযিল হয়েছে। সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর। অতঃপর হে 'উমার!

যদি তুমি জানতে পার যা কিছু আসে এবং যা কিছু আসে না সে সম্পর্কে, তাহলে তুমি সতর্ক হবে। সতকর্তা উপকারে আসে।

অবশ্যম্ভাবী তাকদীরের উপর ধৈর্য ধারণ করবে এবং তার আচরণে সন্তুষ্ট থাকবে, যদিও সেই তাকদীর তোমার জীবনে এমন কিছু নিয়ে আসে যা তুমি মোটেও কামনা করনি।

মানুষের স্বচ্ছ আনন্দময় জীবনকে এমন একটা দিন সব সময় অনুসরণ করছে যা তার স্বচ্ছতাকে ঘোলা করে দেবে।'

এ কারণে 'উমার যখন মদীনার ওয়ালী, তখন সব সময় তাঁর নিকট আসা-যাওয়া করতেন, তাঁর মজলিসে বসতেন। অনেক সময় হয়তো উস্তাদের সাক্ষাৎ পেতেন না, তাতে তিনি মোটেও বিরক্ত না হয়ে পরের দিন আবার যেতেন। ইবন আবী আয-যিনাদ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'উমার মদীনার ওয়ালী থাকাকালে অনেক সময় আমি তাঁকে 'উবায়দুল্লাহ ইবন 'আবদিল্লাহর গৃহের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। কখনো ঢোকার অনুমতি পেতেন, কখনো পেতেন না। 'উমার তাঁর এই শিক্ষকের প্রতি এতই মুগ্ধ ছিলেন যে, প্রায়ই বলতেন :

لمجلس من الأعمى : عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أحب إلى من ألف دينار.

'অন্ধ 'উবায়দুল্লাহর একটি মজলিস আমার নিকট হাজার দীনারের চেয়েও প্রিয়।' তিনি তাঁর খিলাফতকালে বলতেন :

لو كان عبيد الله حيًّا ماصدرت الا عن رأيه، ولوددت أن لى بيوم واحد من عبيد الله كذا وكذا.

'যদি 'উবায়দুল্লাহ জীবিত থাকতেন তাহলে আমি তাঁর মতামত ব্যতীত কোন ফরমান জারী করতাম না। আর তাঁর একটি দিনের বিনিময়ে আমার এত এত কিছু হোক তাও চাইতাম না।

এই মহান শিক্ষকের প্রতি ছিল দৃঢ় আস্থা ও প্রবল নির্ভরতা। খলীফা হওয়ার পর বলতেন :

لو أدركنى عبيد بن عبد الله بن عتبة إذ وقعت فيما وقعت فيه، لهان علىَّ ما أنا فيه.

'আমি যে অবস্থায় পড়েছি, এখন যদি 'উবায়দুল্লাহ জীবিত থাকতেন তাহলে এ অবস্থা আমার জন্য খুবই সহজ হয়ে যেত।' 'উমার তাঁর এই মহান শিক্ষকের সূত্রে বহু জ্ঞান পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন :

لَمَا رويت عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أكثر مما رويت عن جميع الناس.

'আমি অন্য সকল মানুষের নিকট থেকে যা বর্ণনা করেছি, তার চেয়ে অনেক বেশী বর্ণনা করেছি এক 'উবায়দুল্লাহর নিকট থেকে।'[৩৪৮]

৪. সালিম ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন 'উমার ইবন আল-খাত্তাব (রা) (মৃ. হি. ১০৬) : দুনিয়ার ভোগ-বিলাস বিমুখ ও নির্মোহ স্বভাবের ইমাম, ফকীহ, মদীনার মুফতী, মদীনার

---

৩৪৮. ইবনুল জাওযী : ৮০-৯০; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৬৮

সপ্ত ফকীহর অন্যতম, বহু হাদীছের ধারক ও বর্ণনাকারী, উঁচু স্তরের হাদীছ ব্যক্তিত্ব ও একান্ত আল্লাহভীরু তথা মুত্তাকী মানুষ ছিলেন। মুসলিম মনীষীদের মধ্যে যাঁদের জীবনে জ্ঞান ও কর্ম এবং দুনিয়ার ভোগ-বিলাসিতার প্রতি চরম বৈরাগ্য ভাব ও সম্মান-মর্যাদার সমন্বয় ঘটেছিল সালিম তাঁদের অন্যতম। তিনি তাঁর মহান পিতা 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) থেকে বহু হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ বলেন : একবার আমি সালিমকে তাঁর বর্ণিত একটি হাদীছ সম্পর্কে বললাম : আপনি কি হাদীছটি আপনার পিতা 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) থেকে শুনেছেন? তিনি বললেন : একবার? এক শো বারেরও বেশী! চেহারা-সুরতে, চলনে-বলনে তিনি পিতার অনুরূপ ছিলেন। সা'ঈদ ইবনুল মুসায়্যিব বলেন :

كان أشبهَ ولد عمر بعمر عبد الله، وأشبهَ ولد عبد الله بعبد الله سالم.

'উমারের (রা) সন্তানদের মধ্যে 'আবদুল্লাহ ছিলেন 'উমারের সাথে বেশী সাদৃশ্যপূর্ণ, তেমনিভাবে 'আবদুল্লাহর সন্তানদের মধ্যে সালিম ছিলেন তাঁর পিতা 'আবদুল্লাহর সাথে সর্বাধিক সাদৃশ্যপূর্ণ।' পিতা তাঁর পুত্রের দারুণ গুণমুগ্ধ ছিলেন। ভীষণ ভালোবাসতেন।

তাঁর সমকালীন খলীফাগণ তাঁকে খুবই সমাদর ও সম্মান করতেন। একবার তিনি খলীফা সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিকের দরবারে গেলে তিনি এগিয়ে এসে তাঁকে স্বাগতম-শুভেচ্ছা জানাতে জানাতে সংগে করে তাঁর আসনে পাশাপাশি বসান। ইমাম মালিক (রহ) এই মনীষী সম্পর্কে বলেন : পূর্ববর্তী যে সকল সত্যনিষ্ঠ মনীষী চলে গেছেন, দুনিয়ার ভোগ-বিলাস বিমুখিতায় ও জ্ঞান-গরিমায় সালিমের যুগে তাঁদের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ তার চেয়ে আর কেউ ছিলেন না।[৩৪৯]

৫. সালিহ ইবন কায়সান (মৃ. ১৪০ হি.) : তিনি ছিলেন হাদীছের ইমাম, হাফেজ, হাদীছ বর্ণনায় বিশ্বস্ত, মদীনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'আলিম। একবার ইমাম আহমাদকে (রহ) সালিহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে বলেন : চমৎকার! চমৎকার! ইবন হিব্বান বলেন : সালিহ ছিলেন মদীনার অন্যতম ফকীহ, হাদীছ ও ফিকহর সমাবেশস্থল এবং অত্যন্ত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ও সম্মানীয় মানুষ। ইবন 'আবদিল বার বলেন : তিনি ছিলেন বহু হাদীছের ধারক ও বর্ণনাকারী, বিশ্বস্ত এবং হুজ্জাত তথা প্রমাণতুল্য মানুষ। 'উমারের ছোটবেলার শিক্ষক ছিলেন, অত্যন্ত যত্ন ও কঠোরতার সাথে শিক্ষার পাশাপাশি আদব-কায়দা, আচার-আচরণ ও শিষ্টাচারও শিক্ষা দেন।[৩৫০]

পরে 'উমার তাঁর এই মহান শিক্ষককে নিজের সন্তানদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করেন। নিজের পরামর্শক হিসেবে সব সময় নিজের কাছে রাখেন।

উপরে উল্লেখিত এ রকম মহান শিক্ষকদের নিকট 'উমার ইবন 'আবদিল আযীয শিক্ষা

---

৩৪৯. তাবাকাত-৫/১৯৫; হিলয়াতুল আওলিয়া-২/১৯৩, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৯/২৩৪
৩৫০. শাজারাতুয যাহ্ব-১/২০৮; তাহযীব আত-তাহযীব-৪/৩৫০; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৪৮

গ্রহণ করেন। কথা-কাজে, চিন্তা-অনুধ্যানে, খোদাভীতিতে আজীবন তিনি তাদেরকে অনুসরণ করেন।

প্রথম জীবনে 'উমার কবিতার প্রতি ভীষণ অনুরক্ত হয়ে পড়েন। কাব্য চর্চায় অনুরাগী হয়ে ওঠেন। অসংখ্য কবিতা স্মৃতিতে ধারণ করেন। কবিতার একজন সমঝদার সমালোচকও হয়ে পড়েন। তাঁর সময়ে কাব্য চর্চা ইসলামী সমাজের উজ্জ্বলতম বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। সর্বত্র কবিতা রচনার প্রতিযোগিতা ও কবিতা পাঠের আসর জমে উঠতো। সে সময় আরব জগতের সর্বত্র মৌমাছির গুনগুন আওয়াজের মত কবিদের গুনগুনানি ধ্বনিত হতো। সে সময় আরব বিশ্বের সর্বাধিক খ্যাতিমান কবি ছিলেন তিনজন : জারীর, ফারাযদাক ও আখতাল। দীর্ঘকাল যাবত তাঁরা আরব বিশ্বের মানুষকে মাতিয়ে রেখেছিলেন। 'উমারও তাঁদের দ্বারা ভীষণ প্রভাবিত হয়ে পড়েন। তাঁর পিতা 'আবদুল 'আযীয মিসরের ওয়ালী থাকাকালে তাঁর দরবারে কবিদের আসর জমতো। পুরস্কার, দান-অনুগ্রহ লাভের জন্য সেখানে আহওয়াস, কুছায়্যির, 'ইয্যা, নুসায়ব ইবন রাবাহ্-এর মত কবিগণ সমবেত হতেন। 'উমার তাঁদের সাথে মেলামেশা করতেন। এতে তিনি যথেষ্ট উপকার লাভ করেন। আরবী দিওয়ান থেকে অসংখ্য কবিতা মুখস্থ করেন, যা তাঁর ভাষা-সাহিত্যের শুদ্ধতায় অবদান রাখে এবং আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাহ বুঝতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

তিনি নৈতিক মূল্যবোধ ও ইসলামী ভাবধারাসম্পন্ন কবিতা পছন্দ করতেন এবং মাঝে মধ্যে এ জাতীয় কিছু কবিতা রচনাও করেছেন। ইবনুল জাওযী (রহ) তাঁর "সীরাতু 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয ওয়া মানাকিবুহু" গ্রন্থে সেই সকল কবিতার কিছু সংকলন করেছেন। মদীনায় অত্যন্ত জনপ্রিয় এক প্রকার রাগ সঙ্গীত তাঁর নামে দীর্ঘকাল প্রচলিত ছিল। সম্ভবতঃ এ রাগ তিনি উদ্ভাবন করেন মদীনার ওয়ালী থাকাকালে। আর তখন তিনি বিলাসী জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন।[৩৫১]

পিতা 'আবদুল 'আযীযের ইনতিকালের পর চাচা খলীফা 'আবদুল মালিক তাঁকে নিজ পরিবারের সাথে যুক্ত করেন। খলীফা আবদুল মালিকও ছিলেন একজন বড় ফকীহ ও মুহাদ্দিছ। তাঁর সম্পর্কে হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) বলেন : إن لمروان إبنًا فقيها فسلوه 'মারওয়ানের একটি ফকীহ ছেলে আছে। তোমরা তাঁর কাছে জিজ্ঞেস কর।' তিনি আরো বলেন :

ولد الناس أبناء،وولد مروان أبًا.

'মানুষ সন্তান হিসেবে জন্মগ্রহণ করে, আর মারওয়ানের জন্ম হয়েছে পিতা হিসেবে।'

আবুয যিনাদ বলেন : 'মদীনার ফকীহগণ হলেন, সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব, 'আবদুল মালিক, 'উরওয়া ও কুবাইসা ইবন যুওয়াইব।' ইমাম আশ-শা'বী বলেন : 'একমাত্র 'আবদুল মালিক ছাড়া আর যার কাছেই আমি বসেছি, নিজেকে তার উপর শ্রেষ্ঠ

---

৩৫১. ইবুনল জাওযী-২২৫

পেয়েছি।'[৩৫২] মোটকথা খলীফা আবদুল মালিক ছিলেন ক্ষণজন্মা পুরুষ। ধূর্ত রাজনীতিক হওয়া সত্ত্বেও শ্রেষ্ঠ ফকীহদের মধ্যে গণ্য করা হয়। কাব্য শাস্ত্রেও তাঁর প্রচণ্ড দখল ছিল।

এমন একজন বিদ্বান চাচার তত্ত্বাবধান লাভ করেন 'উমার এবং নিজেকে চাচার মত গড়ে তোলার জন্য অনুপ্রাণিত হন।

'উমার উপলব্ধি করেছিলেন জ্ঞান চর্চাই তাঁর জীবন, আর এর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া মানে মরণ। এ কারণে তিনি শত ব্যস্ততার মাঝেও জ্ঞানী ব্যক্তিদের সঙ্গ উপভোগ করতেন, তাঁদের নিকট না জানা বিষয় প্রশ্ন করে জেনে নিতেন। যেমন পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, হজ্জের সময় হযরত রাসূলে কারীম (সা) কোথায় কিভাবে খুতবা দিয়েছিলেন তা সাহাবী হযরত আনাস ইবন মালিককে (রা) প্রশ্ন করে জেনে নেন। অথচ তখন 'উমার মদীনার ওয়ালী। আরেকবার حديث الحوض বা হাউজ সম্পর্কে বর্ণিত রাসূলুল্লাহর (সা) একটি হাদীছ বর্ণনাকারী একজন তাবি'ঈর মুখ থেকে শোনার জন্য তাঁকে আনতে লোক পাঠান। 'আব্বাস ইবন সালিম আল-লাখমী বলেন :[৩৫৩]

بعث عمر بن عبد العزيز إلى أبى سلاّم الحبشى يُحمل على البريد، فلما قدم عليه قال : لقد شقَّ عليّ. قال عمر : ما أردنا ذلك،ولكنه بلغنى عنك حديث ثوبان فى الحوض، فأحببت أن أشافهك به! فقال : سمعت ثوبان يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن حوض من عدن إلى عمان البلقاء، ماؤه اشد بياضا من اللبن، واحلى من العسل، وأكوابه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لمَ يظمأ بعدها أبدا، أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين.

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয ডাকের বাহনে চড়িয়ে আবী সাল্লাম আল-হাবশীকে আনার জন্য লোক পাঠালেন। যখন তিনি আসলেন, বললেন : আমার জন্য কষ্টকর হয়েছে। 'উমার বললেন : আপনাকে কষ্ট দিতে চাইনি, তবে আপনার সূত্রে "হাউজ" বিষয়ে ছাওবানের হাদীছটি পৌঁছেছে। সেটি আমি আপনার মুখ থেকে শুনতে চেয়েছি। তিনি বললেন : আমি ছাওবানকে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছি : আমার হাউজ হবে 'আদন (এডেন) থেকে 'আম্মানের বালকা' পর্যন্ত প্রশস্ত। এর পানি হবে দুধের চেয়ে বেশী সাদা, মধুর চেয়ে মিষ্টি, এবং পেয়ালার সংখ্যা হবে আকাশের নক্ষত্ররাজির সম-সংখ্যক। কেউ একবার এর পানি পান করলে অনন্তকালের জন্য আর তৃষ্ণা অনুভব করবে না। এই হাউজে প্রথম অবতরণকারী হবে মুহাজিরদের দরিদ্র মানুষেরা।

---

৩৫২. 'আবদুস সাত্তার আশ-শায়খ, সীরাতু 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয-৬১
৩৫৩. ইবনুল জাওযী : ৩২-৩৩

তাঁর জ্ঞানের গভীরতা

তাঁর সময়ের বড় বড় জ্ঞানী-গুণীদের দারসে বসা ও সাহচর্য লাভের কারণে তিনিও বহু শাস্ত্রে বিশাল পাণ্ডিত্যের অধিকারী হন। অর্জিত জ্ঞানের জন্য তিনিও বেশ তুষ্ট ছিলেন বলে মনে হয়। যেমন তিনি মদীনা ত্যাগের সময়কালের অবস্থা বর্ণনা করেছেন এভাবে :[৩৫৪]

خرجت من المدينة ومامن رجل أعلم منى، فلما قدمت الشام نسيتُ.

'আমি যখন মদীনা থেকে বের হলাম তখন আমার চেয়ে বড় 'আলিম কেউ ছিলেন না। অতঃপর আমি শামে এসে সব ভুলে গেলাম।'

নিজের জ্ঞানের প্রতি তাঁর কতখানি আস্থা থাকলে তিনি এমন কথা বলতে পারেন? অথচ সে সময় মদীনাতে হযরত সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব ও তাঁর মত আরো অনেক জ্ঞানী ব্যক্তি বিদ্যমান ছিলেন। ইমাম যুহ্‌রীর সঙ্গে একদিন সারা রাত হাদীছ ও ফিকহ্ বিষয়ে আলোচনা করলেন। ইমাম যুহ্‌রী 'উমারকে বহু হাদীছ শোনালেন। আলোচনার শেষ পর্যায়ে 'উমার বললেন : আজ রাতে আপনি যত হাদীছ বর্ণনা করেছেন, সবই আমি পূর্বে শুনেছি। তবে আপনি মুখস্থ রেখেছেন, আর আমি ভুলে গিয়েছি।[৩৫৫]

ইমাম যুহ্‌রীর মত মহাজ্ঞানী মানুষকে এমন কথা বলতে পারায় প্রমাণিত হয় জ্ঞানের জগতে তাঁর ভিত্তি ছিল অতি মজবুত, জানাশোনার পরিধি ছিল অতি ব্যাপক ও প্রশস্ত এবং তাঁর শ্রুত ও বর্ণিত হাদীছ সংখ্যা অনেক বেশী। এ কারণে পরবর্তীকালে সংকলিত হাদীছের অথবা রচিত ফিকহ্‌র অধিকাংশ গ্রন্থাবলীতে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের নাম দেখা যায়। হয়তো তা হাদীছ বর্ণনা সূত্রে, ফিকহ্ বিষয়ক কোন মতামত, কোন আদেশ-নিষেধ অথবা বিচার-ফয়সালার সিদ্ধান্ত হিসেবে। ইসলামের প্রথম পর্বের 'আলিম ও ইমাম-মুজতাহিদগণ বিভিন্ন বিষয়ে নিজ নিজ মতের স্বপক্ষে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের কথা ও কাজকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। এ ক্ষেত্রে ইমাম লাইছ ইবন সা'দ-এর সেই বিখ্যাত চিঠিটির কথা উল্লেখ করা যায়, যা তিনি ইমাম মালিকের নিকট পাঠিয়েছিলেন। যাতে তিনি ইমাম মালিকের মতের বিরুদ্ধে এবং নিজের মতের স্বপক্ষে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের কথা ও কাজকে একাধিক মাসয়ালায় উল্লেখ করেছেন। এমনকি চার মাযহাবের ফিকহ্‌র গ্রন্থাবলীতে প্রমাণ হিসেবে বার বার তাঁর কথা ও কাজ উল্লেখ করা হয়েছে। হানাফী মাযহাবের ইমামগণ তাঁকে তাঁর মাতৃকূলের উর্ধ্বতন পুরুষ হযরত 'উমার ইবন আল-খাত্তাব (রা) থেকে পৃথক করার জন্য তাঁকে "'উমার আস-সাগীর" তথা ছোট 'উমার নামে অভিহিত করেছেন। ইমাম মালিক (রহ) তাঁর বিখ্যাত "আল-মুওয়াত্তা" গ্রন্থে বিশ বারেরও অধিক তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন। ইমাম মালিকের অনুসারী পরবর্তী ইমাম-মুজতাহিদগণ তাঁদের রচিত গ্রন্থাবলীতে অত্যন্ত

---

৩৫৪. 'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৯/১৯৫; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৫/১২১

৩৫৫. প্রাগুক্ত; ইবনুল জাওযী-৩৭

শ্রদ্ধার সংগে বহুবার বহুভাবে তাঁর কথা ও কাজ উল্লেখ করেছেন। শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী ইমামগণও তেমন করেছেন। ইমাম আন-নাওবী (রহ) তাঁর 'তাহ্যীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত' গ্রন্থে তাঁর জীবনী সন্নিবেশ করেছেন। আর হাম্বলী মাযহাবের লোকেরা তাঁকে কতখানি গুরুত্ব দিয়েছেন তা বুঝা যায় এই মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বলের এই উক্তি দ্বারা :[৩৫৬]

لا أدرى قول أحد من التابعين حجة إلا قول عمر بن عبد العزيز.

'একমাত্র 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের কথা ছাড়া অন্য কোন তাবি'ঈর কোন কথা 'হুজ্জাত' (প্রমাণ) হিসেবে ধরা হয়েছে বলে আমার জানা নেই।'

কাদরিয়্যাদের মতবাদ খণ্ডন করে তিনি যে পত্রটি লেখেন তাতে যে শক্তিশালী যুক্তি এবং কুরআন-হাদীছের উদ্ধৃতি উপস্থাপন করেন তাতে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা অনুমান করা যায়। তেমনিভাবে খারেজীদের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত যুক্তিতেও তাঁর গভীর প্রজ্ঞা ও পাণ্ডিত্য প্রমাণিত হয়।[৩৫৭]

তাঁর জ্ঞান-গরিমা সম্পর্কে তাঁর সমকালীন ও পরবর্তীকালের মনীষীদের কিছু মন্তব্য

পণ্ডিত মনীষীদের মন্তব্য ও সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয় যে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয ছিলেন তত্ত্ব-জ্ঞানী ব্যক্তিত্বের অন্যতম। তিনি ছিলেন প্রথম শ্রেণীর তাবি'ঈ 'আলিমদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান ও মর্যাদার অধিকারী। নিম্নে কয়েকজন বিশিষ্ট মনীষীর উক্তি উপস্থাপন করা হলো :

ইমাম যুহ্‌রী 'উবায়দুল্লাহ ইবন 'আবদিল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। 'উবায়দুল্লাহ বলেন :[৩৫৮]

كانت العلماء عند عمر ابن عبد العزيز تلامذة.

"আলিমগণ 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের নিকট ছিলেন ছাত্র সমতুল্য।'

বিখ্যাত তাবি'ঈ মুজাহিদ (রহ) বলেন :[৩৫৯]

أتينا عمر بن عبد العزيز ونحن نرى أنه سيحتاج إلينا، فما خرجنا من عنده حتى احتجنا إليه.

'আমরা এই ধারণা নিয়ে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের নিকট গেলাম যে, তিনি আমাদের জ্ঞানের মুখাপেক্ষী হবেন; কিন্তু যখন তাঁর নিকট থেকে বের হলাম তখন আমরাই তাঁর জ্ঞানের মুখাপেক্ষী হয়ে গেলাম।' তিনি আরো বলেন :

أتينا عمرنعلمه، فما برحنا حتى تعلمنا منه.

---

৩৫৬. 'আবদুস সাত্তার আশ-শায়খ-৬৩

৩৫৭. হিলয়াতুল আওলিয়া-৫/৩০৯-৩১০, ৩৪৬, ৩৫৩; ইবনুল জাওযী : ৯০-৯৬

৩৫৮. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৯/১৯৪; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১১৯

৩৫৯. তাবাকাত-৫/৩৬৮; তাহযীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত-২/২২; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৫/১২০

'আমরা 'উমারের নিকট গেলাম তাঁকে কিছু শেখাবো বলে, কিন্তু অল্পক্ষণ পরে আমরাই তাঁর নিকট থেকে শিখতে লাগলাম।'

মায়মূন ইবন মিহ্‌রান বলেন :[৩৬০]

كان عمر بن عبد العزيز معلم العلماء.

"উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয ছিলেন 'আলিমদের মু'আল্লিম বা শিক্ষক।'

তিনি আরো বলেন :

أتينا عمر بن عبد العزيز ونحن نرى أنه يحتاج إلينا، فما كنا معه إلا تلامذة.

'আমরা এই ধারণা নিয়ে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের নিকট গেলাম যে, তিনি আমাদের জ্ঞানের মুখাপেক্ষী হবেন; কিন্তু কিছুক্ষণ তাঁর সঙ্গে থাকার পর আমরাই তাঁর ছাত্র হয়ে গেলাম।'

প্রখ্যাত তাবি'ঈ মুহাদ্দিছ আইউব আস-সিখতিয়ানী বলেন : আমরা যাঁদেরকে পেয়েছি তাঁদের কেউ 'উমারের চেয়ে নবীর (সা) হাদীছ অধিক ধারণকারী আছেন বলে আমার জানা নেই।[৩৬১] ইমাম মালিক ও ইবন 'উয়ায়না বলেন :[৩৬২] - عمر بن عبد العزيز إمام.
"উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয একজন ইমাম।'

ইবন সা'দ বলেন : তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত ও আমানতদার। তাঁর ছিল ফিকহ্ ও অন্যান্য বিষয় সংক্রান্ত জ্ঞান এবং খোদাভীতি। বহু হাদীছ তিনি বর্ণনা করেছেন। তিনি একজন ন্যায়নিষ্ঠ ইমাম। আল্লাহ তাঁর প্রতি দয়া করুন ও সন্তুষ্ট থাকুন![৩৬৩]

হাফেজ ইবন 'আবদিল বার বলেন :[৩৬৪]

كان أحد الراسخين فى العلم.

'জ্ঞানের জগতে তিনি ছিলেন একজন সুদক্ষ ও পারদর্শী ব্যক্তি।'

ইমাম আয-যাহাবী বলেন :[৩৬৫]

وكان إماما فقيها مجتهدا، عارفا بالسنن، كبير الشان، ثبتا، حجة، حافظا، قانتا لله أواها منيبا.

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয ছিলেন একজন ইমাম, ফকীহ্, মুজতাহিদ, সুন্নাহর জ্ঞানে

---

৩৬০. প্রাগুক্ত; তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/১১৯
৩৬১. তাহযীবুত তাহযীব-৭/৪১৯
৩৬২. প্রাগুক্ত
৩৬৩. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৫/১১৫
৩৬৪. জামি' বায়ান আল-'ইলম-২/১৩০
৩৬৫. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/১১৮; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৫/১১৪

পারদর্শী, বিশাল কর্মকাণ্ডের অধিকারী, দৃঢ় চিত্ত, হাদীছ শাস্ত্রের হুজ্জাত, হাফেজ, আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী মানুষ।'

ইমাম আল-লায়ছ বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার ও 'আবদুল্লাহ ইবন আব্বাসের (রা) সুহবত ও সাহচার্য পেয়েছেন এবং 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তাঁকে জাযীরার ওয়ালী নিয়োগ করেছিলেন, এমন এক ব্যক্তি আমাকে বলেছেন :[৩৬৬]

ما التمسنا علم شيئ إلا وجدنا عمر بن عبد العزيز أعلم الناس بأصله وفرعـه، وكـان العلماء عند عمر بن عبد العزيز إلا تلامذة.

'আমরা যখনই কোন বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করতে চেয়েছি তখন 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযকে সে বিষয়ের মূল ও শাখা-প্রশাখায় সকলের চেয়ে অধিক জ্ঞানী ব্যক্তিরূপে পেয়েছি। অন্য সকল 'আলিম 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের নিকট ছাত্র সমতুল্য ছিলেন।'

ইমাম নাওবী (রহ) লিখেছেন : 'তাঁর বিশাল জ্ঞান, অগাধ পাণ্ডিত্য, পরিচ্ছন্ন স্বভাব, দুনিয়ার ভোগ-বিলাস বিমুখ তাপস্য, তাকওয়া, 'আদল-ইনসাফ, মুসলমানদের প্রতি দয়া ও মমতা, উন্নত চরিত্র, আল্লাহর রাস্তায় চূড়ান্ত রকমের প্রচেষ্টা, সুন্নাতে নববীর আনুগত্য-অনুসরণ এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের অনুকরণের ব্যাপারে সকলে একমত।'

'আল্লামা আবুল হাসান 'আলী আন-নাদবীর (রহ) একটি মন্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে এ প্রসঙ্গের সমাপ্তি টানছি। তিনি বলেন :[৩৬৭]

وكان عمر من العلماء الراسخين الربانيين، ولولا الخلافة وتكاليفها لكان مـن العلمـاء المـعدودين،ومن الفقهاء المـشهورين.

"উমার ছিলেন আল্লাহ ওয়ালা সুদক্ষ জ্ঞানী ব্যক্তিদের একজন। যদি খিলাফত ও তার বিশাল দায়িত্ব তাঁর উপর না চাপতো তাহলে মুষ্টিমেয় হাতে গোনা জ্ঞানী ব্যক্তিদের একজন এবং বিখ্যাত ফকীহদের মধ্যে গণ্য হতেন।'

তাঁর ছাত্র এবং যাঁরা তাঁর সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করেছেন

বিশিষ্ট 'আলিম ও ইমামদের বিশাল একটি সংখ্যা 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাঁদের কয়েকজন হলেন : তাঁর অন্যতম শিক্ষক আবূ সালামা ইবন 'আবদির রহমান, তাঁর দুই ছেলে 'আবদুল্লাহ ও 'আবদুল 'আযীয ইবন 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয, তাঁর ভাই যাব্বান ইবন 'আবদিল 'আযীয, চাচাতো ভাই মাসলামা ইবন 'আবদিল মালিক। তাছাড়া আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবন 'আমর ইবন হায্ম, রাজা' ইবন হায়ওয়া, আয-যুহ্‌রী, ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আল-আনসারী, আম্বাসা ইবন

---

৩৬৬. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৯/১৯৪
৩৬৭. রিজালুল ফিক্‌র ওয়াদ দা'ওয়া-১/৫২

সা'ঈদ ইবন আল-'আস, হুমাইদ আত-তাবীল, মুহাম্মাদ ইবন আল-মুনকাদির, তাম্মাম ইবন নাজীহ, তাওবা আল-'আম্বরী, 'আমর ইবন মুহাজির, গায়লান ইবন আনাস, লায়ছ ইবন আবী রুকাইয়া আছ-ছাকাফী, (তাঁর সেক্রেটারী), মুহাম্মাদ ইবন কায়স, আন-নাদার ইবন 'আরাবী, নু'আইম ইবন 'আবদিল্লাহ আল-কায়নী, হিলাল আবূ তা'মা ('উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের আযাদকৃত দাস), ইয়া'কূব ইবন 'উতবা ইবন আল-মুগীরা ইবন আল-আখনাস, মুহাম্মাদ ইবন আয-যুবাইর, আল-হানজালী, আইউব আস-সাখতিয়ানী, ইবরাহীম ইবন আবী 'আবালা, সালিহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন যায়িদা আল-লায়ছী, সাখর ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন হারমালা, 'উছমান ইবন দাউদ আল-খাওলানী, তাঁর ভাই সুলায়মান ইবন দাউদ, 'উমাইর ইবন হানী আল-'আনসী, 'ঈসা ইবন আবী 'আতা আল-কাতিব, আবূ হাশিম মালিক ইবন যিয়াদ, মুহাম্মাদ ইবন আবী সুওয়াইদ আছ-ছাকাফী, মারওয়ান ইবন জানাহ এবং আরো অনেকে।[৩৬৮]

তাঁর জ্ঞানের প্রচার-প্রসার ঘটেনি কেন?

বিভিন্ন শাস্ত্রে তাঁর যে গভীর জ্ঞান ও বিশাল পাণ্ডিত্য, যা তাঁকে একজন ইমামের মর্যাদা দান করেছে, যাঁকে জ্ঞানে সাগরতুল্য ইমাম আয-যুহ্রীর সমান মনে করা হয়, সমকালীন অন্য সকল 'আলিমকে তাঁর ছাত্রতুল্য গণ্য করা হয়, জ্ঞানের এত অত্যুচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির জ্ঞানের তেমন প্রচার-প্রসার ঘটেনি কেন? তাঁর সমকক্ষ অন্যান্য ইমাম যথা আয-যুহ্রী, মালিক ও সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব প্রমুখের মত হাদীছ ও ফিক্হ বিষয়ে তাঁর বর্ণনা পাওয়া যায় না কেন?

এ প্রশ্নের জবাবে দু'টি কারণ উল্লেখ করা যায়। প্রথম কারণ, আর এটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, তিনি তাঁর বিশাল জ্ঞান ভাণ্ডার ছড়িয়ে দেওয়ার যথেষ্ট সময় ও সুযোগ লাভ করেননি। প্রথম জীবনে মদীনার শ্রেষ্ঠ 'আলিম ও ফকীহদের নিকট থেকে জ্ঞান আহরণের পর মদীনা ত্যাগ করেন। কিছুকাল পরে আবার সেখানে ফিরে আসেন তথাকার ওয়ালী হিসেবে। কিছুদিন পর সেই সাথে যুক্ত হয় মক্কার ইমারতের দায়িত্ব। তখন তিনি হন মক্কা-মদীনা তথা হারামাইনের আমীর। এ বিশাল দায়িত্ব পালনের কারণে তিনি তখন অন্যদের মত দারসের মজলিস করে ছাত্রদের ফিক্হর জ্ঞান দিতে পারেননি, তাদের নিকট নিজের সংগ্রহের হাদীছ ভাণ্ডার বর্ণনা করতে সক্ষম হননি। এক সময় এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে তাঁকে দারুল খিলাফা দিমাশ্কে ডেকে নেওয়া হয়। সেখানে বেশ কয়েকটি বছর তাঁর অতিবাহিত হয় খলীফাদের পরামর্শক, উপদেষ্টা হিসেবে এবং কিছুকাল খলীফা সুলায়মানের উযীর হিসেবে।

এরপর তাঁর কাঁধে চেপে বসে বিশাল ইসলামী খিলাফতের মহান দায়িত্ব। যে খিলাফতের সীমা-সরহদ ছিল আটলান্টিকের উপকূল থেকে ভারতবর্ষের সিন্ধু পর্যন্ত। বানূ উমাইয়্যারা

---

৩৬৮. তাহযীবুত তাহযীব-৭/৪১৮; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৫/১১৪; তাহযীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-২/১১৪-১১৫; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১১৮

দীর্ঘকাল ধরে ইসলামী খিলাফতের ধ্যান-ধারণা ও রূপরেখার মধ্যে যে বিকৃতি সাধন করেছিল, তিনি দায়িত্ব কাঁধে নেওয়ার প্রথম দিন থেকে তা আবার খিলাফতে রাশেদার আদলে ফিরিয়ে আনার দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করেন। এ কাজ করতে গিয়ে জীবনের সবটুকু সময় এর পিছনে ব্যয় করেন। মৃত্যু পর্যন্ত এমন একটু অবসর পাননি যখন তিনি জ্ঞান চর্চা ও শিক্ষা দানের দিকে মনোযোগ দিতে পারতেন। খিলাফতে রাশেদার প্রথম খলীফা মহান সাহাবী হযরত আবূ বকর সিদ্দীকের (রা) জীবনেও এমনটি ঘটেছিল। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে তিনি সবচেয়ে বেশী হযরত রাসূলে কারীমের (সা) সঙ্গ ও সাহচর্য লাভ করেছেন। অন্যদের তুলনায় রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে তিনি বেশী জ্ঞান লাভ করেন। মুসলিম উম্মার নিকট সর্বক্ষেত্রে তাঁর যে সুউচ্চ সম্মান ও মর্যাদা, সেই তুলনায় তাঁর সূত্রে বর্ণিত হাদীছ নিতান্ত অপ্রতুল। এর কারণ হলো, হযরত রাসূলে কারীমের (সা) ইনতিকালের পর তিনি খুব অল্প সময় পেয়েছিলেন। আর তাও কেটে যায় ইসলামী খিলাফতের গুরুদায়িত্ব বহনের মধ্য দিয়ে। তেমনিভাবে খলীফা 'আবদুল মালিক ইবন মারওয়ান, খলীফা আবূ জা'ফার আল-মানসূর ও আরো অনেকের নাম উল্লেখ করা যায়, যাঁরা ছিলেন বিশাল জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিত্ব, কিন্তু খিলাফত পরিচালনা ও রাজনীতির জটিল বৃত্তে আবদ্ধ হয়ে পড়ার কারণে জ্ঞান চর্চার অঙ্গন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন।

দ্বিতীয় কারণ হলো অল্প বয়সে মৃত্যুবরণ। চল্লিশটি বছর জীবনকালও পূর্ণ করে যেতে পারেননি।

এ প্রসঙ্গে ইমাম আয-যাহাবীর একটি উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন :[৩৬৯]

وقد ولى أولا امرة المدينة فى خلافة الوليد وبنى المسجد وزخرفه، وكان إذ ذاك لايذكر بكثير عدل ولازهد ولكن تجدد له لما استخلف وقبله لله فصار يعد فى حسن السيرة والقيام بالقسط مع جده لأمه عمر، وفى الزهد مع الحسن البصرى، وفى العلم مع الزهرى، ولكن موته قرب من موت شيوخه فلم ينشر علمه.

'আল-ওয়ালীদের খিলাফতকালে প্রথম মদীনার ওয়ালী নিযুক্ত হন এবং মদীনার মসজিদ পুনর্নির্মাণ ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করেন। সে সময় তাঁকে অত্যধিক ন্যায়পরায়ণ ও ভোগবিলাস বিমুখ বলে উল্লেখ করা হতো না। কিন্তু খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর আল্লাহ তাঁকে সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে দেন এবং তিনি নতুন রূপ ধারণ করেন। অতঃপর উত্তম চরিত্র ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় তাঁর নানা 'উমার ইবন আল-খাত্তাব (রা), দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ স্বভাবের জন্য হাসান আল-বসরী (রহ) এবং জ্ঞানের ক্ষেত্রে আয-যুহ্রীর (রহ) সাথে তাঁকে তুলনা করা হয়। কিন্তু তাঁর মৃত্যু তাঁর শিক্ষকদের কাছাকাছি সময়ে হওয়ায় তাঁর জ্ঞানের প্রচার-প্রসার তেমন ঘটেনি।'

---

৩৬৯. ইবনুল জাওযী-১৮; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১১৯

জ্ঞানের প্রচার-প্রসার ও লিপিবদ্ধকরণে তাঁর অবদান

আমীরুল মু'মিনীন 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তাঁর অর্জিত জ্ঞান মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য কোন হালকায়ে দারসে বসেননি, তেমনিভাবে বসেননি কোন ফিকহ ও ইফতার মজলিসে। তবে এক্ষেত্রে তিনি এক বিশাল অবদান রেখে গেছেন। আর তা হলো, রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীছ লিপিবদ্ধকরণ, মানুষকে শিক্ষাদান এবং তাদেরকে সত্য-সঠিক পথে পরিচালনার জন্য খিলাফতের বিভিন্ন অঞ্চলে অসংখ্য 'উলামা-ফকীহকে প্রেরণ।

নিম্নে এক্ষেত্রে তাঁর কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো :

১. বিভিন্ন শহর ও জনপদে জ্ঞানের প্রচার-প্রসার : জ্ঞান অর্জনে আগ্রহী ও উপযোগী লোকদের নিকট শিক্ষার উপায়-উপকরণ সহজ সাধ্য করে দেওয়া ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য। খলীফা 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয অতি চমৎকারভাবে এ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি জ্ঞানী ব্যক্তিদেরকে বিভিন্ন শহরে, এমনকি বিভিন্ন পল্লীতে পাঠান যাতে সেখানে বসবাসকারী মানুষ তাঁদের নিকট থেকে আল্লাহর দীনের বিধি-বিধান সম্পর্কে অবহিত হতে পারে।

মদীনার বিখ্যাত ইমাম, মুফতী ও 'আলিম হযরত নাফে'কে তিনি মিসরে পাঠান। এই নাফে' ছিলেন হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমারের (রা) আযাদকৃত দাস এবং তাঁর হাদীছের একজন বর্ণনাকারী। এ প্রসঙ্গে 'উবায়দুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) বলেন :[৩৭০]

بعث عمر بن عبد العزيز نافعا مولى ابن عمر إلى أهل مصر يعلمهم السنن.

"'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয নাফে'– ইবন 'উমারের দাসকে মিসরবাসীদের নিকট পাঠান, যাতে তিনি তাদেরকে রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাহসমূহ শিক্ষা দিতে পারেন।'

তিনি তাবি'ঈ ফকীহদের মধ্য থেকে দশজনকে আফ্রিকায় পাঠান। হিজায, শাম ও ইরাকের বিভিন্ন শহর ও জনপদে যেমন অসংখ্য মুহাদ্দিছ ও ফকীহ তাবি'ঈ ইসলামী জ্ঞানের প্রচার-প্রসারে নিয়োজিত ছিলেন, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয প্রেরিত এই তাবি'ঈগণও আফ্রিকার বিভিন্ন এলাকায় জনগণকে ইসলামী জ্ঞান ও আমলে সমৃদ্ধ করে তোলেন। সেই দশজন বিখ্যাত তাবি'ঈ হলেন :

১. আবূ ছুমামা বাকর ইবন সাওয়াদা আল-জুযামী আল-মিসরী। তাঁর সম্পর্কে হাফেজ ইবন হাজার বলেন, 'আফ্রিকাবাসীদেরকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তাঁকে সেখানে পাঠান। তিনি ছিলেন একজন নির্ভরযোগ্য মুফতী ফকীহ।'[৩৭১]

২. 'আবদুর রহমান ইবন রাফি' আত-তানূখী। ইবন হাজার তাঁর সম্পর্কে বলেন, 'আফ্রিকাবাসীদেরকে ইসলামী জ্ঞান শিক্ষা দানের জন্য 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয যে

---

৩৭০. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-৫/৯৭; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১০০; হুসনুল মুহাদারা-১/১১৯
৩৭১. তাহযীব আত-তাহযীব-১/৪২৪; তাকরীব আত-তাহযীব-১/১০৬

দশজন ফকীহ (ইসলামী জ্ঞানে পারদর্শী) পাঠান, তিনি ছিলেন তাঁদের একজন। তিনি আফ্রিকার কাজীর দায়িত্বও পালন করেন।'[৩৭২]

৩. 'আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ আল-মু'আফিরী। হাফেজ ইবন হাজার বলেন, 'আফ্রিকাবাসীদেরকে ইসলামী জ্ঞান শিক্ষা দানের জন্য 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তাঁকে সেখানে পাঠান। তিনি সেখানে ব্যাপকভাবে জ্ঞান ছড়িয়ে দেন। তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য, সৎ ও জ্ঞানী মানুষ।[৩৭৩]

৪. তালাক ইবন জা'বান : তাঁর সম্পর্কে হাফেজ ইবন মাকূলা বলেন : 'মাগরিব (মরক্কো) বাসীদেরকে ইসলামী জ্ঞান দানের জন্য 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয যে সকল মিসরীয় ফকীহকে পাঠান, তিনি তাঁদের অন্যতম।'

৫. সা'দ ইবন মাস'উদ আত-তুজায়বী : তিনি কায়রাওয়ানে অবস্থান করে সেখানে ব্যাপকভাবে ইসলামী জ্ঞান ছড়িয়ে দেন।

৬. ইসমা'ঈল ইবন 'উবায়দুল্লাহ আল-আনসারী : তিনি কায়রাওয়ানে অবস্থান করেন। তথাকার এবং আশেপাশের অসংখ্য মানুষ তাঁর দ্বারা ব্যাপক উপকার লাভ করে। তিনি কায়রাওয়ানে বিশাল একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। উক্ত মসজিদটি বর্তমানে 'মসজিদ আয-যায়তূনা' নামে পরিচিত। তিনি তাঁর আয়ের এক তৃতীয়াংশ আল্লাহর পথে ও জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করতেন। এ কারণে জনগণের নিকট থেকে 'তাজিরুল্লাহ' বা আল্লাহর ব্যবসায়ী উপাধি লাভ করেন। হিজরী ১০৭ সনে তিনি সাগরে নিমজ্জিত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। লাশ উত্তোলনের পর দেখা যায় কুরআনের একটি কপি তিনি হাত দিয়ে বুকের সাথে ঠেসে ধরে রেখেছেন।[৩৭৪]

৭. ইসমা'ঈল ইবন 'উবায়দিল্লাহ ইবন আবিল মুহাজির : বানূ মাখযূমের আযাদকৃত দাস। তিনি ছিলেন একজন বড় ইমাম ও আস্থাভাজন 'আলিম। আফ্রিকাবাসীদেরকে ইসলামী জ্ঞান শিক্ষাদান ও তাদের মধ্যে বিচার কাজ পরিচালনার জন্য 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তাঁকে সেখানে পাঠান। উত্তম জীবনধারার অধিকারী মানুষ এবং একজন ভালো আমীর ছিলেন। ফিকহ বিষয়ক তাঁর জ্ঞান মানুষের মধ্যে প্রসার লাভ করে। তাঁর সময়ে বারবার উপজাতির অধিকাংশ লোক ইসলাম গ্রহণ করে। হিজরী ১৩২ সনে তিনি ইনতিকাল করেন।[৩৭৫]

৮. আবূ সা'ঈদ জু'ছাল ইবন হা'আন আর-রু'আয়নী : হাফেজ ইবন হাজার ইবন ইউনুসের সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তাঁকে মরক্কোবাসীদেরকে কুরআন শিক্ষাদানের জন্য পাঠান। তিনি ছিলেন ফকীহ কারীদের একজন।[৩৭৬]

---

৩৭২. তাহযীব আত-তাহযীব-১/১৫৩; তাকরীব আত-তাহযীব-১/৪৭৮; মীযান আল-ই'তিদাল-২/৫৬০

৩৭৩. তাহযীব আত-তাহযীব-৬/৭৪; তাকরীব আত-তাহযীব-১/৪৬২

৩৭৪. 'আবদুল সাত্তার আশ-শায়খ-৭০

৩৭৫. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-৫/২১৩; আল-আ'লাম-১/৩১৯

৩৭৬. তাহযীব আত-তাহযীব-২/৬৮; তাকরীব আত-তাহযীব-১/১২৮

৯. হিব্বান ইবন আবী জাবালা আল-কুরাশী : মিসরের অধিবাসী। অতঃপর কায়রাওয়ানে বসবাস করেন। তথাকার অধিবাসীরা শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর দ্বারা ব্যাপকভাবে উপকার লাভ করে।[৩৭৭]

১০. মাওহাব ইবন হায় আল-মু'আফিরী : তিনি কায়রাওয়ানে আবাসন গড়ে তোলেন এবং সেখানে ইসলামী জ্ঞান ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেন।

উপরে উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও তিনি ইসলামী জ্ঞানে পারদর্শী বহু ব্যক্তিকে বিভিন্ন পল্লী ও জনপদে পাঠান, যাতে তথাকার অধিবাসীরা তাঁদের নিকট থেকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারে। যেমন আবূ 'উবাইদ আল-কাসিম ইবন সাল্লাম, ইবনুল জাওযী ও আরো অনেকে বর্ণনা করেছেন :[৩৭৮]

بعث عمر بن عبد العزيز يزيد بن أبى مالك الدمشقي والحارث بن يمجد الأشعرى أن يعلما الناس في البدو، وأجرى عليهما رزقا، فأما يزيد فقبل، وأما الحارث فأبى أن يقبل، فكتب إلى عمر بن عبد العزيز بذلك،فكتب عمر : إنا لا نعلم بما صنع يزيد بأسا، وأكثر الله فينا مثل الحارث بن يمجد.

"উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয ইয়াযীদ ইবন আবী মালিক আদ-দিমাশকী ও আল-হারিছ ইবন ইয়ামজুদকে মরু অঞ্চলের বেদুঈনদেরকে সুন্নাহ শিক্ষা দানের জন্য পাঠান এবং তাদের দু'জনের ভাতার ব্যবস্থা করেন। ইয়াযীদ সে ভাতা গ্রহণ করেন, কিন্তু আল-হারিছ তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। একথা লিখে 'উমারকে জানানো হলে তিনি লেখেন : ইয়াযীদ যা করেছেন তাতে কোন দোষ দেখিনা। তবে আল্লাহ আমাদের মধ্যে আল-হারিছের মত মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি করুন।'

তিনি বিশাল ইসলামী খিলাফতের বিভিন্ন অঞ্চলে কর্মরত দা'ঈ, শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের সাথে সব সময় পত্র যোগাযোগ রাখতেন। সেই সকল পত্রে তিনি তাদেরকে ইসলামী ফিকহ, সুন্নাহ ইত্যাদি শিক্ষা দিতেন, মানুষের সামনে রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কিরামের জীবনাচার তুলে ধরার জন্য তাকিদ দিতেন, শরী'আতের বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ এবং বিরুদ্ধাচারণ থেকে দূরে থাকার কথা বলতেন। আঞ্চলিক আমীর ও ওয়ালীগণকে তিনি পত্রে যে দিক নির্দেশনা দিতেন তা বাস্তবায়ন ও জনসাধারণকে তা মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য অত্যন্ত তাকিদ দিতেন। 'উমার নিজে কোন বিষয়ে দ্বিধা-সংশয়ে পড়লে লোক মারফত পত্র পাঠিয়ে মদীনার 'আলিমদের নিকট থেকে তার সমাধান জেনে নিতেন। ইমাম মালিক (রহ) বলেন :[৩৭৯]

---

৩৭৭. তাহযীব আত-তাহযীব-২/১৪৯; তাকরীব আত-তাহযীব-১/১৪৭

৩৭৮. ইবন 'আবদিল হাকাম, সীরাতু 'উমার-১৬৭; ইবনুল জাওযী-৯২; রিজলুল ফিক্র ওয়াদ-দা'ওয়া-১/৫২

৩৭৯. 'আবদুস সাত্তার আশ-শায়খ-৭১

كان عمر بن عبد العزيز يكتب إلى الأمصار يعلمهم السنن والفقه، ويكتب المدينة يسألهم عما مضى، وأن يعملوا بما عندهم.

"উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয বিভিন্ন শহরে পত্র পাঠিয়ে তথাকার অধিবাসীদেরকে সুন্নাহ ও ফিকাহ শিক্ষা দিতেন। আর মদীনাবাসীদের নিকট তাঁদের অতীত কথা জানতে চাইতেন এবং তাদের নিকট রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাহর যে জ্ঞান আছে তার উপর আমল করতে বলতেন।'

হযরত হাসান আল-বসরী (রহ) বলেন, আমাদের নিকট 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের কোন পত্র এলেই তাতে তিনটি বিষয় অবশ্যই থাকতো : সুন্নাতের পুনরুজ্জীবন, অথবা বিদ'আতের নিশ্চিহ্নকরণ অথবা জুলুম-অত্যাচারের প্রতিকার।

তিনি তাঁর বহু পত্রে জ্ঞানের প্রচার-প্রসারের নির্দেশ দিয়েছেন এবং তা গোপন রাখার কঠোর সমালোচনা করেছেন। এ বিষয়টি স্পষ্ট ফুটে উঠেছে আবূ বকর ইবন হাযমকে লেখা তাঁর একটি পত্রে। তাতে তিনি লেখেন :[৩৮০]

ولتفشوا العلم، ولتجلسوا حتى يعلم من لايعلم، فإن العلم لايهلك حتى يكون سرا.

'আপনারা 'ইলমের প্রসার ঘটান এবং যারা জানে না তাদেরকে শিক্ষা দানের জন্য বসুন। কারণ, জ্ঞান কেবল গোপন থাকলেই বিলীন হয়।'

জ্ঞানের প্রচার-প্রসারে তাঁর কর্ম পদ্ধতি

ক. 'আলিমদের জন্য বেতন-ভাতা নির্ধারণ; এমনকি এমন প্রত্যেকের জন্য বেতন-ভাতার ব্যবস্থা করা যারা জ্ঞান চর্চা ও শিক্ষাদানের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কুরআনের হাফেজ, কুরআনের শিক্ষক, হাদীছের ছাত্র, শিক্ষক, সংগ্রাহক, ফকীহ, ফিকহর ছাত্র, কুরআন-হাদীছের গবেষক– প্রত্যেকের জন্য 'উমার ভাতার ব্যবস্থা করেন। জীবিকা ও ঘর-সংসার প্রতিপালনের চিন্তা থেকে তাদেরকে মুক্ত রাখার জন্য বায়তুল মাল থেকে জ্ঞান চর্চার সাথে সম্পৃক্ত প্রত্যেকের জন্য ভাতার ব্যবস্থা করা হয়। মূলতঃ এ দ্বারা জ্ঞানের ক্ষেত্রে কর্মরত ব্যক্তিরা দারুণ উৎসাহিত হন। তারা জ্ঞানের প্রচার-প্রসার এবং দীন ও উম্মাহ্র সেবায় নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করেন।

খতীব আল-বাগদাদী ও ইবনুল জাওযী আবূ বকর ইবন আবী মারইয়ামের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন :[৩৮১]

كتب عمر بن عبد العزيز إلى والى حمص 'مر لأهل الصلاح من بيت المال بما يغنيهم، لئلا يشغلهم شيئ من تلاوة القرآن وما حملوا من الأحاديث.'

---

৩৮০. ফাতহুল বারী-১/১৯৪
৩৮১. ইবনুল জাওযী-১২৩; উসূল আল-হাদীছ-১৭৮

"উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয হিমসের ওয়ালীকে লেখেন : 'আপনি বায়তুল মাল থেকে সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিদেরকে তাদের প্রয়োজন পূরণ হয় এমন পরিমাণ অর্থদানের নির্দেশ দিবেন, যাতে কুরআন তিলাওয়াত এবং যে সকল হাদীছ তাঁরা বহন করছে, তার আলোচনা থেকে কোন কিছু তাঁদেরকে বিরত রাখতে না পারে।'

ইবনুল জাওযী ইবন আবী মারইয়াম থেকে আরো বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয হিমসের ওয়ালীকে লেখেন :[৩৮২]

انظروا إلى القوم الذين نصبوا أنفسهم للفقه، وحبسوها فى المسجد عن طلب الدنيا، فأعط كل رجل منهم مائة دينار، يستعينون بها على ماهم عليه،من بيت مال المسلمين، حين ياتيك كتابى هذا، وإن خير الخير أعجله. والسلام عليك.

'যে লোকগুলো ফিকাহ্ বিষয়ে গবেষণার জন্য নিজেদেরকে নিবদ্ধ করেছে এবং দুনিয়ার চাওয়া-পাওয়া থেকে মুক্ত থেকে মসজিদে আবদ্ধ করেছে, তাদের প্রতি দৃষ্টি দিন। আমার এ পত্র আপনার নিকট পৌছার পর মুসলমানদের বায়তুল মাল থেকে তাদের প্রত্যেককে এক শ' দীনার করে দিন। এ দ্বারা তারা তাদের প্রয়োজন পূরণ করবে। ভালোর ভালো হলো তাড়াতাড়ি করা। ওয়াস সালামু 'আলাইকুম!'

এমনকি যাঁরা রাসূলুল্লাহর (সা) যুদ্ধ-বিগ্রহ, সাহাবীদের পরিচিতি-বৈশিষ্ট্য, ইসলামের প্রথম দিকের ঘটনাবলী গল্পাকারে বর্ণনা করতো এবং মানুষের মধ্যে যারা ওয়াজ-নসীহত করতো তাদের সকলের জন্য ভাতা নির্ধারণ করেন। 'আসিম ইবন 'উমার ইবন কাতাদা ছিলেন সে যুগের একজন বড় 'আলিম। সীরাত ও মাগাযীতে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। হাদীছ বর্ণনায় তিনি বিশ্বস্ত এবং বহু হাদীছের বর্ণনাকারী। ইবন সা'দ বলেন, এই 'আসিম 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের খিলাফতকালে বড় রকমের একটা ঋণে জড়িয়ে পড়েন এবং তা পরিশোধ করা তাঁর জন্য অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। সে ঋণ 'উমার পরিশোধ করেন এবং বায়তুল মাল থেকে তাঁকে ভাতা দানের নির্দেশ দেন। আর 'আসিমকে নির্দেশ দেন তিনি যেন দিমাশ্কের জামি' মসজিদে বসে রাসূলুল্লাহর (সা) যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সাহাবীদের জীবনকথা মানুষকে শোনান। তিনি 'আসিমকে এই ভাষায় নির্দেশ দেন :[৩৮৩]

إن بنى مروان كانوا يكرهون هذا وينهون عنه، فاجلس فحدث الناس بذلك. ففعل.

'বানূ মারওয়ান এ কাজ অপছন্দ করতো এবং এ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখতো। আপনি বসুন এবং মানুষের নিকট বর্ণনা করুন।' অতঃপর তিনি তা পালন করেন।

---

৩৮২. প্রাগুক্ত
৩৮৩. তাবাকাত-৫/৩৪৯; তাহযীব আত-তাহযীব-৫/৪৭

ইবন শাব্বাহ্ বলেন : 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয মদীনায় বসবাসকারী এক ব্যক্তিকে ইসলামের প্রাথমিক যুগের ঘটনাবলী গল্পাকারে মানুষকে শোনানোর নির্দেশ দেন এবং তার জন্য মাসিক দু' দীনার ভাতা নির্ধারণ করেন। পরে হিশাম ইবন 'আবদিল মালিক এ ভাতা কমিয়ে বাৎসরিক ছয় দীনার করেন।[৩৮৪]

শিক্ষার্থীরা যাতে রুজি-রিযিক ও অর্থ সঙ্কটের চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে একাগ্রচিত্তে পড়াশোনা করতে পারে সে জন্য তাদের ভাতার ব্যবস্থা করেন।

ইবন 'আবদিল বার ইয়াহইয়া ইবন আবী কাছীরের সূত্রে উল্লেখ করেছেন :[৩৮৫]

كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله! أن أجْروا على طلبة العلم الرزق، وفرغوهم للطلب.

"উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তাঁর কর্মকর্তাদেরকে লেখেন : শিক্ষার্থীদের জীবিকার ব্যবস্থা করে তাদেরকে জ্ঞান অন্বেষণে একাগ্র হওয়ার সুযোগ করে দাও।'

খ. তিনি জ্ঞানী ব্যক্তিদেরকে জ্ঞানের প্রচার-প্রসারের জন্য ভীষণ উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁদেরকে দেশের সকল মসজিদকে জনগণের ধর্মীয় শিক্ষা দানের কেন্দ্র হিসেবে গ্রহণ করে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান দান, হাদীছ লেখা এবং সুন্নাহর পুনরুজ্জীবনের নির্দেশ দেন। ইয়ামনের অধিবাসী 'আকরামা ইবন 'আম্মার বলেন, আমি 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের এই পত্রটি পাঠ করতে শুনেছি :[৩৮৬]

أما بعد! فأمر أهل العلم أن ينشروا العلم فى مساجدهم فإن السنة قد أميتت.

'অতঃপর এই যে, জ্ঞানী ব্যক্তিদেরকে তাদের নিজ নিজ মসজিদসমূহে জ্ঞান প্রচারের নির্দেশ দাও। কারণ, সুন্নাহর মৃত্যু হয়েছে।'

ইবন 'আবদিল বার জা'ফার ইবন বুরকান আর-রাকী থেকে বর্ণনা করেছেন। এই রাকী ছিলেন সিরিয়ার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের অধিবাসী। তিনি বলেন :[৩৮৭]

كتب إلينا عمر بن عبد العزيز : أما بعد! فَمُرْ أهل الفقه والعلم من عندك فلينشروا ماعلمهم فىمجالسهم ومساجدهم. والسلام.

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয আমাদেরকে লেখেন : অতঃপর এই যে, ফিকাহ্ শাস্ত্রের অধিকারী ও জ্ঞানী ব্যক্তিদেরকে তাঁরা যা জানে তা তাঁদের নিজ নিজ বৈঠক ও মসজিদসমূহে প্রচারের নির্দেশ দাও। ওয়াস সালাম।'

তিনি সকল শ্রেণীর মানুষকে জ্ঞানার্জন, জ্ঞান চর্চার বৈঠকসমূহে বসা এবং মুহাদ্দিছ,

---

৩৮৪. 'আবদুস সাত্তার আশ-শায়খ-৭৩
৩৮৫. জামি'উ বায়ান আল-'ইলম-১/২২৮
৩৮৬. ইবনুল জাওযী-১১৩; উসূল আল-হাদীছ-১৭৮
৩৮৭. জামি'উ বায়ান আল-'ইলম-১/১৪৯

ফকীহ্ ও ওয়াজ-নসীহতকারীদের মুখ থেকে দীনের কথা শোনার জন্য উৎসাহিত করেন। যেমন, তিনি প্রায়ই বলতেন :[৩৮৮]

إن استطعت فكن عالـما، فإن لم تستطع فكن متعلما، فإن لم تستطع فأحبهم، فـإن لم تستطع فلا تبغضهم، ثم قال : لقد جعل الله له مخرجًا إن قبل.

'সম্ভব হলে 'আলিম হও, তা না হলে শিক্ষার্থী হও। তা সম্ভব না হলে তাদেরকে ভালোবাস। তাও সম্ভব না হলে, অন্ততঃ তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো না। তারপর বলেন : আল্লাহ্ চাইলে তাতেই তার মুক্তির পথ করে দিতে পারেন।'

হাদীছ সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধকরণ এবং এ ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা

ইসলামের প্রাথমিক পর্বে হযরত রাসূলে কারীম (সা) কেবল কুরআন ছাড়া আর কোন কিছু লেখার প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। তাঁর আশঙ্কা ছিল, অন্য যা কিছু লেখা হবে তা হয়তো কালক্রমে কুরআনের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে যেতে পারে এবং মানুষ তা কুরআন মনে করে চর্চা শুরু করে দেবে। পরবর্তীকালে রাসূল (সা) এ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেন এবং কুরআনের সাথে সাথে হাদীছও লেখার অনুমতি দান করেন। খতীব আল-বাগদাদী বলেন : কিতাবুল্লাহর সাথে যাতে অন্য কোন কিছু মিলেমিশে না যায় অথবা মানুষ কুরআন ছেড়ে অন্য কোন কিছু নিয়ে মাতামাতি শুরু করে না দেয়, এ কারণে ইসলামের প্রথম পর্বে হাদীছ লেখা অপছন্দনীয় কাজ মনে করা হয়েছে। তাছাড়া সে সময় ইসলামের তত্ত্বজ্ঞানী লোকের সংখ্যা ছিল অনেক কম। পল্লী এলাকার যে সকল বেদুঈন ইসলাম গ্রহণ করেছিল, দীন সম্পর্কে তাদের জ্ঞান ছিল খুবই অপ্রতুল। তারা ওহী এবং ওহী বহির্ভূত বাণীর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্ণয় করতে সক্ষম ছিল না। লিখিত কোন কিছু দেখলেই তারা কুরআন মনে করে ভুল করতে পারতো। এ কারণে তখন হাদীছ লেখালেখির জন্য অনুমতি বা উৎসাহ দেওয়া হয়নি।

'উমার ইবন আল-খাত্তাব (রা) হাদীছ সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধকরণের চিন্তা করেন। দীর্ঘ ভাবনা-চিন্তার পর এ সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেন। 'উরওয়া ইবন আয-যুবায়র (রা) বর্ণনা করেছেন :[৩৮৯]

أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أراد أن يكتب السنن، فاستفتى أصحـاب النبـى صلى الله عليه وسلم فى ذلك، فأشاروا عليـه أن يكتبـها، فطفـق عمـر يسـتخير الله فيها شهرا، ثم أصبح يومًا وقد عزم الله لـه، فقـال : إنـى أريـد أن اكتـب السـنن، وإنى ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله، وإنـى والله لاأشوب كتاب الله بشئ أبدا.

---

৩৮৮. 'আবদুস সাত্তার আশ-শায়খ-৭৪

৩৮৯. 'আবদুস সাত্তার আশ-শায়খ-৭৪-৭৫

"উমার ইবন আল-খাত্তাব সুন্নাহ লিপিবদ্ধকরণের ইচ্ছা করেন। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীদের মতামত তলব করেন। তাঁরা লেখার প্রতি ইঙ্গিত করেন। অতঃপর 'উমার (রা) এক মাস যাবত এ ব্যাপারে আল্লাহর নিকট ইসতিখারা (সঠিক ও কল্যাণকর কোনটি তা জানার জন্য আল্লাহর সাহায্য কামনা) করতে থাকেন। আল্লাহ তাঁকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের তাওফীক দান করেন। তিনি বলেন : আমি ইচ্ছা করেছিলাম সুন্নাহ লিপিবদ্ধকরণের। সাথে একথাও স্মরণ করলাম, তোমাদের পূর্ববর্তী সেই সম্প্রদায়ের কথা যারা গ্রন্থ রচনা করেছিল এবং আল্লাহর কিতাব ছেড়ে তাই নিয়ে মেতে উঠেছিল। আল্লাহর কসম! আমি কখনো আল্লাহর কিতাবের সাথে কোন কিছু সংমিশ্রণ ঘটাবো না।'

যখন উপরোক্ত আশঙ্কা দূর হয়ে যায় এবং সুন্নাহ লেখার প্রয়োজনও দেখা দেয়, তখন আর লেখালেখি খারাপ মনে করা হতো না। একথা প্রমাণিত যে, বহু সাহাবী হাদীছ লিপিবদ্ধ করা দোষণীয় মনে করেননি, তাঁরা নিজেদের জন্য কিছু কিছু হাদীছ লিখে রেখেছেন, তাঁদের ছাত্র-শিষ্যরা তাঁদের সামনে হাদীছ লিখেছেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা হাদীছ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও লেখার জন্য উপদেশ দিতেন। ইবনুস সালাহ বলেন :

ثم إنه زال ذلك الخلاف، وأجمع المسلمون على تسويغ ذلك وإباحته، ولولا تدوينه فى الكتب لدرس فى الأعصر الأخرة.

'অতঃপর এই মতবিরোধ দূর হয়ে যায় এবং মুসলমানরা হাদীছ লেখার ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছে। যদি তা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা না হতো তাহলে পরবর্তীকালে তা বিলীন হয়ে যেত।'

একথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত যে, হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) সর্বপ্রথম সরকারীভাবে হাদীছ সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধকরণের ফরমান জারি করেন। তবে একথা সত্য যে, তাঁর পিতা 'আবদুল 'আযীয ইবন মারওয়ান মিসরের ওয়ালী থাকাকালে হাদীছ লিপিবদ্ধকরণের প্রয়োজন অনুভব করেন। এ ব্যাপারে তাঁর লেখা একটি পত্র ইবন সা'দ লাইছ ইবন সা'দের সূত্রে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন :

حدثنى يزيد بن أبى حبيب أن عبد العزيز بن مروان كتب إلىكثير بن مرّة الحضرمى ـ وكان قد أدرك بحمص سبعين بَدْرِيًّا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ قال ليث : وكان يسمى الجند المقدم، قال : فكتب إليه أن يكتب إليه بما سمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديثهم، إلا حديث أبى هريرة فإنه عندنا.

'ইয়াযীদ ইবন আবী হাবীব আমাকে বলেছেন, 'আবদুল 'আযীয ইবন মারওয়ান কুছায়্যির ইবন মুররা আল-হাদরামীকে লেখেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীদের নিকট থেকে যে সকল হাদীছ শুনেছেন তা যেন তাঁকে লিখে পাঠান। তবে আবূ হুরায়রার (রা)

হাদীছ পাঠানোর প্রয়োজন নেই। কারণ, তা আমাদের নিকট আছে। উল্লেখ্য যে, এই কুছায়্যির ইবন মুররা হিমসে রাসূলুল্লাহর (সা) সত্তরজন বদরী সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন। লাইছ বলেন, তাঁকে 'অগ্রবর্তী সৈনিক' নামে আখ্যায়িত করা হতো।'

হিমসের এই 'আলিমের নিকট মিসরের আমীরের এ পত্রটি লেখা হয় সম্ভবতঃ হিজরী ৭৫ সনে বা তার কাছাকাছি সময়ে। কারণ, কুছায়্যির হিজরী ৭৫ থেকে ৮০ সনের মধ্যবর্তী কোন এক সময়ে ইনতিকাল করেন।[৩৯০]

তবে 'আবদুল 'আযীযের পরে তাঁর সুযোগ্য পুত্র আমীরুল মু'মিনীন 'উমার হাদীছ সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধকরণের সত্যিকার ফলপ্রসু উদ্যোগ ও ভূমিকা গ্রহণ করেন। তিনি সর্বত্র ও সর্বদা একথাটি উচ্চারণ করতে থাকেন :[৩৯১]

أيها الناس! قيدوا النعم بالشكر، وقيدوا العلم بالكتاب.

'ওহে জনগণ! দান-অনুগ্রহকে কৃতজ্ঞতা দ্বারা এবং জ্ঞানকে গ্রন্থের দ্বারা বন্দী কর।'

তিনি মানুষকে শুধু এতটুকু বলেই ক্ষান্ত হননি, বরং খিলাফতের বিভিন্ন অঞ্চলের 'আলিমদেরকে হাদীছ সংগ্রহ ও লেখার নির্দেশ দেন। কারণ, বহু তাবি'ঈ যাঁরা তাঁদের বক্ষে রাসূলুল্লাহর (সা) বহু বাণী ধারণ করে রেখেছিলেন, 'উমার আশঙ্কা করেছিলেন, সাহাবীগণের যুগ শেষ হতে চলেছে, আর তাবি'ঈদের এই প্রজন্মটি দুনিয়া থেকে চলে গেলে এই হাদীছও বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাবে। তাছাড়া স্মৃতিতে ধারণ করার মত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গও সবসময় পাওয়া যাবে না। অন্যদিকে গ্রন্থে লিখিত না থাকায় প্রয়োজনের সময় হাদীছ দ্বারা উপকারও পাওয়া যায় না। এ সকল কারণের পাশাপাশি আরো একটি বড় বিপদ তখন দেখা দেয়– আর তা হলো, বিভিন্ন ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠীর উদ্ভবের ফলে জাল ও মিথ্যা হাদীছ ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ফলে কোনটি বিশুদ্ধ হাদীছ, আর কোনটি জাল হাদীছ তা নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। কালক্রমে এ বিপদ আরো বৃদ্ধি পাবে, এ আশঙ্কায় 'উমারের মত আরো অনেক 'আলিম, তাবি'ঈ উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন। যেমন, ইমাম যুহরীর একটি মন্তব্যে একথার সমর্থন পাওয়া যায় :

لولا أحاديث تأتينا من قبل المشرق ننكرها لانعرفها، ماكتبت حديثا، ولا أذنت في كتابه.

'পূর্বদিক থেকে যদি এমন সব হাদীছ আমাদের নিকট না আসতো যা আমরা জানি না, চিনি না, তাহলে আমি হাদীছ লিখতাম না এবং লেখার অনুমতিও দিতাম না।'

এরই প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ কর্ণধার আমীরুল মু'মিনীন 'উমার উপলব্ধি করলেন, হাদীছ সংরক্ষণ রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। তাই তিনি কালবিলম্ব না করে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন।[৩৯২] যেমন :

---

৩৯০. তাবাকাত-৭/৪৪৮; উসূল আল-হাদীছ-১৭৬, ২১৮-২১৯

৩৯১. ইবনুল জাওযী-২৭৬

৩৯২. উসূল আল-হাদীছ-১৭৬-১৭৭, ১৮৬

১. মদীনার আমীর, বিখ্যাত ইমাম ও সমকালীনদের মধ্যে বিচার কাজে সর্বাধিক দক্ষ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি আবূ বকর ইবন হাযমকে তিনি স্বীয় চিন্তা ও শঙ্কার কথা লিখে জানান। সহীহ বুখারীতে এসেছে :[৩৯৩]

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حَزْم : انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفشوا العلم، ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرًّا.

"উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয আবূ বকর ইবন হাযমকে লেখেন : রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীছের প্রতি দৃষ্টি দিন। আমি 'ইল্‌মের বিলুপ্তি ও 'আলিমদের তিরোধানের ভয় করছি। তবে কেবল নবীর (সা) হাদীছ ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করবেন না। 'ইল্‌মের প্রসার ঘটান এবং শিক্ষাদানের জন্য বসুন, যাতে যে জানে না, সে জানতে পারে। কারণ, 'ইল্‌ম যতক্ষণ গোপন না হয়ে পড়ে, বিলীন হয় না।'

দারেমী 'আবদুল্লাহ ইবন দীনার থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন :[৩৯৪]

كتبَ عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : اكتب إليّ بما ثبت عندك من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبحديث عمر، فإني قد خشيت درس العلم وذهابه.

"উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয আবূ বকর ইবন হাযমকে লেখেন : আপনার নিকট রাসূলুল্লাহর (সা) যে সকল হাদীছ প্রমাণিত, তা এবং 'উমারের হাদীছ আমাকে লিখে পাঠান। কারণ, আমি 'ইল্‌মের বিলুপ্তি ও হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছি।'

ইবন সা'দের তাবাকাতে উপরোক্ত বর্ণনাটি এসেছে। তবে তাতে 'উমার এর স্থলে আমরা বিন্‌ত 'আবদির রহমানের হাদীছের কথা আছে।[৩৯৫]

২. তিনি সে যুগের বিখ্যাত হাদীছ বিশারদ ইবন শিহাব আয-যুহরীকেও এ ব্যাপারে পত্র লেখেন। তিনি বলেন :

أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن، فكتبناها دفترًا دفترًا، فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفترًا.

"উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয আমাদেরকে সুনান সংগ্রহের নির্দেশ দেন। আমরা তা

---

৩৯৩. ফাতহুল বারী-১/১৯৪-১৯৫
৩৯৪. সুনান আদ-দারিমী-১/১৩৭
৩৯৫. তাবাকাত-২/৩৮৭; উসূল আল-হাদীছ-১৭৬-১৭৭

ভিন্ন ভিন্ন খাতায় লিপিবদ্ধ করি। অতঃপর তিনি তাঁর কর্তৃত্বাধীন খিলাফতের প্রতিটি অঞ্চলে একটি করে খাতা পাঠান।'

তিনি যাকাত বণ্টনের আটটি খাত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহর (সা) যে সকল হাদীছ আছে তা লিখে পাঠানোর জন্য ইমাম যুহ্‌রীকে অনুরোধ করে চিঠি লেখেন। ইমাম যুহ্‌রী তাঁর অনুরোধে সাড়া দিয়ে তা বিস্তারিতভাবে লিখে পাঠান।[৩৯৬]

এরই প্রেক্ষিতে হাফেজ ইবন হাজার বলেন :

وأول من دون الحديث ابن شهاب الزهرى على رأس المائة بأمر عمر بن عبد العزيز، ثم كثر التدوين ثم التصنيف وحصل بذلك خير كثير، فلله الحمد.

'হিজরী প্রথম শতকের মাথায় 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের নির্দেশে ইবন শিহাব আয-যুহ্‌রী সর্বপ্রথম হাদীছ লিপিবদ্ধ করেন। তারপর ব্যাপকভাবে লেখালেখি হয়। তারপর শুরু হয় গ্রন্থাবদ্ধকরণ। এতে বহু কল্যাণ অর্জিত হয়। সকল প্রশংসা আল্লাহর।'

৩. 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয খিলাফতের সকল শহর ও জনপদে রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীছ সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধকরণের নির্দেশ সম্বলিত ফরমান পাঠান। এ বিষয়ে যাদের জ্ঞান আছে, তা দু'একটি হাদীছই হোক না কেন, তাদের সকলকে এ কাজে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করেন। 'আবদুল্লাহ ইবন দীনার বলেন :[৩৯৭]

كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل المدينة : أن انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبوه، فإني قد خفت دروس العلم وذهاب أهله.

"উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয মদীনাবাসীদেরকে লেখেন : আপনারা রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীছের প্রতি দৃষ্টি দিন এবং লিপিবদ্ধ করুন। কারণ, আমি জ্ঞানের বিলুপ্তি ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের তিরোধানের ভয় করছি।'

আবূ নু'আইম "তারীখু ইসবাহান" গ্রন্থে বলেছেন :[৩৯৮]

كتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق : انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه واحفظوه، فإني أخاف دروس العلم وذهاب العلماء.

"উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয খিলাফতের দূরবর্তী অঞ্চলে লিখে পাঠান : আপনারা রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীছ দেখুন, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করুন। আমি জ্ঞানের বিলুপ্তি ও 'আলিমদের তিরোধানের ভয় করি।'

---

৩৯৬. আল-আমওয়াল-২৩১-২৩২
৩৯৭. সুনান আদ-দারিমী-১/১৩৭
৩৯৮. ফাতহুল বারী-১/১৯৭, উসূল আল-হাদীছ-১৭৮

৪. যেহেতু কিতাবুল্লাহ আল-কুরআন ও রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীছ ভাণ্ডার আরবী ভাষায় এবং তা বুঝার জন্য আরবী ভাষায় পারদর্শিতা একান্ত প্রয়োজন, তাই তিনি আরবী ভাষা শিক্ষার প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব দেন। বিজিত অনারব অঞ্চলের অধিবাসীদেরকে আরবী ভাষা শেখার জন্য নানাভাবে উৎসাহ দেন। এ ভাষার শিক্ষার্থীদের জন্য ভাতার ব্যবস্থা করেন।[৩৯৯]

লিপিবদ্ধকরণে তাঁর রীতি-পদ্ধতি

রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীছ সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধকরণের ক্ষেত্রে 'উমার একটি সঠিক ও শক্তিশালী পদ্ধতি অনুসরণ করেন, অনেকগুলো কঠিন শর্ত মেনে চলেন এবং কিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে দেন। মোটামুটি চারটি বিষয়ে তা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে :

ক. এ কাজের জন্য ব্যক্তি নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতা ও সাফল্য :

যেমন তিনি এ কাজের জন্য আবূ বকর ইবন হাযমকে নির্বাচন করেন। তিনি ছিলেন সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তি। জ্ঞানের বহু ক্ষেত্রে তিনি তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তাঁর সম্পর্কে ইমাম মালিক বলেছেন :

مارأيت مثل ابن حزم أعظم مروءة ولا أتم حالا، ولا رأيت من أوتى مثل ما أوتـى : ولايـة الـمدينة، والقضـاء، والـموسم، وقـال : كـان رجـل صـدق، كثير الحديث.

'আমি ইবন হাযমের মত বড় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও পরিপূর্ণ অবস্থার আর কাউকে দেখিনি। তিনি যা লাভ করেছেন অন্য কেউ তা লাভ করেছে, এমন কাউকে আমি দেখিনি। যেমন, মদীনার শাসন কর্তৃত্ব, বিচারকের ও হজ্জ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব। তিনি আরো বলেন : 'তিনি একজন সত্য-সঠিক মানুষ, বহু হাদীছের ধারক-বাহক।' ইবন সা'দ তাঁর সম্পর্কে বলেছেন : كان ثقة عالما، كثير الحديث

'তিনি একজন বিশ্বস্ত 'আলিম, বহু হাদীছের ধারক-বাহক'। হিজরী ১২০ সনে তিনি ইনতিকাল করেন।[৪০০]

তাঁর নির্বাচিত আরেকজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন ইমাম যুহ্রী। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ মনীষী, হাদীছের হাফেজ। তাঁর খ্যাতি আকাশচুম্বি। লাইছ ইবন সা'দ তাঁর সম্পর্কে বলেন : আমি ইবন শিহাবের চেয়ে হাদীছে অধিক পারদর্শী কোন ব্যক্তিকে দেখিনি। তিনি উৎসাহ-উদ্দীপনা ও ভীতি প্রদর্শনমূলক হাদীছ বর্ণনা করলে আমরা বলতাম, এর চেয়ে সুন্দর আর হয় না। যদি আরবদের ইতিহাস ও বংশ বিদ্যা বিষয়ে বর্ণনা করতেন, বলতাম, এর চেয়ে ভালো আর হয় না। আর কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে বর্ণনা করলে

---

৩৯৯. আবদুস সাত্তার আশ-শায়খ-৭৯

৪০০. তাহযীব আত-তাহযীব-৯/৩৯৫; তাযকিরাতুল হুফফাজ-১/১০৮; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৯/৩৪০

বলতাম, সঠিক কথাই বলেছেন।[৪০১] 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তাঁর সম্পর্কে বলেছেন : 'তোমরা ইবন শিহাব থেকে গ্রহণ করবে। কারণ, অতীত সুন্নাহ বিষয়ে তাঁর চেয়ে বেশী জানে এমন কেউ আর নেই।'

ইমাম মাকহূলকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনি যাঁদের সাক্ষাৎ পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী জানে কে? বললেন : ইবন শিহাব। আবার জিজ্ঞেস করা হয়, তারপর কে? বলেন : ইবন শিহাব। তাঁর মুখস্থ শক্তি ছিল অসাধারণ। মাত্র আশি রাতে কুরআন মুখস্থ করেন।[৪০২]

খ. তিনি সাধারণভাবে হাদীছ সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দেন। পাশাপাশি অত্যধিক গুরুত্বের কারণে কিছু ব্যক্তিবিশেষের হাদীছ লিপিবদ্ধ করার জন্য বিশেষ তাকিদ দেন। যেমন তিনি আবূ বকর ইবন হাযমকে 'আমরা বিন্‌ত 'আবদির রহমান বর্ণিত হাদীছ লেখার নির্দেশ দেন। কারণ, উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশার (রা) সাথে ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তাই তিনি ছিলেন 'আয়িশার (রা) হাদীছে বিশেষ পারদর্শী। আর 'আয়িশা (রা) সবার চেয়ে বেশী জানতেন রাসূলে কারীমের গৃহ অভ্যন্তরের জীবন সম্পর্কে।

এই 'আমরা ছিলেন মদীনার নাজ্জার গোত্রের এক আনসারী মহিলা। হযরত 'আয়িশার (রা) তত্ত্বাবধানে তিনি বড় হন। তাঁর বিশেষ ছাত্রী। তাঁর মহান দাদা সা'দ ইবন যুরারা (রা) একজন উঁচু স্তরের সাহাবী। মহান সাহাবী আস'আদ ইবন যুরারা (রা) তাঁর ভাই। ইবনুল মাদীনী বলেন, 'আয়িশার (রা) তত্ত্বাবধানে বেড়ে ওঠা বিশ্বস্ত বিদূষী মহিলাদের একজন 'আমরা। ইমাম যুহ্‌রী বলেন, আমি তাঁর কাছে গিয়ে দেখলাম, তিনি জ্ঞানের এমন সাগর যা কখনো শুকাবে না। হিজরী ৯৮ মতান্তরে ১০৬ সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

অপর একটি বর্ণনায় এসেছে যে, 'উমার ইবন আল-খাত্তাবের (রা) হাদীছ সংগ্রহ ও লেখার ব্যাপারেও তিনি আবূ বকর ইবন হাযমকে নির্দেশ দেন। কারণ, তিনি 'উমার আল-খাত্তাবের বিচার-ফয়সালা, যাকাত বণ্টনের নিয়ম-নীতি এবং বিভিন্ন অঞ্চলের কর্মকর্তাদের নিকট পাঠানো তার ফরমানের অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন। এমনিভাবে সালিম ইবন 'আবদিল্লাহ (রা)-কেও অনুরোধ করেন তাঁদের মহান ঊর্ধ্বতন পুরুষ 'উমারের (রা) জীবনচিত্র লিখে পাঠানোর জন্য। উদ্দেশ্য ছিল তাঁর রীতি-পদ্ধতির অনুসরণ করা। তেমনিভাবে তিনি 'উমার ইবন হাযমকে লেখেন যাকাত-সাদাকা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহর (সা) লিখিত পত্রাদির অনুলিপি পাঠানোর জন্য, যাতে তিনি তা বাস্তবায়ন করতে পারেন।

গ. যাঁরা হাদীছ সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করবেন, 'উমার তাঁদেরকে সাহীহ ও গায়র সাহীহ হাদীছের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দেন। যাতে কোনভাবে জাল হাদীছ

---

৪০১. প্রাগুক্ত; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৫/৩২৬

৪০২. 'আবদুস সাত্তার আশ-শায়খ-৮০

বিশুদ্ধ হাদীছ হিসেবে লিখিত না হয়। একথা তিনি 'আমর ইবন হাযমকে লেখা চিঠিতে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যা আদ-দারিমী বর্ণনা করেছেন। এমনি আরেকটি চিঠি ইমাম আহমাদ "আল-'ইলাল" গ্রন্থে সংকলন করেছেন।

পরবর্তীকালে একটা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর হাদীছ লিপিবদ্ধকরণ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর এই দিক নির্দেশনা বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

ঘ. হাদীছের বিশুদ্ধতা ও হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁর অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা

'উমার নিজেও ছিলেন তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ 'আলিমদের একজন। যাঁদেরকে তিনি হাদীছ সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধকরণের নির্দেশ দেন তাঁদের চেয়ে তিনি কোন অংশে কম ছিলেন না। এ কারণে অতিরিক্ত যাচাই-বাছাই-এর উদ্দেশ্যে 'আলিমদের সংগৃহীত হাদীছের ব্যাপারে তাদের সাথে আলোচনা-পর্যালোচনায় অংশ গ্রহণ করতেন। যেমন আবুয যিনাদ আবদুল্লাহ ইবন যাকওয়ান বলেন : 'আমি 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযকে ফকীহগণের সাথে সমাবেশ করতে দেখেছি। সেই সমাবেশে তাঁরা বহু হাদীছ উপস্থাপন করেন। যখন এমন কোন হাদীছ উপস্থাপন করা হতো যার উপর বর্তমানে আমল নেই, তিনি বলতেন : এটা অতিরিক্ত, এর উপর এখন আর আমল নেই।[৪০৩]

এই লিপিবদ্ধকরণের ফলাফল

প্রাথমিক পর্বের এই প্রচেষ্টা বিশাল কল্যাণ বয়ে আনে। ইমাম আয-যুহ্‌রী যে খাতাগুলো তৈরি করেছিলেন, 'উমার তার অনেকগুলো কপি করার নির্দেশ দেন এবং খিলাফতের বিভিন্ন অঞ্চলে তার একটি করে কপি পাঠিয়ে দেন। এটাও লক্ষ্যণীয় যে, বহু 'আলিম নিজের শোনা হাদীছগুলো লিখে রাখেন। যাতে প্রয়োজন মত তা বার বার দেখে নেওয়া যায়। তবে সরকারীভাবে যে লেখালেখি হয় এবং খিলাফতের সর্বত্র যার ফলাফল ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে, তার সবটুকু কৃতিত্ব 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের।

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) ইনতিকালের পর হযরত 'উমার ইবন আল-খাত্তাবের (রা) পরামর্শে খলীফাতু রাসূলিল্লাহ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বিভিন্ন জনের নিকট ছড়িয়ে থাকা কুরআন একত্র করেন। এই কুরআন সংগ্রহ ও একত্রকরণে তাঁরা উভয়ে মুসলিম উম্মার অশেষ কল্যাণ সাধন করে। তারপর তৃতীয় খলীফা হযরত 'উছমান (রা) কুরআন সংরক্ষণের অসমাপ্ত কাজটুকু সমাপ্ত করে যান। তিনি কুরায়শদের উচ্চারণে একটি মাসহাফে কুরআন লিপিবদ্ধ করে অবশিষ্ট কাজ পরিণতিতে পৌঁছে দেন। আল-কুরআনের পরে ইসলামী শরী'আতের দ্বিতীয় উৎস আল-হাদীছ। এই হাদীছ সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করার সরকারী ফরমান জারি করে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তাঁর পূর্বসূরী খুলাফায়ে রাশেদীনের মত আরেকটি অক্ষয় অবদান রেখে যান। এই মহৎ কাজের প্রতিদান তিনি কিয়ামত পর্যন্ত পেতে থাকবেন। সংগ্রহ ও লেখার সরকারী উদ্যোগ যদি তিনি সেদিন না নিতেন তাহলে হয়তো বহু হাদীছ তাঁর সময়ে না হলেও পরবর্তীকালে হারিয়ে যেত।

---

৪০৩. উসূল আল-হাদীছ-১৭৯

তাছাড়া পরবর্তীকালে মুসলিম উম্মাহ্ তাদের নবীর (সা) হাদীছ সংগ্রহ ও সংকলনের ব্যাপারে যে সীমাহীন গুরুত্ব প্রদান করেছে এবং ব্যাপকভাবে মনোযোগী হয়েছে, তার পশ্চাতেও 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের এই প্রচেষ্টা বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। তাঁর তিরিশ মাসের শাসনকালে যে মহৎ কাজগুলো সম্পাদিত হয়েছে, হাদীছ সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধকরণের এই সরকারী নির্দেশই সবচেয়ে বড় কাজ বলে মুসলিম উম্মাহর নিকট চিরকাল স্বীকৃত হয়ে থাকবে।

তাঁর বর্ণিত হাদীছের কিছু নমুনা

হাদীছের গ্রন্থাবলী 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের বহু হাদীছ বর্ণনা করেছে। সেখান থেকে বিভিন্ন বিষয়ের কয়েকটি হাদীছ এখানে উপস্থাপন করা হচ্ছে, যাতে পাঠকবর্গ এক্ষেত্রে তাঁর যোগ্যতা ও স্থান সম্পর্কে কিছুটা ধারণা লাভ করতে পারেন।

১. عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ وابن المسيّب عن أبى هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة : أنصت ـ والإمام يخطب ـ فقد لغوت.[৪০৪]

"'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয 'আবদুল্লাহ ইবন ইবরাহীম ও সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব থেকে এবং তাঁরা আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছি : জুম'আর দিন ইমাম যখন খুতবা দিতে থাকবে তখন যদি তুমি তোমার সঙ্গীকে বল : চুপ কর, তাহলে তুমি ভুল করলে।'

২. عن عمر بن عبد العزيز عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبى هريرة قال : سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم : فى "إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ".[৪০৫]

"'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয আবূ বকর ইবন 'আবদির রহমান ইবন আল-হারিছ ইবন হিশাম থেকে এবং তিনি আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহর (সা) সঙ্গে- إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ পাঠের পর সিজদা করেছি।'

৩. عن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سَبْرَةَ الْجُهَنِى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الْمُتْعَةِ، وقال : ألا أنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئًا فلا يأخذه. (الحديث رواه بهذا اللفظ مسلم والبيهقى.)

---

৪০৪. ইবনুল জাওযী-২৩; হাদীছটি মুসলিম ও নাসাঈ বর্ণনা করেছেন।

৪০৫. ইবনুল জাওযী-২৬; বুখারী ও মুসলিম হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

"উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয রাবী' ইবন সাবরা আল-জাহ্নী থেকে এবং তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) "মুত'আ" বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন : শুনে রাখ, তোমাদের এই আজকের দিন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত এই বিয়ে হারাম ঘোষণা করা হলো। আর কেউ কাউকে কিছু দিয়ে থাকলে তা ফেরত নিবে না।'

٤. عن ابن الهاد أن زياد بن أبى زياد ـ مولى ابن عياش ـ حدثه عن عِراك بن مالك سمعته يحدث عمر بن عبد العزيز عن عائشة رض أنــها قـالت : جـاءتنى مسـكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتُها ثلاث تمرات، فأعطتْ كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستَطْعَمَتْها ابنتاهــا، فشـقت التمـرة التـى كـانت تريـد أن تأكلها بينهما، فأعجبنى شأنها، فذكرت الذى صنعت لرسـول الله صلـى الله عليـه وسلم، فقال : إن الله قد أوجب لها بها بالجنة، أو أعتقها مــن النـار. (رواه مسـلم فى صحيحه ٢٠٢٧/٤، وأحمد فى مسندة)

'ইবনুল হাদ থেকে বর্ণিত। যিয়াদ ইবন আবী যিয়াদ– ইবন আয়্যাশের আযাদকৃত দাস– 'ইরাক ইবন মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযকে বলতে শুনেছি যে, আয়িশা (রা) বলেছেন : একবার এক হত দরিদ্র মহিলা তার দু'টি কন্যা সন্তান নিয়ে আমার নিকট আসলো। আমি তাকে তিনটি খোরমা দিলাম। সে দু'টি খোরমা তার দুই কন্যার হাতে দিল এবং অন্যটি নিজে খাওয়ার জন্য মুখে দিতে উদ্যত হলো। এমন সময় কন্যা দু'টি সেটি নেওয়ার জন্য হাত পাতলো। সে নিজের খোরমাটি দু'ভাগ করে দু'কন্যার হাতে তুলে দিল। আমি তার কাণ্ড দেখে বিস্মিত হলাম। রাসূল (সা) ঘরে আসলে আমি তাঁকে ঘটনাটি বললাম। তিনি বললেন : আল্লাহ তার এই কাজের বিনিময়ে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে দিয়েছেন। অথবা তিনি একথা বলেন যে, আল্লাহ তার এই কাজের বিনিময়ে তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন।'

٥. عن عمر بن عبد العزيز عن أبيه عن أبى الدرداء قال : سمعت رسـول الله صلـى الله عليه وسلم يقول : إذَا خَشِىَ أحَدَكُمْ نِسْيَانَ القرآنِ فَلْيَقُلْ : اَللّهُمَّ ارْحَمْنِىْ بِـتَرْكِ الْمَعَاصِىْ أبَدًا أبْقَيْتَنِىْ، وَارْحَمْنِىْ بِـتَرْكِ مَـالاَ يَعْنِيْنِـىْ، وَارْزُقْنِـىْ حُسْـنَ النَّظْـرِ فِيْمَـا يُرْضِيْكَ عَنِّى، وَألْزَمْ قَلْبِى حِفْظَ كِتَـابِكَ كَمَـا عَلَّمْتَنِـىْ، وَنَـوِّرْ بِـه قَلْبِـىْ، وَاشْـرَحْ بِـه صَدْرِىْ، وَاجْعَلْنِىْ أتْلُوْهُ كَمَا يُرْضِيْكَ عَنِّىْ، وَافْتَحْ بِه قَلْبِىْ، وَأطْلِقْ به لِسانِىْ.[৪০৬]

৪০৬. ইবনুল জাওযী-৩০-৩১

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি আবুদ দারদা' (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছি, তোমাদের কেউ যখন কুরআন ভুলে যাওয়ার ভয় করে তখন সে যেন বলে : হে আল্লাহ! তুমি আমাকে যতদিন জীবিত রাখ, চিরদিনের জন্য পাপ কাজ পরিহারের ব্যাপারে আমার প্রতি দয়া কর, বেহুদা কাজ থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে আমার প্রতি অনুগ্রহ কর। আমার যে কাজ তোমাকে সন্তুষ্ট করে সে কাজ সুদৃষ্টিতে দেখার ক্ষমতা দাও। তুমি যেভাবে তোমার কিতাব শিখিয়েছো আমার অন্তরকে সেভাবে ধারণ করার তাওফীক দাও। তার দ্বারা আমার অন্তরকে আলোকিত কর, আমার বক্ষকে প্রশস্ত কর। তুমি সন্তুষ্ট হও তেমনভাবে তা পাঠ করার ক্ষমতা দাও। তার দ্বারা আমার অন্তর উন্মুক্ত করে দাও এবং তার দ্বারা আমার জিহ্বাকে সাবলীল করে দাও।'

তাঁর ফিক্হ ও ফাতওয়া বিষয়ক জ্ঞানের কিছু দৃষ্টান্ত

'উমার ছিলেন একজন মহান তাবি'ঈ। তাঁর গভীর জ্ঞান ও সূক্ষ্ম অনুধাবন ক্ষমতা ইসলামী শরী'আতের প্রাণসত্তা বুঝতে, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে তাঁকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। শরী'আতের বিধিবিধানের বিভিন্ন কারণ ও গূঢ় রহস্য সম্পর্কে যে কত গভীর জ্ঞান রাখতেন তা বুঝা যায় তাঁর জীবন-ইতিহাস, কর্ম-পদ্ধতি ও আঞ্চলিক কর্মকর্তাদের নিকট তাঁর পত্রাদি পর্যালোচনা দ্বারা। যেমন ইমাম আদ-দারিমী ইমাম আল-আওযা'ঈ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন :

كتب عمر بن عبد العزيز أنه لا رأى لأحد فى كتاب الله، وإنما رأى الأئمة فيما لم ينزل فيه كتاب ولم تمض به سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رأى لأحد فى سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم.[৪০৭]

"উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয একটি পত্রে লেখেন, আল্লাহর কিতাবের ব্যাপারে কারো কোন মতামত দেওয়ার অধিকার নেই। ইমামদের মতামত কেবল সেই সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে ব্যাপারে আল্লাহর কিতাবে নাযিলকৃত কিছু নেই এবং নেই কোন দিক-নির্দেশনা রাসূলুল্লাহর সুন্নাতেও। রাসূলুল্লাহ (সা) প্রবর্তিত সুন্নাতের ব্যাপারেও কারো মতামত দানের অধিকার নেই।'

তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্ম বোধ ও বুদ্ধিমত্তার মানুষ ছিলেন। ইসলামী বিধিবিধানের বিভিন্ন শাখায় ছিল গভীর অন্তর্দৃষ্টি। বুদ্ধি-বিবেক ও কিয়াসের ভিত্তিতে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান বের করার সীমাহীন যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। এ কারণে তাঁকে "মুজতাহিদ ইমাম" অভিধায় ভূষিত করা হয়।

উদাহরণস্বরূপ তাঁর কিছু গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত এখানে উপস্থাপন করা হলো :

---

৪০৭. সুনান আদ-দারিমী-১/১২৫-১২৬

১. 'তিলা' পানের ব্যাপারে তিনি নিষেধাজ্ঞা জারি করেন।

'তিলা' (الطلاء) হলো আঙ্গুল ছাড়া অন্য কোন কিছু ভিজানো পানি, যা পান করলে নেশার উদ্রেক করে। ইবন 'আওন বলেন : 'ইবন সীরীনকে যখন 'তিলা' পানের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলো, তিনি বললেন : সত্য-সঠিক পথের অনুসারী ইমাম অর্থাৎ 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তা পান করতে নিষেধ করেছেন।' এ ব্যাপারে 'উমারের যুক্তি হলো, এই 'তিলা'র মধ্যে মুসলমানদের কোন কল্যাণ নেই। 'তিলা' নামে যা বুঝানো হয় আসলে তা মদ (خمر)। এর পরিবর্তে আল্লাহ তা'আলা বহু হালাল পানীয় আমাদেরকে দান করেছেন। সুতরাং নেশাদায়ক পানীয়কে হারাম বিশ্বাস করে তা পান থেকে বিরত থাকা মুসলমানদের উচিত। কারণ, মদ সকল পাপের সদর দরজা। এই 'তিলা' পান করতে করতে এক সময় মুসলিম সমাজ ব্যাপকভাবে মাদকদ্রব্য পানে আসক্ত হওয়ার আশংকা হয়।[৪০৮]

২. তিনি নামাযে জোরে 'বিসমিল্লাহ' পাঠ করতেন না।

'আবদুল হাকীম ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন আবী ফারওয়া বলেন : 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয মদীনায় আমাদের নামাযের ইমামতি করতেন। তিনি জোরে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পড়তেন না।[৪০৯]

৩. সাহূ সিজদা সালামের পরে করা।

মুহাম্মাদ ইবন মুহাজির থেকে বর্ণিত। তিনি সাহূ সিজদার ব্যাপারে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযকে লক্ষ্য করে ইমাম যুহ্রীকে বলতে শোনেন যে, উহা সালামের পূর্বে। কিন্তু 'উমার তা মানতে অস্বীকার করেন এবং বলেন, ওহে ইবন শিহাব! এ ব্যাপারে আবূ সালামা ইবন 'আবদির রহমান আমাদেরকে অবহিত করেছেন। মতান্তরে তিনি যুহ্রীকে বলেন : আমাদের সামনে আবূ সালামা ইবন 'আবদির রহমান ইবন 'আওফ একথা মানতে অস্বীকার করেছেন।[৪১০]

বিশ্বস্ত লোকদের মুখ থেকে তিনি যা শুনেছিলেন তার প্রতি এবং নিজের গভীর চিন্তা-গবেষণার প্রতি কি পরিমাণ আস্থা থাকলে ইমাম যুহ্রীর মতো মানুষের মত ও সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে পারেন তা ভেবে দেখার বিষয়।

৪. মৃত জন্তুর হাড় অপবিত্র।

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের এক দাসী বলেন : একবার 'উমার আমাকে তেল আনতে বললেন। আমি তেল ও হাতীর হাড়ের একটি চিরুনী নিয়ে আসলাম। তিনি চিরুনীটি ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, এটা মৃত জন্তুর অংশ। আমি বললাম : এটা মৃত হলো কিভাবে? বললেন : তোমার জন্য আফসোস! হাতীটি কে জবাই করেছিল?[৪১১]

---

৪০৮. ইবনুল জাওযী-৭৪; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৫/১৩০; হিলয়াতুল আওলিয়া-৫/২৫৭
৪০৯. তাবাকাত-৫/৩৩৫
৪১০. ফিকহুস সুন্নাহ-১/২২৫
৪১১. তাবাকাত-৫/৪০১

উল্লেখ্য যে, এটা একটি মতবিরোধমূলক মাসয়ালা। ইমাম যুহ্‌রী হাতী বা এ জাতীয় মৃত জন্তু-জানোয়ারের হাড় সম্পর্কে বলেন. : আমি পূর্ববর্তী বহু আলিমকে পেয়েছি যাঁরা এ রকম হাড়ের তৈরি চিরুনী দ্বারা চুল আঁচড়িয়েছেন এবং এ রকম হাড়ের পাত্রে তেল রেখে ব্যবহার করেছেন। কোন রকম দোষ মনে করেননি।[৪১২]

৫. অর্থের বিনিময়ে মানুষকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করা।

তিনি এ কাজ বৈধ মনে করতেন। বায়তুল মালের অর্থ দিয়ে মাঝে মাঝে এ কাজ করেছেন। এ লক্ষ্যে একবার এক বিশপকে এক লক্ষ দীনার দান করেন।[৪১৩]

৬. মুরতাদ ব্যক্তিকে তাওবার সুযোগ দান।

রাবী'আ ইবন 'আতা' 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : মুরতাদ ব্যক্তিকে তিন দিন পর্যন্ত তাওবা করতে বলা হবে। যদি তাওবা করে তাহলে ভালো, অন্যথায় তার শিরচ্ছেদ করা হবে।[৪১৪]

৭. কারারুদ্ধ ব্যক্তির স্ত্রীর বিয়ে।

এ বিষয়ে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয বলেন : কারারুদ্ধ ব্যক্তি যতদিন কারাগারে থাকবে তার স্ত্রীকে বিয়ে করা যাবে না।[৪১৫]

৮. মধুর যাকাত দিতে হবে না।

ইমাম বুখারী বলেন : 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয মধুতে যাকাত আছে বলে মনে করেননি।

ইমাম মালিক তাঁর "আল-মুওয়াত্তা" গ্রন্থে 'আবদুল্লাহ ইবন আবী বকর ইবন হাযম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : আমার পিতার নিকট 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের একটি পত্র আসে। তখন তিনি মিনায়। তাতে লেখা ছিল, ঘোড়া ও মধুতে যাকাত নেই।[৪১৬]

'আবদুল্লাহ ইবন 'উমারের (রা) দাস নাফে' বলেন : 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয আমাকে ইয়ামনে পাঠালেন। আমি সেখানে মধুর 'উশর (এক দশমাংশ) গ্রহণের ইচ্ছা করলাম। তখন মুগীরা ইবন হাকীম আস-সান'আনী আমাকে বললেন : মধুর যাকাত নেই। আমি বিষয়টি জানিয়ে 'উমারকে পত্র লিখলাম। জবাবে তিনি লিখলেন : মুগীরা সত্য বলেছেন। তিনি ন্যায়পরায়ণ, মধুতে কিছু নেই।[৪১৭] তবে একটি দুর্বল সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, 'উমার মধুতে 'উশর আছে বলে মনে করতেন।[৪১৮]

---

৪১২. ফিকহুস সুন্নাহ-১/২৪
৪১৩. তাবাকাত-৫/৩৫০
৪১৪. প্রাগুক্ত; ফিকহুস সুন্নাহ-২/৪৫৭-৪৫৯
৪১৫. তাবাকাত-৫/৩৫১
৪১৬. 'আবদুস সাত্তার আশ-শায়খ-৮৯
৪১৭. ফাতহুল বারী-৩/৩৪৭-৩৪৮; আল-আমওয়াল-৩০০
৪১৮. ফিকহুস সুন্নাহ-১/৩৬২-৩৬৩

৯. তাঁর মতে ছোলা, মটর কলাই, মসুরি, শিমজাতীয় শস্যের বীচি ইত্যাদির যাকাত দিতে হবে।

ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ বলেন, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয লেখেন : ছোলা ও মসুরির যাকাত গ্রহণ করা হোক।

ইয়াযীদ ইবন আবী মালিক তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁর খাতায় লেখা ছিল : শিম জাতীয় শস্যের বীচির যাকাত গ্রহণ করতে হবে, যেভাবে গম-যব থেকে গ্রহণ করা হয়।[৪১৯]

১০. ব্যবসায়ীর লাভের অর্থের উপর এক বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত যাকাত দিতে হবে না।

কাতন ইবন ফুলান বলেন, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের সময় আমি একবার ওয়াসিত গেলাম। সেখানকার লোকেরা আমাকে বললো, আমাদেরকে আমীরুল মু'মিনীনের একটি পত্র পাঠ করে শোনানো হয়েছে এবং তাতে লেখা আছে : তোমরা ব্যবসায়ীর লাভের থেকে কোন কিছু গ্রহণ করবে না, যতক্ষণ না তা এক বছর পূর্ণ হবে। ইবন 'আওন বলেন, আমি মসজিদে গেলাম। শুনলাম, আমি যাওয়ার পূর্বেই একটি পত্র পাঠ করে শোনানো হয়েছে। আমার পাশের লোকটি আমাকে বললো, ব্যবসায়ীর লাভের ব্যাপারে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের পত্রটি পাঠের সময় যদি আপনি উপস্থিত থাকতেন! তিনি লিখেছেন, এক বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত লাভের অর্থ থেকে কোন কিছু গ্রহণ করা যাবে না।

ইমাম মালিকের মতে লাভকে মূলধনের সাথে যোগ করতে হবে। আবূ 'উবায়িদ বলেন, এ ব্যাপারে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয যা বলেছেন তাই আমাদের মত। আর তিনি বলেছেন, এক বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত লাভের অর্থের যাকাত দিতে হবে না। ইমাম লাইছও এমন কথাই বলেছেন।

১১. মহিষের যাকাত

ইবন শিহাব বলেন, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয লেখেন : গরুর যাকাত যেভাবে গ্রহণ করা হয় মহিষের যাকাতও সেভাবে গ্রহণ করতে হবে।[৪২০]

১২. যিম্মীর জিযিয়া গ্রহণ করার পূর্ব মুহূর্তে যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তা রহিত হয়ে যাবে। 'আমর ইবন আল-মুহাজির 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, বছর পূর্ণ হওয়ার একদিন পূর্বেও যদি কোন যিম্মী মুসলমান হয় তাহলে তার থেকে জিযিয়া নেওয়া যাবে না।

সুওয়াইদ ইবন হুসায়ন বলেন, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয লেখেন : জিযিয়া যদি পাল্লার এক প্রান্তে থাকে, আর তখন যিম্মী মুসলমান হয়ে যায়, তাহলেও তার নিকট থেকে জিযিয়া গ্রহণ করা যাবে না।[৪২১]

---

৪১৯. প্রাগুক্ত-১/৩৪৭-৩৬১; 'আবদুস সাত্তার আশ-শায়খ-৯০

৪২০. তাবাকাত-৫/৩৫৩

৪২১. প্রাগুক্ত

তাঁর বিচার ও রায়

আমাদের পূর্বের আলোচনা থেকে হাদীছ ও ফিকহ্ বিষয়ে 'উমারের গভীর জ্ঞান ও ইসলামের বিধি বিধানের প্রাণসত্তা সম্পর্কে তাঁর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার কিছুটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এখানে তাঁর বিচার-ফয়সালা ও রায় সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করে এ প্রসঙ্গটির সমাপ্তি টানবো। ইসলামী শরী'আতের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও প্রাণসত্তা সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞানের কারণে মানুষের মাঝে ঝগড়া-বিবাদ নিস্পত্তি ও বিচার-ফয়সালার ক্ষেত্রে সবসময় তিনি সঠিক রায়টি প্রদান করতে সক্ষম হয়েছেন। আমাদের একথার স্বপক্ষে ইমাম আল-লাইছ ইবন সা'দের বর্ণনাটি উপস্থাপন করাই যথেষ্ট হবে বলে মনে করি। তিনি বলেন :[৪২২]

حدثني قادم البريرى أنه ذاكر ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيئا من قضاء عمر بن عبد العزيز إذ كان بالمدينة، فقال ربيعة : كأنك تقول : أخطأ، والذى نفسى بيده ما أخطأ قط.

'কাদিম আল-বারবারী আমাকে বলেছেন। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয মদীনায় থাকাকালে যে সকল বিচার-ফয়সালা করেন সে ব্যাপারে তিনি রাবী'আ ইবন আবদির রহমানের সাথে কিছু আলোচনা করেন। এক পর্যায়ে রাবী'আ বলেন : তুমি যেন বলতে চাচ্ছো, তিনি ভুল করেছেন। যাঁর হাতে আমার জীবন, সেই সত্তার শপথ! তিনি কখনো ভুল করেননি।

উল্লেখ্য যে, এই রাবী'আ হলেন, মদীনার সেই বিখ্যাত ইমাম, ফকীহ ও মুজতাহিদ। তাঁর সময়ের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'আলিম এবং যিনি 'রাবী'আতুর রায়' নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। পূর্বে উল্লেখিত তাঁর মন্তব্যে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের জ্ঞান-গরিমা ও সঠিক রায় ও সিদ্ধান্তের পক্ষে বিরাট সাক্ষ্য।

অপরাধীকে শাস্তি দানের ক্ষেত্রে তাঁর ধৈর্য ও বিচক্ষণতা সম্পর্কে ইমাম আল-আওযা'ঈ বলেন :[৪২৩]

أن عمر بن عبد العزيز كان إذا أراد أن يعاقب رجلا حبسه ثلاثة أيام ثم عاقبه، كراهية أن يعجل فى أول غضبه.

"উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয যখন কোন ব্যক্তিকে শাস্তিদানের ইচ্ছা করতেন তখন তিনদিন তাকে আটকে রাখতেন। তারপর শাস্তি দিতেন। রাগের প্রথম পর্যায়ে তাড়াহুড়ো করে শাস্তি দান পছন্দ না করার কারণে এমন করতেন।'

বিচার কাজ পরিচালনা ও রায় দানের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন ভীষণ বিনয়ী। রায় দানের পরেও ভুল বুঝতে পারলে খুব সহজেই পূর্ববর্তী রায় থেকে ফিরে আসতেন। প্রকাশিত সত্যের পক্ষে সিদ্ধান্ত দিতেন। 'আবদুর রহমান ইবন আল-হাসান আল-আযরুকী তাঁর

---

৪২২. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৯/১৯৪; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৫/১১৮
৪২৩. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৫/১৩৩; তারীখ আল-খুলাফা'-২৩৬

পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি একবার 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের দরবারে বসা ছিলেন। তখন কুরায়শদের পরস্পর বিবদমান দু'টি দল নিজেদের বিবাদ নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে সেখানে উপস্থিত হয়। 'উমার উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে সিদ্ধান্ত দিলেন। তখন রায়টি যার বিপক্ষে গেল সে বললো : আমার একটি প্রমাণ আছে যা উপস্থিত করা হয়নি। 'উমার বললেন : আমি যখন দেখেছি সত্য তোমার প্রতিপক্ষের দিকে আছে তখন সিদ্ধান্ত দানে বিলম্ব করতে পারিনে। তবে তুমি দ্রুত চলে যাও এবং তোমার প্রমাণ উপস্থিত কর। যদি দেখি সত্য তোমার পক্ষে, তাহলে আমি হবো প্রথম ব্যক্তি যে তার পূর্ববর্তী রায়কে বাতিল করে নতুন রায় দিবে।[৪২৪]

তিনি আরো বলতেন : একটি মাটির ঢেলা টুকরো টুকরো করে ফেলা, অথবা একটি পত্র পাঠানোর পর তা আবার ফিরিয়ে আনার চেয়ে আমার একটি বিচারের রায় টুকরো টুকরো ফেলা আমার নিকট অধিক সহজ, যখন আমি দেখতে পাই যে, সত্য আমার প্রদত্ত রায়ের বিপক্ষে রয়েছে।[৪২৫]

এ প্রসঙ্গে আরেকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে আমাদের বক্তব্য শেষ করছি। ইমাম শাফি'ঈ (রহ) তাঁর নিজস্ব সনদে মাখলাদ ইবন খুফাফ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : আমি একটি দাস খরিদ করে কিছু আয়ের জন্য তাকে কাজে লাগালাম। কয়েকদিন পর দাসটির দোষ ধরা পড়লো। বিক্রেতার সংগে এ নিয়ে ঝগড়া হলো। বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য আমি 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযকে বিচারক মানলাম। তিনি উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে দাসটি এবং আমার যিম্মাদারিতে থাকা অবস্থায় তার আয়ের অর্থ ফেরত দানের নির্দেশ দিলেন। অপরদিকে বিক্রেতাকেও নির্দেশ দিলেন মূল্য ফেরতদানের জন্য। এরপর আমি গেলাম 'উরওয়া ইবন আয্-যুবায়র (রা)-এর নিকট এবং তাকে সম্পূর্ণ ঘটনা খুলে বললাম। তিনি বললেন, আমি আজ সন্ধ্যায় 'উমারের নিকট যাব এবং তাঁকে জানাবো যে, আয়িশা (রা) আমাকে বলেছেন, রাসূল (সা) এমনই একটি বিচার করেছিলেন এবং রায়ে বলেছিলেন :

أن الخراج بالضمان. – যিম্মাদারির কারণে আয় পাবে যিম্মাদার বা ক্রেতা। কারণ, এ সময়ে দাসটি মারা গেলে বিক্রেতার উপর কোন কিছুই বর্তাতো না; সবটুকু ক্ষতি হতো ক্রেতার। আমি আবার 'উমারের নিকট গেলাম এবং তাঁকে 'উরওয়ার মুখে শোনা 'আয়িশার (রা) সূত্রে বর্ণিত রাসূলুল্লাহর (সা) বিচার ও রায়ের কথা জানালাম। তিনি বললেন : আল্লাহর কসম! আমি যে বিচার করেছি, তাতে সত্য ছাড়া আর কোন কিছুই আমার উদ্দেশ্য ছিল না। এখন আমার নিকট রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাহ পৌঁছেছে। আমি 'উমারের সিদ্ধান্ত বাতিল করছি এবং রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাহ বাস্তবায়নের নির্দেশ দিচ্ছি। এরপর 'উরওয়া তাঁর কাছে যান। অতঃপর আমাকে দাসের আয় গ্রহণ করার নির্দেশ দেন।[৪২৬]

---

৪২৪. তাবাকাত-৫/৩৮৬

৪২৫. ইবনুল জাওযী-৯৩

৪২৬. ইমাম শাফি'ঈ (রহ) তাঁর الرسالة -তে এবং আল-বায়হাকী তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া 'লিসানুল 'আরাব'-১/৮০৮ (خ - ر - ج) দ্রঃ।

গ্রীক গ্রন্থের প্রকাশনা

হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের যদিও মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূলের প্রচার ও প্রসার এবং সম্ভাব্য সকল পন্থায় তিনি একাজ করেছেনও, তা সত্ত্বেও অন্যান্য জাতির কল্যাণকর জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে মুসলমানদের একেবারে অজ্ঞাতও রাখেননি। 'আহরান আল-কুস' ছিলেন একজন বিখ্যাত গ্রীক চিকিৎসক। চিকিৎসা শাস্ত্রের উপর তাঁর একখানি বিখ্যাত গ্রন্থ ছিল। খলীফা মারওয়ান ইবন আল-হাকামের সময় 'মাসিরজুয়া' নামক এক ব্যক্তি গ্রন্থটি আরবীতে অনুবাদ করেন। অনূদিত পাণ্ডুলিপিটিসহ গ্রন্থটি সরকারী গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত ছিল। সেটি খলীফা 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের দৃষ্টিতে পড়ে। গ্রন্থটির অনুবাদ মানুষের মাঝে প্রকাশ করা ঠিক হবে কি হবে না, এ ব্যাপারে তিনি চল্লিশ দিন পর্যন্ত আল্লাহর নিকট ইসতিখারা করেন। তারপর সেটি খিলাফতের সর্বত্র ব্যাপকভাবে প্রচার করেন।[৪২৭]

ভবন নির্মাণ

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) কর্মময় জীবনে যে জিনিসটি সবচেয়ে বেশী গুরুত্বহীন মনে হয়েছিল তা হলো ভবনাদি নির্মাণ। তাঁর খিলাফতকালে একটিও ভবন নির্মিত হয়নি। তিনি অতি মামুলি ধরনের কিছু প্রয়োজনীয় ভবন তৈরি করান। তারও অধিকাংশ ছিল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। নিম্নে তার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো :

১. মসজিদ : মদীনায় বানূ 'আদী ইবন আন-নাজ্জারের মসজিদটি ধসে পড়ে। সেটি পুনঃনির্মাণের জন্য কাজী আবূ বকর ইবন হাযম খলীফা 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের দৃষ্টি আকর্ষণ করে পত্র লেখেন। জবাবে তিনি লেখেন, আমার ইচ্ছা তো এই ছিল যে, একটি পাথরের উপর আরেকটি পাথর এবং একটি ইটের উপর আরেকটি ইট না রেখেই দুনিয়া থেকে চলে যাই। কিন্তু তা আর হলো না। আপনি কাঁচা ইট দিয়ে মধ্যম মানের একটি মসজিদ পুনঃনির্মাণ করে দিন।[৪২৮]

আল্লামা ইবন জুবায়র 'রা'স 'আইন' নগরীর অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন যে, এখানে দু'টি জামে' মসজিদ আছে। একটি নতুন ও অন্যটি পুরাতন। পুরাতন মসজিদটি 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয কর্তৃক নির্মিত। এখন সেটি খুবই জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে।[৪২৯]

দামেশকের মসজিদের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, এর উত্তরের প্রবেশ দ্বারের সামনে একটি ছোট মসজিদ আছে এবং তা 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের প্রতি আরোপ করা হয়।[৪৩০] তারীখে হলব-এ এসেছে, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয

---

৪২৭. আখবারুল হুকামা'-২১৩

৪২৮. ইবনুল জাওযী-৮৩

৪২৯. রিহলাতু ইবন জুবায়র-২৪৪

৪৩০. প্রাগুক্ত-২৬৬

'কাফরীবা'-তে যান এবং সেখানকার মানুষের জন্য একটি জামে' মসজিদ নির্মাণ এবং একটি দীঘি খনন করেন।[৪৩১]

মসজিদে নববীর সংস্কার

পূর্ববর্তী অধিকাংশ খলীফাদের সময়ে মসজিদে নববীর সীমা সম্প্রসারণ ও সংস্কার করা হয়েছিল। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযও (রহ) তাঁর খিলাফতকালে কাজী আবূ বকর ইবন হাযমকে মসজিদে নববীর সীমা সম্প্রসারণের নির্দেশ দেন।

সরকারী ভবন নির্মাণ

তারীখে হলব-এ এসেছে, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) খুনাসিরায় একটি ভবন নির্মাণ করেন এবং তিনি যখন সেখানে যেতেন তখন প্রায়ই সেই ভবনে অবস্থান করতেন।[৪৩২] তবে সম্ভবতঃ তাঁর খিলাফতকালে এটি ছাড়া দ্বিতীয় কোন ভবন নির্মিত হয়নি। একবার 'আদী ইবন আরতাত বসরার গভর্ণর হাউসের উপরে আরেকটি তলা নির্মাণ করার অনুমতি চান। তিনি তাঁকে অনুমতি না দিয়ে লেখেন, যে ভবন যিয়াদ ও তার পরিবারের জন্য যথেষ্ট প্রশস্ত ছিল তাও আপনার জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেছে? অতঃপর 'আদী একাজ থেকে বিরত থাকেন।[৪৩৩]

নতুন শহরের পত্তন

খলীফা ওয়ালীদ যখন সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিককে ফিলিস্তীনের গভর্ণর নিয়োগ করেন তখন তিনি রামলা নগরীর ভিত্তি স্থাপন করেন। সেখানে তিনি সর্বপ্রথম নিজের রাসভবন নির্মাণ করেন। মধ্যবর্তী স্থলে একটি দীঘি খনন করেন এবং একটি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করেন। এই নগরীর নির্মাণ কাজ চলা অবস্থায় সুলায়মান নিজে খলীফা হন। তাঁর খিলাফতকালেও একাজ চলতে থাকে। সমাপ্ত হওয়ার আগেই তিনি ইনতিকাল করেন। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয সেই কাজ সমাপ্ত করেন। তবে তিনি মূল পরিকল্পনাতে কাটছাঁট করেন এবং বলেন, রামলাবাসীদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। হিজরী ১০০ সনে উপকূলবর্তী শহর 'লায়েকিয়া' রোমানরা ধ্বংস করলে তিনি তা আবার নির্মাণ করে প্রাচীর বেষ্টিত করেন।[৪৩৪]

অন্তিম রোগশয্যায়

ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালন ব্যবস্থায় 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) নেতৃত্বে সংঘটিত বিপ্লব সাধারণ মানুষের জন্য দারুণ কল্যাণ বয়ে এনেছিল, বিশ্ববাসীর নিকট ইসলামী রাষ্ট্রের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং পৃথিবী আরেকবার একথা

---

৪৩১. তারীখু মামলিকাতি হলব-১৭৯
৪৩২. প্রাগুক্ত-৫৯
৪৩৩. ফুতূহ আল-বুলদান-৩৫৭
৪৩৪. প্রাগুক্ত-১৩৯, ১৫০

উপলব্ধি করেছিল যে, ইসলাম মানবতার সংরক্ষণ এবং মানব জাতির মুক্তি ও কল্যাণের জন্য এসেছে। ইসলাম যে জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে তা কোন শ্রেণী বা দলের পৃষ্ঠপোষকতা ও আরাম-আয়েশের জন্য নয় বরং তার উদ্দেশ্য বিশ্ব মানবতার মুক্তি ও কল্যাণ। বিশ্ববাসী ইসলাম সম্পর্কে এমন সুধারণা রাখুক তা বানূ উমাইয়্যাদের মনোপুত ছিল না। কারণ, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) জন্য তারা ভীষণ বিপদে পড়ে গিয়েছিল। তাদের অন্যায়ভাবে অর্জিত ব্যক্তিগত বিষয়-সম্পত্তি ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল, তাদের জবর-দখলকৃত স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ কেড়ে নিয়ে প্রকৃত মালিককে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তিনি আরো কিছু দিন জীবিত থাকলে বানূ উমাইয়্যাদের জন্য আরো বেশী অস্থিরতা ও অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়াতেন। বিশেষতঃ ইয়াযীদ ইবন 'আবদিল মালিকের মনে তো সব সময় এ সন্দেহ ও সংশয় প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল যে, তাঁর পরবর্তী খলীফা হওয়ার মনোনয়ন বাতিল করে অন্য কাউকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে না যান। যদিও পূর্ববর্তী খলীফা সুলায়মান ইয়াযীদ ইবন 'আবদিল মালিক তাকে পরবর্তী খলীফা হিসেবে মনোনয়ন দিয়ে জনগণের থেকে বাই'আতও সম্পন্ন করে গেছেন। সে অঙ্গীকার ও বাই'আত ভঙ্গ করা 'উমারের জন্য এত সহজ ছিল না। তবুও তা সম্ভব ছিল। তাঁর চিন্তা-চেতনায় এটা মোটেই অসম্ভব ছিল না যে তিনি ইয়াযীদকে সরিয়ে তার স্থলে অন্য কোন সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিকে খিলাফতের মনোনয়ন দিয়ে যাবেন।

ইয়াযীদ ইবন 'আবদিল মালিকের এই সন্দেহ তাঁকে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) হত্যার ষড়যন্ত্র করতে উদ্বুদ্ধ করে। তিনি 'উমারের এক খাস খাদিমকে এক হাজার দীনারের বিনিময়ে নিজের পক্ষে টেনে নেন। সে তাঁকে খাদ্য অথবা পানীয়ের সাথে বিষ মিশিয়ে দেয়। ইবন কাছীর বলেন :[৪৩৫]

إن مولى له سمه فى طعام أو شراب وأعطى علـى ذلـك ألـف دينـار فحصـل بسـبب ذلك مرض.

'তাঁর ('উমার) এক দাস তাঁকে খাদ্য অথবা পানীয়ে বিষ প্রয়োগ করে। বিনিময়ে সে এক হাজার দীনার লাভ করে। আর এর কারণে তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন।'

ইবন 'আবদি রাব্বিহি বলেন, মানুষের ধারণা ইয়াযীদ ইবন 'আবদিল মালিক তাঁকে বিষ প্রয়োগের ষড়যন্ত্র করেন। তিনি 'উমারের একজন খাদিমকে হাত করেন। সে তার বুড়ো আংগুলের নখে বিষ লাগিয়ে নেয়। 'উমার পান করার জন্য পানি চাইলে সে গ্লাস ভর্তি পানিতে বিষ মিশ্রিত নখ চুবিয়ে পান করতে দেয়। সেই পানি পান করে 'উমার (রহ) রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। সেই রোগেই তাঁর ইনতিকাল হয়।[৪৩৬]

তিনি রোগগ্রস্ত হওয়ার পর প্রথম প্রথম তাঁর খান্দানের অধিকাংশ মানুষ ধারণা করেছিল যে, তাঁকে জাদু করা হয়েছে। মুজাহিদ বলেছেন, এই অসুস্থ অবস্থায় একদিন তিনি

---

৪৩৫. রশীদ আখতার নাদবী, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ)-৩৬০
৪৩৬. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৩/১১৩

আমাকে জিজ্ঞেস করলেন : মানুষ আমার সম্পর্কে কি বলাবলি করছে? বললাম : আপনাকে জাদু করা হয়েছে। বললেন : আমি জাদুগ্রস্ত নই।[৪৩৭]

আসলে যেদিন বিষ প্রয়োগ করা হয় সেদিনই তিনি তা বুঝতে পারেন। কিন্তু তিনি উপেক্ষা ও গোপন রাখার নীতি অবলম্বন করেন। অবশেষে বিষয়টি জানাজানি হয়ে গেলে তিনি সেই খাস খাদিমকে ডেকে বলেন :[৪৩৮]

ويحك ماحملك على أن سقيتنى السمّ؟ قال ألف دينار أعطيتها وعلى أن أعتق. قـال هات الألف، فجاء بها فألقاها عمر فى بيت المال. وقال: اذهب حيث لايراك أحد.

'তোমার ধ্বংস হোক! আমাকে বিষ প্রয়োগ করতে কিসে তোমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে? বললো : হাজার দীনার আমাকে দেওয়া হয়েছে এবং আমাকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া হবে। বললেন : এক হাজার দীনার নিয়ে এসো। সে দীনারগুলো নিয়ে এলো। 'উমার সেগুলো বায়তুল মালে পাঠিয়ে দিয়ে বললেন : কেউ তোমাকে না দেখে এমন স্থানে চলে যাও।' তাঁর একথা বলার কারণ হলো, অপরাধের কথা ফাঁস হয়ে গেলে পরিবারের লোকদের হাত থেকে সে বাঁচতে পারবে না।

এ বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় 'উমার (রহ) তাঁর খান্দানের লোকদের নিকট এ অপরাধ আপনা থেকে প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত গোপন রাখতে চান। চিকিৎসার জন্য যে চিকিৎসককে ডাকা হয় সে-ই এ বিষ প্রয়োগের কথা প্রকাশ করে দেয়।

হযরত 'উমার (রহ) তখন হিমসের 'দায়রু সাম'আন'[৪৩৯] নামক জনপদে অবস্থান করছিলেন। অসুস্থ অবস্থায় সেখানে বিশ দিন থাকেন। অসুস্থতার খবর রোমে পৌঁছলে রোমান সম্রাট তাঁর চিকিৎসার জন্য নিজের ব্যক্তিগত চিকিৎসককে পাঠান। তিনি দায়রু সাম'আনে এসে 'উমারকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিশ্চিত হন যে, তাঁকে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে। তিনি যখন চিকিৎসার উদ্যোগ নেন তখন 'উমার কোন রকম চিকিৎসা করাতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি বলেন :[৪৪০]

والله لو أن شفائى أن أمس شحمة أذنى أو أوتى بطيب فأشمه مافعلت.

'আল্লাহর কসম! যদি আমার নিরাময় কেবল এতেই হয় যে, আমি আমার কানের লতি স্পর্শ করি অথবা একটু সুগন্ধির ঘ্রাণ নিই তাহলেও আমি তা করবো না।'

আসলে তিনি নানা কারণে জীবনের প্রতি ভীষণ বিতৃষ্ণ হয়ে উঠেছিলেন। পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে তিনি মোটেও মেনে নিতে পারছিলেন না। ইবন 'আবদিল হাকাম বর্ণনা

---

৪৩৭. তাযকিরাতুল হুফফাজ-১/১২১

৪৩৮. প্রাগুক্ত

৪৩৯. দিমাশকের পাশে একটি বিনোদনমূলক স্থান। (আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৩/২৮৫, টীকা নং-৩, ৪/৪৩২; টীকা নং-৪)

৪৪০. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৯/২১০; আল-কামিল ফিত তারীখ-৫/৬৫

করেছেন, তাঁর অতি প্রিয় পুত্র 'আবদুল মালিক, ভাই সুহায়ল এবং ব্যক্তিগত খাদিম মুযাহিম-এর মৃত্যুর পর থেকে তিনি সব সময় ভীষণ বিষণ্ন থাকতেন। পার্থিব কোন কিছুর প্রতি তাঁর আর কোন আকর্ষণ ছিল না। বিশেষ করে পুত্র 'আবদুল মালিকের মৃত্যুতে তিনি শোকে এত কাতর হয়ে পড়েন যে, সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে যান। তারপর একে একে ভাই সুহায়ল এবং একান্ত খাদিম মুযাহিমের মৃত্যু তাঁর জন্য মোটেও কম বেদনার ছিল না। তাই এ সময় তিনি দিমাশ্কের তৎকালীন সবচেয়ে বড় দুনিয়ার ভোগ-বিলাস বিমুখ আল্লাহ ওয়ালা ব্যক্তি আবূ যাকারিয়াকে ডেকে পাঠান। তিনি উপস্থিত হলে তাঁদের মধ্যে নিম্নের কথোপকথন হয় :

'উমার : 'ওহে ইবন আবী যাকারিয়া, আপনি কি বুঝতে পেরেছেন আমি আপনাকে কি জন্য ডেকে পাঠিয়েছি?

ইবন আবী যাকারিয়া : না, আমি বুঝতে পারিনি।

'উমার : এমন একটি কথা আমি আপনাকে বলতে চাই, যা আপনি গোপন রাখবেন বলে কসম খেয়ে অঙ্গীকার না করলে আমি বলবো না।

আবূ যাকারিয়া কসম খেয়ে প্রকাশ না করার অঙ্গীকার করলেন।

'উমার বললেন : আপনি আমার জন্য দু'আ করুন আল্লাহ যেন আমাকে মৃত্যু দান করেন।

ইবন আবী যাকারিয়া : এটা মুসলমানদের জন্য খুবই খারাপ কথা হবে। আমি যদি এ দু'আ করি, তা হবে মুসলিম উম্মাহর সংগে চরম দুশমনি।

'উমার (রা) তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, আপনি আমার কাছে কসম খেয়ে অঙ্গীকার করেছেন।'

ইবন আবী যাকারিয়া দু'আ করলেন এবং সেই সাথে নিজের মৃত্যু কামনা করেও দু'আ করেন। হযরত 'উমার নিজের ছোট এক সন্তানকেও ডেকে আনান এবং আবূ যাকারিয়াকে বলেন, এই সন্তানটিকে আমি খুব বেশী ভালোবাসি। এর মৃত্যু কামনা করেও দু'আ করুন। ইবন আবী যাকারিয়া শিশুটির মৃত্যু কামনা করে দু'আ করেন। বর্ণনাকারী বলেন, 'উমার, ইবন আবী যাকারিয়া ও শিশু তিনজনই একে একে প্রায় একই সঙ্গে মারা যান। তবে এটা জানা যায় না যে, ইবন আবী যাকারিয়াকে তিনি অসুস্থ অবস্থায় ডেকে ছিলেন নাকি তার আগে।[৪৪১]

অন্য একটি বর্ণনায় জানা যায়, যখন তাঁর পুত্র আবদুল মালিক, তাঁর ভাই সুহায়ল এবং একান্ত খাদিম মুযাহিম একের পর এক ইনতিকাল করেন তখন তিনি দুঃখ-বেদনায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ অসুস্থ অবস্থায় তিনি ওযু করেন, নামায পড়েন এবং অত্যন্ত বিনয় ও বিনম্র চিত্তে আল্লাহর দরবারে দু'আ করেন :

---

৪৪১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৯/২১০; সীরাতু ইবন 'আবদিল হাকাম-১১৫

'হে আল্লাহ, তুমি সুহায়ল, আবদুল মালিক ও মুযাহিমকে মৃত্যু দান করেছো। তারা ছিল আমার সঙ্গী ও সহযোগী। এখন আমাকেও উঠিয়ে নাও।' তাঁর এ দু'আ কবুল হয় এবং তিনি ইনতিকাল করেন।

তাঁর এই অসুস্থতা ছিল বেশ কিছুদিন। স্ত্রী ফাতিমা ও ভাই মাসলামা সর্বক্ষণ তাঁর সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। এ দু'জন তাঁকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। একদিন মাসলামা বললেন : আমীরুল মু'মিনীন! আপনার অনেকগুলো সন্তান এবং তাদেরকে আপনি বায়তুল মালের সম্পদ থেকে বঞ্চিত করেছেন। আপনি আমাকে অথবা খান্দানের অন্য কাউকে নির্দেশ দিলে আপনার জীবদ্দশায় তাদের জন্য কিছু একটা ব্যবস্থা করা যায়।

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয শোয়া অবস্থায় ছিলেন। তার একথা শুনে বললেন : তোমরা আমাকে ধরে একটু বসাও। তাঁকে ধরে বসানো হলে তিনি বললেন :

الحمد لله، أبالفقر تَخَوِّفني يامسلمة! أما ما ذكرت من أني فطمت أفواه ولدى عن هذا المال، وتركتهم عالة، فإني لم أمنعهم حقا هو لهم، ولم أعطهم حقا هو لغيرهم : وأما ماسألت من الوصاة إليك، أو إلى نظرائك من أهل بيتي، فإن وصيتي بهم إلى الله الذى نزّل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وإنما بنو عمر أحد رجلين : رجل اتقى الله، فجعل الله له من أمره يسرا، ورزقه من حيث لايحتسب، ورجل غير وفجر، فلايكون عمر أول من أعانه على ارتكابه.

'সকল প্রশংসা আল্লাহর। মাসলামা! তুমি কি আমাকে দারিদ্রের ভয় দেখাচ্ছো? এই যে তুমি বললে, আমি আমার সন্তানদের মুখ এই ধন-সম্পদ থেকে শুকনো রেখেছি এবং তাদেরকে আমি নিঃস্ব অবস্থায় ছেড়ে যাচ্ছি। আসলে আমি তাদের কোন কিছু থেকে বঞ্চিত করিনি এবং অন্যের কোন অধিকার হরণ করে তাদের দিইনি। আর এই যে তুমি দাবী করলে, আমি যেন তাদের ব্যাপারে তোমাকে অথবা তোমার মত আমার খান্দানের অন্য কাউকে অসীয়াত করে যাই। তাদের ব্যাপারে আমি আল্লাহকে অসী বানিয়ে যাচ্ছি যিনি কিতাব নাযিল করেছেন এবং যিনি সৎকর্মশীলদের ওলী বা অভিভাবক। 'উমারের সন্তানগণ দু'ধরনের লোকের যে কোন একটি হতে পারে। এক ব্যক্তি যে আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তার জীবনকে সহজ করে দেবেন এবং তার জীবিকার এমনভাবে ব্যবস্থা করে দেবেন যে সে তার ধারণাও করতে পারবে না। আরেক ব্যক্তি যে বিকৃত হয়ে পাপাচারে লিপ্ত হবে। সেক্ষেত্রে উমার তার পাপাচারের প্রথম সাহায্যকারী হতে পারে না।'

তারপর তিনি সন্তানদের সকলকে ডাকতে বলেন। তাদের সংখ্যা ছিল মোট বারো মতান্তরে নয় জন। তারা উপস্থিত হলে তিনি তাদের প্রতি গভীর মমতাভরা দৃষ্টিতে তাকান। তাঁর চোখ দু'টি অশ্রুতে টলমল হয়ে যায়। সন্তানরাও কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। এ অবস্থায় তাদের লক্ষ্য করে বলেন :

بنفسى فتية تركتهم ولامال لهم! يابنى : إنى قد تركتكم من الله بخير، إنكم لاتمرون على مسلم ولامعاهد إلا ولكم عليه حق واجب إن شاء الله، يابنى ميَّلتُ رائى بين أن تفتقروا فى الدنيا، وبين أن يدخل أبوكم النار، فكان أن تفتقروا إلى آخر الأبد خيرا من دخول أبيكم يوما واحدا فى النار، قوموا يابنى عصمكم الله ورزقكم.

'আমার সন্তানগণ যাদের আমি নিঃস্ব অবস্থায় ছেড়ে যাচ্ছি তাদের প্রতি আমার জীবন উৎসর্গ হোক! আমার সন্তানগণ! আমি তোমাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে ভালো অবস্থায় রেখে যাচ্ছি। তোমরা যে কোন মুসলমান ও চুক্তিবদ্ধ যিম্মীর নিকট যাও না কেন তার উপর তোমাদের কিছু না কিছু অধিকার থাকবে ইনশাআল্লাহ। আমার সন্তানগণ! দুইটি পথের মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণ করা তোমার পিতার এখতিয়ারে ছিল। একটি এই যে, দুনিয়াতে অভাব ও দারিদ্রের মধ্যে থাকা, আর দ্বিতীয় এই যে, তোমাদের পিতার দোযখে প্রবেশ করা। তোমাদের পিতা একদিনের জন্য দোযখে প্রবেশ করার চেয়ে চিরকালের জন্য তোমাদের অভাবী থাকা শ্রেয় বলে মনে করেছে। এখন তোমরা যাও। আল্লাহ তোমাদের হিফাজত করুন, জীবিকা দান করুন।' ঐতিহাসিকগণ বলেছেন, 'উমারের কোন সন্তান অভাবে কষ্ট পায়নি। কারো মুখাপেক্ষীও হয়নি।'[৪৪২]

যখন তাঁর নিশ্চিত বিশ্বাস হলো যে, তিনি আর বেঁচে থাকবেন না তখন পরবর্তী খলীফা ইয়াযীদ ইবন 'আবদিল মালিককে ডেকে তাঁকে একটি লিখিত অন্তিম উপদেশ দান করেন। তার কিছু অংশ নিম্নরূপ :[৪৪৩]

بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى يزيد بن عبد الملك، السلام عليك، فإنى أحْمَدُ إليك الله الذى لاإله إلا هو، أما بعدُ، فإنى كتبت إليك وأنا دَنِفٌ (المريض الثقيل) من وَجَعى، وقد علمت أنى مسئول عما وَليت، يحاسبنى عليه مليكُ الدنيا والأخرة،ولست أستطيع أن أُخْفِى عليه من عملى شيئًا، يقول تعالى فيما يقول : (فلنقصَّنَّ عليهم بعلم وماكنا غائبين) فان يَرْضَ عنى الرحيمُ، فقد أفلحتُ ونجوتُ من الهوان الطويل، وإن سَخِط علىَّ فياويح نفسى! إلاَمَ أصيرُ؟ أسأل الله الذى لا إله إلا هو أن يُجيرنى من النار برحمته، وأن يمُنَّ علىَّ برضوانهِ

৪৪২. ইবনুল জাওযী-২৮০; আল-'ইক্‌দ আল-ফারীদ-৪/৪৩৯; সিফাতুস সাফওয়া-২/১২৬; জামহারাতু খুতাব আল-'আরাব-২/১১২-১১৪

৪৪৩. জামহারাতু রাসায়িল আল-'আরাব-২/৩১৪

والجنة، وعليك بتقوى الله، والرعية والرعية، فإنك لن تَبْغِي بعدى إلا قليــلا حتــى تَلْحَقَ باللطيف الخبير، والسلام.

'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আল্লাহর বান্দা আমীরুল মু'মিনীন 'উমারের পক্ষ থেকে ইয়াযীদ ইবন 'আবদিল মালিকের প্রতি। আপনার প্রতি সালাম। আমি আপনার নিকট সেই আল্লাহর প্রশংসা করছি যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। অতঃপর এই যে, আমি যখন আপনাকে এ উপদেশ পত্র লিখছি তখন আমি একজন যন্ত্রণা কাতর মরণপথের যাত্রী। আমি একথাও অবগত যে, আমার দায়িত্ব সম্পর্কে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে। দুনিয়া ও আখিরাতের মালিক আমার নিকট থেকে এর হিসাব নিবেন। তাঁর কাছে আমি আমার কাজের কোন কিছু গোপন করতে সক্ষম হবো না। আল্লাহ বলেন : 'অতঃপর তাদের নিকট পূর্ণ জ্ঞানের সাথে তাদের কার্যাবলী বিবৃত করবোই, আর আমি তো অনুপস্থিত ছিলাম না।' (৭/৭) পরম দয়ালু যদি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হন তাহলে তো আমি সফলকাম এবং দীর্ঘ অপমান ও লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি পাব। আর তিনি যদি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হন তাহলে তো আমার সর্বনাশ। আমি কার কাছে যাব? আল্লাহ, যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই, তাঁর নিকট আমার প্রার্থনা যে, তিনি যেন তাঁর করুণায় আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন এবং তাঁর সন্তুষ্টি ও জান্নাত দ্বারা আমার প্রতি অনুগ্রহ করেন। তাকওয়া বা আল্লাহর ভীতি অবলম্বন করা আপনার উচিত হবে। জনগণের ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন, জনগণের ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন। মনে রাখবেন, আমার পরে আপনি অতি অল্পই সময় পাবেন। অতঃপর আপনি সূক্ষ্মদর্শী সর্বজ্ঞ সত্তার সাথে মিলিত হবেন। ওয়াস সালাম!'

কোন কোন বর্ণনায় উক্ত উপদেশ বাণীতে নিম্নের কথাগুলোও ছিল : "সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিক আল্লাহর এক বান্দাহ ছিলেন, আল্লাহ তাকে মৃত্যু দান করেছেন এবং তিনি আমাকে খলীফা বানিয়ে তোমাকে পরবর্তী উত্তরাধিকার মনোনীত করে গেছেন। আমি যে অবস্থা ও অবস্থানে ছিলাম সেখান থেকে যদি আমি চাইতাম যে আমার অনেকগুলো স্ত্রী হোক, অঢেল অর্থ-বিত্তের অধিকারী হই তাহলে আল্লাহ আমাকে এর চেয়ে ভালো ভালো জিনিস আমাকে দিতেন। যা তিনি অন্য যে কোন বান্দাহকে দিতে পারেন। কিন্তু একটি কঠিন ও মারাত্মক জিজ্ঞাসাবাদকে ভীষণ ভয় করি। আর সেটা আল্লাহর পাকড়াও ছাড়া আর কিছু নয়।"[৪৪৪]

যখন তিনি একেবারে অন্তিম অবস্থায় তখন অনেকে বললেন, আপনি মদীনায় চলে গেলে ভালো হতো। তাহলে রাসূলুল্লাহর (সা) কবরের পাশে চতুর্থ যে স্থানটুকু খালি আছে সেখানে আবূ বকর ও 'উমারের (রা) পাশে সমাহিত হতে পারেন। একথার জবাবে তিনি বলেন : "আল্লাহর কসম! আগুন ছাড়া আর যে কোন রকমের শাস্তি আল্লাহ আমাকে দেন আমি সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করবো। কিন্তু এ আমার মনঃপূত নয় যে, আল্লাহ একথা জানুন, আমি তাঁর নবীর (সা) পাশে দাফন হওয়ার যোগ্য বলে মনে করি।"[৪৪৫]

---

৪৪৪. ইবনুল জাওযী-২৮০
৪৪৫. তাবাকাত-৫/২৯৮

কবরের জন্য ভূমি ক্রয়

অতঃপর তিনি দায়রু সাম'আনের এক যিম্মীর নিকট থেকে চল্লিশ হাজার দিরহামে কবরের জন্য একখণ্ড ভূমি ক্রয় করেন। কিন্তু লোকটি মূল্য গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলে, আপনি আমার ভূমিতে দাফন হচ্ছেন, সেটাই আমার শুভ ও কল্যাণের কারণ হবে। কিন্তু 'উমার তাঁর কোন কথা শুনলেন না। জোর করে ভূমির মূল্য তার হাতে তুলে দেন।[৪৪৬]

একেবারে অন্তিম সময়ে মাসলামা ইবন 'আবদিল মালিক দেখা করতে চাইলেন। অতি অল্প সময়ের জন্য অনুমতি দিলেন। মাসলামা মাথার কাছে দাঁড়িয়ে বললেন: হে আমীরুল মু'মিনীন! আমাদের পক্ষ থেকে আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন। আপনি আমাদের পাষাণ হৃদয়কে কোমল করে দিয়েছেন। আপনি আমাদেরকে সৎকর্মশীলদের মধ্যে পরিগণিত হওয়ার যোগ্য করে তুলেছেন।

একটি বর্ণনায় এসেছে যে, মাসলামা যখন খলীফাকে কিছু অসীয়াত করে যাওয়ার অনুরোধ করেন তখন তিনি বলেন, সম্পদ কোথায় যে অসীয়াত করবো? মাসলামা বললেন, আমি এক লাখ দিরহাম আপনার নিকট পাঠাচ্ছি। সেই অর্থের ব্যাপারে অসীয়াত করে যাবেন। বললেন, ঐ অর্থ যেখান থেকে অন্যায়ভাবে নিয়ে এসেছো সেখানে ফিরিয়ে দাও। একথার পর মাসলামা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন।[৪৪৭]

রাজা' ইবন হায়ওয়াকে ডেকে বললেন, তিনি যেন গোসল দেন, কাফন পরান এবং ধরে কবরে নামান। দাসীকে সুগন্ধির সাথে মিশ্ক মিশাতে নিষেধ করেন, ইট দিয়ে কবর পাকা করতেও বারণ করেন। কাফনের জন্য নিজেই পাঁচ প্রস্থ কাপড় নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন এবং বলে রেখেছিলেন যে, হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) তাঁর খান্দানের মৃতদেরকে এভাবে কাফন পরাতেন। হযরত রাসূলে কারীমের (রা) কয়েক টুকরো নখ ও কয়েকটি কেশ চেয়ে এনে কাফনের মধ্যে দেওয়ার কথা বলে যান।[৪৪৮]

একেবারে অন্তিম সময়ে স্ত্রী ফাতিমা ও শ্যালক মাসলামা নিকটে বসা ছিলেন। তাঁদেরকে বলেন:

قوموا عنى فإنى أرى خلقا مايزدادون إلا كثرة ماهم بجن ولاأنس.

"আমার কাছ থেকে তোমরা একটু সরে যাও। আমি দেখতে পাচ্ছি, বিশাল সংখ্যক এক ধরনের সৃষ্টি (মাখলূক) আমার নিকট সমবেত হচ্ছে। তারা না জিন এবং না মানুষ।" আল্লাহই জানেন, তারা কোন ধরনের মাখলূক ছিল। তারা কি আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের ফেরেশতা ছিল, না অন্য কিছু।

ফাতিমা ও মাসলামা দু'জনই তাঁর কথা মত উঠে পাশের একটি কক্ষে গেলেন। সেখান থেকেই তাঁরা নিম্নের এ আয়াতটি পাঠের আওয়াজ শুনতে পেলেন:

---

৪৪৬. প্রাগুক্ত-৫/২৯৯; আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৪/৪৩২, ৪৪০

৪৪৭. আল-কামিল ফিল লুগাহ্ ওয়াল আদাব-১/১৩৯-১৪০

৪৪৮. তাবাকাত-৫/৩০০; ইবনুল জাওযী-২৮২

تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لاَيُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِي الأَرْضِ وَلاَفَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ. (القصص : ٨٣)

'ইহা আখিরাতের সেই আবাস যা আমি নির্ধারিত করি তাদের জন্য যারা এই পৃথিবীতে উদ্ধত হতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য।'[৪৪৯]
অপর একটি বর্ণনায় এসেছে। একেবারে অন্তিম সময়ে স্ত্রী ফাতিমা স্বামীকে বললেন, আপনি মোটেই ঘুমাননি। আমি একটু সরে যাই, আপনি একটু ঘুমান। তারপর তিনি উঠে পাশের কক্ষে যান। একটু পরেই সেখান থেকে পূর্বে উল্লেখিত আয়াতটি পাঠ করার শব্দ শুনতে পান। তারপর কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে তিনি তাঁর সেবায় রত চাকরকে ডেকে বলেন, দেখতো কি হলো? সে ছুটে গিয়ে দেখতে পায় খলীফা ঘাড় কাৎ করে পড়ে আছেন। সে চিৎকার দিয়ে উঠলে স্ত্রী ও মাসলামা ছুটে গিয়ে তাঁকে মৃত পান। মুখ কিবলার দিকে, একটি হাত মুখের উপর এবং আরেকটি হাত চোখের উপর রাখা। এভাবেই দুনিয়া থেকে বিদায় নেন হিজরী দ্বিতীয় শতকের প্রথম বছরে তৎকালীন বিশ্বের সবচেয়ে বেশী সৎ, আল্লাহভীরু ও মর্যাদাবান মানুষটি। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন। সেটা ছিল হিজরী ১০১ সনের রজব মাসের ২০, মতান্তরে ২৪ অথবা ২৫ তারিখ, খ্রী. ৭১৯ সন।[৪৫০] তখন তাঁর বয়স ছিল ৩৯ বছর কয়েক মাস, মতান্তরে ৪০ বছর কয়েক মাস। মোট দুই বছর পাঁচ মাস খিলাফতের মসনদে আসীন ছিলেন। খুনাসিরা মতান্তরে দায়রু সাম'আন-এ তাঁকে দাফন করা হয়।[৪৫১] মাসলামা ইবন 'আবদিল মালিক তাঁর জানাযার নামায পড়ান।[৪৫২]

পরবর্তী খলীফা

তিনি ইয়াযীদ ইবন 'আবদিল মালিককে পরবর্তী খলীফা মনোনীত করে যান। অবশ্য একথাই সঠিক যে, তাঁর পূর্ববর্তী খলীফা সুলায়মান 'উমারের পরে ইয়াযীদকে মনোনীত করে যান। মৃত্যুর পূর্বে তিনি বলেছিলেন :[৪৫৩]

لو كان الأمر إليَّ لولّيتُ ميمون بن مهران والقاسم بن محمد.

'বিষয়টি যদি আমার হাতে থাকতো তাহলে আমি মায়মূন ইবন মিহ্‌রান ও কাসিম ইবন মুহাম্মাদকে মনোনীত করতাম।'

সন্তান

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) চার স্ত্রী ছিলেন। প্রত্যেকেরই সন্তান ছিল। লুমাইস বিন্‌ত 'আলীর ছিল তিন সন্তান 'আবদুল্লাহ, বাকর, ও উম্মু 'আম্মার। উম্মু

---

৪৪৯. আল-কামিল ফিত তারীখ-৫/৬২
৪৫০. ড. 'উমার ফাররূখ, তারীখুল আদাব আল-'আরাবী-১/৬০৫
৪৫১. তাবাকাত-৫/৩০১-৩০২; আল-কামিল ফিত তারীখ-২/৬২
৪৫২. তারীখ আল-ইয়া'কূবী-২/৩০৮
৪৫৩. প্রাগুক্ত

'উছমান বিন্‌ত শুআইবের ছিল এক ছেলে– ইবরাহীম। ফাতিমা বিন্‌ত 'আবদিল মালিকের ছিল তিন ছেলে– ইসহাক, ইয়া'কূব ও মূসা। আর উম্মু ওয়ালীদের ছিল নয় ছেলে-মেয়ে। যথা : 'আবদুল মালিক, ওয়ালীদ, 'আসিম, ইয়াযীদ, 'উবায়দুল্লাহ, 'আবদুল 'আযীয, যাবানা, আমাতা ও উম্মু 'আবদিল্লাহ। আল-ইয়া'কূবী বলেন, মৃত্যুর সময় তিনি নয়জন পুত্র সন্তান রেখে যান।[৪৫৪] তাঁর জীবদ্দশায় অতি আদরের ছেলে 'আবদুল মালিকের মৃত্যু হয়। তিনি নিজ হাতে তাকে কবরে নামিয়ে মাটি সমান করেন। কবরের উপর মাথা ও পায়ের দিকে যয়তূনের দু'টি ডাল গেড়ে দেন। মানুষ তখন 'উমারকে ঘিরে ছিল। তিনি দাঁড়িয়ে মৃত ছেলের উদ্দেশ্যে নিম্নের কথাগুলো উচ্চারণ করেন :

رحمك الله يا بنيَّ، فقد كنت برًّا بأبيك، والله مازلت مذ وهبك الله لى بك مسرورًا ولاوالله ما كنتُ قط أشدّ سرورا بك، ولاأرجى لحظى من الله فيك، مذوضعتك فى الموضع الذى صيَّرك الله إليه، فغفر الله لك ذنبك، وجازاك بأحسن عملك، وتجاوز عن سيئاتك، وحم الله كل شافع يشفع لك بخير، من شاهد أو غائب، رضينا بقضاء الله، وسلمنا لأمره، والحمد لله رب العالمين.

'আমার ছেলে! আল্লাহ তোমার প্রতি দয়া করুন। তুমি তোমার পিতার বাধ্য ছিলে। আল্লাহর কসম! আল্লাহ তোমাকে দান করার পর থেকে আমি তোমাকে নিয়ে সবসময় খুশী ছিলাম। আল্লাহর কসম! কখনো সে খুশী মাত্রাতিরিক্ত ছিল না। আল্লাহ যেখানে তোমাকে নিয়ে যাচ্ছেন সেখানে তোমাকে রাখার পর তোমার মধ্যে আমার জন্য আল্লাহর নিকট কিছুই প্রত্যাশা করি না। আল্লাহ তোমার গুনাহ্ মাফ করুন, তোমার ভালো কাজের বদলা দিন এবং খারাপ কাজ উপেক্ষা করুন। দূরের ও নিকটের যে কেউ তোমার জন্য সুপারিশ করেন, আল্লাহ এমন সকল সুপারিশকারীকে দয়া করুন। আমরা আল্লাহর ফয়সালায় রাজি এবং তাঁর ইচ্ছা ও আদেশকে মেনে নিয়েছি। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের জন্য সকল প্রশংসা।'

ভদ্র, শালীন ও রুচিশীল মানুষ ছিলেন

তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনম্র ও মিষ্টি-মধুর চরিত্রের মানুষ। কিছু বিশেষ লোক ছিলেন যাদের সাথে রাতের বেলা খিলাফতের বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ করতেন। কিন্তু যখন তাঁর ইচ্ছা হতো যে, এই লোকগুলো এখন উঠে যাক, তখন শুধু এতটুকু বলতেন যে– যদি আপনারা চান!

একবার 'আবদুল্লাহ ইবন হাসান তাঁর কিছু প্রয়োজনে খলীফা সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিকের নিকট আসেন এবং 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযকে মাধ্যম বানান। এ

---

৪৫৪. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-২/১৮২; জামহারাতু খুতাব আল-'আরাব-২/২১৭

কারণে সময়ে সময়ে তাঁর কাছে আসা-যাওয়া আরম্ভ করেন। একদিন 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তাঁকে বলেন, আপনি আমার নিকট কেবল তখন আসবেন যখন ভিতরে প্রবেশের অনুমতি লাভ করেন। কারণ, আমার এটা পছন্দ নয় যে, আপনি আমার দরজায় এসে অনুমতি না পেয়ে ফিরে যান।

একদিন তিনি আসলে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তাঁকে বললেন, সেনাবাহিনীর একজন সদস্য প্লেগে আক্রান্ত হয়েছে। আপনি আপনার জন্মভূমিতে ফিরে যান। কারণ, আপনি আমার একজন অতি প্রিয় ব্যক্তি।

একবার তিনি ভুলক্রমে সালাম না দিয়েই কিছু মানুষের নিকট বসে পড়েন। স্মরণ হলে উঠে দাঁড়িয়ে সালাম করে আবার বসেন।[৪৫৫]

বিনয়, সাম্য ও নিরহঙ্কার মনের মানুষ

খিলাফতের মসনদে আসীন হওয়ার পূর্বে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয ছিলেন একজন অহঙ্কারী ও বিলাসী মানুষ। অত্যন্ত দামী কাপড় পরতেন, মূল্যবান সুগন্ধি গায়ে লাগাতেন এবং গর্বভরে রাস্তায় চলতেন। তবে খলীফা হওয়ার সাথে সাথে তাঁর স্বভাব-চরিত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। তিনি তাঁর গর্ব-অহঙ্কারকে বিনয় ও নম্রতায় পরিবর্তন ঘটান। যখন তিনি মদীনার ওয়ালী ছিলেন তখন তাঁর আচার-আচরণে পরিষ্কার বুঝা যেত, তিনি একজন ওয়ালী। তবে খলীফা হওয়ার পর কেউ বুঝতে পারতো না যে, তিনি একজন খলীফা।

খলীফা হওয়ার পর যখন রাজকীয় বাহন এসে দাঁড়ালো তখন তিনি তাদেরকে একথা বলে ফিরিয়ে দেন যে, "আমার খচ্চরটিই আমার জন্য যথেষ্ট।" যখন তিনি খচ্চরের উপর সোয়ার হয়ে চলতে যাবেন তখন কোতোয়াল বর্শা উঁচিয়ে আগে আগে চলতে চাইলো। তিনি তাকে একথা বলে বিদায় করেন যে, আমিও অন্য সাধারণ মুসলমানদের মত একজন মুসলমান। শাহী প্রাসাদে প্রবেশ করে দামী দামী পর্দাসমূহ ছিঁড়ে ফেলার নির্দেশ দেন। খলীফাগণ যে মূল্যবান কার্পেট ও বিছানায় বসতেন তা বিক্রী করে সেই অর্থ বায়তুল মালে জমা দিয়ে দেন।[৪৫৬]

লোকেরা যখন তাঁর সম্মানে উঠে দাঁড়ালো, তিনি বললেন : "ওহে জনগণ! যদি আপনারা দাঁড়িয়ে থাকেন তাহলে আমিও দাঁড়িয়ে থাকবো। আপনারা বসলে আমিও বসবো। মানুষের কেবল আল্লাহর সামনেই দাঁড়ানো উচিত।[৪৫৭]

বানূ উমাইয়্যা খলীফাদের নিয়ম ছিল যখন তাঁরা কোন জানাযায় যোগাদান করতেন তখন সর্বপ্রথম তাঁদের বসার জন্য এক ধরনের বিশেষ চাদর বিছানো হতো। একবার 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয একটি জানাযায় যোগদান করেন এবং নিয়ম অনুযায়ী তাঁর জন্যও

---

৪৫৫. ইবনুল জাওযী-৬২, ৬৩
৪৫৬. প্রাগুক্ত : ৫৩-৫৪
৪৫৭. সীরাতু ইবন 'আবদিল হাকাম-৩০

চাদর বিছানো হয়। তবে তিনি পা দ্বারা চাদরটি গুঁটিয়ে মাটিতে বসে পড়েন। সরকারী নিরাপত্তা প্রহরীদেরকে খলীফার সম্মানে উঠে দাঁড়াতে কঠোরভাবে নিষেধ করে দেন এবং তাদের সাথে সমান্তরালভাবে পাশাপাশি বসতেন। তারা তাড়াহুড়ো করে আগে ভাগে সালাম দিত। তিনি তাদেরকে বলতেন, তোমরা প্রথমে সালাম করবে না; বরং আমাদের উপর এটা ওয়াজিব যে, আমরা তোমাদেরকে প্রথমে সালাম করি।

গর্ব, অহঙ্কার ও আত্ম-অহমিকার প্রতি তাঁর এতই ঘৃণা ছিল যে, যখন কোন ভাষণ দিতেন অথবা কিছু লিখতেন তখন যদি মনে সামান্য পরিমাণ গর্ব-অহঙ্কারের ভাব সৃষ্টি হতো তাহলে ভাষণ বন্ধ করে চুপ হয়ে যেতেন এবং লেখা কাগজটি ছিঁড়ে ফেলতেন। তারপর আল্লাহর নিকট ফরিয়াদের সুরে বলতেন : হে আল্লাহ! আমি আমার প্রবৃত্তির অনিষ্ট থেকে আপনার আশ্রয় চাই।[৪৫৮]

তিনি বলতেন, আত্ম-অহঙ্কারের ভয়ে আমি বেশী কথা বলি না।[৪৫৯]

তিনি ছিলেন খলীফা এবং আমীরুল মু'মিনীন। তা সত্ত্বেও নিজেকে ব্যক্তি 'উমারই মনে করতেন। একবার তাঁর এক ভাই এসে বলে, "আপনি অনুমতি দিলে আমি আপনাকে 'উমার হিসেবে এমন কথা বলবো যা আজ আপনার পছন্দ হবে না, তবে আগামী দিনে পছন্দ হবে। আর তা না হলে আপনাকে আমীরুল মু'মিনীন মনে করেই কথা বলবো, যা আজ আপনার পছন্দ হবে কিন্তু আগামীকাল তা হবে অপছন্দ। বললেন, আমাকে তুমি 'উমার মনে করেই কথা বল যা আজ আমার অপ্রিয় হবে কিন্তু আগামীকাল হবে প্রিয়।

সাধারণতঃ সকল জানাযায় তিনি অংশগ্রহণ করতেন এবং অন্য সাধারণ মুসলমানদের মত লাশের খাটিয়ায় কাঁধ দিতেন। একবার এক বৃষ্টির দিনে একটি জানাযার নামায পড়ান। ঘটনাক্রমে একজন মুসাফির এসে পড়ে। তার গায়ে কোন চাদর ছিল না। তিনি লোকটিকে নিকটে ডেকে নিয়ে নিজের গায়ের চাদরে তাকে জড়িয়ে নেন।

একবার তিনি একটি গির্জায় যান। সেখানে দেখতে পান যে, কিছু লোক থালায় করে কিছু নিয়ে যাচ্ছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : এতে কি? লোকেরা বললো : গির্জার পাদরী মানুষকে আহার করাচ্ছেন। এরপর তাঁর সামনেও একটি খাবারের থালা উপস্থাপন করা হলো। তাতে পেস্তা ও বাদাম ছিল। তিনি জানতে চান অন্য থালাতেও একই খাবার আছে কিনা। তারা বললো : নেই। তিনি বললেন, তাহলে খাবারের থালাটি ফিরিয়ে নিয়ে যাও।[৪৬০]

বিনয় ও নম্রতার কারণে যে কোন প্রশংসাকারীকে ভীষণ অপছন্দ করতেন। একবার জনৈক ব্যক্তি সামনেই তাঁর প্রশংসা করে। তিনি বলেন, আমার নিজের অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে যতটুকু আমি জানি, তা যদি তোমার জানা থাকতো তাহলে তুমি আমার চেহারার দিকে তাকাতেই না।

---

৪৫৮. ইবনুল জাওযী-৫৭, ৬৩, ৮৬

৪৫৯. তারীখ আল-খুলাফা'-২৩৮

৪৬০. সীরাতু ইবন 'আবদিল হাকাম-৫৫

তাঁর এমন বিনয় ও নম্রতার ফলে যারা তাঁকে জাঁকজমকপূর্ণ অবস্থায় দেখতে চাইতো, চিনতেই পারতো না। হাকাম ইবন 'উমার আর-রু'আইনী বলেন, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয একদল মানুষের নিকট থেকে উঠে আরেকদল মানুষের নিকট গিয়ে বসতেন। আগন্তুকদের অনেকে যারা তাঁকে চিনতো না, জিজ্ঞেস করতো, আমীরুল মু'মিনীন কোন দলটির মধ্যে আছেন? যতক্ষণ আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে না দেওয়া হতো যে, ইনি আমীরুল মু'মিনীন, তারা তাঁকে চিনতেই পারতো না।

এমন বিনয় স্বভাব সত্ত্বেও তাঁর আত্মমর্যাদাবোধ ছিল টনটনে। খলীফা হওয়ার পর নিজের বংশের লোকদের সাথে মেলামেশা কমিয়ে দেন। তখন কেউ কেউ বলতো, তিনি অহঙ্কারী হয়ে গেছেন। এ কথা শুনে তিনি বলেন, প্রথমে আমি ছিলাম একটি বখাটে ছোকরা। বংশের লোকেরা বিনা অনুমতিতে আমার কাছে আসতো, আমার গালিচা-বিছানা দলে-মুঁচড়ে একাকার করে ফেলতো। একজন শাসন কর্তৃত্বের অধিকারী ব্যক্তির যে কিছু ভিন্ন বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত, তা ছিল না। তবে খলীফা হওয়ার পর আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, হয় পূর্বের অবস্থায় থেকে আমি আমার অধিকার ক্ষুণ্ন করার জন্য তাদেরকে শাস্তি দিব, না হয় তাদের সাথে মেলামেশা ছেড়ে দিব। যাতে তারা আমার অধিকার ক্ষুণ্ন করার দুঃসাহস না করে। আমি এই শেষ পন্থাটি অবলম্বন করেছি। আর অহঙ্কার! তাতো আল্লাহর চাদর, তা নিয়ে আমি টানাটানি করতে পারি কিভাবে?[৪৬১]

দাস-দাসীদের সাথে তাঁর আচরণ এমন সমতার রূপ নেয় যে, কখনো কখনো তিনি নিজেই চাকর-বাকরদের সেবায় লেগে যেতেন। একবার পাখা ঘুরাতে ঘুরাতে এক দাসী নিদ্রাকাতর হয়ে পড়ে। তিনি পাখাটি নিয়ে তাকেই বাতাস করতে থাকেন। দাসী চোখ মেলে মনিবকে বাতাস করতে দেখে ভয়ে চিৎকার দিয়ে ওঠে। তিনি তাকে শান্ত করে বলেন, তুমিও তো আমার মত মানুষ, তোমারও তো গরম লাগতে পারে। যেভাবে পাখা ঘুরিয়ে তুমি আমাকে বাতাস করছিলে, তেমনি তোমাকেও বাতাস করা আমি সঙ্গত মনে করেছি।[৪৬২]

কর্মচারী ও চাকর-বাকরদের বিশ্রামে বিঘ্ন ঘটাতেন না। তাদের বিশ্রামের সময় নিজের কাজ নিজে করে নিতেন। একদিন রাজা' ইবন হায়ওয়ার সাথে কথা বলতে বলতে অনেক রাত হয়ে যায়। এক সময় বাতি দফ দফ করতে থাকে। পাশেই চাকর শুয়ে ছিল। রাজা' বললেন, তাকেই জাগিয়ে দিন সে ঠিক করুক। 'উমার বললেন, না, তাকে ঘুমাতে দিন। রাজা' নিজেই বাতি ঠিক করতে চাইলেন। কিন্তু অতিথির দ্বারা কাজ করানো ভদ্রতার পরিপন্থী, তাই তাঁকেও করতে দিলেন না। তিনি নিজেই উঠে গিয়ে চেরাগে যয়তূনের তেল ঢেলে ঠিক করে ফিরে এসে বললেন : "যখন আমি উঠেছিলাম তখনও 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয ছিলাম এবং এখনো 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয আছি।[৪৬৩]

---

৪৬১. ইবনুল জাওযী : ১৭২-১৭৫

৪৬২. প্রাগুক্ত-১৭২

৪৬৩. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-২/৪২৫

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য আবু আবদিল মালিক বলেছেন, একবার 'ঈদের দিন 'উমার কাতানের জামা গায়ে দিয়ে এবং মাথায় টুপির উপর পাগড়ি পরে আমাদের নিকট আসলেন। আমরা দাঁড়িয়ে তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি বললেন : থাম। আমি একা, আর আপনারা একদল। আমি আপনাদের সালাম দিব, আর আপনারা আমার সালামের জবাব দিবেন। একথা বলে তিনি সালাম দিলেন, আর আমরা তাঁর সালামের জবাব দিলাম। আমরা তাঁর বাহনের পশু হাজির করলাম, কিন্তু তিনি তাতে চড়লেন না। আমরা সকলে তাঁর সাথে হেঁটে মসজিদে গেলাম। তারপর তিনি মিম্বরে উঠে এমন এক হৃদয়গ্রাহী ভাষণ দেন যে, ডানে-বাঁয়ে সকল দিকের সকল মানুষ কাঁদতে আরম্ভ করে। তারপর তিনি ভাষণ শেষ করে নেমে পড়েন। রাজা ইবন হায়ওয়া তাঁর নিকটে গিয়ে বলেন : আমীরুল মু'মিনীন এমন ভাষণ দিয়েছেন যে, লোকদের অন্তর বিগলিত হয়ে গেছে এবং তাদেরকে কাঁদিয়ে ছেড়েছেন। আর এমন সময় কথা বন্ধ করেছেন যখন তারা তা শুনতে আরো আগ্রহী হয়েছে। 'উমার বললেন : রাজা'! আমি অহঙ্কার একেবারেই পছন্দ করিনে।[৪৬৪]

শিষ্টাচারিতা, বুদ্ধিমত্তা ও উদারতা

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয যৌবনের সূচনা পর্ব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একজন ক্ষমতাধর শাসন কর্তৃত্বের অধিকারী মানুষ হিসেবে জীবন যাপন করেন। তবে সব সময় একজন বিচক্ষণ, বিনম্র ও ভারসাম্যপূর্ণ স্বভাবের মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন। একবার একজন খারিজী সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিককে সমালোচনা ও নিন্দামন্দ করে। এই অপরাধে সুলায়মান লোকটিকে হত্যা করান। তবে হত্যার পূর্বে যখন তিনি 'উমারের সাথে এ ব্যাপারে পরামর্শ করেন তখন তিনি বলেন : "আপনিও তার সমালোচনা ও নিন্দামন্দ করুন।"[৪৬৫]

সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিকের জীবদ্দশায় তো তিনি এই পরামর্শ দেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর তিনি নিজে যখন খলীফা হলেন তখন তা বাস্তবায়নের সময় আসে।

সুতরাং একবার আঞ্চলিক কর্মকর্তা আবদুল হামীদ তাঁকে লিখে জানালেন, আমার এজলাসে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই অপরাধের মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে যে, সে আপনাকে গালি দেয়। আমি তার শিরচ্ছেদের ইচ্ছা করেছিলাম। কিন্তু পরে তাকে এই ভেবে কারারুদ্ধ করেছি যে, এ ব্যাপারে আপনার মতামতটি জেনে নিই। জবাবে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয লিখলেন, যদি তুমি তাকে হত্যা করতে তাহলে আমি তোমার থেকে কিসাস নিতাম। অর্থাৎ বিনিময়ে তোমাকে হত্যা করতাম। একমাত্র রাসূলুল্লাহ (সা) ছাড়া আর কাউকে কেউ গালি দিলে তাকে হত্যা করা যায় না। এ কারণে তুমি ইচ্ছা করলে তাকে গালি দিতে পার, অন্যথায় তাকে মুক্তি দাও।[৪৬৬]

---

৪৬৪. প্রাগুক্ত-২/৪৩৩; ৪/৯২-৯৩

৪৬৫. ইবনুল জাওযী-৩৯

৪৬৬. তাবাকাত-৫/৩৭২

একবার তিনি মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিচ্ছেন। এক ব্যক্তি বলে উঠলো, আমি যদি সাক্ষ্য দিই যে, আপনি একজন ফাসিক মানুষ। একথা শুনে শুধু এতটুকু বলেন যে, তুমি একজন মিথ্যাবাদী সাক্ষী। আমি তোমার সাক্ষ্য গ্রহণ করিনে।

একবার জনৈক ব্যক্তি 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযকে একটি অসংগত কথা বলে। তিনি কোন উত্তর দিলেন না। লোকেরা বললো, আপনি চুপ করে আছেন কেন? বললেন, তাকওয়া আমার মুখে লাগাম লাগিয়ে দিয়েছে। একবার এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তি সম্পর্কে তাঁকে বলে, সে আপনাকে গালি দেয়। তিনি তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। লোকটি আবার বললো। তিনি আবার মুখ ফিরিয়ে নেন। তৃতীয়বার বললে তিনি বলেন, 'উমার তাকে এমন ঢিল দিচ্ছে যে, সে তা জানতেই পারে না।

একবার তিনি বাহনের পিঠে সোয়ার হয়ে কোথাও যাচ্ছেন। এক ব্যক্তি সোয়ারীর সামনে পড়ে গেল। সে রাগের সাথে বলে উঠলো : তুমি দেখতে পাও না? যখন সব সোয়ারীগুলো পার হয়ে গেল তখন লোকটি বলে উঠলো : এমন কেউ কি আছে যে তার বাহনের পিঠে আমাকে উঠিয়ে নিতে পারে? 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তাঁর দাসকে নির্দেশ দিলেন তাঁকে তার বাহনের পিঠে উঠিয়ে 'খাছমিয়া' পর্যন্ত পৌছে দিতে।

একদিন রাতে তিনি মসজিদে গেলেন। এক ব্যক্তি শুয়ে ছিল। অন্ধকারে লোকটির পায়ের সাথে ঠোকর খেলেন। লোকটি উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলো : তুমি কি পাগল! তিনি শুধু বললেন : না। তবে সাথে থাকা চাকরটি লোকটির এমন অমার্জিত আচরণের জন্য শাস্তি দিতে চাইলো। কিন্তু 'উমার তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, সে তো শুধু আমার কাছে জানতে চেয়েছে, আমি পাগল কিনা। আমি তার জবাবে বলেছি, না।

একবার এক ব্যক্তি তাঁকে ভীষণ কটু কথা বলে। তিনি বললেন, তুমি চাচ্ছো যে, আমি রাষ্ট্রক্ষমতার অহঙ্কারে তোমার সাথে এমন আচরণ করি যা তুমি কিয়ামতের দিন আমার সাথে করবে। একথা বলে তাকে ক্ষমা করে দেন।

একদিন তিনি দুপুরের বিশ্রামের জন্য উঠছেন, এমন সময় এক ব্যক্তি কাগজের একটি বাণ্ডিল হাতে নিয়ে এগিয়ে এলো এবং বাণ্ডিলটি তাঁর দিকে ছুড়ে দিল। তিনি মুখ ফিরিয়ে সেদিকে তাকাতেই বাণ্ডিলটি তাঁর মুখে এসে পড়লো। এতে তিনি মুখে চোট পেলেন এবং রক্তও বের হলো। তিনি একটুও উত্তেজিত না হয়ে তার আবেদন পত্রটি পাঠ করলেন এবং তার প্রয়োজন পূরণের নির্দেশ দিলেন।

একবার প্রতিবেশীর এক ছেলে তাঁর এক ছেলেকে মারে। লোকেরা ছেলেটিকে ধরে তাঁর স্ত্রী ফাতিমার নিকট নিয়ে আসে। 'উমার তখন অন্য একটি কক্ষে ছিলেন। হৈ চৈ শুনে বেরিয়ে আসেন। এ সময় একজন মহিলা এসে বলে, এ আমার ছেলে এবং পিতৃহীন ইয়াতীম। 'উমার তাকে জিজ্ঞেস করেন, এই ইয়াতীম ছেলে কি ভাতা পায়? সে বলে : না। তিনি সেই ছেলেটির নাম ভাতাপ্রাপ্ত শিশুদের তালিকায় লিখে নেওয়ার নির্দেশ দেন। স্ত্রী ফাতিমা তখন বলেন : যদি আমার ছেলেকে সে আবারও না মারে তাহলে আল্লাহ তাঁর সাথে যেন এমন আচরণ করেন। তিনি বললেন : তুমি তো তাকে ভয় পাইয়ে দিলে।

একবার তিনি এক ব্যক্তির উপর ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন এবং তার শরীর থেকে কাপড় খুলে চাবুক লাগাতে চাইলেন। কিন্তু চাবুক লাগানোর সময় তাকে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন, যদি আমি ক্রুদ্ধ অবস্থায় না থাকতাম তাহলে তাকে শাস্তি দিতাম। তারপর এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন :

والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. (آل عمران : ١٣٤)

'এবং যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল।'[৪৬৭]

ধৈর্য ও সহনশীলতা

একটা সময়ে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের উপর হঠাৎ করে যেন বিপদ-আপদের পাহাড় ভেঙ্গে পড়ে। তাঁর সর্বাধিক প্রিয় তিন ব্যক্তি অল্প দিনের ব্যবধানে মৃত্যুবরণ করে। তারা হলো পুত্র আবদুল মালিক, ভাই সাহ্ল ইবন 'আবদিল 'আযীয এবং অতি বিশ্বস্ত খাদেম মুযাহিম। এ সময় তিনি কেবল ধৈর্য ধারণই করেননি, বরং যে দৃঢ়তা অবলম্বন করেন তা দেখে লোকেরা অবাক হয়ে যায়। তিনি যখন পুত্র আবদুল মালিকের দাফন কাজে ব্যস্ত তখন এক ব্যক্তি বাম হাতে ইঙ্গিত করে বলে, আল্লাহ্ আমীরুল মু'মিনীনকে তাঁর এই ধৈর্যের বদলা দিন। তিনি লোকটির ভুল শুধরে দিয়ে বলেন, কথার মধ্যে বাম হাতে ইঙ্গিত করবে না, ডান হাতে করবে। লোকটি মন্তব্য করে : আমি আজকের মত এত বিস্ময়কর ঘটনা আর দেখিনি। একজন মানুষ তার সর্বাধিক প্রিয় সন্তানকে দাফন করছে, অথচ সে সময়ও তার ডান-বাম হাতের কথাও স্মরণ আছে।

উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গের মৃত্যুর পর মানুষ সমবেদনামূলক যত কথা বলেছে, তিনি জবাবে কেবল ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। একবার রাবী' ইবন সুবরা তাঁর কাছে আসেন এবং বলেন, 'আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে অশেষ প্রতিদান দিন। আমি এমন কোন ব্যক্তি দেখি না যার উপর মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে এত সব মুসীবত আপতিত হয়েছে। আল্লাহর কসম! আমি আপনার পুত্রের মত কোন পুত্র, আপনার ভাইয়ের মত কোন ভাই এবং আপনার চাকরের মত কোন চাকর আর কখনো দেখিনি। একথা শুনে 'উমার মাথা নীচু করে ফেলেন। রাবী'র পাশে আরেক ব্যক্তি বসা ছিল। সে বললো, আপনি তো আমীরুল মু'মিনীনকে অস্থির করে ফেললেন। একথা শুনে 'উমার মাথা উঁচু করলেন এবং বললেন : রাবী'! তুমি কি বললে? রাবী' তাঁর কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। তিনি বললেন : সেই সত্তার শপথ! যিনি তাদের মৃত্যুর ফয়সালা করেছেন। এ আমার পছন্দ নয় যে, এসব ঘটনা না ঘটতো। আবদুল মালিকের মৃত্যুর পর তিনি যে ভাষণটি দেন তাতে বলেন, জন্মের পর থেকে সে ছিল আমার অন্তরের সন্তুষ্টি ও চোখের প্রশান্তি। কিন্তু আজকের মত এত প্রশান্তি আর কখনো অনুভব করিনি। তারপর তিনি মাতম ও শোক পালন না করার নির্দেশ জারী করেন।[৪৬৮]

---

৪৬৭. ইবনুল জাওযী : ১৭৬-১৭৮

৪৬৮. প্রাগুক্ত : ২৬৪-২৬৫

সততা ও আমানতদারী

একজন খলীফার জিম্মাদারীতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে আমানতটি আসে তা হলো 'বায়তুল মাল' বা সরকারী অর্থ ভাণ্ডার। এ কারণে তার সততার মাপকাঠি এটাকেই নির্ধারণ করা যায়। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা প্রমাণ করে যে, এই মাপকাঠির নিরিখে তাঁর সততার পাল্লা সর্বদাই ভারী থেকেছে।

তিনি বায়তুল মালের বাতি জ্বালিয়ে খিলাফতের কাজ করতেন। কিন্তু যখন ব্যক্তিগত কাজ করার প্রয়োজন হতো তখন সরকারী বাতি নিভিয়ে দিয়ে নিজের ব্যক্তিগত বাতিটি জ্বালিয়ে নিতেন।[৪৬৯]

ফুরাত ইবন মাসলাম প্রতি জুমাবারে তাঁর সামনে সরকারী কাগজপত্র উপস্থাপন করতো। একদিন কাগজপত্র উপস্থাপন করা হলো। তিনি সেই কাগজ থেকে এক বিঘৎ পরিমাণ সাদা কাগজ নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে গ্রহণ করেন। যেহেতু তাঁর সততা ও আমানতদারীর কথা ফুরাতের জানা ছিল। এ কারণে তিনি মনে করলেন, হয়তো আমীরুল মু'মিনীন ভুল করে ফেলেছেন। পরের দিন খলীফা ফুরাতকে কাগজপত্রসহ ডেকে পাঠালেন। তিনি আনলেন এবং তাঁকে অন্য আরেকটি কাজে কোথাও পাঠালেন। তিনি ফিরে এলে খলীফা বললেন, আমি এখনো তোমার কাগজগুলো দেখতে পারিনি। এখন নিয়ে যাও, আমি তোমাকে ডেকে পাঠাবো। তিনি বাড়ীতে গিয়ে কাগজপত্রগুলো খুলে দেখতে পান যে, আগের দিন তিনি যে পরিমাণ কাগজ নিয়েছেন, ঠিক সেই পরিমাণ কাগজ এতে রেখে দিয়েছেন।

বায়তুল মালের অর্থ দিয়ে গরীব-মিসকীন ও সরকারী অতিথিদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হতো। কখনো তিনি এর কোন সুবিধা গ্রহণ করতেন না, তেমনিভাবে তাঁর পরিবার তথা খান্দানের কাউকে এর সুবিধা ভোগ করতে দিতেন না। নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন, এই অতিথি আপ্যায়নশালার পাকঘর থেকে যেন তাঁর ওজু-গোসলের পানি গরম করা না হয়। একবার তাঁর অজ্ঞাতে চাকর এক মাস সেখান থেকে ওজুর পানি গরম করে। তিনি জানতে পেরে সমপরিমাণ জ্বালানী কাঠ কিনে সরকারী পাকঘরে জমা করান। আরেকবার সরকারী কয়লায় গরম করা পানি দিয়ে ওজু করতে অস্বীকৃতি জানান। একবার চাকরকে এক টুকরো গোশ্‌ত ভুনে আনতে বলেন। সে সরকারী পাকঘর থেকে ভুনে আনলে বলেন, ওটা তুমি খাও। তোমার ভাগ্যে লেখা ছিল, আমার ভাগ্যে নয়।[৪৭০]

তাঁর এমন অবস্থা দেখে লোকেরা বললো, যদি আপনি এমনিভাবে সরকারী পাক ঘরের খাবার পরিহার করতে থাকেন তাহলে অন্যরাও পরিহার করতে থাকবে। একথার পর তিনি খাবারের মূল্য বায়তুল মালে জমা করে অতিথিদের সাথে আহারে অংশগ্রহণ করতে থাকেন।

---

৪৬৯. তাবাকাত-৫/৩৯৫

৪৭০. প্রাগুক্ত-৫/৩৮৪-৩৮৫

একবার তিনি চাকর মুযাহিমকে বললেন, আমার জন্য একটি রিহ্‌ল (কুরআন শরীফ রেখে পাঠের জন্য বিশেষভাবে তৈরি কাঠের মঞ্চ) কিনে আন। সে একটি রিহ্‌ল নিয়ে আসলো। তাঁর ভীষণ পছন্দ হলো। জানতে চাইলেন, কোথা থেকে এনেছো? সে বললো, সরকারী গুদামে এই কাঠটি পেয়েছি এবং তা দিয়ে রিহ্‌লটি তৈরি করেছি। বললেন, বাজারে যাও এবং এর কত দাম হয় দেখ। সে রিহ্‌লটি নিয়ে বাজারে গেল এবং আধা দীনার দাম উঠলো। সে ফিরে এসে জানালো। তিনি বললেন, তোমার মত কি? আমি যদি বায়তুল মালে এক দীনার জমা করি তাহলে কি দায়মুক্তি হবে? সে বললো, দাম তো আধা দীনার, এক দীনার দেবেন কেন। বললেন, বায়তুল মালে দুই দীনার জমা করে দাও।[৪৭১]

তিনি কখনো সরকারী জিনিস-পত্র নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহার করতেন না। একবার তাঁর এক দাস সরকারী ডাকবাহী ঘোড়ার পিঠে এক ব্যক্তিকে বহন করে। তিনি তা অবগত হয়ে তাদেরকে ডেকে এই বহনের পারিশ্রমিক নির্ধারণ করে তা বায়তুল মালে জমা দানের নির্দেশ দেন।[৪৭২]

عن طلحة بن يحيى أن عمر بن عبد العزيز كان يـبرد فحمـل مـولى لـه رجـلا علـى البريد بغير اذنه فدعاه فقال لاتبرح حتى تقومه ثم تجعله فى بيت الـمال.

'তালহা ইবন ইয়াহইয়া বলেন, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের জন্য ডাক পরিবহন করা হতো। একবার তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর এক দাস ডাকবাহী পশুর পিঠে এক ব্যক্তিকে বহন করে। তিনি জানতে পেরে তাকে ডাকেন এবং বলেন, এই বহনের জন্য ভাড়া নির্ধারণ করে তা বায়তুল মালে জমা না দিয়ে এখান থেকে যেতে পারবে না।'

একবার বায়তুল মাল থেকে মিশ্‌ক বের করে তাঁর সামনে রাখা হয়। এর সুগন্ধি তাঁর মস্তিষ্কে ঢুকে যেতে পারে এ ভয়ে সাথে সাথে নাক বন্ধ করে ফেলেন। তাঁর পাশে বসা এক ব্যক্তি বললো, সুগন্ধির একটু ঘ্রাণ নিলে এমনকি ক্ষতি হতো? বললেন, মিশ্‌ক কেবল সুগন্ধির জন্য ছাড়া আর কি জন্য খরীদ করা হয়?[৪৭৩]

একবার এক ব্যক্তি তাঁর জন্য বেশ কিছু খেজুর পাঠালো। লোকেরা খেজুর সামনে এনে রাখলো। জিজ্ঞেস করলেন, কিভাবে আনা হলো? বলা হলো, সরকারী ডাকের ঘোড়ার পিঠে। তিনি সমস্ত খেজুর বাজারে নিয়ে বিক্রী করার নির্দেশ দিলেন। খেজুর বাজারে আনা হলে মারওয়ান বংশের জনৈক ব্যক্তি তা ক্রয় করে এবং পরে তা উপহার হিসেবে 'উমারের নিকট পাঠায়। খেজুর সামনে আনা হলে বললেন, এতো পূর্বের সেই খেজুর। একথা বলে নিজে খাওয়ার জন্য কিছু সামনে রেখে দিয়ে অবশিষ্ট খেজুর পরিবারের জন্য পাঠিয়ে দেন। তবে খেজুরের মূল্য নিজে বায়তুল মালে জমা দেন।

---

৪৭১. প্রাগুক্ত-৫/৩৭০

৪৭২. কিতাবুল খারাজ-১৮৬

৪৭৩. ইবনুল জাওযী-১৬২

একবার অনেক সরকারী আপেল আসলো। তিনি জনগণের মধ্যে বণ্টন করছেন। এমন সময় তাঁর ছোট্ট একটা বাচ্চা দৌড়ে এসে একটি আপেল উঠিয়ে নিয়ে কামড় বসিয়ে দিল। তিনি মা'সূম বাচ্চাটির মুখ থেকে ফলটি কেড়ে নিলেন। বাচ্চাটি কান্না শুরু করে দিল এবং মার কাছে গিয়ে অভিযোগ করলো। মা বাজার থেকে আপেল আনিয়ে সন্তানের হাতে দিয়ে তাকে শান্ত করেন। আপেল বণ্টন শেষে তিনি ঘরে এসে আপেলের ঘ্রাণ পেলেন। স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন : ফাতিমা! কোন সরকারী আপেল তোমার কাছে এসে পড়েনি তো? স্ত্রী ঘটনা খুলে বললেন। তিনি তখন একজন অপরাধীর সুরে বললেন :

"আল্লাহর কসম! আমি ওর মুখ থেকে কেড়ে নিইনি, বরং আমি যেন আমার অন্তর থেকে কেড়ে নিয়েছিলাম। তবে আমার মোটেই মনঃপূত ছিল না যে, আমি মুসলিম জনগণের অংশের একটি আপেলের বিনিময়ে আল্লাহর নিকট নিজেকে একেবারেই ধ্বংস করে দিই।[৪৭৪]

লেবাননের মধু তাঁর খুব প্রিয় ছিল। একবার তিনি কথা প্রসঙ্গে সেই মধু খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। স্ত্রী ফাতিমা স্বামীর ইচ্ছা পূরণের জন্য লেবাননের ওয়ালী ইবন মা'দিকারিবকে বিষয়টি জানালেন। তিনি অনেক মধু পাঠিয়ে দিলেন। ফাতিমা সেই মধুর কিছু অংশ 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) সামনে উপস্থাপন করলেন। তিনি মধু দেখে বললেন, মনে হচ্ছে তুমি ইবন মা'দিকারিবকে মধু পাঠাতে বলেছিলে এবং তিনিই পাঠিয়েছেন। এরপর তিনি সব মধু বিক্রী করে তার অর্থ বায়তুল মালে জমা করে দেন। ইবন মা'দিকারিবকেও লেখেন : তুমি ফাতিমার কথামত মধু পাঠিয়েছো। ভবিষ্যতে যদি আর কখনো এমন কর তাহলে তোমার এই পদে থাকার অধিকার হারাবে। তোমার চেহারাও আর আমি দেখবো না।[৪৭৫]

একবার তাঁর সন্তানসম্ভবা স্ত্রীর জন্য কিছু দুধের প্রয়োজন পড়লো। দাসী একটি পেয়ালায় করে কিছু দুধ আনলো সরকারী মেহমানখানা থেকে। ফেরার পথে 'উমারের সামনে পড়ে গেল। তিনি পেয়ালায় কি তা জানতে চাইলেন। দাসী বললো : বেগম সাহেবার জন্য দুধের প্রয়োজন ছিল। যদি এ সময় তাঁকে দুধ না দেওয়া হয় তাহলে গর্ভপাতের আশঙ্কা আছে। এজন্য এই দুধটুকু সরকারী মেহমানখানা থেকে নিয়ে এসেছি।

একথা শুনে তিনি দাসীর হাতটি ধরে চিল্লাতে চিল্লাতে বেগমের নিকট টেনে নিয়ে আসেন এবং বলেন : যদি গর্ভস্থ্ সন্তান ফকীর-মিসকীনদের খাবার ছাড়া আর কোন কিছুতে গর্ভে না থাকে তাহলে আল্লাহ যেন তাকে না রাখে। স্বামীর এমন অসন্তুষ্টি দেখে স্ত্রী সে দুধ ফেরত পাঠান।[৪৭৬]

খিলাফতের মসনদে আসীন হওয়ার পর হাদিয়া-তোহফা লেনদেন একেবারেই বন্ধ করে

---

৪৭৪. প্রাগুক্ত

৪৭৫. প্রাগুক্ত-১৫৮

৪৭৬. তাবাকাত-৫/৩৭৯

দেন। একবার জনৈক ব্যক্তি তাঁকে কিছু আপেল ও আরো কিছু ফল হাদিয়া পাঠায়, তিনি তা ফেরত পাঠান। প্রেরক তাঁকে বললেন, হাদিয়া তো রাসূলুল্লাহ (সা)ও গ্রহণ করতেন। জবাবে তিনি বললেন : যা ছিল রাসূলুল্লাহর (সা) জন্য হাদিয়া তা আমাদের জন্য ও আমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য ঘুষ।[৪৭৭]

একবার তাঁর ছোট্ট মেয়ে মতির একটা দানা পিতার নিকট পাঠিয়ে দিয়ে এরকম আরেকটি দানা পাঠাতে বললো। যাতে দুটো দিয়ে কানের এক জোড়া গহনা করতে পারে। তিনি মেয়ের নিকট আগুনের দু'টি অঙ্গার পাঠিয়ের দেন এবং সেই সাথে একথাও বলে দেন যে, যদি তুমি এই অঙ্গার কানে ধারণ করতে পার তাহলে আমি তোমার জন্য মতির জোড়া পাঠিয়ে দেব।[৪৭৮]

পূর্ববর্তী খলীফাগণ খুনাসিরাতে বহু ভবন নির্মাণ করেন। যেহেতু এগুলো বায়তুল মালের অর্থে নির্মিত হয়েছিল, এ কারণে যখন 'উমার সেখানে যান তখন ঐ সকল ভবনে না উঠে খোলা মাঠে তাঁবু টানিয়ে অবস্থান করেন।[৪৭৯]

সাহসী ও স্বাধীনচেতা

খিলাফতের দায়িত্ব লাভের পূর্বে যদিও তিনি সর্বদা অন্য খলীফাদের অধীনস্থ ও প্রভাবাধীনে ছিলেন তথাপি খলীফাদের সামনে প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজের স্বাধীনতা ও স্বকীয়তা বজায় রাখেন। খলীফা ওয়ালীদ ইবন 'আবদিল মালিক তাঁকে পরবর্তী খলীফা হিসেবে সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিকের বাই'আত (আনুগত্যের শপথ) প্রত্যাহার করতে বলেন। তিনি স্পষ্টভাবে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমরা একই সাথে আপনাদের দু'জনের বাই'আত করেছি। এজন্য এখন এ কেমন করে সম্ভব যে, তার বাই'আত প্রত্যাহার করে আপনার বাই'আত বহাল রাখি?

একবার 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয ও খলীফা সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিকের দাসদের মধ্যে মারামারি হয়। 'উমার গেছেন সুলায়মানের নিকট। সুলায়মান তাঁকে বললেন, এ কেমন কথা যে, আপনার দাসেরা আমার দাসদের মারলো? 'উমার বললেন, আপনার বলার পূর্বে আমি এ ঘটনা সম্পর্কে কিছুই শুনিনি। সুলায়মান বললেন, আপনি মিথ্যা বলছেন। 'উমার বললেন, আপনি বলছেন যে, আমি মিথ্যা বলছি। অথচ আমার বুদ্ধি-বিবেক হওয়ার পর থেকে আমি কখনো মিথ্যা বলিনি। আল্লাহর যমীন প্রশস্ত যা আপনার সাহচর্য থেকে আমাকে মুখাপেক্ষীহীন করতে পারে। একথা বলে তিনি খলীফা সুলায়মানের দরবার থেকে উঠে চলে যান এবং মিসরে চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে থাকেন। অবশেষে সুলায়মান তাকে ডেকে মিটমাট করে নেন।

একবার খলীফা সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিকের নিকট তাঁর পুত্র আইউব বসে

---

৪৭৭. ইবনুল জাওযী-১৬০
৪৭৮. সীরাতু ইবন 'আবদিল হাকাম-১৬৩
৪৭৯. তারীখ আল-ইয়া'কূবী-২/৩৬৮

ছিলেন। এই আইউবকে তিনি পরবর্তী খলীফা হিসেবে মনোনয়ন দিয়েছিলেন। এ সময় 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয আসেন। এক ব্যক্তি কোন এক খলীফার বেগমদের উত্তরাধিকার দাবী করে। সুলায়মান বললেন, মহিলারা অস্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকার পায় না। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয এমন কথা শুনে অত্যন্ত বিস্ময়ের সাথে বললেন, সুবহানাল্লাহ! কুরআন মাজীদ কোথায়? সুলায়মান চাকরকে ডেকে বললেন, এ ব্যাপারে খলীফা আবদুল মালিক যে অসীয়াত নামা লিখে গেছেন সেটি নিয়ে এসো। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয একটু বিদ্রূপের সুরে বলেন, মনে হচ্ছে আপনি কুরআন আনতে বলছেন। আইউব এ বিদ্রূপাত্মক কথা শুনে বললো, আমীরুল মু'মিনীনের মজলিসে বসে যদি কেউ এমন কথা বলে তাহলে তার ঘাড় থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে ফেলা উচিত। সাথে সাথে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয বলেন, তুমি যদি খলীফা হও তাহলে সাধারণ মানুষ এর চাইতেও বেশী কষ্ট পাবে। খলীফা সুলায়মান দু'জনের কথার মধ্যে হস্তক্ষেপ করেন এবং আইউবকে তিরস্কার করে বলেন, 'উমারকে তুমি এমন অশোভন কথা বললে? 'উমার নমনীয় কণ্ঠে বললেন, আমিও তো তাকে কঠিন কথা শুনিয়ে দিয়েছি।

তাঁর এমন সাহস ও স্বাধীনচিত্ততার ফলাফল এই দাঁড়িয়েছিল যে, তিনি অবলীলায় খলীফাদেরকে সব রকমের নৈতিক উপদেশ দিতেন এবং তাঁদের কোন ধরনের অসন্তুষ্টিকে মোটেই পরোয়া করতেন না। একবার তিনি খলীফা 'আবদুল মালিক ইবন মারওয়ানকে একটি চিঠিতে লেখেন :

"আপনি একজন রাখাল মাত্র এবং প্রত্যেক রাখালকে তার পশুর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে। আনাস ইবন মালিক (রা) আমাকে একটি হাদীছ শুনিয়েছেন। হাদীছটি তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) মুখ থেকে শুনেছেন। এক আল্লাহ তোমাদের সকলকে কিয়ামতের দিন সমবেত করবেন। আল্লাহর চাইতে বেশী সত্যভাষী আর কে হতে পারে?"

একবার খলীফা সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিক হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলেন, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযও সঙ্গে ছিলেন। 'আসফান নামক স্থানের কাছাকাছি পৌঁছে খলীফা তাঁর লোক-লস্কর, তাঁবু ও সাজ-সরঞ্জাম দেখে বিস্ময় ও আত্মঅহমিকার ঘোরে 'উমারকে জিজ্ঞেস করেন, এসব জিনিস তুমি কোন দৃষ্টিতে দেখছো? 'উমার বললেন, আমার মনে হচ্ছে, দুনিয়া দুনিয়াকে ভক্ষণ করছে। এ ব্যাপারে আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আরাফাতে অবস্থানকালে বৃষ্টির সাথে বিদ্যুৎও চমকাতে থাকে। সুলায়মান ভয়ে জড়সড় হয়ে উটের পিঠে হাওদার মধ্যে মাথা নীচু করে বসে থাকেন। তাঁর এমন বেহাল অবস্থা দেখে 'উমার বলেন, এ বৃষ্টি তো আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ হিসেবে এসেছে। যদি তাঁর গজব ও শাস্তি হিসেবে আসতো তাহলে আপনার অবস্থা কেমন হতো?

আরেকবার এক মরুভূমিতে এ রকম একটি ঘটনার অবতারণা হয়। খলীফা সুলায়মান এতই ভয় পেয়ে গেলেন যে, তিনি এক লাখ দিরহাম গরীব-দুঃখীদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়ার জন্য 'উমারের হাতে তুলে দিলেন। যাতে দানের বরকতে বজ্র-বিদ্যুতের বিপদ

দূর হয়ে যায়। 'উমার তাঁকে বললেন, এর চাইতেও ভালো একটি কাজ আছে। সুলায়মান জানতে চাইলেন, সেটি কী? কিছু লোকের জবর-দখলকৃত বিষয়-সম্পত্তি আপনার নিকট আছে। তারা আপনার সঙ্গে আসতে চেয়েছিল, কিন্তু এখনো পৌঁছাতে পারেনি। তাদের সেই সব জিনিস ফিরিয়ে দিন। সুলায়মান সকল বিষয়-সম্পত্তি ফেরত দেন।[৪৮০]

গাম্ভীর্য

গাম্ভীর্য ও স্বচ্ছতার কারণে কোন রকম শোর-গোল, হৈ চৈ মোটেই পছন্দ করতেন না। একবার এক ব্যক্তি তাঁর সামনে উঁচুস্বরে কথা বললে তিনি তাঁকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, কথা এতটুকু জোরে বলাই যথেষ্ট যে, উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটি তা শুনতে পায়।

কোন রকম হাস্য-রসিকতা তাঁর একেবারেই পছন্দ ছিল না। একবার 'উমাইয়া খান্দানের কিছু লোক তাঁর মজলিসে সমবেত হয় এবং হাস্য-রসিকতামূলক কথাবার্তা বলতে আরম্ভ করে। তিনি বিরক্ত হয়ে বলেন, তোমরা কি এজন্য সমবেত হয়েছো? হয় কুরআন কারীম সম্পর্কে আলোচনা কর, নয়তো কম সে কম ভদ্রোচিত আলোচনা কর।'[৪৮১]

দেহের যে সকল অঙ্গ-প্রতঙ্গের নাম উচ্চারণ করতে লজ্জা পেতেন, উচ্চারণ করতেন না। একবার তাঁর বগলে একটা ফোঁড়া বের হয়। লোকেরা জানতে চাইলো ফোঁড়াটি কোথায় বের হয়েছে। যেহেতু বগল কথাটি উচ্চারণ করা পসন্দ করতেন না, এ কারণে কথাটি এভাবে বলেন : আমার হাতের অভ্যন্তরে।

একবার এক মজলিসে জনৈক ব্যক্তির মুখ থেকে বের হয় : "তোমার বগলের নীচে"– কথাটি। সাথে সাথে তিনি বলেন, এর চেয়ে মার্জিত ভাষায় কেন কথা বলো না? লোকেরা বললো, সেই মার্জিত ভাষাটি কি? তিনি বললেন, "হাতের নীচে" বলাই উত্তম ছিল।[৪৮২]

দয়া-মমতা

দয়া-মমতায় ভরা অত্যন্ত নরম মনের মানুষ ছিলেন। একবার এক বেদুঈন মন গলানো ভাষায় নিজের প্রয়োজনের কথা উপস্থাপন করে, তাতে তিনি এতই প্রভাবিত হন যে, কেঁদে ফেলেন। তাঁর এ দয়া-মমতা কেবল মানুষের ক্ষেত্রে সীমিত ছিল না, বরং জীব-জন্তুকেও কোন রকম কষ্ট দেওয়া সহ্য করতে পারতেন না। তাঁর একটি অতিরিক্ত খচ্চর ছিল। চাকর সেটি ভাড়ায় খাটাতো। প্রতিদিন সাধারণতঃ এক দিরহাম আয় হতো। চাকরটি একদিন দেড় দিরহাম নিয়ে আসে। তিনি এই অতিরিক্ত অর্থ কিভাবে হলো তা জানতে চাইলেন। চাকরটি বললো, আজ বাহনের চাহিদা ছিল অন্য দিনের তুলনায়

---

৪৮০. 'আবদুস সালাম নাদবী-৭৭
৪৮১. ইবনুল জাওযী-৬৩
৪৮২. প্রাগুক্ত-৬৪

বেশী। এ জবাবে তিনি সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি ধারণা করলেন, চাকরটি তাকে বেশী খাটিয়েছে। তাই তিনি পশুটিকে তিন দিন বিশ্রামে রাখার নির্দেশ দিলেন।[৪৮৩]

ডাক পরিবহণের পশুর ব্যাপারে তাঁর নির্দেশ ছিল যে, চাবুকের আগায় সূঁচালো লোহা এবং পশুর মুখে ভারী লাগাম লাগানো যাবে না।

عن عبيد الله بن عمر أن عمر بن عبد العزيز نهى أن يجعل البريد في طرف السوط حديدة ينخس بها الدابة. ونهى عن اللجم الثقال.

"উবাইদুল্লাহ ইবন 'উমার বলেন, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয পশুকে খোঁচা দেওয়া যায় এমন লোহার ফলা লাগানো চাবুকে ডাক বহন করতে নিষেধ করেছেন। ভারী লাগাম লাগাতেও নিষেধ করেছেন।[৪৮৪]

মিসরের ওয়ালী হায়্যানকে লেখেন : আমি জেনেছি, মিসরে ভারবাহী উটের পিঠে এক হাজার রতল ওজনের বোঝা চাপানো হয়। আমার এ পত্র পৌছার পর আমি যেন জানতে না পারি যে, কোন উটের পিঠে ছয় শো রতলের বেশী বোঝা চাপানো হয়েছে।[৪৮৫]

লজ্জা-শরম : তাঁর স্বভাবে ছিল অতিমাত্রায় লজ্জা-শরম। হাম্মামে প্রবেশের সময় তাঁর বিশেষ চাকর-বাকর ও শিশুদের ছাড়া আর কারো সেখানে যাওয়ার অনুমতি ছিল না।

তাঁর নিকট মানুষের মর্যাদা

তিনি একজন দুনিয়ার ভোগ-বিলাস বিমুখ, আল্লাহভীরু, পবিত্র আত্মা, ন্যায়পরায়ণ, দয়ালু, বুদ্ধিমান, দৃঢ় সংকল্প ইত্যাদি গুণসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। তাঁর যাবতীয় কর্ম তৎপরতার মূল চেতনা ছিল মানুষের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব, কল্যাণ চিন্তা, সর্বোপরি মানুষের সম্মান ও মর্যাদা সমুন্নত রাখা। দেশের একজন অতি সাধারণ মানুষের দুঃখ, কষ্টেও তিনি কাতর হয়ে পড়তেন এবং তা দূর করার যাবতীয় পন্থা অবলম্বন করতেন। তাঁর জীবন-ইতিহাসে এমন অনেক ঘটনা দেখা যায় যাতে তাঁর মহত্ব ও তীব্র মানবতাবোধ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি প্রায়ই বলতেন :[৪৮৬]

وما رفق عبد بعبد في الدنيا، إلا رفق الله به يوم القيامة.

'দুনিয়াতে কোন মানুষ কোন মানুষের প্রতি দয়া ও সহানুভূতি দেখালে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার প্রতিও দয়া ও সহানুভূতি দেখাবেন।'

একবার কা'বার হাজেব তথা রক্ষণা-বেক্ষণকারীগণ কা'বার গিলাফের জন্য খলীফার নিকট আবেদন জানালেন। পূর্ববর্তী খলীফাগণের সময় থেকে গিলাফ দানের নিয়ম চলে আসছিল। জবাবে 'উমার লিখলেন :[৪৮৭]

---

৪৮৩. প্রাগুক্ত-৭৯
৪৮৪. কিতাবুল খারাজ-১৮৬
৪৮৫. সীরাতু ইবন 'আবদিল হাকাম-১৬৬
৪৮৬. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৯/২০১-২০২
৪৮৭. হিলয়াতুল আওলিয়া-৫/৩০৬; ইবনুল জাওযী-৯৪

إني رأيت أن أجعل ذلك في أكباد جائعة، فإنهم أولى بذلك من البيت.

'আমি মনে করেছি ঐ গিলাফ ক্ষুধার্তদের কলিজায় লাগাবো। কারণ, ঘরের চেয়ে তারাই তা পাওয়ার অধিক উপযুক্ত।'

এই মহান খলীফার বিবেচনায় মানুষের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কা'বা ঘর তো মানুষের জন্য। সেই মানুষ যদি অনাহারে মারা যায় তাহলে সেই ঘর আবাদ করবে কে? মানুষ যদি সুস্থ-সবলভাবে বেঁচে থাকে তাহলে কা'বা ঘরের জৌলুষও বাড়াবে।

রোমানদের সাথে মুসলমানদের বহু বছর যাবত যুদ্ধ হয়। এ সকল যুদ্ধে উভয়পক্ষের সৈনিক প্রতিপক্ষের হাতে বন্দী হতো। আমীরুল মু'মিনীন 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের নিকট মুসলমানের জীবন, সুখ-শান্তি ও মর্যাদা এত বেশী প্রাধান্যযোগ্য ছিল যে, একবার মাত্র একজন মুসলিম বন্দীর মুক্তির বিনিময়ে দশ হাজার রোমান সৈনিককে মুক্তি দেন।[৪৮৮] অপর একটি ঘটনায় একজন মুসলমান বন্দীকে এক লাখ দিরহাম মুক্তি পণ দিয়ে শত্রুর হাত থেকে মুক্ত করেন।[৪৮৯] তিনি খিলাফতের বিভিন্ন অঞ্চলের কর্মকর্তাদের লেখেন :[৪৯০]

أن فادوا بأسارى المسلمين، وإن أحاط ذلك بجميع مالهم.

'মুক্তি পণ দিয়ে মুসলমান বন্দীদের মুক্ত করুন, তাতে যদি সকল সম্পদও ব্যয় হয় তাতেও পরোয়া করবেন না।'

কনস্টান্টিনোপল অভিযানের সময় বহু মুসলিম সৈনিক রোমানদের হাতে বন্দী হয়। তাদের বন্দী জীবনের কষ্টের কথা চিন্তা করে 'উমার ভীষণ কাতর হয়ে পড়তেন। মাঝে মধ্যে পত্র লিখে বন্দীদের খোঁজ-খবর নিতেন, তাদেরকে সাহস দিতেন ও সমবেদনা জানাতেন। কনস্টান্টিনোপলের যুদ্ধ বন্দীদের উদ্দেশ্যে লেখা তাঁর একটি পত্র নিম্নরূপ :[৪৯১]

أما بعد : فإنكم تعدون أنفسكم أسارى، ولستم أسارى، معاذ الله! أنتم الحبساء في سبيل الله!! واعلموا أني لست أقسم شيئا بين رعيتي إلا خصصت أهلكم بأوفر ذلك وأطيبه. وقد بعثت إليكم خمسة دنانير، خمسة دنانير، لولا أني خشيت إن زدتكم أن يحبسه عنكم طاغية الروم، لزدتكم. وقد بعثت إليكم فلان إبن فلان يفادى صغيركم وكبيركم، ذكركم وأنثاكم، حركم ومملوككم، بما يسأل، فأبشروا ثم أبشروا.

'অতঃপর এই যে, তোমরা হয়তো নিজেদেরকে যুদ্ধবন্দী মনে করছো, আসলে তোমরা

---

৪৮৮. তাবাকাত-৫/৩৫৪
৪৮৯. তাহযীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-২/২২
৪৯০. ইবনুল জাওযী-১২০
৪৯১. কিতাবুল আসানী-৯/৩০৪

যুদ্ধবন্দী নও। আল্লাহর পানাহ্ চাই! আসলে তোমরা আল্লাহর পথে নিজেদেরকে অবরুদ্ধকারী। তোমরা জেনে রাখ, আমি আমার জনগণের মধ্যে কোন কিছু বণ্টন করলে তোমাদের পরিবারবর্গকে বেশী পরিমাণে এবং ভালো জিনিসটি দিয়ে থাকি। আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য পাঁচ দীনার করে পাঠালাম, বেশী পাঠালে রোমানরা আটকে দেবে, এ ভয় আমার না থাকলে আমি আরো বেশী করে পাঠাতাম। আমি তোমাদের নিকট অমুকের ছেলে অমুককে পাঠালাম। সে তাদের দাবী মত তোমাদের ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, স্বাধীন-দাস প্রত্যেকের মুক্তি পণ আদায় করবে। তোমাদের জন্য সুসংবাদ, তোমাদের জন্য সুসংবাদ।'

জা'উনা ইবন আল-হারিছকে তিনি 'মালতিয়া'র শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। জা'উনা সেখানে একটি যুদ্ধ অভিযান পরিচালনা করেন এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসেবে বহু ছাগল-ভেড়া লাভ করেন। অভিযান শেষে তিনি নিজ পুত্রকে এ সংবাদসহ আমীরুল মু'মিনীন 'উমারের নিকট পাঠান। যথাসময়ে সে দিমাশ্কে পৌছে এবং খলীফাকে অভিযান সম্পর্কে অবহিত করে। খলীফা তাঁকে জিজ্ঞেস করেন : মুসলমানদের কেউ নিহত হয়েছে কি? এক ব্যক্তি নিহত হয়েছে বলে সে জানালো। খলীফা অত্যন্ত দুঃখের সাথে এক ব্যক্তি, এক ব্যক্তি,- একথাটি দু'বার উচ্চারণ করলেন। তুমি একজন মুসলমানের বিনিময়ে ছাগল-গরু প্রাপ্তির সংবাদ নিয়ে এসেছো? আমার জীবদ্দশায় তোমরা বাপ-বেটা দু'জনের কেউই আর কোন দায়িত্ব পাবে না।[৪৯২]

একবার তিনি রোমান সম্রাটের নিকট পাঠানো দূতের মারফত জানতে পারলেন যে, একজন মুসলমান বন্দীকে রোমানরা ভীষণ অপমান করেছে। তারা সেই বন্দীর দ্বারা আটা পেষা ও রুটি বানানোর কাজ করাচ্ছে। সংগে সংগে তিনি রোমান সম্রাটকে লেখেন :[৪৯৩]

أما بعد : فقد بلغنى خبر فلان بن فلان وأنا أقسم بالله، لئن لم ترسله إلى، لأبعثـن إليك من الجنود جنودا يكون أولها عندك، وآخرهم عندى!

'অতঃপর এই যে, আমি অমুকের বিষয়ে অবগত হয়েছি। (তারপর সেই ব্যক্তির পরিচয় দেন) আমি আল্লাহর নামে কসম করে বলছি, যদি তাকে আমার নিকট ফেরত না পাঠান তাহলে আপনার বিরুদ্ধে এমন এক বিশাল বাহিনী পাঠাবো যার প্রথম সৈনিকটি থাকবে আপনার নিকট, আর শেষ সৈনিকটি থাকবে আমার নিকট।' খলীফার এ পত্র রোমান সম্রাট পাঠ করার পর বললেন : আমরা এই সৎ লোকটিকে এই কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করতে পারি না। এই ব্যক্তিকে আমরা তাঁর নিকট পাঠিয়ে দেব।'

উল্লেখিত ঘটনার অনুরূপ আরেকটি ঘটনা ইতিহাসে দেখা যায়। আর তা হলো, যে সকল সৈনিক কনস্টান্টিনোপল অবরোধ করেছিল তাদের মধ্য থেকে একজন দুঃসাহসী লড়াকু

---

৪৯২. হিলয়াতুল আওলিয়া-৫/৩৩৪
৪৯৩. 'আবদুস সাত্তার আশ-শায়খ-৩২৫

সৈনিক রোমানদের হাতে বন্দী হয়। আমীরুল মু'মিনীন জানতে পারলেন, তাকে রোমান সম্রাটের সামনে হাজির করা হয় এবং সম্রাট তাকে ইসলাম ত্যাগ করার জন্য প্রবল চাপ প্রয়োগ করেন। আর সৈনিকটি দৃঢ়তার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে। অবশেষে আল্লাহদ্রোহী সম্রাট তার দু'টি চোখ উপড়ে ফেলার নির্দেশ দেন।

খবরটি 'উমারের কানে পৌঁছালো। সাথে সাথে তিনি সম্রাটকে এই সংক্ষিপ্ত পত্রটি লিখলেন :[৪৯৪]

أما بعد : فقد بلغني ماصنعت باسيرك فلان، وانی أقسم بالله، لئن لم ترسله إلى من فورك لأبعثن إليك من الجند مايكون أولهم عندك وآخرهم عندی.

অতঃপর এই যে, আপনি আপনার অমুক বন্দীর সাথে যে আচরণ করেছেন, তা আমার কানে পৌঁছেছে। আমি আল্লাহ্‌র নামে কসম করেছি, যদি আপনি তাকে এই মুহূর্তে আমার নিকট পাঠিয়ে না দেন তাহলে এমন এক বিশাল বাহিনী পাঠাবো যার প্রথম দিক থাকবে আপনার নিকট, আর শেষ দিক থাকবে আমার নিকট।'

'উমারের এই ধমক খেয়ে রোমান সম্রাট ভীত-শঙ্কিত হয়ে পড়েন। বিলম্ব না করে সেই মুসলমান বন্দীকে মুক্তি দিয়ে স্বদেশে পাঠিয়ে দেন।

উপদেশ গ্রহণ

আত্ম-অহমিকা শাসন কর্তৃত্বের অধিকারী ব্যক্তিবর্গকে সব সময় উপদেশ গ্রহণ থেকে বিরত রাখে কিন্তু 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের অন্তরটি ছিল ভীষণ কোমল। তিনি বিশ্বাস করতেন, খিলাফতের বোঝাটি এমন যে, যদি তা সততার সাথে বহনের ইচ্ছে থাকে, তবে তা একা বহন করা সম্ভব না। এজন্য তিনি জ্ঞানী ব্যক্তিদের নিকট উপদেশ চাইতেন। তাঁদের উপদেশ শুনে দারুণ প্রভাবিত হতেন। একবার তিনি ইমাম হাসান আল-বসরীকে (রহ) লেখেন যে, আমাকে সংক্ষেপে কিছু উপদেশ লিখে পাঠান। জবাবে তিনি কিছু উপদেশ লিখেও পাঠান।

একবার তিনি ইরাকের সকল ফকীহ্‌কে এ উদ্দেশ্যে ডেকে পাঠান। তাঁরা উপস্থিত হলেন। কেবল ইমাম হাসান আল-বসরী (রহ) অসুস্থতার কথা বলে অনুপস্থিত থাকেন এবং উপদেশমূলক কিছু কথা লিখে পাঠান। লেখাটি পেয়ে 'উমার সেটি নিজের দু'চোখের উপর রাখেন। তারপর তা পাঠ করে এত প্রভাবিত হন যে, তাঁর দু'চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।

খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর একদিন বিখ্যাত তাবি'ঈ সালিম ইবন 'আবদিল্লাহ ও মুহাম্মাদ ইবন কা'ব (রহ) দেখা করতে আসলেন। খলীফা একের পর এক দু'জনের নিকট কিছু উপদেশমূলক কথা শোনার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন। তাঁরা কিছু উপদেশমূলক কথা শোনালেন। তিনি এতই প্রভাবিত হলেন যে, কেঁদে ফেললেন। কোন কোন 'আলিম

---

৪৯৪. প্রাগুক্ত-৩২৬

তাঁর নিকট যেতেন এবং নিজেরাই তাঁকে কিছু উপদেশ বাণী শোনানোর ইচ্ছে ব্যক্ত করতেন। তিনি খুশী মনে অনুমতি দিতেন এবং তাঁরা উপদেশমূলক কথা শোনাতেন। একবার ইবন আহ্তাম তাঁর নিকট আসলেন এবং বললেন, আপনাকে আমি একটু খুশী করবো। বললেন, না। বরং উপদেশমূলক কথা শোনান। একথার পর ইবন আহ্তাম একটি সাধারণ ভাষণ দেন এবং তাতে বিশেষভাবে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযকে সম্বোধন করেন। তৎকালীন 'আলিমগণ তাঁকে যে সকল উপদেশমূলক কথা বলেছেন তা সবই 'আল্লামা ইবনুল জাওযী তাঁর "সীরাতু 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয" গ্রন্থে ২১তম অধ্যায়ে সংকলন করেছেন।

দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ ভাব ও আধ্যাত্মিকতা

খিলাফত ব্যবস্থার ধারাবাহিকতা খলীফা সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিক পর্যন্ত পৌঁছে রোমান কায়সার ও পারস্যের কিসরার রূপ ধারণ করেছিল। খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে খোদ 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযও তেমন জাঁকজমকপূর্ণ জীবন যাপন করতেন। তাঁর সেই সময়কার জীবন সম্পর্কে আল্লামা যাহাবী (রহ) তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ গ্রন্থে লিখেছেন :

كان إذ ذاك لايذكر بكثير عدل ولازهد.

"সেই সময় তিনি আদল-ইনসাফে এবং যুহ্দ তথা দুনিয়ার প্রতি নির্মোহভাবে তেমন কোন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন না।"

মদীনার ওয়ালীর নিয়োগ লাভের পর দায়িত্ব গ্রহণের জন্য সেখানে যাত্রা কালে ৩০টি উট বোঝাই করে নিজের ব্যক্তিগত ব্যবহার্য জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে যান।

রাজা' ইবন হায়ওয়া বলেন :[৪৯৫]

كان عمر بن عبد العزيز من أعطر الناس وأخيلهم فى مشيته، فلما استخلف قوموا ثيابه اثنى عشر درهما : كمته وعمامته وقميصه وقباءه وقرطفه ورداءه وخفيه.

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয ছিলেন সর্বাধিক সুগন্ধ ব্যবহারকারী ব্যক্তি, চলনে ছিলেন সর্বাধিক অহঙ্কারী। তিনি যখন খলীফা হলেন তখন লোকেরা টুপি, পাগড়ী, জামা, লম্বা আস্তিন বিশিষ্ট ঢিলেঢালা কাবা, চাদর, মোজাসহ তাঁর ব্যবহৃত সকল পোশাকের মূল্য নির্ধারণ করে দেখলেন তা মোট বার দিরহাম হয়।'

সীরাতে ইবন 'আবদিল হাকামে (পৃ.-২১) বলা হয়েছে যে, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয ছিলেন 'উমাইয়্যাদের মধ্যে সবচাইতে বেশী বিলাসী ব্যক্তি। যে রাস্তায় চলতেন সেখানে সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়তো। তাঁর অহঙ্কারধর্মী চলনের নাম "উমারী চলন" নামে পরিচিতি লাভ করে। মেয়েরাও তাঁর সৌন্দর্য চর্চা ও চলনের অনুকরণ করতো। তবে

---

৪৯৫. সিফাতুস সাফওয়া-২/১১৯

খলীফা হওয়ার পর সবকিছু ত্যাগ করেন, কিন্তু আগের সেই বিশেষ ভঙ্গির চলন ত্যাগ করতে পারেননি। তাঁর লুঙ্গি এতখানি ঝুলানো থাকতো যে, জুতোর মধ্যে ঢুকে যেত, কাঁধ থেকে চাদর ঝুলে পড়ে যেত, কিন্তু উঠাতেন না। কালির পরিবর্তে আম্বর দিয়ে সীলের ছাপ মারতেন। তাঁর সুগন্ধিতে এক প্রকার বিশেষ রং মিশানো হতো এবং দাড়িতে লবণের দানার মত আম্বর চক্‌চক্ করতো। রায়্যাহ ইবন 'উবায়দা বলেন, মদীনার শাসনকর্তা থাকাকালীন তিনি একবার আমাকে একটি জামা কিনতে বলেন। আমি দশ দীনার দিয়ে একটি জামা কিনে আনলাম। তিনি জামাটি স্পর্শ করে বললেন, এটি খসখসে মনে হচ্ছে। তিনি নিজের বিলাসী জীবন যাপনের চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে বলেছেন :[৪৯৬]

ثم تاقت نفسي... إلى اللبس والعيش والطيب فما علمت أن أحدا من أهل بيتي ولاغيرهم كان في مثل ماكنت فيه.

"অতঃপর আমার মধ্যে পোশাক, সুগন্ধি ও বিলাসী জীবন যাপনের প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি হয়। সুতরাং আমার খান্দানের বা অন্য খান্দানের কেউ আমার মত বিলাসী জীবন যাপন করেছে বলে আমার জানা নেই।"

পোশাকের ব্যাপারে তিনি নিজেই বলেছেন, আমার কোন নতুন কাপড়ের প্রতি একবার কোন মানুষের দৃষ্টি পড়লে আমি সেটাকে পুরানো হয়ে গেছে বলে মনে করতাম। কিন্তু এমন বিলাসী ও রুচিবান ব্যক্তি খলীফা হওয়ার সাথে সাথে হঠাৎ করে পাল্টে গেলেন। প্রথমে তিনি ছিলেন 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয, আর এখন হয়ে গেলেন 'উমার ইবন আল-খাত্তাব, হাসান আল-বসরী ও ইমাম আয-যুহ্‌রী (রা)। আল্লামা যাহাবী তাঁর খিলাফতপূর্ব জীবন আলোচনার পর লিখেছেন :[৪৯৭]

ولكن تجدد له لما استخلف وقلبه الله فصار بعد في حسن السيرة والقيام بالقسط مع جده لأمه عمرو في الزهد مع الحسن البصرى وفى العلم الزهرى.

"কিন্তু তিনি যখন খলীফা হলেন তখন আল্লাহ্ তাঁকে নতুনরূপে রূপান্তরিত করেন। এখন তিনি 'আদল-ইনসাফে নানা 'উমার ইবন আল-খাত্তাব, দুনিয়ার প্রতি নির্লোভ ও নির্মোহ স্বভাবে হাসান আল-বসরী ও জ্ঞান-গরিমায় ইমাম যুহ্‌রীর মত হয়ে যান।"

রায়্যাহ ইবন 'উবায়দা যিনি দশ দীনার দিয়ে একটি জামা কিনে তাঁর সামনে রেখেছিলেন এবং তিনি সেটা স্পর্শ করে বলেছিলেন এটা অমসৃণ ও খসখসে, তিনি বলেন : খলীফা হওয়ার পর তাঁর জন্য মাত্র আট দিরহাম দিয়ে একটি জামা কিনে আনা হলে তিনি তা দেখে বলেন, এতো খুবই কোমল।[৪৯৮]

---

৪৯৬. ইবনুল জাওযী : ১৫০-১৫১
৪৯৭. 'আবদুস সালাম নাদবী-৮১
৪৯৮. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৫/১৭০

তিনি বলেছেন, আমার অন্তর সুগন্ধি ও পোশাকের আসক্ত হলো, তখন আমি এ ব্যাপারে আমার গোটা খান্দানের উপর বিজয়ী হলাম। কিন্তু তারপর তাঁর নিজের বর্ণনা এই যে, আমার অন্তর আখিরাতের প্রতি ঝুঁকলো এবং এখন আমি দুনিয়ার বিনিময়ে আখিরাতকে ধ্বংস করতে চাইনে।

'উমারের চাচাতো ভাই ও শ্যালক মাসলামা ইবন 'আবদিল মালিক একদিন একটি মিশরীয় কোমল রেশমী চাদর গায়ে জড়িয়ে 'উমারের নিকট গেলেন। চাদরটি দেখে 'উমার জিজ্ঞেস করলেন : আবূ সা'ঈদ! এটা কত দিয়ে কিনেছো? মাসলামা দাম বললেন। 'উমার বললেন : যদি একটি কম দামের চাদর কিনতে তাতে তোমার সম্মান কি কিছু কমে যেত? মাসলামা বললেন : না। 'উমার বললেন : যদি এর চেয়ে বেশী দামের একটি চাদর কিনতে তাতে কি তোমার মর্যাদা একটু বেড়ে যেত? মাসলামা বললেন : না। তখন 'উমার বললেন :[৪৯৯]

اعلم يا مسلمة! أن أفضل الاقتصاد ما كان بعد الجدة، وأفضل العفو ما كان بعد القدرة، وأفضل اللين ما كان بعد الولاية.

'ওহে মাসলামা! জেনে রেখ, প্রাচুর্যের মধ্যে যে মিতব্যয়িতা, তাই সর্বোত্তম মিতব্যয়িতা, শক্তি ও ক্ষমতা থাকা অবস্থায় ক্ষমা, সর্বোত্তম ক্ষমা এবং রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় কোমল হওয়া, সর্বোত্তম কোমলতা।'

খলীফা পূর্ববর্তী জীবনে তাঁর সৌখিনতা ও পরিচ্ছন্ন রুচির অবস্থা এমন ছিল যে, তাঁর পরিধেয় পোশাকের প্রতি কারো একবার দৃষ্টি পড়লে তিনি তা পুরানো হয়ে গেছে বলে মনে করতেন। রাজা' ইবন হায়ওয়া বলেন : 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয সবচেয়ে সুন্দর পোশাক পরিধানকারী, সবচেয়ে বেশী সুগন্ধি ব্যবহারকারী এবং সবচেয়ে আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে চলাচলকারী ছিলেন। তিনি কোন রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে অনেক্ষণ পর্যন্ত তা সুগন্ধে মোহিত থাকতো। পরিবেশই বলে দিত এ পথ দিয়ে 'উমার গেছেন। তাঁর বিশেষ মডেলের চলন-বলন 'উমারী চলন-বলন' নামে পরিচিত ছিল। যুবকরা তা অনুকরণ করার চেষ্টা করতো।

ইউনুস ইবন হাবীব তাঁকে খলীফা হওয়ার পূর্বে যখন দেখেন তখন তাঁর পেটে চর্বি জমা ছিল, তিনিই বলেছেন, খিলাফতের দায়িত্ব লাভের পর যদি আমি চাইতাম তাহলে তাঁকে স্পর্শ করা ছাড়াই তাঁর পাঁজরের হাঁড়গুলো গুনতে পারতাম।[৫০০]

প্রকৃত সত্য এই যে, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয যখন বাদশাহ ছিলেন না তখন ছিলেন সবচাইতে বড় বাদশাহ। আর যখন খিলাফতের মুকুট মাথায় ধারণ করলেন তখন হয়ে গেলেন একজন বড় রাহিব বা দুনিয়া বিরাগী মানুষ। দাস-দাসী, সুগন্ধি, পোশাক এবং যাবতীয় বিলাসদ্রব্য ৩৩ (তেত্রিশ) হাজার দীনারে বিক্রী করে আল্লাহর রাস্তায় দান

---

৪৯৯. প্রাগুক্ত-৪/৪৩৫; কিতাবুল আমালী-২/২৮২; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৯/২০১-২০২
৫০০. সিফাতুস সাফওয়া-২/১১৯

করে দেন।[৫০১] অতএব আস্তাবলের তত্ত্বাবধায়ক যখন এসে ঘোড়ার খোরাকী ও রাখালদের বেতন-ভাতা চাইলো তিনি তাদেরকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠিয়ে দিলেন সেগুলো বিক্রী করে সেই অর্থ গরীব-দুঃখীদের মধ্যে বণ্টন করার জন্য। দাস-দাসীদের বেতন-ভাতার প্রশ্ন দেখা দিল। তিনি তাদেরকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অন্ধ, আতুড়, খঞ্জ ও ইয়াতীমদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন।[৫০২]

পোশাক-পরিচ্ছদ : অতি সাধারণ ছিল তাঁর পোশাক, তাতে অনেক তালি। একবার জামার গলার দিকে সামনে-পিছনে উভয় পাশে তালি লাগানো ছিল। সেই অবস্থায় জুম'আর নামায আদায় করে বসে আছেন। তখন এক ব্যক্তি বললো, আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহ্ আপনাকে সবকিছু দিয়েছেন। যদি আপনি একটু ভালো পোশাক পরতেন! একথা শুনে তিনি কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে বসে থাকেন। তারপর মাথা সোজা করে বলেন, অর্থ-বিত্তের মালিক থাকা অবস্থায় মধ্যপন্থা অবলম্বন এবং ক্ষমতার অধিকারী থাকা অবস্থায় ক্ষমা ও উপেক্ষা করা উত্তম।

অধিকাংশ সময় তাঁর দেহে একটি মাত্র কাপড় থাকতো। আর সেটাই বার বার ধুয়ে পরতেন। মায়মূন ইবন মিহ্রান বলেন, তিনি একটি চাদর ছয় মাস পর্যন্ত পাল্টাননি। প্রত্যেক জুম'আর দিন সেটা ধুয়ে আবার পরতেন। প্রতিবার ধোয়ার পর তাতে জাফরানের রং দেওয়া হতো। এক জুম'আর দিনে তিনি একটু দেরীতে মসজিদে গেলেন। এক ব্যক্তি দেরী হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলো। বললেন, চাকর কাপড় ধোয়ার জন্য নিয়ে গিয়েছিল। ঐ কাপড় ছাড়া আর কোন কাপড় নেই।[৫০৩]

মুসলিম নামক জনৈক ব্যক্তি বলেন : আমি একদিন 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের নিকট গেলাম। তখন তাঁর নিকট তাঁর সেক্রেটারী বসা ছিলেন। সামনে একটি বাতি জ্বলছিল, সেই আলোতে মুসলমানদের বিষয় সংক্রান্ত একটি ফাইল দেখছিলেন। লোকটি বেরিয়ে গেলে বাতিটি নিভিয়ে দেওয়া হলো। তারপর আরেকটি বাতি এনে 'উমারের নিকট রাখা হলো। আমি তাঁর আরো নিকটে গেলাম। দেখলাম তাঁর গায়ের জামাটির দু'কাঁধের মাঝখানে তালি দেওয়া। এ অবস্থায় তিনি আমার বিষয়টি দেখলেন।[৫০৪]

শামের একজন সম্মানিত ব্যক্তি বলেন : 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয মৃত্যুর পূর্বে তাঁর এক দাসের নিকট একটি পাত্র জমা রাখেন। এরপর তিনি মারা যান। কথাটি জানাজানি হয়ে গেল। বানু উমাইয়্যার লোকেরা মনে করলো, হয়তো তার মধ্যে মূল্যবান ধন-সম্পদ রয়েছে। তারা দাসটির নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করলো : 'উমার কি একটি পাত্র তোমার নিকট গচ্ছিত রেখেছেন? সে বললো : হাঁ, তবে তাতে তোমাদের খুশী হওয়ার মত কিছু নেই। তারা এ কথায় খুশী হতে পারলো না। বিষয়টি খলীফা ইয়াযীদ ইবন আবদিল

---

৫০১. তাবাকাত-৫/৩৫৪
৫০২. ইবনুল জাওযী : ১০০-১০২
৫০৩. প্রাগুক্ত : ১৫৪-১৫৬, তাবাকাত-৫/৩৯৬
৫০৪. সিফাতুস সাফওয়া-২/১১৮; আল-কামিল ফিত তারীখ-৫/৬২

মালিককে জানানো হলো। তিনি পাত্রটি আনালেন এবং বানু উমাইয়ার লোকদেরও ডাকলেন। অবশেষে তাদের উপস্থিতিতে পাত্রটি খোলা হলো। দেখা গেল, তাতে রয়েছে কিছু পুরানো কাপড়ের টুকরো যা তিনি রাতে পরতেন।[৫০৫]

পোশাক বলতে সাধারণতঃ তাঁর এক জোড়া কাপড়ই ছিল। একটি ধুইয়ে আরেকটি পরতেন। তিনি যখন অন্তিম রোগ শয্যায় তখন তাঁর একটি মাত্র জামা ছাড়া আর কোন জামা ছিল না। শ্যালক মাসলামা ইবন 'আবদিল মালিক এসে দেখলেন, শয্যাশায়ী খলীফার গায়ের জামাটি ময়লা হয়ে গেছে। বোন ফাতিমাকে বললেন, জামাটি ময়লা হয়ে গেছে, লোকজন সাক্ষাতের জন্য আসছে, তুমি জামাটি পাল্টিয়ে দাও। ফাতিমা চুপ করে থাকলেন। মাসলামা আবারও একই কথা বললেন। এবার ফাতিমা বললেন : আল্লাহর কসম! এই জামাটি ছাড়া তাঁর অন্য কোন কাপড় নেই।[৫০৬] এক জোড়া কাপড়ও সবসময় ভালো থাকতো না, ছিঁড়ে গেলে তালি লাগানো হতো। তাঁর ছোট ছোট ছেলে মেয়েরাও নিতান্ত দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন কাটাতো। একবার এক ছেলের কাপড় ছিঁড়ে গেলে কাপড় চাইলেন। তিনি বললেন : খিয়ার ইবন রিবাহ-এর নিকট আমার কাপড় রাখা আছে। তার নিকট গিয়ে চেয়ে নাও। ছেলে তাঁর নিকট গেলেন। রিবাহ অত্যন্ত পুরু কাপড় বের করে আনলেন। ছেলে 'উবায়দুল্লাহ তা দেখে বললেন, এতো আমাদের পরার উপযোগী নয়। খিয়ার বললেন, আমার কাছে তো আমীরুল মু'মিনীনের এই কাপড়ই আছে। 'উবায়দুল্লাহ ফিরে গিয়ে পিতাকে একই কথা বললেন। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয বললেন, আমার কাছে তো এই কাপড়ই আছে। একথা শুনে 'উবায়দুল্লাহ যখন ফিরে যাচ্ছে তখন 'উমার ডেকে বললেন, তোমার ভাতা থেকে যদি অগ্রিম নিতে চাও তাহলে নিতে পার। অবশেষে তাকে এক শ' দিরহাম অগ্রিম দেন এবং ভাতা বণ্টনের সময় তা আবার কেটে নেওয়া হয়।

'আলী ইবন জুযাইমা বলেন :[৫০৭]

رأيت عمر بن عبد العزيز فى المدينة وهو من أحسن الناس لباسا، ومن أطيب الناس ريحا، ومن أخيل الناس فى مشيته. ثم رأيته بعد ذلك يمشي مشية الرهبان.

'আমি মদীনায় 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযকে দেখেছি। তখন তিনি সবচেয়ে সুন্দর পোশাক পরিধানকারী, সবচেয়ে বেশী সুগন্ধি ব্যবহারকারী এবং সবচেয়ে অভিজাত ভঙ্গিতে চলাচলকারী একজন মানুষ। পরবর্তী জীবনে আমি তাঁকে দুনিয়ার ভোগ-বিলাস বিমুখ একজন রাহিব হিসেবে চলাচল করতে দেখেছি।'

---

৫০৫. সিফাতুস সাফওয়া-২/১২০-১২১
৫০৬. আল-কামিল ফিত তারীখ-৫/৬২
৫০৭. ইবনুল জাওযী-৩২

খাদ্য-খাবার

অতি সাধারণ খাবার খেতেন। পরিমাণেও কম। একবার সকালে বাড়ী থেকে একটু দেরীতে বের হলেন, পরিবারের লোকেরা মনে করলো, তিনি কারো উপর অসন্তুষ্ট হননি তো! ব্যাপারটি বুঝতে পেরে তিনি ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, গত রাতে আমি মসুরি ও ছোলার ডাল খেয়েছিলাম, তাই পেট খারাপ করেছে। বৈঠকে উপস্থিত একজন বললো, আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহ তাঁর কিতাবে বলেছেন :

فكلوا من طيبات مارزقناكم. (البقرة - ١٧٢)

'আমি তোমাদেরকে যেসব পবিত্র বস্তু দিয়েছি তা হতে আহার কর।'

তিনি বললেন, 'আফসোস! তুমি উল্টো অর্থ গ্রহণ করছো। এ আয়াত দ্বারা তো সেই সম্পদকে বুঝানো হয়েছে যা বৈধ পন্থায় উপার্জন করা হয়েছে। ভালো ভালো সুমিষ্ট খাবার নয়।'[৫০৮]

মুহাম্মাদ ইবন যুবাইর আল-হানজালী বলেন, একদিন রাতের বেলা আমি 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের নিকট গিয়ে দেখি, তিনি রুটির টুকরা যয়তূনের তেলে ভিজিয়ে খাচ্ছেন।[৫০৯]

একদিন তিনি এক ব্যক্তিকে বাড়ীর ভিতরে ডেকে নিলেন। লোকটি ভিতরে ঢুকে দেখতে পান যে, একটি দস্তরখানের উপর একটি বড় থালা কাপড় দিয়ে ঢাকা রয়েছে। পাশে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয নামায আদায় করছেন। নামায শেষ করে দস্তরখান সামনে টেনে নিয়ে বললেন, এসো, খাও। কোথায় সেই মিসর ও মদীনার জীবন, আর কোথায় বর্তমানের এই জীবন। একথা বলে তিনি কেঁদে দেন। কিছুই খেলেন না।

একবার তাঁর চাকরকে খাবার জন্য ডাল দেওয়া হলে সে আপত্তির সুরে বলে, রোজ রোজ ডাল? বেগম সাহেবা বললেন, তোমার মনীব আমীরুল মু'মিনীনেরও এই একই খাদ্য। কিন্তু এই মামুলী খাবারও তিনি খলীফা হওয়ার পর কখনো পেট ভরে খাননি। তাঁর এক দাস বর্ণনা করেছেন, যেদিন তিনি খলীফা হন সেদিন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কোন দিন পেট ভরে খাননি।[৫১০]

যদি কখনো ভালো কিছু খাওয়ার ইচ্ছাও হতো, জোটানোর সামর্থ্য হতো না। একবার আঙ্গুর খাওয়ার ইচ্ছা হলো। স্ত্রী ফাতিমাকে বললেন, তোমার কাছে কি একটি দিরহাম হবে, আঙ্গুর খেতে ইচ্ছা করছে। স্ত্রী একটু ঝাঁঝের সাথে জবাব দিলেন, আমীরুল মু'মিনীন হয়ে একটি দিরহাম সংগ্রহের ক্ষমতা নেই। 'উমার বললেন, জাহান্নামের হাতকড়ার চেয়ে আমার এ অক্ষমতা উত্তম।[৫১১] একবার তিনি তাঁর সন্তানদের সঙ্গে

---

৫০৮. তাবাকাত-৫/৩৭০
৫০৯. প্রাগুক্ত-৫/৩৭৪
৫১০. ইবনুল জাওযী-১৫২
৫১১. তারীখ আল-খুলাফা'-২৩৫

মিলিত হতে গিয়ে দেখতে পান, যে বাচ্চাই তাঁর সঙ্গে কথা বলছে, সে তার মুখের উপর হাত চাপা দিচ্ছে। কারণ জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন যে, আজ তারা সবাই কেবল ডাল ও পিঁয়াজ খেয়েছে। তিনি অশ্রুভেজা চোখে বললেন : তোমরা কি চাও যে, তোমরা নানা রকমের খাবার খাও, আর তোমাদের পিতা জাহান্নামে যাক?" একথা শোনার পর তারাও কেঁদে ফেলে।[৫১২]

তাঁর ব্যক্তিগত সম্পদের পরিমাণ এত কমে গিয়েছিল যে, হজ্জ করার প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তা সমাধা করার প্রয়োজনীয় ব্যয়-নির্বাহের সঙ্গতি তাঁর ছিল না। খাস খাদিমকে, যে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুও ছিল, বলেন : তোমার নিকট কিছু আছে কি? সে বললো : দশ-বারো দীনারের মত আছে। তিনি বললেন : এতে কিভাবে হজ্জ সমাধা হতে পারে? এ সময় উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ থেকে কিছু অর্থ তাঁর হাতে আসে। তখন খাদিম খলীফাকে মুবারকবাদ জানিয়ে বলেন, হজ্জের খরচ তো এসে গেছে। খলীফা বললেন : আমরা এই বিত্ত-সম্পদ থেকে বহুদিন যাবত উপকৃত হয়েছি। এখন এটা সাধারণ মুসলমানদের অধিকারভুক্ত। একথা বলে তিনি সেই অর্থ বায়তুল মালে জমা দিয়ে দেন। এটা সেই সময়ের কথা যখন তিনি তৎকালীন বিশ্বের সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর।

তাঁর স্ত্রী ফাতিমা ছিলেন রাজপরিবারের মেয়ে। তাঁর পিতা আবদুল মালিক, দাদা মারওয়ান, ভাই ওয়ালীদ সবাই ছিলেন বর্ণাঢ্য উমাইয়্যা খলীফা। তাঁর স্বামীও খলীফা; কিন্তু দুনিয়ার প্রতি একেবারেই নিরাসক্ত, দুনিয়ার ভোগ-বিলাসের প্রতি সম্পূর্ণ বিমুখ। তাই তিনিও স্বামীর রূপ ধারণ করেন, স্বামীর রঙ্গে রঙ্গিন হন। সৌন্দর্য চর্চা ও সাজ-গোজ একেবারেই ছেড়ে দিয়ে অতি সাদামাটা জীবন ধারণ করেন। একবার এক বিত্তশালী ঘরের মহিলা খলীফা-পত্নীর এমন করুণ অবস্থা দেখে এর কারণ জানতে চান। তিনি বলেন, এরূপই আমার স্বামীর পছন্দ।[৫১৩]

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের দিরহাম নামে এক দাস ছিল। সে তাঁর ব্যক্তিগত কাজ করতো। খলীফা হওয়ার পর একদিন তিনি জানতে চাইলেন : দিরহাম, লোকে এখন কী বলাবলি করে? সে জবাব দিল : কি আর বলবে? মানুষ, সবাই ভালো আছে, আর আমি ও আপনি আছি খুব খারাপের মধ্যে। 'উমার প্রশ্ন করলেন : কিভাবে? বললো : খলীফা হওয়ার পূর্বে আমি আপনাকে দেখেছি, সবচেয়ে দামী সুগন্ধি ব্যবহার করতে, দামী পোশাক পরতে, উন্নত বাহন ব্যবহার করতে এবং ভালো খাবার খেতে। খলীফা হওয়ার পর আমি আশা করেছিলাম এবার একটু আরাম করবো, বিশ্রাম নিব। কিন্তু আমার কাজ এখন বেড়ে গেছে এবং আপনিও একটি বিপদে জড়িয়ে পড়েছেন। 'উমার বললেন : তোমাকে মুক্তি দিলাম। তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাও। আর আল্লাহ্ আমার মুক্তির একটা ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত আমি এর মধ্যেই থাকবো।[৫১৪]

---

৫১২. সীরাতু ইবন 'আবদিল হাকাম-৫৫

৫১৩. ইবনুল জাওযী-১৫৪

৫১৪. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৪/৪৩৫

আবাসস্থল

প্রাসাদ ও অট্টালিকা রাষ্ট্র পরিচালনার অনুষঙ্গ ও অপরিহার্য অংশ। কিন্তু সারা জীবন ব্যক্তিগতভাবে কোন ভবন তৈরি করেননি। তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাত এটাই। তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন, অথচ ইটের উপর ইট এবং কড়িকাঠের উপর কড়িকাঠ রাখেননি। তাঁর ঘরের উপর তলায় একটি কক্ষ ছিল। সেখানে উঠার সিঁড়িতে একটি ইট বেরিয়ে পড়েছিল। উঠা-নামার সময় নড়াচড়া করতো, যে কোন সময় খসে পড়ার শঙ্কা হতো। একদিন তাঁর চাকর কিছু কাদা দিয়ে ইটটি জায়গামত সেঁটে দেন। এরপর তিনি যখন উপরে গেলেন তখন বুঝতে পারলেন ইটটি আর নড়ছে না। ব্যাপারটি কি তা চাকরের নিকট জানতে চাইলে সে ঘটনাটি খুলে বলে। তিনি কাদা ফেলে দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন, আমি আল্লাহর নিকট অঙ্গীকার করেছিলাম, যদি খলীফা হই তাহলে কখনো ইটের উপর ইট রাখবো না।[৫১৫]

পরিবার-পরিজন

বেগম সাহেবা থেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। বেগম সাহেবা ফাতিমা বলেন, খলীফা হওয়ার পর কখনো তাঁর জানাবতের গোসলের প্রয়োজন হয়নি। একবার তিনি একজন ইসলামী ধর্মতাত্ত্বিক (ফকীহ)-কে বলে পাঠান যে, আমীরুল মু'মিনীন যা করছেন তা বৈধ নয়। তিনি স্ত্রীর সাথে কোন রকম সম্পর্ক রাখেন না। উক্ত ফকীহ বিষয়টি আমীরুল মু'মিনীনকে জানালেন। তিনি বললেন, যার ঘাড়ে গোটা উম্মাতে মুহাম্মাদীর বোঝা রয়েছে এবং কিয়ামতের দিন যাকে তার জন্য জবাবদিহি করতে হবে, সে কিভাবে এসব সম্পর্ক বিদ্যমান রাখতে পারে?

দাসীদেরকে তিনি এ ইয়াখতিয়ার দেন যে, কেউ ইচ্ছা করলে দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে চলে যেতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে থেকেও যেতে পারে। তবে তারা কোন সুবিধা পাবে না। একথা শুনে বাড়ীতে কান্নার রোল পড়ে যায়।[৫১৬]

তাঁর প্রতিদিনের খরচ ছিল মাত্র দু'দিরহাম, কখনো তা বায়তুল মাল থেকে নিতেন না। ব্যক্তিগত আয় যা কিছু ছিল তাও খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর কম হয়ে যায়। কারণ, জবর-দখলকৃত সম্পদ ফেরত দানের ধারাবাহিকতায় তিনি সর্বপ্রথম নিজের সম্পদ ফেরত দেন। যখন তিনি খলীফা হন তখন তাঁর সম্পদ থেকে বার্ষিক আয় হতো পঞ্চাশ হাজার দীনার। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর সময় পর্যন্ত তা নেমে এসে দাঁড়ায় দু' শ' দীনার। অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, খলীফা হওয়ার সময় তাঁর সম্পদের আয় ছিল চল্লিশ হাজার দীনার এবং তা নেমে এসে চার হাজার হয়।[৫১৭] এমন অবস্থায় তাঁর পরিবার-পরিজন দারুণ টানাটানির ভিতর দিয়ে জীবন অতিবাহিত করতো। একবার 'আবদুল্লাহ ইবন

---

৫১৫. ইবনুল জাওযী-১৫১, ১৫৭

৫১৬. সিফাতুস সাফওয়া-২/১১৫; তাবাকাত-৫/৩৯৩, তারীখ আল-খুলাফা-২৩৭

৫১৭. ইবনুল জাওযী-২৭২; আবদুস সালাম নাদবী-৮৬, টীকা-২

যাকারিয়া তাঁর কাছে যান এবং তাঁর পরিবার-পরিজনের অভাব-অনটন দেখে অন্তরে ব্যথা পান। তিনি বলেন, আমীরুল মু'মিনীন! আপনি আপনার কর্মচারী-কর্মকর্তাদেরকে এক শ', দু' শ' করে, এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে তার চাইতে বেশী মাসিক বেতন-ভাতা দেন। তিনি বললেন, যদি তারা কুরআন-হাদীছ অনুসারে কাজ করে তাহলে এ পরিমাণ খুবই কম। আমি তাদেরকে জীবিকার ধান্দা থেকে বিলকুল মুক্ত রাখতে চাই। তিনি বললেন, যখন এটা বৈধ এবং আপনি তাদের চাইতেও বেশী কাজ করেন তখন আপনিও মাসিক বেতন-ভাতা নিয়ে পরিবার-পরিজনকে স্বাচ্ছন্দ দান করতে পারেন। কারণ তারা খুবই অভাবী। বললেন, তুমি তো আমার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ এবং আমার ভালোর উদ্দেশ্যে একথা বলছো। তারপর তিনি নিজের ডান হাতটি বাম হাতের উপর রেখে বলেন, কিন্তু এই গোশ্‌তের সবটুক আল্লাহর সম্পদ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। এখন আমি আল্লাহর এই সম্পদে অন্য কিছু ঢুকিয়ে বৃদ্ধি করতে চাইনে।

একবার ঘরে জীবন ধারণের জন্য কিছুই ছিল না। চাকর মুযাহিম চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়লেন যে, কি ব্যবস্থা করা যায়। অবশেষে বাধ্য হয়ে এক ব্যক্তির নিকট থেকে পাঁচ দীনার ধার নিলেন। অতঃপর খলীফার ইয়ামনের সম্পদ থেকে প্রাপ্ত অর্থ এসে গেল। মুযাহিম অত্যন্ত খুশী মনে মনিবের নিকট গেলেন যে, এখন ধার শোধ করতে পারবেন। ঘরে ঢুকেই মাথায় হাত রেখে— আল্লাহ আমীরুল মু'মিনীনকে প্রতিদান দিন, আল্লাহ আমীরুল মু'মিনীনকে প্রতিদান দিন, এই ব্যক্তিগত অর্থও তিনি বায়তুল মালে জমা দিয়েছেন— একথা বলতে বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন।[৫১৮]

সন্তানদেরকে তিনি দারুণ ভালোবাসতেন। কিন্তু সে ভালোবাসার প্রকাশ পার্থিব জাঁক-জমক ও বিলাসী জীবন যাপনের রূপে হতো না। একবার তিনি ঘরে ফিরে অতি আদরের মেয়ে আমীনাকে কাছে ডাকলেন। কিন্তু সে এলো না। তিনি একজনকে পাঠালেন তাকে আনার জন্য। লোকটি গেল এবং তার না আসার কারণ জানতে চাইলো। সে বললো আমার কাছে কাপড় ছিল না। একথা শুনে খলীফা চাকর মুযাহিমকে বিছানার চাদর ছিঁড়ে তার কামিজ বানিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। মেয়ের ফুফু উম্মুল বানীন ছিলেন বিত্তশালী মহিলা, এক ব্যক্তি তাঁকে কথাটি জানালে তিনি একথান কাপড় পাঠিয়ে দিয়ে বলে দেন, 'উমারের কাছে কিছুই চাইবে না।

তাঁর সন্তানদের কেউ যদি একটু দামী জিনিস ব্যবহার করতো, তিনি তাদেরকে তা করতে বারণ করতেন। একবার এক ছেলে একটি আংটি বানায় এবং তাতে লাগানোর জন্য এক হাজার দিরহাম দিয়ে একটি পাথর খরীদ করে। তিনি তা জানতে পেরে তাকে লেখেন, আংটিটি বিক্রী করে দাও এবং সেই অর্থ দিয়ে এক হাজার অভুক্ত মানুষকে আহার করাও। আর লোহার একটি আংটি কিনে তার উপর একথাটি খোদাই করে নিবে— আল্লাহ সেই ব্যক্তির উপর দয়া করেন যে নিজের মর্যাদা সম্পর্কে অবগত।[৫১৯]

---

৫১৮. ইবনুল জাওযী-১৬২, ২৭৫
৫১৯. প্রাগুক্ত-২৭৫

বায়তুল মাল থেকে ভাতা গ্রহণ

দ্বিতীয় খলীফা 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) খলীফা হিসেবে দৈনিক মাত্র দুই দিরহাম ভাতা গ্রহণ করেন। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয খলীফা হলেন। তাঁকে বলা হলো, আপনি 'উমার আল-খাত্তাব (রা) যে পরিমাণ ভাতা নিতেন, তাই নিন। জবাবে তিনি বললেন :[৫২০]

إن عمر بن الخطاب لم يكن له مال وأنا مالى يُغْنِيْنِى.

"উমারের অর্থ-সম্পদ ছিল না, কিন্তু আমার যা সম্পদ আছে তা যথেষ্ট।'

অপর একটি বর্ণনা মতে তিনি বায়তুল মাল থেকে বছরে চার শ' দীনার গ্রহণ করতেন।[৫২১]

দায়িত্বানুভূতি

ক্ষমতা ও শাসন কর্তৃত্ব মানুষের মনকে কঠিন এবং জবাবদিহিতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্ভীক করে তোলে। কিন্তু 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের অন্তঃকরণকে খোদাভীতিতে পূর্ণ করে দেয়। তিনি খিলাফতের গুরুদায়িত্বের তীব্র অনুভূতিতে সব সময় ভীতিগ্রস্ত থাকতেন। তাঁর নিয়ম ছিল 'ঈশার নামাযের পরে একান্ত নিরিবিলিতে মসজিদে বসে কেঁদে কেঁদে দু'আ করা। এ অবস্থায় ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে যেত। ঘুমের ভাব কেটে গেলে একই রকম দু'আ আরম্ভ করতেন। এভাবে কান্না, দু'আ, জাগা ও ঘুমানোর মধ্য দিয়ে সারা রাত অতিবাহিত হতো।

একদিন তিনি মানুষের চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণের জন্য বসলেন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একাজ অব্যাহত রাখলেন। রাতের একটা অংশে একাজ শেষ করে সরকারী বাতি নিভিয়ে দিয়ে নিজ অর্থে জ্বালানো বাতি আনতে বললেন। দু'রাক'আত নামায আদায় করলেন। তারপর চিবুকের নীচে একটি হাত রেখে নীরব-নিস্তব্ধ হয়ে বসে থাকলেন। তখন তাঁর দু'চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। এভাবে রাত কেটে যায়। তারপর তিনি ফজরের নামাযে দাঁড়িয়ে যান। স্ত্রী ফাতিমা খলীফার এমন আচরণ লক্ষ্য করেন। তিনি বলেন : আমীরুল মু'মিনীন! গত রাতে আপনাকে এমন আচরণ করতে দেখলাম কেন? বললেন : তুমি ঠিকই ধরেছো। এই উম্মাতের যাবতীয় দায়িত্ব আমার কাঁধে। এদের মধ্যে অনেকে আছে নিঃসম্বল প্রবাসী, সহায়-সম্বলহীন দরিদ্র মানুষ, একান্ত সহায়হীন কয়েদী এবং এ ধরনের আরো অনেকে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে রয়েছে। আমি জানি, আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করবেন, মুহাম্মাদ (সা) তাদের পক্ষে আমার বিরুদ্ধে প্রমাণ উপস্থাপন করবেন। আমার ভয় হয় সেদিন আমি আল্লাহর নিকট কোন ওজর-আপত্তি উত্থাপন করতে পারবো না এবং মুহাম্মাদ (সা)-এর সামনেও কোন যুক্তি দাঁড় করাতে সক্ষম হবো না। এ কারণে নিজের ব্যাপারে বড় ভীত-শংকিত হয়ে পড়েছিলাম।[৫২২]

---

৫২০. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৪/২৭১, ৪৩৪

৫২১. তাবাকাত-৫/৩৯৬; ইবনুল জাওযী-২৭২

৫২২. আল-কামিল ফিত-তারীখ-৫/৬৫; আল-খলীফা আয-যাহিদ-১৭৫

তাঁর এমন অস্থিরতা ও কান্নাকাটি দেখে বন্ধুদের অনেকে তাঁকে তিরস্কার করতেন। জবাবে তিনি বলতেন : তোমরা আমাকে তিরস্কার করছো, অথচ ফুরাতের তীরে একটি ছাগলের বাচ্চাও অহেতুক মারা গেলে তার জন্য 'উমারকে ধরা হবে।[৫২৩]

একবার তিনি সেনা কর্মকর্তা সুলায়মান ইবন আবী কারীমাকে লিখলেন :

"আল্লাহকে সম্মান ও ভয় করার সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন সেই বান্দার যাকে তিনি আমার মত এই পরীক্ষায় ফেলেছেন। আল্লাহর নিকট আমার চেয়ে বেশী কঠিন হিসাব দানকারী এবং যদি আমি নাফরমানি করি তাহলে আমার চেয়ে বেশী হেয় ও লাঞ্ছিত কেউ হবে না। আমি আমার নিজের অবস্থায় মানসিকভাবে ভীষণ বিপর্যয়গ্রস্ত। আমার ভয় হয়, আমার এ অবস্থা আমাকে ধ্বংস করে না দেয়। আমি জেনেছি, তুমি জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ-এর উদ্দেশ্যে বের হচ্ছো। আমার প্রিয় ভাই! তুমি জিহাদের ময়দানে পৌঁছে আল্লাহর দরবারে দু'আ করবে তিনি যেন আমাকে শাহাদাত দান করেন। কারণ, আমার অবস্থা বড় কঠিন এবং বিপদ বড় ভয়াবহ।"[৫২৪]

খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে কথা কম বলতেন। সব সময় নীরব ও নিশ্চুপ থাকতেন। সব রকম হাস্য-কৌতুক, রসিকতা ছেড়ে দেন। হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টিকারী নিম্নমানের কথা শোনা বর্জন করেন। সোম, বৃহস্পতি, প্রতি মাসের দশ তারিখ, আরাফার দিন ও আশূরাতে সাওম পালন করতেন। সামান্য হলেও প্রতিদিন কুরআন তিলাওয়াত করতেন। ইবাদাত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে কোন রকম বাড়াবাড়ি করতেন না। তবে যতটুকু করতেন, সব সময় করতেন। তাঁর নামায ছিল হযরত রাসূলে কারীমের (সা) নামাযের মত।[৫২৫]

মৃত্যু, কিয়ামত ও জাহান্নামের ভয়

পৃথিবীর রাজা-বাদশাদের ইতিহাসে দেখা যায়, তাদের দরবারে ও জলসায় মৃত্যু, কিয়ামত, পরকাল ও আল্লাহভীতির কোন আলোচনা কখনো স্থান পায় না। কিন্তু 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের মজলিসেই এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। রাতে তাঁর দরবারে 'আলিম ও 'আবিদ ব্যক্তিদের সমাবেশ ঘটতো। মৃত্যু ও কিয়ামতের আলোচনা করতে করতে তাঁরা কান্নায় এমনভাবে ভেঙ্গে পড়তেন যেমন মৃত ব্যক্তির জন্য মানুষ মাতম করে।[৫২৬]

রাত জেগে তিনি মৃত্যু নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতেন। কবরের ভয়াবহতা স্মরণ করে অচেতন হয়ে পড়তেন। একবার তিনি তাঁর এক বৈঠকী বন্ধুকে বললেন, আমি সারা রাত চিন্তা-ভাবনার মধ্যে জেগে রয়েছি। বন্ধু জিজ্ঞেস করলেন : কোন বিষয়ে? বললেন : কবর

---

৫২৩. ইবনুল জাওযী : ২৯১-২৯২
৫২৪. তাবাকাত-৩৯৩
৫২৫. 'আলী ফা'উর, সীরাতু 'উমার-১২৬
৫২৬. তারীখ আল-খুলাফা'-২৩৭

এবং কবরবাসীদের সম্পর্কে। তুমি যদি তিন দিন পর কবরে মৃতদেহ দেখ তাহলে তাদের প্রতি শত স্নেহ-ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও তাদের কাছে যেতে ভয় করবে। তুমি এমন একটি ঘর দেখতে পাবে যেখানে সুন্দর সুন্দর পোশাক ও চমৎকার সুগন্ধির পরিবর্তে পোকা কিলবিল করছে, পুঁজ গড়িয়ে পড়ছে, সেই পুঁজে পোকা সাতার কাটছে, পঁচা দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে, কাফন ময়লা-নোংরা হয়ে গেছে। এতটুকু বলার পর কান্নায় তাঁর কণ্ঠ রোধ হয়ে যায় এবং তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়ে যান। স্ত্রী পানির ছিটা দিয়ে হুঁশ ফিরিয়ে আনেন।

একবার জনৈক ব্যক্তি 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) নিকট গিয়ে দেখলেন, তিনি একটি জ্বলন্ত চুলোকে সামনে নিয়ে বসে আছেন। লোকটিকে দেখে বললেন : আমাকে কিছু উপদেশ দাও। লোকটি বললো :

يا أمير المؤمنين، ما ينفعك من دخل الجنة إذا دخلت أنت النار؟ وما يضرك من دخل النار إذا دخلت أنت الجنة؟

"হে আমীরুল মু'মিনীন! কে জান্নাতে গেল তাতে আপনার লাভ কি, যদি আপনি নিজে জাহান্নামে যান? আর কে জাহান্নামে গেল তাতে আপনার ক্ষতি কি, যদি আপনি নিজে জান্নাতে যান?" একথা শুনে 'উমার (রহ) এত কাঁদলেন যে, তাঁর চোখের পানিতে সামনে চুলোর আগুন নিভে যায়।[৫২৭]

মায়মূন ইবন মিহরান বলেন : আমি 'উমারের নিকট বসে আছি। হঠাৎ তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট মৃত্যু কামনা করতে লাগলেন। বললাম : আপনি এভাবে মৃত্যু কামনা করছেন কেন? আল্লাহ তো আপনার দ্বারা অনেক কল্যাণমূলক কাজ করিয়েছেন, অনেক সুন্নত জীবিত এবং বহু বিদ'আত দূর করিয়েছেন। বললেন : আমি কি সেই সত্যনিষ্ঠ বান্দার মত হবো না, আল্লাহ যার চোখে প্রশান্তি এবং রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করেন? তারপর তিনি পাঠ করেন :

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِيْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِيْ مِنْ تَأْوِيْلِ الْأَحَادِيْثِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّأَلْحِقْنِيْ بِالصَّالِحِيْنَ. (يوسف : ١٠١)

'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে রাজ্য দান করেছো এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছো। হে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা! তুমিই ইহলোক ও পরলোকে আমার অভিভাবক। তুমি আমাকে মুসলিম হিসেবে মৃত্যু দাও এবং আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত কর।'[৫২৮]

ইয়াযীদ ইবন হাওশাব বলেন :[৫২৯]

---

৫২৭. ইবনুল জাওযী : ১০৮-১০৯, ১৮৭

৫২৮. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৪/৪৩৫; 'আলী ফা'উর, সীরাতু 'উমার-১২৮

৫২৯. সিফাতুস সাফওয়া-৩/১৫৬; তাবাকাত-৫/৩৯৪; রিজালুল ফিকর ওয়াদ দাওয়া-১/৬১

مارأيت أخوفَ من الحسن وعمر بن عبد العزيز! كأن النار لم تخلق إلا لهما.

"আমি হাসান আল-বসরী ও 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) চেয়ে বেশী কাউকে কিয়ামতকে ভয় করতে দেখিনি। মনে হতো, দোযখ যেন কেবল তাঁদের দু'জনের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে।"

কুরআনের আয়াতের প্রভাব

কুরআন মাজীদের গভীর উপদেশপূর্ণ আয়াত পাঠ করে ভয়ে, উৎকণ্ঠায় দিশেহারা হয়ে পড়তেন। এক রাতে নিম্নের আয়াতগুলো পাঠ করলেন :[৫৩০]

يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْش. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَاضِيَةٍ. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ.

'সেই দিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত এবং পর্বতসমূহ হবে ধূনিত রঙ্গিন পশমের মত। তখন যার পাল্লা ভারী হবে, সে তো লাভ করবে সন্তোষজনক জীবন। কিন্তু যার পাল্লা হালকা হবে তার স্থান হবে 'হাবিয়া'।'

তিলাওয়াত শেষে তিনি জোরে চিৎকার দিয়ে বলে ওঠেন– وَاصَبَاحَاه – হায়, অশুভ সকাল! তারপর লাফ দিয়ে মাটিতে এমনভাবে পড়ে যান যে, মনে হচ্ছিল তাঁর প্রাণ বের হয়ে যাবে। অনেকক্ষণ এমন অসার হয়ে পড়ে থাকলেন মনে হলো তাঁর জীবনাবসান হয়েছে। তারপর আবার জ্ঞান ফিরে পান। অন্য একদিন নামাযে পাঠ করলেন নিম্নের আয়াতটি :[৫৩১]

وَقِفُوْا هُمْ أَنَّهُمْ مَسْئُوْلُوْنَ.

'অতঃপর তাদেরকে থামাও, কারণ তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।'

আয়াতটি পাঠের পর এতই প্রভাবিত হলেন যে, বারবার পাঠ করতে থাকেন এবং সামনে আর এগুতে পারলেন না।[৫৩২]

তাওয়াক্কুল বা আল্লাহ নির্ভরতা

তাওয়াক্কুল 'আলাল্লাহ বা আল্লাহ নির্ভরতা 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযকে সকল সঙ্কট ও বিপদ-আপদ থেকে বেপরোয়া করে তুলেছিল। একবার বহু মানুষ তাঁকে পরামর্শ দিল যে, খাদ্য-খাবার দেখে-শুনে সতর্কতার সংগে খাবেন, নামায আদায়ের সময় আশে-পাশে নিরাপত্তা রক্ষী রাখবেন যাতে কেউ অতর্কিত আক্রমণ করতে না পারে এবং প্লেগ জাতীয় কোন মহামারী দেখা দিলে পূর্ববর্তী খলীফাদের রীতি ছিল স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র সরে যাওয়া, আপনিও তাই করবেন। তাদের কথা শেষ হলে তিনি বললেন,

---

৫৩০. সূরা আল-কারিআ : ৪-৯
৫৩১. সূরা আস-সাফ্ফাত-২৪
৫৩২. ইবনুল জাওযী-১৯১

অবশেষে তাদের পরিণত কি হয়েছে? যখন তারা বেশী পীড়াপীড়ি করতে লাগলো তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ! তুমি জান, যদি আমি কিয়ামতের দিন ছাড়া আর কোন দিনকে ভয় করি তাহলে আমার ভয়কে প্রশান্তিতে পরিণত করো না।[৫৩৩]

যেহেতু খারিজীদের অতর্কিত আক্রমণ আশঙ্কায় পূর্ববর্তী সকল খলীফার জীবন নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়েছিল, এ কারণে তাঁদের নিরাপত্তার জন্য সর্বক্ষণ বহু প্রহরী নিয়োজিত থাকতো। যার সূচনা করেন হযরত মু'আবিয়া (রা)। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয সম্পূর্ণভাবে এই নিরাপত্তা রক্ষীদের পদ বিলুপ্ত না করলেও তিনি তাদেরকে পরিষ্কারভাবে বলে দেন যে, আমি তোমাদের পাহারার মোটেই মুখাপেক্ষী নই। আল্লাহর তাকদীরই আমার নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট। তোমাদের যার ইচ্ছা থাকতে পার, যার ইচ্ছা চলে যেতে পার।

তাকওয়া-পরহিযগারী

কিছু জিনিস এমন আছে যা দৃশ্যতঃ জায়েয মনে হয়; কিন্তু গভীরভাবে দেখলে তাও সন্দেহ থেকে মুক্ত নয়। ঐসব জিনিসের সাথেই মূলতঃ তাকওয়া-পরহিযগারীর সম্পর্ক। অনেকে এসব জিনিস পরিহার করে চলেন। তবে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের মধ্যে ঐ গুণটি পূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল। যদি কখনো অমুসলিম যিম্মীদের মধ্যে অবস্থান করতেন এবং তারা দুধ, তরকারি ইত্যাদি সরবরাহ করতো, তিনি তাদেরকে বাজারের চাইতে বেশী মূল্য দিয়ে তা গ্রহণ করতেন। কেউ মূল্য গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে তিনি সেই সব জিনিস খেতেন না। কিন্তু যদি কোন মুসলমান কোন জিনিস উপহার দিত, তিনি তা মোটেই গ্রহণ করতেন না। একবার তিনি আপেল খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তাঁর খান্দানের এক ব্যক্তি উঠে গেল এবং একটি আপেল উপহার হিসেবে পাঠিয়ে দিল। বাহক আপেলটি নিয়ে উপস্থিত হলে তিনি গ্রহণ করলেন না। তবে ভদ্রতা বশতঃ বললেন, তাকে বলবে আপনার এ উপহার খুবই পছন্দ হয়েছে। লোকটি বললো, এটা তো ঘরের আপেল। আর আপনি তো জানেন রাসূলুল্লাহ (সা) উপহার গ্রহণ করতেন। বললেন, রাসূলুল্লাহর (সা) জন্য হাদিয়া-উপহার, নিঃসন্দেহে তা হাদিয়া-উপহারই ছিল। কিন্তু আমাদের জন্য তা ঘুষ।[৫৩৪]

নিজ খান্দানের সপক্ষে

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয যদিও ধর্মীয়ভাবে নিজ খান্দানের সর্বেসর্বা মর্যাদার দাবীদার হওয়াকে মোটেই সমর্থন করতেন না, তবে নিজ খান্দানের মান-মর্যাদা রক্ষার ক্ষেত্রে একেবারে উদাসীন ছিলেন না।

একবার বিদ্রোহী খারিজীরা বিতর্ক চলাকালে বললো, যতক্ষণ আপনি আপনার খান্দানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদের প্রতি অভিশম্পাত না করবেন, আমরা আপনার আনুগত্য

---

৫৩৩. তাবাকাত-৫/৩৯৪
৫৩৪. ইবনুল জাওযী-৯৮, ১৬০

করবো না। জবাবে তিনি তাদেরকে প্রশ্ন করেন, তোমরা কি ফির'আউনের প্রতি অভিশাপ দিয়ে থাক? তারা না সূচক জবাব দিলে তিনি বলেন, যখন তোমরা ফির'আউনকে ক্ষমা করেছো তখন আমি আমার খান্দানের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখবো না কেন? বিশেষতঃ যখন তাদের মধ্যে ভালো-মন্দ সব ধরনের মানুষ বিদ্যমান?[৫৩৫]

একবার এক ব্যক্তি তাঁর সামনে হযরত মু'আবিয়া (রা)-কে নিন্দামন্দ করলে তিনি তাকে তিনটি চাবুক মারেন। তিনি তাঁর গোটা খিলাফতকালে নিজ হাতে এই তিনটি চাবুকই মারেন।[৫৩৬]

আপনজনদের প্রতি ভালোবাসা

তিনি আপনজন ও নিকট আত্মীয়দের ভীষণ ভালোবাসতেন। তাঁর চাচা 'আবদুল্লাহ ইবন মারওয়ানের মৃত্যু হলে, যদিও তিনি তখন বিলাসী জীবন যাপন করতেন, আয়েশী জীবন ত্যাগ করে অতি সাদামাটা জীবন ধারণ করেন। প্রায় দু'আড়াই মাস এভাবে চলার পর অবশেষে মুহাম্মাদ ইবন কাসিমের অনুরোধে নিজের প্রকৃত অবস্থায় ফিরে আসেন।

পুত্র সন্তানদের মধ্যে আবদুল মালিক ছিলেন তাঁর বেশী প্রিয়। একবার মায়মূন ইবন মাহরানকে তিনি বলেন, আমার পুত্র 'আবদুল মালিক আমার চোখের পুত্তলিতে পরিণত হয়েছে। আমার ভয় হয়, আমার আবেগ আমার বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে না ফেলে। আমার ইচ্ছা, আপনি এসে তার শিক্ষা ও জ্ঞানের পরীক্ষা নিন।

শত্রুর সাথে কোমল ও বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ

শত্রুর সাথে কোমল আচরণ করতে পারে কেবল অতি ভদ্র ও উদার চিত্তের মানুষেরা। 'উমার ছিলেন এ জাতীয় একজন মানুষ। ইসলামের ইতিহাসে দেখা যায় খারিজীদের একটি উপদল সব সময় খলীফাদের দুশমন ভেবেছে। কিন্তু 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয সারা জীবন তাদের সাথে কোমল ও বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করেছেন। একবার জনৈক খারিজী ব্যক্তি খলীফা সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিককে পাপাচারী ও পাপিষ্ঠ পিতার সন্তান বলে গালি দেয়। খলীফা সুলায়মান লোকটিকে কি শাস্তি দেওয়া যায় সে ব্যাপারে 'উমারের পরামর্শ চান। 'উমার বললেন, সে যেমন আপনাকে গালি দিয়েছে আপনিও তাকে কিছু গালি দিতে পারেন।[৫৩৭]

একবার কয়েকজন খারিজী তাঁর নিকট এসে বিতর্ক শুরু করে। 'উমারের সাথে বসা তাঁর এক বন্ধু তাঁকে বললেন, আপনি উত্তেজিত হয়ে তাকে একটু ভয় দেখান। কিন্তু তার কথায় কান না দিয়ে তিনি অত্যন্ত ভদ্র ও কোমলভাবে তার সাথে আলোচনা করতে থাকেন। অবশেষে তারা একটি বিশেষ শর্তের উপর রাজী হয়ে চলে যায়। তারপর

---

৫৩৫. প্রাগুক্ত-৭৭
৫৩৬. তাবাকাত-৫/৩৮৩
৫৩৭. ইবনুল জাওযী-৩৫, ৩৯, ২৬৩

'উমার তাঁর বন্ধুর হাঁটুতে হাত রেখে বলেন, যদি ঔষধে কাজ হয় তাহলে কাঁটা-ছেঁড়া করা উচিত নয়।[৫৩৮]

খারিজীদের সাথে সংঘাত-সংঘর্ষের পর্যায় শুরু হলে তিনি কয়েকটি শর্তে তাদের সাথে যুদ্ধের অনুমতি দেন। শর্তগুলো নিম্নরূপ :

১. নারী, শিশু ও বন্দীদের হত্যা করা যাবে না।

২. আহতদের পিছু ধাওয়া করা যাবে না।

৩. গণীমতের যে সম্পদ হস্তগত হবে তা তাদের পরিবার-পরিজনকে ফেরত দিতে হবে।

৪. সঠিক পথে ফিরে আসা পর্যন্ত বন্দীকে আটক রাখা যাবে।

তাঁর নিকট হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ এত পরিমাণ অভিশপ্ত ছিল যে, তিনি তার গোটা খান্দানকে দেশান্তর করেন। তাছাড়া তাঁর সকল কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেন তারা যেন হাজ্জাজের রূপ ধারণ না করে। এতদসত্ত্বেও যখন তাঁর সামনে রায়্যাহ্ ইবন 'উবাইদা হাজ্জাজকে গালি দেয় তখন তিনি তাকে বারণ করেন। রায়্যাহকে বলেন : যখন কোন মজলুম ব্যক্তি জালিমকে গালি দিয়ে বদলা নেয় তখন জালিম তার উপর মর্যাদাসম্পন্ন হয়ে যায়।

তাঁর এমন কোমল ও বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণের কথা দুশমনদের সকলের জানা ছিল। এ কারণে তাঁরই নির্দেশে যখন জার্‌রাহ মাখলাদ ইবন ইয়াযীদ ইবন আল-মুহাল্লাবকে বন্দী করেন তখন বন্দী অবস্থায় তার সাথে অত্যধিক কোমল আচরণ করেন। সে খবর 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের কানে গেলে তিনি জার্‌রাহকে লেখেন : তুমি তো আল মুহাল্লাবের মা, যে তার জন্য বিছানা বিছিয়ে তার উপর শোয়ায়। তা সত্ত্বেও জার্‌রাহ যখন 'উমারের সামনে উপস্থিত হন তখন তাঁর বিশ্রাম ও আরাম-আয়েশের প্রতি ভীষণ তৎপর হন। অতঃপর মাখলাদ ইবন ইয়াযীদকে তাঁর সামনে উপস্থিত করা হলে তিনি তাঁকে সসম্মানে মুক্তি দেন।[৫৩৯]

দুঃস্থ ও অভাবীদের সাহায্য

যে সকল মানুষ সাহায্য-সহযোগিতার মুখাপেক্ষী হতো 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয সম্ভাব্য সকল পদ্ধতিতে তাদের সাহায্য করতেন। তাঁর বৈঠকী সহচর-সঙ্গী হওয়ার জন্য যে সকল শর্ত নির্ধারণ করেন তার মধ্যে একটি শর্ত ছিল এ রকম : আমার বৈঠকী সহচরদের উচিত হবে, যে সকল মানুষ তাদের অভাব ও প্রয়োজনের কথা আমার কাছে পৌছাতে সক্ষম হয় না, তাদের কথা আমার কাছে পৌছে দেওয়া। একবার তাঁর সামনে এক চোরকে আনা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে সে জানায়, অভাবের কারণে চুরি করেছে। তিনি তাকে ক্ষমা করেন এবং দশ দিরহাম দানের নির্দেশ দেন।

---

৫৩৮. প্রাগুক্ত-৬৩

৫৩৯. প্রাগুক্ত : ৮৯-৯০, ৯৬

একবার এক বেদুঈন তাঁর নিকট আসে এবং অত্যন্ত মন গলানো ভাষায় নিজের অভাবের কথা জানায়। তার কথা শুনে 'উমার কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে থাকেন। তখন তাঁর দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে থাকে। মাথা উঠিয়ে তিনি লোকটির কাছে জানতে চান, তোমার পরিবারে মোট কতজন লোক? সে বলে, আমি এবং আমার আট কন্যা। তিনি বায়তুল মাল থেকে তাদের সবার জন্য ভাতা নির্ধারণ করে দেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে নিজের অর্থ থেকে তার হাতে তুলে দেন একশ' দিরহাম। যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক পঞ্চমাংশ যা খুমুস নামে পরিচিত, বায়তুল মালে জমা হয়। যখন এই খাতের দাসের সংখ্যা বেড়ে যেত তখন তিনি দু'জন পঙ্গুর জন্য একজন এবং একজন অন্ধের সেবার জন্য একজন করে দাস দান করতেন।

নিয়ম ছিল যখন তাঁর কোন ডাক যেত তখন যে কেউ তার চিঠি-পত্র দিলে তা বহন করা হতো। একবার মিসর থেকে একটি ডাক যাত্রা করলো। সেখানকার জনৈক ব্যক্তির দাসী খলীফার নামে একটি চিঠি ডাকে দিল। চিঠিতে সে খলীফা 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযকে লিখলো যে, তার বাড়ীর প্রাচীর এত নীচু যে চোর তা ডিঙ্গিয়ে তার মুরগীগুলো চুরি করে নিয়ে যায়। চিঠিটি পেয়ে মিসরের ওয়ালীকে লিখলেন, আমার এ চিঠি পাওয়ার সাথে সাথে তুমি এই দাসীর বাড়ীতে যাবে এবং প্রাচীরটি উঁচু করে দেবে। দাসীকে আমার এ নির্দেশের কথা জানাবে।[৫৪০]

একবার ইরাক থেকে এক মহিলা 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের নিকট আসলো। বাড়ীর দরজায় পৌঁছে সে মানুষের নিকট জিজ্ঞেস করলো : আমীরুল মু'মিনীনের বাড়ীতে দারোয়ান নেই? লোকেরা বললো : না। ইচ্ছা করলে ভিতরে ঢুকতে পার। সে ভিতরে বেগম সাহেবা ফাতিমার নিকট গেল। তখন তার হাতে কিছু তুলা, যা দিয়ে তিনি আমীরুল মু'মিনীনের সেবা করে থাকেন। সে সালাম দিয়ে বসলো। তারপর চোখ উঠিয়ে এদিক সেদিক তাকিয়ে দেখে ঘরে কোথাও কোন জিনিস নেই। বললো : আমি এসেছি আমার ঘরকে পূর্ণ করার জন্য এই শূন্য ঘরে? জবাবে ফাতিমা তাকে বললেন : তোমাদের মত মানুষের ঘর পূর্ণ করতে গিয়ে তিনি নিজের ঘর শূন্য করে ফেলেছেন।

তাদের কথার মাঝখানে 'উমার এসে ঢুকলেন। আগন্তুক মহিলার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন : আপনার কি প্রয়োজন? মহিলা বললো : আমি একজন ইরাকী মহিলা, আমার বিবাহযোগ্য পাঁচটি মেয়ে আছে; কিন্তু দারিদ্র্যের কারণে তাদের বিয়ে দিতে পারছিনে। তাদের প্রতি আপনার সুদৃষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমি এসেছি। সাথে সাথে তিনি কালি, কলম ও কাগজ নিয়ে ইরাকের ওয়ালীকে লিখতে বসলেন। তিনি মহিলার নিকট এক এক করে চারজন মেয়ের নাম জিজ্ঞেস করলেন এবং প্রত্যেকের জন্য নির্দিষ্ট হারে ভাতা নির্ধারণ করে পত্রটি শেষ করেন। আর ৫ম জনের ব্যাপারে বলেন, চার জনের ভাতা থেকে তার প্রয়োজন পূরণ হবে। মহিলাটি আল্লাহর হামদ ও আমীরুল মু'মিনীনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাকে। অতঃপর পত্রটি নিয়ে সে ইরাকের দিকে যাত্রা করে।[৫৪১]

---

৫৪০. সীরাত ইবন 'আবদিল হাকাম-৫৫, ৬৫

৫৪১. প্রাগুক্ত-১৭৭; আল-খলীফা আয-যাহিদ-১৭৬

এ প্রসঙ্গে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, উক্ত মহিলা অন্দর মহলে ঢুকে দেখে যে, এক ব্যক্তি গভীর কূপ থেকে বালতি ভরে পানি উঠিয়ে হাঁড়ি-কলস ভরছে, আর বেগম সাহেবা তা তাকিয়ে দেখছেন। মহিলাটি বিস্মিত হয়ে বেগম সাহেবাকে লক্ষ্য করে বলে, আপনি এই বেগানা চাকর-বাকরদের থেকে পর্দা করেন না কেন? বেগম সাহেবা বললেন : এ আমার স্বামী আমীরুল মু'মিনীন। মহিলা হতবাক! জ্ঞান হারানোর উপক্রম হয় তার।

রোগগ্রস্ত মানুষের পাশে বসা ও সান্ত্বনা দেওয়া

সাধারণতঃ রাজা-বাদশা ও আমীর-উমারাগণ খুব কমই প্রাসাদ থেকে বের হন। কিন্তু 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয শত্রু-মিত্র কারো অসুস্থতার খবর পেলে দেখার জন্য ছুটে যেতেন। তাদের শয্যা পাশে বসে কুশল জিজ্ঞেস করতেন, সান্ত্বনা দিতেন। একবার আবূ কিলাবা সিরিয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়লেন। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তাঁকে দেখতে যান। তাঁর শয্যা পাশে বসে বলেন, আবূ কিলাবা : তুমি সুস্থ হয়ে ওঠো। মুনাফিকরা যেন আমাদেরকে নিয়ে হাসা-হাসি করার সুযোগ না পায়।

একবার এক ব্যক্তির পুত্র-বিয়োগ ঘটে। তিনি লোকটিকে সান্ত্বনা দানের জন্য যান। লোকটি ছিল দারুণ কৃতজ্ঞ ও ধৈর্যশীল। তাই লোকেরা লোকটির প্রতি ইঙ্গিত করে বলাবলি করতে লাগলো যে, এরই নাম সন্তুষ্টি ও আত্মসমর্পণ। তিনি সংশোধন করে দিয়ে বললেন, না। এ হচ্ছে সবর বা ধৈর্য।

'উমার ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন 'উতবার পিতার মৃত্যু হলে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তাঁর নিকট শোকবাণী পাঠান। তাতে তিনি লেখেন : আমরা সকলে তো আখিরাতের অধিবাসী, দুনিয়াতে এসে বসবাস করছি। মৃত নারী ও পুরুষের সন্তান। তাহলে এ তো খুবই বিস্ময়কর ব্যাপার সেই মৃতের জন্য যে আরেকজন মৃতের নিকট চিঠি লিখছে এবং আরেকজন মৃতের জন্য শোক প্রকাশ করছে।

সর্বজনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব

হাদীছে এসেছে :[৫৪২]

إذا أحب الله العبد قال لجبرائيل قد أَحْبَبْتُ فلانًا فأحبه فيحبه جبرائيل ثم ينادى فى أهل السماء أن الله قد أحب فلانًا فاحبوه فيحبه أهل السماء يضع له القبول فى الأرض.

"আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালোবাসেন তখন জিবরীলকে (আ) বলেন, আমি অমুককে ভালোবাসি তোমরাও তাকে ভালোবাস। এ কারণে জিবরীল (আ) তাকে ভালোবাসেন। অতঃপর তিনি আসমানের অধিবাসীদের মধ্যে ঘোষণা দেন যে, আল্লাহ অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাসেন, তোমরাও তাকে ভালোবাস। অতঃপর আসমানের

৫৪২. যুরকানী, শারহু মুওয়াত্তা-৪/১৭৬

অধিবাসীরা তাকে ভালোবাসতে থাকে। এরপর আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে তাকে ব্যাপক জনপ্রিয়তা দান করেন।"

মানুষের প্রীতিভাজন হওয়া এবং গ্রহণযোগ্যতা অর্জনের সবচেয়ে বড় উপায় এটাই। আদর্শ মানের উত্তম নৈতিকতার বদৌলতে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয এই মর্যাদা অর্জন করেছিলেন। একবার হজ্জ মওসুমে তিনি 'আরাফা অতিক্রম করছিলেন, হঠাৎ করে মানুষের দৃষ্টি তাঁর প্রতি গিয়ে পড়ে। সুহায়ল ইবন আবী সালিহ, উপরোক্ত হাদীছের রাবীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এ দৃশ্য দেখে নিজের পিতাকে বলেন, আমার বিশ্বাস আল্লাহ 'উমারকে ভালোবাসেন। তিনি পুত্রের এমন বিশ্বাসের কারণ জানতে চাইলেন। সুহায়ল বললেন, মানুষের অন্তরে তাঁর স্থান আছে। তারপর তিনি উপরোক্ত হাদীছ শোনান।

কেবল মুসলিম সম্প্রদায় নয়, বরং আদল ও ইনসাফ দ্বারা তিনি অমুসলিমদের অন্তরকেও জয় করেছিলেন। একবার তাঁর পুত্র 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয জাযীরা দিয়ে যাচ্ছিলেন। একজন খ্রীস্টান পাদ্রী যিনি কখনো তার গীর্জা থেকে বের হন না, 'আবদুল্লাহর আগমনের খবর পেয়ে বেরিয়ে আসেন এবং 'আবদুল্লাহকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি জান আমি কেন আমার গীর্জার একান্ত নিরিবিলি স্থান থেকে বেরিয়ে এসেছি? তিনি বলেন : না। পাদ্রী বললেন : কেবল তোমার পিতার সম্মানে। কারণ, আমরা তাঁকে ন্যায়পরায়ণ শাসকদের মধ্যে পেয়ে থাকি।[৫৪৩]

জ্ঞানী ব্যক্তিদের পরামর্শ শুনতেন

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের নিকট একবার ইরাক থেকে একদল লোক আসে। তিনি দেখলেন, তাদের মধ্য থেকে একটি যুবক কথা বলার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। তিনি যুবকটিকে বললেন, বড়দের বলতে দাও। যুবকটি বললো : হে আমীরুল মু'মিনীন! কথা বলার যোগ্যতা বয়সের দ্বারা হয়না। আর যদি সবকিছু বয়সের দ্বারা হতো তাহলে মুসলমানদের মধ্যে আপনার চেয়ে বেশী বয়সের অনেক লোক আছে। 'উমার বললেন : আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন, তুমি সত্য বলেছো। তুমি কথা বল। যুবক বললো : আমরা কোন প্রত্যাশা নিয়ে ও ভীতিসহকারে আপনার নিকট আসিনি। প্রত্যাশা– তা তো আমাদের গৃহে পৌঁছে গেছে, আর ভীতি– তা আল্লাহ আপনার আদল ও ইনসাফের দ্বারা আপনার জুলুম-অত্যাচার থেকে আমাদের নিরাপদ করেছেন। 'উমার জিজ্ঞেস করলেন : তোমরা কি উদ্দেশ্যে এসেছো? যুবক বললো : আমরা একটি কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী প্রতিনিধি দল। সেই মজলিসে উপস্থিত মুহাম্মাদ ইবন কা'ব আল-কুরাজী 'উমারের মুখমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে দেখেন তা খুশীতে ঝলমল করছে। তিনি বললেন : হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনার সম্পর্কে মানুষের অজ্ঞতা যেন কোনভাবে আপনার নিজের সম্পর্কে আপনার জানার উপর বিজয়ী হতে না পারে। প্রশংসা বহু মানুষকে

---

৫৪৩. তারীখ আল-খুলাফা'-২৩৩

প্রতারিত করেছে এবং মানুষের কৃতজ্ঞতা তাদেরকে ধোঁকায় ফেলেছে। অতঃপর তারা ধ্বংস হয়েছে। আপনি তাদের মত না হন এজন্য আমি আল্লাহর পানাহ্ চাই। একথা শুনে 'উমার তাঁর বুকের উপর মাথা নীচু করে দিলেন।[৫৪৪]

একবার 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয এক ব্যক্তিকে কোন কারণে দণ্ডাদেশ দেন। তখন রাজা' ইবন হায়ওয়া তাঁকে বলেন : আমীরুল মু'মিনীন! আপনি যে বিজয় ভালোবাসেন তা তো আল্লাহ পূর্ণ করেছেন। এখন তিনি যে ক্ষমা ভালোবাসেন তা পূর্ণ করুন।[৫৪৫]

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয যখন মদীনার ওয়ালী ছিলেন তখন হযরত সালিম ইবন 'আবদিল্লাহ (রা) তাঁর দরবারে আসা-যাওয়া করতেন। পরবর্তীকালে 'উমার খলীফা হওয়ার পর সালিম ও মুহাম্মাদ ইবন কা'ব আল-কারাযীকে দরবারে ডেকে পাঠান। তারা উপস্থিত হলে খলীফা বলেন : আপনারা কিছু উপদেশ দিন। সালিম বললেন :

اجعل الناس أباو أخا وابنا، فَبَرَّ أباك واحفظ أخاك وارحم ابنك.

'আপনি মানুষকে পিতা, পুত্র ও ভ্রাতা জ্ঞান করবেন। তারপর পিতার সেবা ও ভ্রাতার নিরাপত্তা বিধান করবেন। আর পুত্রের প্রতি দয়া ও স্নেহপরায়ণ হবেন।'
মুহাম্মাদ ইবন কা'ব বললেন :

أحبب للناس ماتحب لنفسك واكره لهم ماتكره لنفسك، واعلم أنك لست أول خليفة يموت.

'আপনি নিজের জন্য যা পছন্দ করেন মানুষের জন্যও তাই পছন্দ করুন, নিজের জন্য যা অপছন্দ করেন তাদের জন্যও তা অপছন্দ করুন। আর জেনে রাখুন, আপনিই এ পৃথিবীর মৃত্যুবরণকারী প্রথম খলীফা নন।'[৫৪৬]

যিয়াদ ইবন আবী যিয়াদ আল-মাদীনী বলেন, ইবন 'আমির ইবন আবী রাবী'আ তার এক প্রয়োজনে আমাকে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের নিকট পাঠালেন। আমি যখন তাঁর নিকট পৌঁছলাম তখন তাঁর একজন সেক্রেটারী তাঁর পাশে বসে কি যেন লিখছিলেন। আমি সালাম দিলাম এভাবে : আস-সালামু 'আলাইকুম। জবাবে তিনি বললেন : ওয়া 'আলাইকাস সালাম। তারপর আমি সতর্ক হলাম এবং বললাম : আস-সালামু 'আলাইকা ইয়া আমীরাল মু'মিনীন ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। তিনি বললেন : ইবন আবী যিয়াদ! তুমি প্রথম যেভাবে সালাম দিয়েছিলে তাতে আমি অখুশী হইনি। সেক্রেটারী বসরা থেকে জুলুম-অত্যাচারের যে রিপোর্ট এসেছিল তা পড়ে শোনাচ্ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন : বস। আমি দরজার চৌকাঠের কাছে বসলাম। সেক্রেটারী পড়ছেন, আর 'উমার জোরে জোরে নিঃশ্বাস ছাড়ছেন। রিপোর্ট পাঠ শেষ হলে তিনি সকলকে ঘর থেকে বের করে দিলেন। তারপর আমার দিকে এগিয়ে এসে আমার সামনে বসেন এবং তাঁর দু'টি হাত আমার হাঁটুর উপর রেখে বলেন : ওহে ইবন আবী

---

৫৪৪. আল-'ইক্দ আল-ফারীদ-৪/১৪০-১৪১

৫৪৫. প্রাগুক্ত-২/১৮৭

৫৪৬. প্রাগুক্ত-১/৪০; তাবি'ঈদের জীবনকথা-১/১২২

যিয়াদ! আমি তোমার গায়ের পশমী 'আবার (জোব্বা) মধ্যে আমার হাতটি রেখে একটু গরম করে নিই। তারপর তিনি মদীনার নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সৎ মানুষদের হাল-হাকীকত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। কারো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে বাকী রাখলেন না। মদীনার এমন কিছু বিষয় ছিল যা তিনি করতে বলেছিলেন, সে সম্পর্কেও আমি তাঁকে অবহিত করলাম।

এবার তিনি বললেন : ইবন আবী যিয়াদ! তুমি কি দেখতে পাচ্ছো, আমি কোথায় গিয়ে পড়েছি? বললাম : আমীরুল মু'মিনীন! আপনার জন্য সুসংবাদ। আমি আশা করি আপনি শুভ ও কল্যাণই লাভ করবেন। বললেন : সুদূর পরাহত। তারপর তিনি কান্না জুড়ে দিলেন। আমি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম : আমীরুল মু'মিনীন! আপনি যতটুকু করেছেন তাই আপনার জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে। বললেন : অসম্ভব। আমি নিন্দা-মন্দ করি, আমার নিন্দা-মন্দ করা হয় না। আমি প্রহার করি, কিন্তু আমাকে প্রহার করা হয় না, আমি মানুষকে কষ্ট দিই, আমাকে কষ্ট দেওয়া হয় না। তারপর তিনি আবার কাঁদতে লাগলেন। তাঁর জন্য আমার দয়া হতে লাগলো। আমাকে বিদায় দেওয়ার সময় তাঁর বিছানার নীচ থেকে বিশটি দীনার বের করে আমার হাতে দিয়ে বলেন : এগুলো তোমার কাজে লাগাও। "ফাই" অর্থাৎ যুদ্ধ ছাড়াই অর্জিত সম্পদ-এ যদি তোমার অধিকার থাকতো, আমি তোমাকে তোমার অংশ দিতাম। কারণ, তুমি দাস। আমি দীনারগুলো নিতে অস্বীকার করলাম। বললেন : এগুলো আমার ব্যক্তিগত অর্থ। তিনি পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। অবশেষে আমি গ্রহণ করলাম।

তিনি আমার মনিবকে একটি চিঠি লিখলেন আমাকে ক্রয় করার জন্য। আমার মনিব আমাকে বিক্রয় করতে অস্বীকার করলেন। তবে তিনি আমাকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করে দেন।[৫৪৭]

মাসলামা ইবন 'আবদিল মালিকের আযাদকৃত দাস 'আবদুস সালাম বলেন, একদিন 'উমার ভীষণ কাঁদলেন। তা দেখে স্ত্রী ফাতিমাও কাঁদলেন। আর তাঁদেরকে কাঁদতে দেখে বাড়ীর অন্যরাও কাঁদলেন। কান্না থামলে স্ত্রী ফাতিমা জিজ্ঞেস করলেন : আমীরুল মু'মিনীন! আপনি এভাবে কাঁদলেন কেন? বললেন : আমার স্মরণ হলো, মানুষ আল্লাহর সামনে থেকে ফিরে যাচ্ছে- একদল জান্নাতের দিকে, আরেকদল জাহান্নামের দিকে। একথা বলে তিনি চিৎকার দিয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়েন।[৫৪৮]

তিনি ফকীহ, 'আলিম ও আল-কুরআনের কারীদের খুবই সমাদর করতেন। দূর-দূরান্ত থেকে গুণীজনদের ডেকে এনে দরবারের বিশিষ্টজনদের মধ্যে স্থান করে দিতেন। খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করে সালিম ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন 'উমার (রা), মুহাম্মাদ ইবন কুরাজী, রাজা' ইবন হায়ওয়া এবং রিয়াহ ইবন 'উবায়দার সংগে খিলাফত পরিচালনার বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ করতেন। মায়মূন ইবন মিহরান, রাজা' ইবন হায়ওয়া এবং রিয়াহ

---

৫৪৭. সিফাতুস সাফওয়া-২/১২২
৫৪৮. প্রাগুক্ত-২/১২০-১২১

ইবন 'উবায়দা ছিলেন তাঁর বিশেষ সভাসদ। এছাড়া আরো অনেক 'আলিম তাঁর সাথে ওঠা-বসা করতেন।[৫৪৯]

'উমার ও তাঊস

হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। একদিন লোক মারফত তাঊস ইবন কায়সানকে বলে পাঠালেন : ওহে আবূ 'আবদির রহমান! আমাকে কিছু উপদেশ দিন।

তাঊস এক লাইনের একটি চিঠি লিখলেন। লাইনটি হলো এই :

إذا أَرَدْتَ أن يَكُوْنَ عملُكَ خيرًا كلُّه فاستعْمِلْ أهلَ الْخَيْرِ، وَالسَّلَامُ.

"যদি আপনি চান আপনার সব কাজ ভালো হোক, তাহলে ভালো লোকদেরকে নিয়োগ করুন। ওয়াস-সালাম!"

চিঠিটি পড়ে 'উমার মন্তব্য করেন : উপদেশের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। কথাটি দু'বার উচ্চারণ করেন।[৫৫০]

জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানদের মর্যাদা দিতেন

একবার 'উমার একজন অল্প বয়সী নওজোয়ানকে কোন একটি দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দেন। তখন কেউ একজন 'উমারকে বললেন : এ একজন অল্প বয়সী যুবক, আপনার অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারবে না। 'উমার তাকে ডেকে বললেন : তোমার বয়স অল্প, আমার মনে হয় তুমি যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারবে না। যুবকটি তখন নিম্নের চরণটি আবৃত্তি করে :

وليس يزيد المرء جهلا ولاعمى + إذا كان ذاعقل، حداثة سنه.

'যদি বুদ্ধিমান হয় তাহলে বয়সের স্বল্পতা তার মূর্খতা ও পথভ্রষ্টতা বৃদ্ধি করতে পারে না।'

'উমার বললেন : সত্য বলেছো। তার নিয়োগ বহাল রাখেন।[৫৫১]

খিলাফত পরিচালনার সুবাদে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযকে যদিও সব ধরনের মানুষের সাথে উঠাবসা করতে হতো, তবে তাঁর প্রকৃত ঝোঁক ছিল জ্ঞানী ব্যক্তিদের প্রতি। এ কারণে নানাভাবে তাঁদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও সমীহ ভাব প্রকাশ করতেন। আঞ্চলিক শাসক 'আদী ইবন আরতাত যখন সকল শর'ঈ মাসয়ালায় তাঁর পরামর্শ নিতে আরম্ভ করলেন তখন তাঁকে হাসান আল-বসরীর পরামর্শ নিলেই চলবে বলে জানিয়ে দেন। তিনি নিজেও কোন বিচার-ফয়সালা করলে অথবা সিদ্ধান্ত দিলে সে ক্ষেত্রে অবশ্যই হযরত সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিবের (রহ) পরামর্শ গ্রহণ করতেন।

---

৫৪৯. তাবাকাত-৫/৩৯২

৫৫০. ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান-১/২৩৩; তাবি'ঈদের জীবনকথা-১/১৩২

৫৫১. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-২/২৯; 'আলী ফা'উর, সীরাতু উমার-২০৫

একবার তিনি এক ব্যক্তিকে সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিবের নিকট পাঠালেন একটি মাসয়ালা জিজ্ঞেস করার জন্য। লোকটি তাঁকে সঙ্গে করে 'উমারের নিকট উপস্থিত হলে তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বললেন, আমার পাঠানো লোকটি ভুলক্রমে আপনাকে কষ্ট দিয়েছে। আমি তাকে শুধু আপনার নিকট থেকে মাসয়ালাটি জেনে আসতে বলেছি।[৫৫২]

সর্বদা জ্ঞানী ব্যক্তিদের কথা আলোচনা করতেন। বিসর ইবন সা'ঈদ কপর্দকহীন অবস্থায় মারা গেলন। এমন কি কাফনের কাপড় ক্রয়ের অর্থও রেখে গেলেন না। আর 'আবদুল্লাহ ইবন 'আবদিল মালিক নগদ লক্ষাধিক দিরহাম রেখে মারা যান। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) তাঁদের দু'জনের মৃত্যুর অবস্থা জানার পর বললেন, যদি উভয়ের একই পরিণাম হতো তাহলে আমি 'আবদুল্লাহ ইবন 'আবদিল মালিকের জীবনকেই প্রাধান্য দিতাম। তখন মাসলামা ইবন 'আবদিল মালিক বললেন, বিসর ইবন সা'ঈদের জীবন পদ্ধতি গ্রহণ করা আপনার খান্দানের মধ্যে আপনার আত্মহত্যার মতো হতো। তিনি বললেন, যা কিছুই হোক না কেন, আমরা মহৎ ব্যক্তিদের মহত্বের আলোচনা তো ছেড়ে দিতে পারিনে। সমকালীন অধিকাংশ 'আলিমের সাথে তাঁর সুসম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। তাঁদের কেউ সাক্ষাৎ করতে এলে অত্যন্ত হৃদ্যতার সাথে তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাতেন, নিরিবিলি তাঁর সাথে কথা বলতেন। একবার তাঁর একজন বিশিষ্ট 'আলিম বন্ধু আসলেন। তিনি তাঁকে একাকী কাছে বসিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেন।[৫৫৩]

তিনি দিনের সবটুকু সময় মুসলমানদের বিভিন্ন বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা ও কর্মতৎপরতায় কাটিয়ে দিতেন। রাতের একাংশও জ্ঞানী ব্যক্তিদের সাথে আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কে অতিবাহিত করতেন। এ অবস্থা দেখে একদিন রাজা' ইবন হায়ওয়া (রহ) তাঁকে বলেন :

يا أمير المومنين! نهارك كله مشغول، ذلك جزء من الليل، وأنت تسمر معنا. فقال : يارجاء إن ملاقاة الرجال تلقح لأوليائها، وإن المشورة والمناظرة باب رحمة ومفتاح بركة، لايضل معهما رأى ولا يقعد معهما حزم.

'হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনার দিনের পুরোটাই ব্যস্ততায় কাটে। রাতের একাংশ আমাদের সাথে আলোচনায় অতিবাহিত হয়। বললেন : ওহে রাজা'! মানুষের সাক্ষাৎকার তাদের নেতাদেরকে পরিপূর্ণ করে। আর পরামর্শ ও তর্ক-বিতর্ক হলো দয়া ও অনুগ্রহের দ্বার এবং বরকত ও সমৃদ্ধির চাবিকাঠি। আর এ দু'টির সাথে কোন মতামত ও সিদ্ধান্ত যেমন ভুল হয় না, তেমনি কোন বিচক্ষণ মানুষ এ দু'টি জিনিস নিয়ে বসেও থাকে না।'[৫৫৪] তিনি প্রায়ই বলতেন :

لكل شيئ معدن، ومعدن التقوى قلوب العاقلين، لأنهم عقلوا عن الله، فاتقوه فى أمره ونهيه.

---

৫৫২. তাবাকাত-৫/৩৯০

৫৫৩. প্রাগুক্ত-৫/৩০৮, ৩২৫

৫৫৪. তারীখ আল-ইয়া'কূবী-২/৩০৬

'প্রতিটি জিনিসের উৎসস্থল থাকে। আর তাকওয়া বা আল্লাহ্ ভীতির উৎসস্থল হলো জ্ঞানী ব্যক্তিদের অন্তঃকরণ। কারণ, তারা সরাসরি আল্লাহর কাছ থেকে বোঝে ও উপলব্ধি করে। সুতরাং তোমরা তাঁর আদেশ-নিষেধের ব্যাপারে তাঁকে ভয় কর।'

ইমাম আয-যুহরী বলেন : একদিন আমি 'উমারের নিকট গেলাম। আমি বসা থাকা অবস্থায় কোন এক আঞ্চলিক কর্মকর্তার একটি চিঠি এলো। চিঠিতে তিনি তার কর্তৃত্বাধীন একটি নগরের নিরাপত্তার জন্য দুর্গ তৈরির প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করেন। আমি তাঁকে বললাম : 'আলী ইবন আবী তালিবকেও (রা) তাঁর কোন এক কর্মকর্তা এমন একটি চিঠি লিখেছিলেন। তিনি জবাবে লিখেছিলেন :

أما بعد، فحصِّنْهَا بالعدل، ونقِّ طرقها من الجور.

'অতঃপর এই যে, তুমি ন্যায় বিচার দ্বারা নগরীকে নিরাপদ কর এবং জুলুম-অত্যাচার থেকে এর রাস্তাঘাট পরিচ্ছন্ন রাখ।'

'উমারও একথাগুলোই লিখে পাঠান।[৫৫৫]

'উমারের মৃত্যুর পর মনীষীদের মন্তব্য ও শোক

তাঁর মৃত্যুর পর একদল ফকীহ্ তাঁর বেগম সাহেবা ফাতিমার নিকট এসে বললেন :[৫৫৬]

جئناك لنُعَزِّيَنَّكِ بعمر، فقد عمَّت مصيبتُه الأمة، فأخبرينا ـ يرحمك الله ـ عـن عمـر كيف كانت حاله في بيته، فإن أعلم الناس بالرجل أهلـه. فقـالت : والله مـا كـان عمر بأكثركم صلاة ولاصياما، ولكني ـ والله ـ مارأيتُ عبدًا لله قط كان أشدَّ خوفا لله من عمر، والله إن كان ليكون في الـمكان الذي ينتـــهي إليـه سـرور الرجـل بأهلـه، بيني وبينه لحاف، فيخطر على قلبه الشيئ من أمر الله، فينتفض كما ينتفض طائر وقع في الـماء، ثم ينشج، ثم يرتفع بكـاؤه، حتـى أقـول : والله لتخرجـن نفسـه! فأطرح اللحاف عني وعنه، رحمة له، وأنــا أقـول : ياليتنـا كـان بيننـا وبـين هـذه الإمارة بُعْد الـمشرقين، فوالله مارأينا سرورا منذ دخلنا فيها.

"উমারের মৃত্যুতে আমরা আপনাকে শোক ও সমবেদনা জানাতে এসেছি। তাঁর মৃত্যুতে গোটা উম্মাতের উপর যেন মুসীবত নেমে এসেছে। আল্লাহ্ আপনার প্রতি অনুগ্রহ করুন! গৃহ অভ্যন্তরে 'উমারের অবস্থা কেমন ছিল, সে সম্পর্কে আমাদেরকে একটু অবহিত করুন। কারণ, একজন মানুষ সম্পর্কে তার পরিবারের লোকেরাই সবচেয়ে বেশী জানে।

---

৫৫৫. প্রাগুক্ত

৫৫৬. ইবনুল জাওযী-২০৩; 'আবদুস সাত্তার আশ-শায়খ-৩৯৭

বেগম সাহেবা বললেন : আল্লাহর কসম, 'উমার আপনাদের চেয়ে বেশী সালাত আদায়কারী ও সিয়াম পালনকারী ছিলেন না। তবে 'উমারের চেয়ে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহর এমন কোন বান্দাকে আমি কখনো দেখিনি। একজন পুরুষের তার স্ত্রীর সাথে চরম আনন্দঘন মুহূর্তেও, যখন আমি ও তিনি একই লেপের তলে থাকতাম, তখনও যদি আল্লাহর কোন নির্দেশের কথা স্মরণ হতো, অমনি পানিতে পড়া পাখীর মত ডানা ঝাপটা দিয়ে উঠে যেতেন। তারপর এমন ভীত-বিহ্বলভাবে চেঁচিয়ে কাঁদতে থাকতেন যে, আমি বলতাম : এখনই তাঁর প্রাণটা বেরিয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি আমি আমাদের লেপটি সরিয়ে ফেলতাম। তাঁর প্রতি আমার দয়া হতো। মনে মনে বলতাম, হায়! আমাদের ও এই ইমারত বা রাষ্ট্র ক্ষমতার মধ্যে যদি পূর্ব-পশ্চিমের দূরত্ব হতো! আল্লাহর কসম! ইমারত ও খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর কোন রকম আনন্দ-খুশী আমরা উপভোগ করিনি।'

'উমারকে কাফন পরানোর পর মাসলামা ইবন 'আবদিল 'আযীয দাঁড়িয়ে বললেন :[৫৫৭]

رحمك الله يا أمير المؤمنين، فقد أورثتَ صالحينا بك اقتداءً وهدًى وملأتَ قلوبنا بمواعظك وذكرك خشية وتقًى، وأثَّلتَ لنا بفضلك شرفًا وفخرا، وأبقيتَ لنا فى الصالحين بعدك ذكرًا.

'হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহ আপনার প্রতি অনুগ্রহ করুন। হিদায়াত ও আনুগত্য-অনুসরণের ক্ষেত্রে আপনি আমাদের সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিদের যোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন। আপনার উপদেশ ও নীতিকথা দ্বারা আপনি আমাদের অন্তরকে তাকওয়া ও আল্লাহভীতিতে পূর্ণ করে দিয়েছেন। আপনার সম্মান ও মর্যাদা দ্বারা আমাদেরকে গৌরব ও গর্বের আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন এবং সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিদের মাঝে আমাদেরকে স্মরণীয় করে গেছেন।'

'আবদুল মালিক ইবন 'উমাইর বলেন :[৫৫৮]

رحمك الله ياأمير المؤمنين، إن كنت لغضيض الطرف، أمين الفرج، جوادًا بالحق، بخيلا بالباطل، تغضَب فى حين الغضبِ، وترضى فى حين الرضى، وماكنتَ مزَّاحًا ولاعيَابًا، ولابهاتًا ولامغتابا.

'হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহ আপনার প্রতি দয়া করুন! আপনি ছিলেন দৃষ্টিকে অবনতকারী, যৌনাঙ্গের সংযতকারী, সত্যের ব্যাপারে উদার ও মিথ্যার ব্যাপারে অনুদার। রাগের সময় রাগ করতেন, খুশীর সময় খুশী হতেন। আপনি না ছিলেন কোন রসিকতাকারী, না ছিলেন মানুষের দোষ-ত্রুটি অন্বেষণকারী, আর না ছিলেন কোন গীবতকারী।'

---

৫৫৭. কিতাবুল আগানী-৯/৩০৩-৩০৪; ইবনুল জাওযী-৩২৯
৫৫৮. ইবনুল জাওযী-৩০৩

হাসান আল-বসরী মৃত্যুর খবর শুনে মন্তব্য করেন :[৫৫৯]

مات خير الناس – 'সবচেয়ে ভালো মানুষটির মৃত্যু হয়েছে।'

তাঁর মৃত্যুতে মরছিয়া ও ক্রন্দন

তাঁর মৃত্যুতে গোটা মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি মানুষ শোকাতুর হয়ে পড়ে। দুস্থ, ইয়াতীম, ধনী, গরিব, ছাত্র, শিক্ষক, নারী, পুরুষ, ছোট, বড় প্রতিটি মানুষ চোখের পানি ফেলে। এমন কি ইসলামী বিশ্বের বাইরেও এ শোক ছড়িয়ে পড়ে। যে রোমান সম্রাট তাঁর চিকিৎসার জন্য চিকিৎসক পাঠান তিনিও ভীষণ দুঃখ পান। তাঁর সমকালীন কবি জারীর ইবন 'আতিয়্যা আত-তামীমী আল-বাসরী বলেন :[৫৬০]

ينعى النعاه أمير المؤمنين لنا ـ ياخير من حج بيت الله واعتمرا

حملت امرًا عظيما فاضطلعتَ به ـ وسرتَ فيه بحكم الله يا عمرا

الشمس كاسِفةٌ ليست بطالعةٍ ـ تبكى عليك النجومُ الليل والقمرا

'ঘোষক আমীরুল মু'মিনীনের মৃত্যুর ঘোষণা করেছে। হে আল্লাহর ঘরের হজ্জ ও 'উমরাকারীদের মধ্যের সর্বোত্তম ব্যক্তি! আপনি একটি বিরাট দায়িত্ব বহন করেছেন এবং শক্ত ও মজবুতভাবে তা বহন করেছেন। হে 'উমার! আল্লাহর নির্দেশমত সে দায়িত্ব পালন করেছেন। সূর্য খর-তাপবিহীন বিষণ্ন হয়ে পড়েছে, যেন উদিত হয়নি। রাতে আকাশের চাঁদ ও তারকারাজি আপনার জন্য কাঁদছে।'

কবি কুছায়্যির ইবন 'আয্যা তাঁর শোকগাঁথায় বলেন :[৫৬১]

غمّتْ صنائِعُهُ فعمَّ هلاكُهُ + فالناس فيه كلّهم مأجور

والناس مأتَمُهُمْ عليه واحد + فى كل دار رنّةٌ وزفيرُ

يُثنى عليك لِسَانُ مَنْ لم تُولِهِ + خيرًا لأنك بالثناءِ جديرُ

سقى ربُّنا من ديرُ سمعان حفرةً + بها عمر الخيرات رهنًا دفينُها

صوابحُ من مزنٍ ثقال غواديًا + دوالحَ دُهما ماخضات دُجُونها.

'তাঁর সকল শিল্প ও সৃষ্টি শোকক্লিষ্ট, বিষণ্ন, সুতরাং তাতে ব্যাপক ধ্বংসক্রিয়া চলেছে। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেক মানুষকে প্রতিদান দেওয়া হবে। সকল মানুষের শোক ও দুঃখ এক। প্রতিটি গৃহে চলছে ক্রন্দন ও বিলাপ।

যাদের কোন কল্যাণ ও উপকারও আপনি করেননি তারাও আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কারণ, আপনি প্রশংসারই যোগ্য।

---

৫৫৯. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৫/১৪২; মুখতাসার তারীখ ইবন 'আসাকির-১২৭

৫৬০. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৯/২১১-২১২; মুখতাসার তারীখ ইবন 'আসাকির-১২৭

৫৬১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৯/২১১; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৫/১৪৪; মু'জামুল বুলদান-২/৫১৭

আল্লাহ দায়রু সাম'আনের কবরে বৃষ্টি বর্ষণ করুন। সেখানে সৎকর্মশীল 'উমার শায়িত আছেন।

প্রত্যূষে প্রবল বর্ষণে ভিজে থাক এবং সন্ধ্যায় কালো গাঢ় মেঘ অঝোরে বর্ষণ করুক!'

এছাড়া আরো অনেক কবি তাঁর মৃত্যুতে মরছিয়া রচনা করেছেন। আরবী সাহিত্যের প্রাচীন ইতিহাস ও সংকলনে সে সকল মরছিয়া সংরক্ষিত আছে।

ইসলামের পরম শত্রু রোমান সম্রাট 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) মৃত্যু সংবাদ পেয়ে শোকে-দুঃখে কাতর হয়ে পড়েন। মুহাম্মাদ ইবন মা'বাদ বলেন, আমীরুল মু'মিনীন 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) আমাকে বন্দী বিনিময়ের ব্যাপারে আলোচনার জন্য রোমান সম্রাটের নিকট পাঠালেন। আমি সেখানে গেলাম এবং সম্রাটের দরবারে যাতায়াত করতে লাগলাম। একদিন দরবারে ঢুকে দেখি সম্রাট বিষণ্ন ও বেদনাক্লিষ্ট চেহারায় মেঝেতে বসে আছেন। আমি বললাম : মহামান্য সম্রাটের এ অবস্থা কেন? তিনি বললেন : কি ঘটেছে তাকি আপনি জানেন না? বললাম : কী ঘটেছে? বললেন : সৎ লোকটি মারা গেছেন। বললাম : কে? বললেন : 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয। আমার বিশ্বাস, 'ঈসা ইবন মারইয়ামের (আ) পরে যদি কেউ মৃতকে জীবিত করতে পারতেন তাহলে তা কেবল 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযই পারতেন। একজন দুনিয়া বিরাগী পাদ্রী দুনিয়ার সবকিছু ত্যাগ করে, ঘরের দরজা বন্ধ করে সব সময় উপাসনায় নিমগ্ন থাকে, এতে আমি বিস্মিত হই না। কিন্তু আমি বিস্ময়ে হতবাক হই যখন দেখি কোন ব্যক্তির পায়ের তলায় গোটা দুনিয়া গড়াগড়ি খায়, আর তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে বৈরাগ্য জীবন যাপন করেন।[৫৬২]

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) সন্তানরা কেমন ছিলেন

এখানে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) সন্তানদের সম্পর্কে সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তিনি অনেকগুলো সন্তান নিঃসম্বল অবস্থায় রেখে যান।

'আবদুল মালিক

অতিপ্রিয় সন্তান 'আবদুল মালিক তাঁর জীবদ্দশায় অল্প বয়সে ইনতিকাল করেন এবং তিনি নিজে তাঁকে কবর দেন। এই 'আবদুল মালিক ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান, আল্লাহভীরু, পার্থিব ভোগ-বিলাস বিমুখ উঁচু পর্যায়ের তাপস ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে আলোকিত একজন মানুষ। একবার তাঁর স্ত্রী খুব সেজেগুজে সামনে এলে তিনি বলেন, "এবার তোমার 'ইদ্দত পালন করতে বসা উচিত।" শামের কিছু ইসলামী ব্যক্তিত্ব বর্ণনা করেছেন, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) তাঁর ছেলে 'আবদুল মালিককে দেখেই 'ইবাদত-বন্দেগীর প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। সায়্যার ইবন আল-হাকাম বলেন, 'আবদুল

---

৫৬২. হিলয়াতুল আওলিয়া-৫/২৯০; ইবনুল জাওযী-২৩০-২৩১; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৫/১৪২-১৪৩

মালিক তাঁর পিতা 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয অপেক্ষা উত্তম ছিলেন।[৫৬৩] মায়মূন ইবন মিহ্‌রান বলেন, আমি এক বাড়ীতে তিনজন ভালো মানুষ থাকে, এর চাইতে ভালো বাড়ী আর দেখিনি। তাদের একজন 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয, দ্বিতীয়জন তাঁর ছেলে 'আবদুল মালিক এবং তৃতীয়জন তাঁদের দাস মুযাহিম।' এ কারণে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তাঁকে খুব ভালোবাসতেন। তাঁর উপর নির্ভরও করতেন। খলীফা হওয়ার পর 'আবদুল মালিককে লেখা একটি চিঠিতে উপরিউক্ত বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি লেখেন : 'আমার পরে আমার সকল উপদেশ ও পরামর্শের সবচেয়ে বড় হকদার তোমাকে মনে করি। আর তুমিও তা রক্ষণের জন্য সর্বাধিক যোগ্য। আল্লাহ আমাদের বড় অনুগ্রহ করেছেন, আর যা কিছু বাকী আছে তাও তিনি দান করবেন। সুতরাং আল্লাহর যে অনুগ্রহ তোমার পিতা ও তোমার প্রতি করা হয়েছে তা স্মরণ কর এবং পিতাকে তাঁর সেই সব কাজে যার উপর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব আছে, আর তোমার ধারণা মতে তিনি যে কাজ করতে অক্ষম, সেখানে তাকে সাহায্য কর।'

'আবদুল মালিক পিতার এই উপদেশ কঠোরভাবে পালন করেন। তিনি খিলাফতের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পিতাকে সঠিক পরামর্শ দিয়ে সব সময় সাহায্য করেন। পিতা যখন অশান্ত ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির আশংকায় বানূ উমাইয়্যাদের জোর-জবরদস্তী দখলকৃত সম্পদ প্রকৃত মালিককে ফেরত দানের ব্যাপারে ধীরে চলো নীতি অবলম্বন করতে চাইলেন তখন 'আবদুল মালিকেরই পরামর্শ ও তাকিদে তিনি সে কাজ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে করেন। শৈশব থেকেই 'আবদুল মালিকের অন্তরে আল্লাহর ভয় শক্তভাবে গেঁথে বসে। দৈহিক গঠন-প্রকৃতির দিক দিয়ে সাধারণভাবে মহান 'উমার ইবন আল-খাত্তাবের (রা) বংশধরদের সাথে তাঁর সর্বাধিক সাদৃশ্য ছিল। বিশেষ করে ইবাদত-বন্দেগী ও আল্লাহভীরুতায় ছিলেন 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমারের (রা) প্রতিচ্ছবি। তাঁর চাচাতো ভাই 'আসিম বলেন : একবার আমি দিমাশকে গিয়ে 'আবদুল মালিকের নিকট উঠলাম। তখনো সে অবিবাহিত। ঈশার নামায আদায় করে আমরা বিছানায় গেলাম। মাঝ রাতে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেলে দেখলাম 'আবদুল মালিক নামাযে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত বিনীতভাবে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বার বার নিম্নের আয়াতটি পাঠ করছে :[৫৬৪]

أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِيْنَ. ثُمَّ جَاءَ هُمْ مَا كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ. مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوْا يُمَتَّعُوْنَ.

'তুমি ভেবে দেখ যদি আমি তাদেরকে দীর্ঘকাল ভোগ-বিলাস করতে দেই এবং পরে তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিল তা তাদের নিকট এসে পড়ে তখন তাদের ভোগ-বিলাসের উপকরণ তাদের কোন কাজে আসবে কি?'

তার এই কান্না, ভীতি ও বার বার আবৃত্তি দেখে আমি শঙ্কিত হয়ে পড়লাম। ভাবলাম, হয়তো মারাই যাবে। তাই তাকে এ অবস্থা থেকে বিরত করার জন্য সদ্য ঘুম ভাঙ্গা ব্যক্তির মত আমি জোরে বলে উঠলাম :

---

৫৬৩. সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-৮৪
৫৬৪. সূরা আশ-শু'আরা' : ২০৫-২০৭

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ.

'আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। সকল প্রশংসা আল্লাহর।'

আমার কণ্ঠস্বর শুনে সে চুপ হয়ে গেল। আমি আর কোন সাড়া-শব্দ পেলাম না।

এই যুবক তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ 'আলিমদের নিকট থেকে কুরআন, হাদীছ ও ফিকাহর জ্ঞান অর্জন করেন। তরুণ বয়সেই তিনি শামের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফকীহরূপে স্বীকৃতি লাভ করেন। বর্ণিত আছে, একবার 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) শামের বড় বড় ফকীহদের সমবেত করে বলেন, আমার খান্দানের লোকেরা অন্যায়ভাবে জনগণের ধন-সম্পদ হাতিয়ে নিয়ে যে বিত্তের পাহাড় গড়ে তুলেছে সে ব্যাপারে আপনাদের মতামত জানার জন্যই আপনাদেরকে ডেকেছি। তাঁরা বললেন, আমীরুল মু'মিনীন! এ অন্যায় কাজ তো আপনার দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে হয়েছে। এর দায়-দায়িত্ব আপনার পূর্ববর্তীদের উপর বর্তাবে। তাঁদের এ জবাবে 'উমার খুশী হতে পারলেন না। এ মতের সাথে দ্বিমত পোষণকারী তাঁদের মধ্য থেকে একজন বললেন, আমীরুল মু'মিনীন! আপনার পুত্র 'আবদুল মালিককেও ডাকুন। কারণ, আপনি যাঁদেরকে ডেকেছেন, তাঁদের থেকে বিদ্যা, বুদ্ধি ও ফিক্হ বিষয়ে জ্ঞানে সে কোন অংশে কম নয়। সুতরাং এ ব্যাপারে তার মতামত নিন।

'আবদুল মালিককে ডেকে আনা হলো। 'উমার তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন :

আমার চাচাতো ভাইয়েরা অন্যায়ভাবে জোর করে মানুষের অর্থ-সম্পদ হাতিয়ে নিয়ে বিত্তের পাহাড় গড়ে তুলেছে। এখন সেই সব সম্পদের প্রকৃত মালিকরা তাদের সম্পদ ফিরিয়ে পাওয়ার দাবী জানাচ্ছে। আর আমরা জানি, এ তাদের সম্পদ। এ ব্যাপারে তোমার মতামত কি?

'আবদুল মালিক বললেন, আমার মতে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি জানবেন যে, কোন সম্পদ জোর করে হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে ততক্ষণ তা তার প্রকৃত মালিককে ফিরিয়ে দিতে থাকবেন। আর যদি তা না করেন, তাহলে অন্যায়ভাবে যারা তা গ্রহণ করেছিল, আপনি তাদেরই একজন বলে গণ্য হবেন।

পুত্রের এ জবাব শুনে আমীরুল মু'মিনীন 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) চেহারায় সন্তুষ্টির আভা ফুটে ওঠে। তাঁর অন্তরের সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর হয়ে যায়।

নও-জোয়ান 'আবদুল মালিক শত্রু বাহিনীর সাথে মুসলিম মুজাহিদদের সংঘাত-সংঘর্ষ হয় এমন এক স্থানে বসবাস করা পছন্দ করতেন। তাই তিনি দারুল খিলাফা দিমাশ্ক ছেড়ে সিরিয়া সীমান্তে এসে বসবাস করতে থাকেন। পিতা 'উমারের তাঁর যোগ্যতা, সততা ও খোদাভীতির উপর পূর্ণ আস্থা থাকা সত্ত্বেও দূরে অবস্থানকারী পুত্রের জন্য দুঃশ্চিন্তায় থাকতেন। না জানি নও-জোয়ান পুত্রকে শয়তান কোন ধোঁকায় ফেলে দেয়। তাই সব সময় পুত্রের সংবাদ জানার জন্য উদগ্রীব থাকতেন।

মায়মূন ইবন মাহরান বলেন, একদিন আমি 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের নিকট গিয়ে দেখলাম পুত্র 'আবদুল মালিককে চিঠি লিখছেন। সেই চিঠিতে তিনি পুত্রকে উপদেশ দিয়েছেন, নীতিকথা বলেছেন, বুদ্ধি-বিবেক কাজে লাগানোর কথা বলেছেন, ভয় দেখিয়েছেন ও সতর্ক করেছেন। বিশেষভাবে তিনি একথাগুলো লিখেছেন :

'অতঃপর এই যে, আমার কথা শোনা ও বুঝা তোমারই অগ্রাধিকার। আল্লাহ– সকল প্রশংসা তাঁরই, সকল ছোট-বড় কাজে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। সুতরাং হে আমার ছেলে! তোমার পিতা ও তোমার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর। গর্ব-অহঙ্কার ও আত্ম-অহমিকা থেকে দূরে থাক। কারণ তা শয়তানের কাজ। আর শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

আমি তোমাকে এ চিঠি এজন্য লিখছি না যে, তোমার সম্পর্কে আমি বিশেষ কিছু জেনেছি। তোমার সম্পর্কে আমি যা জানি তা ভালো ছাড়া আর কিছু নয়। তবে তোমার মধ্যে এক প্রকার আত্মতুষ্টি কাজ করছে সে কথা আমি জেনেছি। যদি তা সত্যি হয়, আর তা যদি তোমাকে আমার অপছন্দনীয় কোন কিছুর দিকে নিয়ে যায় তাহলে তুমি আমার নিকট থেকে তেমন আচরণই লাভ করবে যা তুমি পছন্দ কর না।'

মায়মূন বলেন, তারপর 'উমার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন : মায়মূন! আমার পুত্র 'আবদুল মালিক আমার চোখের একটি শোভা ও সৌন্দর্য। আমার ভয় হয়, তার প্রতি আমার স্নেহ-ভালোবাসার প্রাবল্য তার সম্পর্কে আমার জানার উপর বিজয়ী না হয়ে বসে। পিতারা যেমন সন্তানের দোষ-ত্রুটির ব্যাপারে অন্ধ হয়ে থাকে আমিও যেন তদ্রূপ না হয়ে যাই। আপনি একটু তার কাছে যান এবং তাকে একটু পরীক্ষা করুন। গর্ব-অহঙ্কারমূলক কোন কিছু তার মধ্যে আছে কিনা তা একটু দেখুন। আসলে সে তো একজন তরুণ। শয়তানের ধোঁকার ব্যাপারে আমি তাকে মোটেই নিরাপদ মনে করি না।

মায়মূন বলেন, আমি আমীরুল মু'মিনীনের নির্দেশমত যাত্রা করলাম এবং এক সময় 'আবদুল মালিকের ঠিকানায় পৌঁছলাম। দেখলাম তিনি তরুণ যুবক। সতেজ, দীপ্তিমান ও ভীষণ বিনয়ী। পশমের কম্বলের উপর বিছানো সাদা চাদরের উপর বসে আছেন। আমাকে স্বাগতম জানিয়ে বললেন : আমি আপনার অনেক গুণের কথা আমার আব্বার মুখে শুনেছি। আশা করি আল্লাহ আপনার দ্বারা আমাকে উপকৃত করবেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম : কেমন আছেন? বললেন ; আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে ভালো আছি। তবে আমার সম্পর্কে আমার আব্বার অতিরিক্ত ভালো ধারণা, অথচ বাস্তবে যা আমি অর্জন করতে পারিনি, আমাকে বিপথগামী করার ভয় আমি করি। আমার আশঙ্কা হয়, আমার প্রতি তাঁর স্নেহ-ভালোবাসা আমার সম্পর্কে তাঁর জানার উপর প্রাধান্য বিস্তার করে না বসে। আর আমি তাঁর জন্য এক আপদ-মুসীবত হয়ে না দাঁড়াই।

আমি বাপ-বেটার চিন্তা ও কথার মিল দেখে বিস্মিত হলাম। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম : আপনার জীবিকা নির্বাহ হয় কি করে?

বললেন : পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত একজনের এক খণ্ড জমি আমি ক্রয় করেছি এবং যে অর্থ

দিয়ে আমি মূল্য পরিশোধ করেছি তা হালাল হওয়ার ব্যাপারে কোন রকম সন্দেহ নেই। সেই জমিতে উৎপাদিত ফসল থেকে আমার জীবিকা নির্বাহ হয়। সুতরাং মুসলমানদের কর-খাজনা থেকে কোন কিছু গ্রহণ করার প্রয়োজন আমার হয় না।

বললাম : আপনার প্রতিদিনের খাদ্য-খাবার কি?

বললেন : এক রাতে গোশ্‌ত, এক রাতে ডাল ও যয়তূনের তেল, আরেক রাতে সিরকা ও যয়তূনের তেল, এভাবেই মোটামুটি আমার চলে যায়।

বললাম : আপনার মধ্যে কি আত্মতুষ্টি কাজ করে না?

বললেন : এক সময় আমার মধ্যে কিছুটা ছিল। কিন্তু এ ব্যাপারে আমার পিতা একদিন যখন আমাকে উপদেশ দিলেন তখন আমার নিজের বাস্তবতা উপলব্ধি করলাম। আর সেদিন থেকেই আমি আমার নিজেকে অতি তুচ্ছ ভাবতে শিখেছি। আল্লাহ তাঁর সেই উপদেশ দ্বারা আমাকে দারুণ উপকার করেছেন। তিনি আমার আব্বাকে এর উত্তম প্রতিদান দিন!

আমি ঘণ্টাব্যাপী তাঁর সাথে কথা বললাম, তাঁর কথা শুনলাম। এত অল্প বয়স, এত অল্প অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও এত সুন্দর চেহারার, এত পূর্ণ বুদ্ধিমত্তার, এত আদব-লেহাজের অধিকারী কোন যুবক আমি আর দেখিনি।

আমাদের কথার মাঝখানে দিন শেষ হয়ে গেল। সন্ধ্যার আগে একজন বালক এসে বললো : আল্লাহ্ আপনার মঙ্গল করুন। আমরা খালি করেছি। তিনি চুপ করে থাকলেন। আমি জানতে চাইলাম : তারা কি খালি করেছে? বললেন : হাম্মাম।

বললাম : কিভাবে? বললেন : আমার ব্যবহারের জন্য মানুষকে সরিয়ে দিয়েছে।

বললাম : আপনার একথা শোনার আগ পর্যন্ত আপনি আমার অন্তরে একটা বড় স্থান দখল করেছিলেন। আমার মুখ থেকে একথা উচ্চারিত হওয়ার সাথে সাথে তিনি ভীত-শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। তারপর 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন' পাঠ করতে করতে বললেন :

চাচা! আল্লাহ্ আপনার প্রতি অনুগ্রহ করুন! এতে এমন কি হয়েছে?

বললাম : হাম্মাম কি আপনার?

বললেন : না।

বললাম : তাহলে সেখান থেকে মানুষ বের করে দিয়ে খালি করার আপনি কে? এর দ্বারা মনে হয় আপনি নিজেকে তাদের চেয়ে বেশী মর্যাদাবান মনে করেন। তাছাড়া আপনি হাম্মামের মালিককে পুরো দিনের ভাড়া দেন এবং অন্যদেরকে তা ব্যবহার থেকে বঞ্চিত করেন।

বললেন : হাঁ, হাম্মামের মালিককে পুরো দিনের ভাড়া দিয়ে তাকে। রাজি করি।

বললাম : এতো এক প্রকার অপচয়, এর মধ্যে কিছু গর্ব-অহঙ্কার কাজ করে। আপনি তো

অন্যদের মত একজন সাধারণ মানুষ। তাহলে তাদের সাথে হাম্মামে প্রবেশ করেন না কেন? বললেন : হাম্মামে কিছু গ্রাম্য লোক আসে যারা লুঙ্গি-পাজামা ছাড়াই গোসল করে। তাদের নগ্ন দেহের প্রতি আমার দৃষ্টি পড়ার ভয়ে আমি এমন করি। তাছাড়া তাদেরকে যে আমি লুঙ্গি-পাজামা পরার জন্য বাধ্য করবো, সে ক্ষেত্রে আমার ক্ষমতা প্রদর্শনের ভয় করি। এখন আমি কি করতে পারি, সে বিষয়ে কিছু উপদেশ দিন।

বললাম : আপনি রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। তখন মানুষ হাম্মাম খালি করে বাড়ী ফিরে যাবে।

বললেন : ঠিক আছে, তাই করবো। আজ থেকে আর কখনো দিনে হাম্মামে ঢুকবো না। যদি এই শহরে প্রচণ্ড শীত না পড়তো তাহলে জীবনে আর কখনো দিনে সেখানে ঢুকতাম না। কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে কি যেন চিন্তা করলেন। তারপর মাথা সোজা করে বললেন : আমার এই আচরণের কথাটি আমার আব্বার কাছে গোপন রাখার জন্য আপনাকে অনুরোধ করছি। আমি চাই না, আমার আব্বা আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হোন। আমার ভয় হয় তাঁর সন্তুষ্টি ছাড়াই আমার মৃত্যু এসে যায় কিনা।

মায়মূন বলেন : এবার আমি একটু তাঁর বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষার উদ্দেশ্যে বললাম, যদি আমীরুল মু'মিনীন আমাকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি তার মধ্যে খারাপ কিছু দেখেছেন? আপনি কি চান আমি তাঁকে মিথ্যা বলি?

বললেন : না, না, তা কেন বলবেন। বলবেন : আমি তার মধ্যে কিছু ক্রটি দেখেছি এবং তা ধরিয়ে দিয়ে সংশোধনের উপদেশ দিয়েছি। সাথে সাথে সে তা স্বীকার করে সংশোধনের অঙ্গীকার করেছে। আর কি সেই ক্রটি তা আপনি প্রকাশ না করলে আমার আব্বা তা জানার জন্য কোন রকম জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না। কারণ, আল্লাহ্ যা কিছু গোপন করেছেন তা জানার জন্য অনুসন্ধানের অভ্যাস থেকে তিনি তাঁকে পবিত্র করেছেন।

মায়মূন মন্তব্য করেছেন : আমি এমন পিতা ও এমন সন্তানের মত দ্বিতীয় কাউকে দেখিনি। আল্লাহ্ তাঁদের প্রতি অনুগ্রহ করুন।[৫৬৫]

একবার হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) কোন কারণে ভীষণ রেগে যান। 'আবদুল মালিকও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। যখন তাঁর ক্রোধ প্রশমিত হয় তখন 'আবদুল মালিক বলেন, আমীরুল মু'মিনীন! আপনি এই অবস্থানে পৌঁছে এত রেগে যান কেন? 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) বললেন : কেন, তোমরা কি রাগ করো না? 'আবদুল মালিক বললেন : আমার এই মোটা পেটের লাভটা কি, যদি না আমি রাগ হজম করে ফেলি? উল্লেখ্য যে, তাঁর পেটটি ছিল মোটা।

আমীরুল মু'মিনীন 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) একদিন সকাল থেকে সরকারী দফতরে কর্ম ব্যস্ত সময় অতিবাহিত করলেন। দুপুরে ক্লান্ত অবস্থায় উঠে একটু বিশ্রামের

---

৫৬৫. সিফাতুস সাফওয়া-২/১১৩-১২৬; সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-৯৩

জন্য গেলেন। 'আবদুল মালিক পিতার সামনে উপস্থিত হয়ে বললেন : আপনি অন্দর মহলে চলে আসলেন কেন? বললেন : একটু বিশ্রাম নিতে চাই। 'আবদুল মালিক বললেন : জনগণ দরজায় আপনার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে, আর আপনি তাদের থেকে লুকোচ্ছেন? মৃত্যুর উপর কি আপনার এই আস্থা আছে যে, সে এ অবস্থায় আপনার নিকট আসবে না? 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) সেই মুহূর্তে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েন এবং কাজ শুরু করেন।[৫৬৬]

'আবদুল মালিক পিতার জীবদ্দশায় প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। অসুস্থ অবস্থায় পিতা 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) তাঁর শয্যাপাশে গিয়ে তাঁর শারীরিক অবস্থা কেমন আছে তা জানতে চান। জবাবে তিনি বলেন : আমি আমার নিজেকে সত্যের উপর দেখতে পাচ্ছি, তবে আল্লাহর কসম! আমি আমার নিজের ইচ্ছার চেয়ে আপনার ইচ্ছাকে বেশী পছন্দ করি। 'আবদুল মালিক মারা গেলেন। পিতা 'উমার (রহ) লাশের নিকট গেলে মুযাহিমের মুখে তাঁর মৃত্যুর ঘোষণা শুনে তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়ে যান। কিছুক্ষণ পর হুঁশ ফিরে পেয়ে লাশের দিকে তাকিয়ে নিম্নের চরণটি আবৃত্তি করেন :

لايغرنك عشاء ساكن ـ قد يوافى بالمنيات السحر

'ভয়-শঙ্কাহীন শান্ত সন্ধ্যা যেন তোমাকে ধোঁকায় না ফেলে। কারণ মৃত্যু কখনো কখনো সকালেও আসে।' তারপর তিনি লাশকে সম্বোধন করে বলেন : ছেলে! দুনিয়াতে তুমি তেমনই ছিলে যেমন আল্লাহ্ বলেছেন :

المال والبنون زينة الحياة الدنيا.

'ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা ও সৌন্দর্য।' আর তুমি ছিলে দুনিয়ার সর্বোত্তম শোভা। আমি আশা করি তুমি আজ থেকে চিরস্থায়ী সৎকর্মসমূহের মধ্যে পরিগণিত হয়েছো, যার প্রতিদান সবচেয়ে বড়।'[৫৬৭]

তাঁর মৃত্যুতে অনেকেই রীতি অনুযায়ী শোক প্রকাশ করে পিতা 'উমারকে সান্ত্বনা দান করেন।

হযরত হাসান আল-বসরী (রহ) 'উমারকে সান্ত্বনা দিয়ে নিম্নের চরণটি লিখে পাঠান :[৫৬৮]

وعُوِّضت أجْرًا من فقيدٍ فلا يكن + فقيدُك لايأتى وأجرُك يذهب.

'মৃত ব্যক্তির বিনিময়ে আপনাকে প্রতিদান দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এমন যেন না হয় যে, মৃত ব্যক্তিও আর ফিরে এলো না এবং প্রতিদানও চলে গেল।'

যখন চতুর্দিক থেকে 'আবদুল মালিকের মৃত্যুতে শোক ও সান্ত্বনা বাণী আসতে থাকলো তখন 'উমার (রহ) বিভিন্ন অঞ্চলের কর্মকর্তাদের নিকট নিম্নের ফরমানটি পাঠান :[৫৬৯]

---

৫৬৬. প্রাগুক্ত
৫৬৭. সীরাতু ইবন 'আবদিল হাকাম-১১৬
৫৬৮. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৩/৩০৩, ৩১১
৫৬৯. প্রাগুক্ত-৩/৩০৯

إن عبد الملك كان عبدًا من عبيد الله، أحسن الله إليه وإلى فيه، أعاشه ماشاء الله وقبضه حين شاء، وكان ما علمتُ من صالحى شباب أهل بيته قراءةً للقرآن، وتحرِّيًا للخير، أعوذ بالله أن تكون لى محبَّةً أخالف فيها محبَّة الله، فإن ذلك لايحسُنُ فى إحسانه وتتابع نعمه علىَّ، ولأعلمن مابكت عليه باكية ولاناحت عليه نائحة، قد نهينا أهله الذين هم أحق بالبكاء عليه.

'নিশ্চয় 'আবদুল মালিক অন্যদের মত আল্লাহর একজন বান্দা ছিল। আল্লাহ্ তার প্রতি এবং তার ব্যাপারে আমার প্রতিও অনুগ্রহ্ করেছেন। যতদিন ইচ্ছা আল্লাহ তাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন এবং যখন ইচ্ছা তার জান কবজ করেছেন। আমার জানা মতে কুরআন পাঠ, কল্যাণমূলক কাজ করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সে ছিল তার পরিবারের সৎকর্মশীলদের অন্যতম। আল্লাহর ভালোবাসার বিরুদ্ধাচরণ হয়, তার প্রতি আমার এমন ভালোবাসার ব্যাপারে আমি আল্লাহর আশ্রয় চাই। কারণ আমার প্রতি তাঁর যে অনুগ্রহ সে দিক দিয়ে একাজ মোটেই সুন্দর ও শোভন হবে না। আমি জানি কোন ক্রন্দনকারী মহিলা না তার মৃত্যুতে ক্রন্দন করেছে, আর না কোন মাতমকারী তার জন্য মাতম করেছে। তার জন্য কান্নার সবচেয়ে বেশী অধিকার যাদের তাদেরকেও আমরা কাঁদতে নিষেধ করে দিয়েছি।'

আসলে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) প্রত্যেকটি কথা, কাজ ও আচরণে শরী'আতের সীমা-পরিধির মধ্যে থাকতেন। বিন্দুমাত্র সীমা অতিক্রম করা পছন্দ করতেন না। এ ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির জন্য শোক ও সমবেদনা প্রকাশের ব্যাপারে একটি ঘটনা উল্লেখ করে এ প্রসঙ্গ শেষ করছি।

একবার 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) এক বোনের মৃত্যু হলো। দাফন শেষে এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে সমবেদনা জানালো। তিনি কোন উত্তর দিলেন না। আরেক ব্যক্তি কাছে এসে সমবেদনা জানালো। এবারও কোন উত্তর দিলেন না। এ অবস্থা দেখে অন্যরা সমবেদনা জানানোর ইচ্ছা ত্যাগ করলো। 'উমার চলতে লাগলেন, তারাও তাঁর সাথে হাঁটতে লাগলো। বাড়ীর দরজায় পৌঁছে তিনি তাদের দিকে ফিরে বললেন :

أَدْرَكْتُ النَّاسَ وهم لا يُعَزون بامرأة إلا أن تكون أمًّا.

'আমি এমন সব লোকদের পেয়েছি যাঁরা কেবল মা ছাড়া অন্য কোন মহিলার মৃত্যুতে শোক ও সমবেদনা জানাতেন না।'[৫৭০]

'আবদুল 'আযীয

আমীরুল মু'মিনীন 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) পুত্র 'আবদুল 'আযীয পরবর্তী খলীফা ইয়াযীদ ইবন 'আবদিল মালিক ও মারওয়ান ইবন মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে মক্কা ও মদীনার গভর্ণর ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন অন্যতম হাদীছ বর্ণনাকারী।

---

৫৭০. প্রাগুক্ত-৩/৩১০

'আবদুল্লাহ

তাঁর আরেক পুত্র 'আবদুল্লাহ খলীফা ইয়াযীদ ইবন আল-ওয়ালীদের পক্ষ থেকে কূফার গভর্ণর ছিলেন। তিনি যখন গভর্ণরের দায়িত্ব নিয়ে কূফায় আসেন তখন বসরার অধিবাসীরা সেখানে একটি খাল খননের আবেদন জানায়। তিনি বিষয়টি খলীফা ইয়াযীদকে অবহিত করেন। খলীফা তাঁকে লেখেন : 'ইরাক থেকে আদায়কৃত সকল রাজস্ব যদি ব্যয় হয়ে যায় তবুও সেখানে একটি খাল খনন করে দাও।' তিনি তিন লাখ দিরহাম ব্যয় করে একটি খাল খনন করেন যা ইতিহাসে তাঁর নামে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে।[৫৭১]

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) অন্যান্য সন্তানদের সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। তবে তিনি তাদের সকলকে যে সুশিক্ষিত করেছিলেন সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়। একথাও জানা যায় যে, তাদের সকলে সচ্ছল জীবন যাপন করেছেন।

একবার খলীফা আবূ জা'ফার আল-মানসূর 'আবদুর রহমান ইবন আল-কাসিম ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবী বকরকে (রা) বললেন : আমাকে কিছু উপদেশমূলক কথা শোনান। তিনি বললেন : আমি যা দেখেছি তাই বলবো, না যা শুনেছি তাই? বললেন : যা দেখেছেন তাই বলুন। তিনি বললেন : 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) বারোটি ছেলে রেখে যান। আর তাদের জন্য রেখে যান মাত্র সতেরোটি দীনার। তার থেকে কাফনের জন্য পাঁচ দীনার, কবরের জায়গা ক্রয়ের জন্য দু'দীনার খরচ হয় এবং বাকী দশ দীনার তাঁর সকল সন্তানদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। প্রত্যেকে মাত্র সতেরোটি দিরহাম করে পায়।

অন্যদিকে খলীফা হিশাম ইবন 'আবদিল মালিকও বারোটি ছেলে রেখে মারা যান। তাঁর পরিত্যক্ত সম্পদ বণ্টন করলে তাদের প্রত্যেকে পায় দশ লক্ষ দিরহাম করে। আমি 'উমারের এক ছেলেকে একদিনে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য এক শ' ঘোড়া দান করতে যেমন দেখেছি, তেমনি দেখেছি হিশামের এক ছেলেকে মানুষের নিকট থেকে সাদাকা (দান) গ্রহণ করতে।[৫৭২]

কাব্য প্রতিভা

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) মধ্যে কাব্য চর্চার প্রতি বিশেষ আগ্রহ ও রুচি ছিল না। তবে উঁচু আদর্শ ও নৈতিকতার মূল্যবোধে সমৃদ্ধ কবিতা মাঝে মাঝে তিনি আবৃত্তি করতেন, আবার কখনো অন্যের মুখ থেকেও শুনতেন। সে সকল কবিতা ইবনুল জাওযী তাঁর গ্রন্থের ৩০তম অধ্যায়ে সংকলন করেছেন।

কবিদের সাথে 'উমারের সম্পর্ক

একথা সত্য যে, কবিতা জ্ঞানের একটি উত্তম ও কল্যাণকর শাখা। তবে কবিতা কেবল তখনই সাধারণ মানুষের শিক্ষা এবং সমাজ ও পরিবেশ পরিশুদ্ধির কাজে আসতে পারে যখন কবিগণ পরিশুদ্ধ ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী হয়। কিন্তু এটাকে দুর্ভাগ্য বা দুর্ঘটনা

---

৫৭১. ফুতূহ আল-বুলদান-৩৭৭

৫৭২. ইবনুল জাওযী-৩৩৮; 'আবদুস সাত্তার আশ-শায়খ-৩৯৭

যাই বলা হোক না কেন, সে সময়ের কবিগণ ইসলামী নৈতিকতার মানদণ্ড থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিল। তারা গোত্রীয় অন্ধ পক্ষপাতিত্ব ও বংশীয় গর্ব ও গৌরবের পতাকাবাহী তো ছিল, কিন্তু কোন নীতি-নৈতিকতার ধারে-কাছেও ছিল না। তা সত্ত্বেও হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) পূর্বে উমাইয়্যা খলীফাগণ তাদের প্রতি অত্যধিক আনুকূল্য প্রদর্শন করতেন।

খলীফাগণ তাদের দ্বারা নানা রকম অসৎ উদ্দেশ্য সাধন করতেন। বিশেষতঃ আন্ত-গোত্রীয় কোন্দল সৃষ্টিতে কবিদেরকে বেশী ব্যবহার করা হতো। বিনিময়ে তারা লাভ করতো সম্মান ও বিপুল পরিমাণ অর্থ-সম্পদ। উমাইয়্যা আমলের সবচেয়ে বড় তিন কবি- ফারাযদাক, আখতাল ও জারীর তো এক্ষেত্রে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।

উল্লেখিত তিন কবি একে অপরের বংশের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বের করা, নিজের গোত্রকে অন্য সকল গোত্রের চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করা, বংশীয় কৌলিন্য ও আভিজাত্য নিয়ে গর্ব করাকে খুব সম্মান ও মর্যাদার কাজ বলে মনে করতেন। বিশেষতঃ জারীর ও ফারাযদাক তাঁদের জীবনের চল্লিশটি বছর একে অপরের বিরুদ্ধে অশালীন, নিন্দামূলক এবং অন্যের উপর শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করে কবিতা রচনা করে কাটিয়ে দেন। তাঁরা বসরার "আল-মিরবাদ" নামক বাজারে উপস্থিত হতেন এবং উষ্ট্রীর পিঠে বসে বসেই একে অপরকে ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ করে তাৎক্ষণিকভাবে কবিতা রচনা করতেন। সেসব কবিতার ভাষা যেমন অশালীন ও নোংরা তেমনি ভাবও ইসলামী আদর্শের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। সে আমলে সাধারণ আরববাসীর মধ্যে ছিল দারুণ কাব্যপ্রীতি। তাঁরা যখন আল-মিরবাদে উপস্থিত হতেন তখন শত শত মানুষ তাঁদের দু'জনের পাশে জমা হয়ে যেত। এভাবে তাদের কাব্যযুদ্ধে আরবের মানুষ দু'পক্ষে বিভক্ত হয়ে পড়ে। "কিতাবুল আগানী" গ্রন্থকার আবুল ফারাজ আল-ইসফাহানী তাঁদের দু'জন সম্পর্কে বলেছেন, একবার হজ্জ মওসুমে তাঁরা দু'জন মিনায় পরস্পর মুখোমুখী হলেন এবং সেখানেও পরস্পরের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপমূলক কবিতার প্রতিযোগিতা থেকে বিরত থাকলেন না।

আল-আখতাল- যিনি তাঁদের দু'জনের মতই বড় মাপের কবি ছিলেন। তাঁর অবস্থাও ভিন্ন কিছু ছিল না। ধর্মে তিনি খ্রীস্টান ছিলেন। খামরিয়াত বা মদের প্রশংসামূলক কবিতা রচনায় তিনি ছিলেন চ্যাম্পিয়ন। নিজে আকণ্ঠ মদ পান করে মাতাল হতেন এবং শরাব ও সাকীর বর্ণনায় কবিতা রচনা করতেন। খলীফা 'আবদুল মালিক ও তাঁর পরবর্তী উমাইয়্যা খলীফাগণ তাঁকে ভীষণ ভালোবাসতেন। তিনি উমাইয়্যা খান্দানের প্রশংসা এবং প্রতিপক্ষ হাশিমী খান্দানের উপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করে কবিতা রচনা করতেন।

কবি জারীর প্রথম যখন খলীফা 'আবদুল মালিকের দরবারে আসেন এবং তাঁর প্রশংসায় প্রথম কাসীদাটি আবৃত্তি করেন তখন 'আবদুল মালিক একজন সতর্ক রাজনীতিক এবং অনেকটা কৃপণ প্রকৃতির রাষ্ট্রনায়ক হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে এক শ' উট, আশিটি সুদর্শন দাস

এবং প্রচুর সোনা-রূপা উপঢৌকন দেন।[৫৭৩] কবি ফারাযদাককেও তিনি ও তাঁর উত্তরাধিকারীগণ একই রকম ইনাম দিতেন। কিতাবুল আগানীর একটি বর্ণনায় জানা যায়, খলীফা 'আবদুল মালিক কবি আখতালকে এ ক্ষমতা ও অধিকার দিয়ে রেখেছিলেন যে, তিনি যখন ইচ্ছা বায়তুল মাল থেকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করতে পারতেন।

একবার কবি আখতাল নির্ধারিত সময়ের পরে খলীফা 'আবদুল মালিকের দরবারে উপস্থিত হলে খলীফা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় ছিলেন? তিনি জবাব দিলেন, কোথায় আর যেতে পারি? বায়তুল মাল পর্যন্ত গিয়েছিলাম মদ ও মাংসের অর্থ উঠানোর জন্য।[৫৭৪] মোটকথা হযরত মু'আবিয়ার (রা) সময় থেকে হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) আগ পর্যন্ত সকল উমাইয়্যা খলীফাদের দরবারে আখতালের অবাধ যাতায়াত ছিল। খলীফাদের মনোরঞ্জনমূলক কবিতা রচনা করে প্রচুর ইনাম ও উপঢৌকন হাতিয়ে নেন। উল্লেখিত তিন কবি ছাড়াও কবি কুছায়্যির ও নুসাইবও উমাইয়্যা শাসকদের দরবারী ও পারিবারিক কবি ছিলেন। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) প্রথম জীবনে নুসাইবকে সঙ্গ দিতেন।

একবার একটি মাত্র মজলিসে তাঁকে এক হাজার দীনার দান করেন। অন্য একজন খলীফা তনয় তাঁকে দশ হাজার দিরহাম দেন। 'আবদুল মালিক তাঁকে নিয়ে এক সঙ্গে আহার করতেন এবং হাজার হাজার দিরহাম বখশীশ দিতেন।[৫৭৫]

যাই হোক, উমাইয়্যাদের নিকট থেকে সে যুগের কবিগণ প্রচুর অর্থ-বিত্ত ও জমিদারী লাভ করে বিলাসী জীবন যাপন করতেন। হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) খিলাফতের মসনদে আসীন হওয়ার পর সেকালের বড় বড় আরব কবিগণ তাঁকে স্বাগতম জানিয়ে কাসীদা পাঠ করার জন্য দিমাশকে সমবেত হন। তাঁদের মধ্যে নুসাইব, জারীর, ফারাযদাক, আহওয়াস, কুছায়্যির, হাজ্জাজ আল-কুদা'ঈ, 'উমার ও আখতালের মত শ্রেষ্ঠ কবিগণও ছিলেন। তাঁরা ছিলেন তৎকালীন ইসলামী দুনিয়ার সবচেয়ে বড় কবি। পূর্ববর্তী খলীফাগণ তাদেরকে লা খিরাজ জমিদারী দিয়ে রেখেছিলেন এবং নগদে লাখ লাখ দিরহাম দান করেছিলেন।

নতুন খলীফার ক্ষমতা গ্রহণের খবর শুনে তাঁরা খুশীতে ডগমগ হয়ে এবং বড় ধরনের প্রাপ্তির আশায় দিমাশ্কে আসলেন। খলীফার সংগে সাক্ষাতের আশায় দীর্ঘদিন অপেক্ষায় থাকলেন। কিন্তু 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) তাঁদের কাউকে সাক্ষাতের অনুমতি দিলেন না। অন্যদিকে তাঁর দরবারে 'আলিম, ফকীহ ও মুহাদ্দিছদের অবাধ যাতায়াত ছিল। তাঁদের প্রতি কোন রকম নিষেধাজ্ঞা ছিল না। কিন্তু কবিদের সাক্ষাতের কোন সুযোগ ছিল না। কিন্তু তাঁরাও ছিলেন অনমনীয়। নতুন খলীফার সঙ্গে

---

৫৭৩. ইবন কুতায়বা, আশ-শি'র ওয়াশ শু'আরা-১/৫; কিতাবুল আগানী-৭/৪১, ৪৪, ৫১, ৫২, ১৭২
৫৭৪. কিতাবুল আগানী-৭/১৭২-১৭৩
৫৭৫. প্রাগুক্ত-১/১৩৫-১৩৬, ১৪৫

সাক্ষাৎ ছাড়া তাঁরা দিমাশ্ক ত্যাগ করবেন না। তাঁদের মধ্যে কথার উস্তাদ ছিলেন কবি জারীর। সবাই মিলে তাঁকেই প্রতিনিধি বানিয়ে পাঠালেন। তিনি যে কোনভাবে সাক্ষাতের অনুমতি সংগ্রহ করবেন। জারীর খলীফার দরবার কক্ষের ফটকে উপস্থিত হলেন। সেখানে শামের বিখ্যাত ফকীহ 'আওন ইবন 'আবদিল্লাহ আল-হুযালীকে পেলেন। তাঁকে দেখেই তিনি তৎক্ষণাত নীচের স্তবক দু'টি আবৃত্তি করেন :

يا أيها الرجل المرخي عمامته + هذا زمانك أني قد مضى زمني

أبلغ خليفتنا إن كنت لاقيه + أني لدى الباب كالمصفود في قرن

'ওহে লম্বা পাগড়ীধারী কারী! এটা তোমাদের যুগ এসেছে এবং আমাদের যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে।

যদি তুমি খলীফার সংগে সাক্ষাৎ কর তাহলে তাঁকে অবহিত করবে যে, আমি শতবর্ষ যাবত তাঁর দ্বারে শৃঙ্খল পরিহিত ব্যক্তির মত দাঁড়ানো আছি।'

'আওন ইবন 'আবদিল্লাহ আল-হুযালী ভিতরে গেলেন, আমীরুল মু'মিনীনকে দ্বারে অপেক্ষমান কবি জারীরের কথা জানালেন এবং সাথে সাথে কবিতার স্তবক দু'টিও শুনালেন। আমীরুল মু'মিনীন 'উমার কবি জারীরকে ভিতরে ডেকে পাঠালেন। সালাম ও কুশল বিনিময়ের পর জারীর বললেন : আমি শুনেছি আপনি নীতিকথা ও উপদেশ পছন্দ করেন। আমি এমন কিছু কথা ছন্দোবদ্ধ করেছি, অনুমতি পেলে শুনাতে পারি।

অনুমতি পেয়ে তিনি একটি গভীর আবেগপূর্ণ কবিতা আবৃত্তি করেন। কবিতাটির বিষয় ছিল হিজাযের অনাথ, ইয়াতীম মেয়ে, অভাবী মানুষ ও বিধবাদের দারিদ্র্য ও দুঃখ-দুর্দশার একটি করুণ চিত্র। জারীর কবিতাটি আবৃত্তি করছিলেন, আর খলীফা 'উমার (রহ) শুনছিলেন। তাঁর দু' চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। কবিতা আবৃত্তি শেষ হওয়ার সাথে সাথে 'উমার (রহ) একপাল উটের পিঠে খাদ্য, বস্ত্র ও নগদ অর্থ বোঝাই করার নির্দেশ দিলেন। বোঝাই শেষ হওয়ার সাথে সাথে হিজাযের ঐ সকল ইয়াতীম ও বিধবাদের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। আমীরুল মু'মিনীনের এই রোনাজারীর কথাও জারীর তাঁর কবিতায় ধরে রেখেছেন। এরপর আমীরুল মু'মিনীন জারীরকে বলেন :

أخبرني أمن المهاجرين أنت ياجرير؟

'জারীর! আপনি কি মুহাজিরদের অন্তর্গত?'

জারীর বললেন : না, আমি মুহাজিরদের কেউ নই।

আবার জিজ্ঞেস করলেন : তাহলে আপনি দরিদ্র আনসারদের অথবা তাদের বন্ধুদের কেউ?

জারীর বললেন : তাদেরও কেউ নই।

'উমার (রহ) জিজ্ঞেস করলেন : তাহলে আপনি কি ঐ সকল মুসলিম মুহাজিরদের কেউ যারা বিজয় অভিযানে অংশগ্রহণ করেছে এবং মুসলমানদের শত্রু নিধনে সাহায্য করেছে?

জারীর বললেন : না, তাদেরও কেউ নেই।

'উমার (রহ) বললেন : فلا أرى لك فى شئ من هذا الفئ حقا۔

'জারীর, মুসলমানদের ফাই (যুদ্ধ ছাড়াই অর্জিত) সম্পদে আপনার কোন অধিকার আছে বলে আমি দেখছি না।'

সাথে সাথে জারীর বললেন : আমার এ অধিকার আছে যে, আমি একজন মুসাফির, বহু দূর থেকে এসেছি এবং আপনার সাক্ষাতের অপেক্ষায় দ্বারে বসে থাকতে থাকতে দারুণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

'উমার (রহ) মৃদু হেসে একজন কর্মকর্তাকে বিশটি দীনার আনার নির্দেশ দিলেন। দীনারগুলো আনার পর 'উমার (রহ) সেগুলো জারীরের হাতে দিয়ে বললেন : এই বিশটি দীনার আমার ব্যক্তিগত সম্পদের অংশ। এগুলোই অবশিষ্ট ছিল। ইচ্ছা করলে আপনি এগুলো নিতে পারেন এবং আমার প্রশংসা অথবা নিন্দা যা ইচ্ছা তা করতে পারেন।

জারীরের মধ্যে নিন্দার দুঃসাহস আর থাকতে পারে কিভাবে? তিনি বললেন : আমি আপনার প্রশংসা করবো এবং এ দানের জন্য গর্বও করবো। জারীর সকৃতজ্ঞচিত্তে বিশ দীনার গ্রহণ করে সালাম জানিয়ে বিদায় নেন। বাইরে অপেক্ষমান কবিগণ তাঁকে ঘিরে ধরলো এবং তিনি তাদেরকে কাহিনীর আদ্যপান্ত শোনালেন এভাবে :

إنى خرجت من عند رجل يعطى الفقراء ولايعطى الشعراء

'আমি এমন এক ব্যক্তির নিকট থেকে বের হয়ে আসছি যিনি অভাবীদের দেন, কবিদের দেন না।'

ইবনুল জাওযীর বর্ণনা অনুযায়ী ঘটনাটি এ রকম : জারীর তাঁর কবিতাটি 'আদী ইবন আরতাতকে শোনান। 'আদী ভিতরে যেয়ে হযরত 'উমারকে বলেন, বাইরে একদল কবি দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি নিজেই তাঁদের জন্য সুপারিশ করে বলেন, কবিদের বায়তুল মালে অংশ আছে। প্রমাণ হিসেবে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) 'আব্বাস ইবন মিরদাস আল-আসলামীকে তাঁর একটি প্রশংসামূলক কবিতার জন্য বখশীশ দিয়েছিলেন। 'উমার 'আদীকে 'আব্বাসের সেই কবিতাটি শোনাতে বললেন। 'আদী আবৃত্তি করে শোনালেন। কবিতাটির বিষয়বস্তু ছিল, হযরত রাসূলে কারীমের (সা) জন্ম, নবুওয়াত প্রাপ্তি, হিজরাত, কুফরের অন্ধকার বিদূরিত হয়ে ইসলামের আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ার এক চমৎকার বর্ণনা।

হযরত 'উমার (রহ) কবিতাটি শোনার পর জানতে চাইলেন, দরজায় অপেক্ষমান কবিদের নাম কি? 'আদী বললেন : ফারাযদাক, জামীল, 'উমার ইবন আবী রাবী'আ, আখতাল, আহওয়াস ও জারীর। 'উমার (রহ) তাঁদের প্রত্যেকের এমন কিছু কবিতা 'আদীকে শোনান যাতে চরম অশ্লীলতা, পাপাচারের কথকতা, অনৈতিকতা এবং অপরিচ্ছন্ন কল্পনা বিধৃত হয়েছে। 'উমার (রহ) কসম খেয়ে বলেন, আমি কখনো তাদেরকে আমার নিকট আসার অনুমতি দেব না। তবে জারীরের একটি কবিতা পাঠ

করে বলেন, তাকে ভিতরে নিয়ে আসুন। তিনি ভিতরে ঢুকেই কবিতা আবৃত্তি করতে আরম্ভ করেন। 'উমার (রহ) তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, কাজের কবিতা শোনাও। এরপর জারীর পূর্বে উল্লেখিত কবিতাটি পাঠ করেন। ইনাম হিসেবে 'উমার (রহ) কবি জারীরের হাতে এক শ' দিরহাম তুলে দিয়ে বলেন, আমার ব্যক্তিগত অর্থের মধ্যে মাত্র তিন শ' দিরহাম ছিল, তার থেকে আগেই দু'জনকে দু' শ' দিয়ে দিয়েছি। বাকী এক শ' আপনাকে দিলাম।[৫৭৬] জারীর এক শ' দিরহাম নিয়ে বাইরে আসেন এবং অপেক্ষমান কবিদের সেই সব কথা বলেন যা পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।

উমাইয়্যা খান্দানের পূর্ববর্তী খলীফা ও আমীর-উমারাদের পৃষ্ঠপোষকতায় সে যুগের কবিগণ একেবারেই লাগামহীন হয়ে পড়েছিল এবং সমাজে মানুষের নৈতিকতার যে চরম ধস নেমেছিল তার পিছনে তাদের রচিত কবিতার বিরাট অবদান ছিল। এ কারণে 'উমার (রহ) যেখানে জ্ঞানী-গুণী, ও 'আলিম-'উলামাদের দারুণ সম্মান ও পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন, বিভিন্ন ভাষার অনুবাদকদের উঁচুমানের সম্মানী দিয়েছেন, সেখানে কোন বড় কবিকে দু'-এক শ' দিরহামের বেশী দেননি। অবশ্য এতে কবিদের মন-মানসিকতায় দারুণ পরিবর্তনও ঘটেছিল।

কবি কুছায়্যির

কবি কুছায়্যির দীর্ঘদিন অপেক্ষার পর খলীফা 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের নিকট পৌঁছাতে সক্ষম হন এবং নিজের দুরবস্থার কথা তুলে ধরে সাহায্যের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। 'উমার কুছায়্যিরকে লক্ষ্য করে বলেন : ওহে কুছায়্যির!

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل.[৫৭৭]

'সাদাকা তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাসমুক্তির জন্য, ঋণ ভারাক্রান্তদের জন্য, আল্লাহর পথে ও মুসাফিরদের জন্য।'

তুমি কি এর কোন একটিতেও পড়? কুছায়্যির বললেন : হাঁ, আমি পাথেয় শেষ হয়ে যাওয়া পথিকের মধ্যে পড়ি। 'উমার জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কি আবূ সা'ঈদের অতিথি নও? কুছায়্যির বললেন : হাঁ, আমি তাঁর অতিথি। 'উমার বললেন : আমি আবূ সা'ঈদের অতিথির পাথেয় শেষ হয়েছে বলে মনে করি না। এরপর কুছায়্যির 'উমারের অনুমতি নিয়ে তাঁকে একটি দীর্ঘ কবিতা শোনান। তারপর কবি আল-আহওয়াস 'উমারকে একটি কবিতা শোনান। এমনিভাবে কবি নুসাইবও 'উমারকে একটি কবিতা শোনাতে চান, কিন্তু অনুমতি না দিয়ে তাকে দাবিক যুদ্ধে অংশগ্রহণের নির্দেশ দেন। অতঃপর 'উমার কবি

---

৫৭৬. ইবনুল জাওযী-১৬২; আল-'ইকদ আল-ফারীদ-২/৯১-৯২
৫৭৭. সূরা আত-তাওবা-৬০

কুছায়্যিরকে তিন শ', আল-আহওয়াসকে তিন শ' এবং নুসাইবকে দেড় শ' দিরহাম দানের নির্দেশ দেন।[৫৭৮] ঐতিহাসিকগণ মনে করেন, এ তাঁর জীবনের প্রথম দিকের ঘটনা।

কবি নুসাইব

কবি নুসাইব ইবন রাবাহ একদিন 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করলেন। তিনি অনুমতি দিলেন না। কবি তখন দ্বাররক্ষীদের বললেন, তোমরা আমীরুল মু'মিনীনকে অবহিত কর যে, আমি এমন একটি কবিতা রচনা করেছি যার প্রথম কথাটি হলো "আল-হামদু লিল্লাহ"। তারা আমীরুল মু'মিনীন 'উমারকে অবহিত করলো। এবার তিনি কবিকে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। ভিতরে প্রবেশ করে তিনি যে কবিতাটি শোনালেন তার প্রথম দু'টি চরণ এই :[৫৬৯]

الحمد لله أما بعد ياعمر + فقد اتتنا بك الحاجات والقدر

فأنت رأس قريش وابن سيدها + والرأس فيه يكون السمع والبصر.

'সকল প্রশংসা আল্লাহর। অতঃপর হে 'উমার! নানাবিধ প্রয়োজন ও ভাগ্য আমাদেরকে আপনার নিকট নিয়ে এসেছে।

আপনি হলেন কুরায়শদের মাথা এবং ঐ গোত্রের নেতার বংশধর। আর মাথায় থাকে কান ও চোখ।'

একবার কবি জারীর একটি কবিতায় 'উমারের প্রশংসা করেন। তার একটি চরণ এই :

هذى الأرامل قد قضيت حاجتها + فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر

"এ সকল বিধবাদের প্রয়োজন আপনি পূর্ণ করেছেন। কিন্তু এই বিপত্নীকের প্রয়োজন পূরণের জন্য কে আছে?"

'উমার তাঁকে তিন শ' দিরহাম দানের নির্দেশ দেন। একবার রজয ছন্দের কবি দুকাইন একটি কবিতায় 'উমারের প্রশংসা করলে তিনি তাঁকে পনেরোটি মাদি উট দানের নির্দেশ দেন। 'উমার তখন মদীনার ওয়ালী।[৫৮০]

'উমার ও কবি দুকাইন ইবন সা'ঈদ আদ-দারিমী

দুকাইন ছিলেন একজন রজয ছন্দের পল্লী কবি। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয খলীফা সুলায়মানের সময় যখন মদীনার ওয়ালী ছিলেন তখন দুকাইন তাঁর প্রশংসায় একটি কবিতা রচনা করেন। 'উমার খুশী হয়ে তাঁকে উৎকৃষ্ট জাতের পনেরোটি উট দান করেন। তিনি মদীনার আশে পাশে উটগুলো চরাতে থাকেন। উটগুলোর বর্ধিষ্ণু দেহ ও

---

৫৭৮. ইবন কুতায়বা, আশ-শি'র ওয়াশ-শু'আরা'-২৫৪-২৫৬; আল-'ইকদ আল-ফারীদ-২/৮৬-৯১

৫৬৯. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৫/২৯২

৫৮০. প্রাগুক্ত-৫/২৯২, ২/৮৪

নাদুস-নুদুস চেহারা দেখে তিনি দারুণ পুলকিত হতেন। সেগুলো ছেড়ে যেমন কোথাও যেতে ইচ্ছে হতো না, তেমনি বেচতেও মন সায় দিত না। এমনই অবস্থায় একদিন তাঁর কিছু বন্ধু তাঁর নিকট এসে বললো, খুব শীঘ্র তারা তাদের স্বদেশভূমি নাজদের দিকে যাত্রা করবে। উল্লেখ্য যে, কবি দুকাইন নাজদের অধিবাসী ছিলেন। তিনি তাঁর বন্ধুদের সফরসঙ্গী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তাঁরা যাত্রার দিনক্ষণ ঠিক করে ফেললেন।

কবি দুকাইন গেলেন 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের নিকট থেকে বিদায় নিতে। তিনি 'উমারের নিকট দু'জন সম্মানীয় ব্যক্তিকে বসা দেখলেন, যাঁদেরকে তিনি চিনতেন না। তিনি যখন উঠে আসবেন তখন 'উমার বললেন : দুকাইন! আমার একটি উচ্চাভিলাষী মন আছে। আমার বর্তমান অবস্থার চেয়ে উন্নততর কোন অবস্থায় পৌছার কথা যদি জানতে পার তাহলে আমার নিকট আসবে, আমি তোমাকে আরো ইনাম-বখশীশ দেব। দুকাইন বললেন : মাননীয় আমীর! আপনার একথার জন্য সাক্ষী থাকা প্রয়োজন। 'উমার বললেন : আমি আল্লাহকে সাক্ষী রাখছি। দুকাইন বললেন : না, তাঁর সৃষ্টির মধ্য থেকে কেউ সাক্ষী থাকা দরকার। 'উমার বললেন : এই দুইজন সম্মানীয় বৃদ্ধ সাক্ষী থাকলেন।

এবার দুকাইন তাঁদের একজনের দিকে তাকিয়ে বললেন : আমার মা-বাবা আপনার প্রতি কুরবান হোন! আপনাকে চেনার জন্য আপনার নামটা আমার জানা প্রয়োজন। লোকটি বললেন : সালিম ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন 'উমার ইবন আল-খাত্তাব (রা)।

দুকাইন 'উমারের দিকে তাকিয়ে বললেন : এমন একজন বড় মাপের সাক্ষী পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি।

দুকাইন এবার দ্বিতীয় ব্যক্তিটির দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে বললেন : অনুগ্রহ করে আপনার পরিচয়টি কি একটু দিবেন?

লোকটি বললেন : এই আমীরের ('উমার) দাস আবূ ইয়াহইয়া।

দুকাইন বললেন : দ্বিতীয় সাক্ষী হলেন আপনার পরিবারেরই একজন।

এরপর দুকাইন তাঁর উটগুলো নিয়ে নাজদে ফিরে গেলেন এবং তার উপর ভিত্তি করে আরো অনেক উট ও দাস-দাসীর মালিক হলেন।

সময় তার আপন গতিতে গড়িয়ে চললো। একদিন দুকাইন নাজদের আল-ইয়ামামা মরু এলাকায় তাঁর উটগুলো চরাচ্ছেন। এমন সময় একজন ঘোষকের মুখে জানতে পারলেন, আমীরুল মু'মিনীন সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিক ইনতিকাল করেছেন। তিনি তার নিকট পরবর্তী খলীফা কে হয়েছেন তা জানতে চাইলেন। সে বললো : 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয। 'উমারের নামটি শোনার সাথে সাথে তিনি দারুল খিলাফা দিমাশ্‌কে যাত্রার জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগলেন।

এক সময় তিনি দিমাশ্‌কে পৌছলেন। সেখানে তৎকালীন আরবের বিখ্যাত কবি জারীরের সাথে তাঁর দেখা হলো। জারীর সবে মাত্র খলীফার সাথে দেখা করে ফিরছেন। দুকাইন তাঁকে স্বাগতম জানিয়ে বললেন : আবূ হারযা! কোথা থেকে আসছেন?

জারীর : খলীফার দরবার থেকে আসছি। তিনি দুঃস্থ-দরিদ্রদেরকে দেন, কবিদেরকে দেন না। আপনি যেখান থেকে এসেছেন সেখানে ফিরে যান। সেটাই আপনার জন্য ভালো হবে।

দুকাইন : খলীফার নিকট আপনাদের চাইতে আমার একটা ভিন্ন মর্যাদা আছে।

জারীর : ঠিক আছে, আপনি যা ভালো মনে করেন। দুকাইন খলীফার বাসভবনে গিয়ে পৌঁছলেন। দেখলেন, খলীফা আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে এবং তাকে ঘিরে আছে ইয়াতীম, বিধবা ও বিভিন্ন ধরনের অধিকার বঞ্চিত লোকেরা। এই ভীড়ের বেষ্টনী ভেদ করে তিনি খলীফার নিকট পৌঁছতে পারলেন না। অবশেষে উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি করতে লাগলেন নিম্নের চরণ দু'টি :

ياعمر الخيرات والمكارم + وعمر الدسائع العظائم

إني امرء من قطن دارم + طلبت ديني من أخي المكارم.

'হে উত্তম কর্মকাণ্ড ও মহৎ গুণাবলীর অধিকারী 'উমার! হে সুবিশাল খাঞ্চার অধিকারী 'উমার!

আমি হাদারামাওত উপত্যকার কাতান জনপদের দারিম গোত্রের একজন মানুষ। আমি আমার মহান ভাইয়ের নিকট আমার পাওনা দাবী করছি।'

দুকাইনের কণ্ঠস্বর শুনে আমীরুল মু'মিনীনের দাস আবূ ইয়াহইয়া সে দিকে তাকালেন এবং কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন :

হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনার নিকট এই বেদুঈনের পাওনার ব্যাপারে আমি সাক্ষী আছি।

'উমার বললেন : তার কথা আমার মনে আছে। তাকে আমার কাছে আন। দুকাইন খলীফার নিকট আসলে তিনি বললেন : দুকাইন! মদীনায় আমি যে একটি কথা তোমাকে বলেছিলাম তাকি তোমার স্মরণ আছে? আমি বলেছিলাম : আমার একটি মন আছে যে সব সময় আমি যা লাভ করি তা থেকে উন্নততর কিছু লাভের আশায় উদগ্রীব থাকে।

দুকাইন বললেন : আমীরুল মু'মিনীন! আমার সেকথা মনে আছে।

'উমার বললেন : আমি দুনিয়ার পরম প্রত্যাশিত বিষয় রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী হয়েছি। এখন আমার মন আখিরাতের পরম প্রত্যাশিত বিষয় জান্নাত লাভের জন্য উদগ্রীব। পৃথিবীর বাদশারা তাদের বাদশাহীকে পার্থিব সম্মান ও মর্যাদা লাভের পথ ও পন্থা হিসেবে বিবেচনা করে। আর আমি এটাকে করবো আখিরাতের সম্মান ও মর্যাদা লাভের উপায়।

তারপর তিনি বললেন : দুকাইন! আল্লাহর কসম! আমি রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে আজ পর্যন্ত মুসলমানদের সম্পদ থেকে না একটি দিরহাম, আর না একটি দীনার গ্রহণ করেছি। এখন আমি মাত্র এক হাজার দিরহামের মালিক। তার থেকে অর্ধেক তুমি নিয়ে বাকী অর্ধেক আমার জন্য রেখে যাও। দুকাইন পাঁচ শ' দিরহাম নিয়ে ফিরে আসেন।

পরবর্তীকালে দুকাইন বলতেন : আল্লাহর কসম! 'উমার প্রদত্ত এই অর্থের চেয়ে অধিক বরকতময় আর কোন অর্থ-সম্পদ আমি দেখিনি।[৫৮১]

ইমাম আল-আসমা'ঈ বলেছেন, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয একদিন শুনতে পেলেন বাহনের পিঠে আরোহী জনৈক পথিক জাহিলী যুগের বিখ্যাত ভোগবাদী কবি তারাফার নিম্নের চরণগুলো সুর করে গাইতে গাইতে চলেছে:

فلولا ثلاث هن من لذة الفتى + وجدك لم أحفل متى قام عودى

فمنهن سبق العاذلات بشربة + كميت متى ماتغل بالماء تزبد

وكرى إذا نادى المضاف محنبا + كسيد الغضا فى الطخية المتورد

وتقصير يوم الدجن والدجن معجب + ببهكنة تحت الطراف الممدد

যদি না থাকিত মোর
    এ জীবনে তিনটি কামনা,
নিরাশ শুশ্রূষু তরে
    থাকিত না আমার ভাবনা।
রক্তাভ মদিরা পান
    পিছে ফেলি নিন্দুকের দল,
যে- সুরা মিশ্রণে বারি
    হয়ে ওঠে ফেনিল উচ্ছল।

দ্বিতীয় কামনা মোর
    শুনি যবে আর্তের আহ্বান
ছুটি যে উদ্ধারিতে
    অশ্বযোগে শার্দুল সমান।
যে শার্দুল করে বাস
    মরুভূমি 'গাজা' বৃক্ষ তলে
তৃষ্ণার্ত কূপের তীরে
    খেয়ে তাড়া বেগে যায় চলে।

তৃতীয় কামনা মোর

---

৫৮১. প্রাগুক্ত-৩/২০; সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-৩৩০

হ্রাস করা বাদলের দিন[৫৮২]

যাপি উচ্চ তাঁবু তলে

লয়ে প্রিয়া লাজুক সৌখিন।[৫৮৩]

'উমার মন্তব্য করলেন : আর আমি, তিনটি জিনিস যদি না থাকতো তাহলে আমার জীবন কতদিন থাকলো তার পরোয়া করতাম না। একটি হলো, যদি না আমি যুদ্ধে বেরোতাম, দ্বিতীয়টি হলো, যদি না আমি সমানভাবে বণ্টন করতাম, আর তৃতীয়টি হলো, যদি না আমি ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতাম।[৫৮৪]

বক্তৃতা-ভাষণ

বক্তৃতা-ভাষণ হলো মানুষকে মুগ্ধ ও প্রভাবিতকরণের একটি শিল্প ও শাস্ত্র। এর দ্বারা মানুষকে সুপথে ও কুপথে উভয় দিকে নিয়ে যাওয়া যায়। সেই আদিকাল থেকে নিয়ে আধুনিককাল পর্যন্ত মানুষের নিকট এর প্রয়োজনীয়তা সমানভাবে বিদ্যমান। এ পৃথিবীতে যত যুদ্ধ-বিগ্রহ, রক্তপাত, খুনখারাবী, জুলুম-অত্যাচার হয়েছে তার সবকিছুর পিছনে যেমন এই শাস্ত্রের কোন না কোন ভূমিকা রয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে এর বিপরীতে যত শান্তি ও সন্ধি, শুভ ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার পশ্চাতেও রয়েছে এর বিশেষ অবদান। তাই মানব জাতির ইতিহাসের সকল পর্যায়ে সকল জাতি-গোষ্ঠীর নিকট এই শাস্ত্রের গুরুত্ব অপরিসীম বলে বিবেচিত হয়ে এসেছে।

জাহিলী আরবদের মধ্যে এর যথেষ্ট চর্চা ও প্রয়োগ হয়েছে। কলহপ্রিয় ও যুদ্ধবাজ জাতি হিসেবে তারা ইতিহাসে খ্যাত। প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে মানুষকে ক্ষেপিয়ে তোলার জন্য তারা বক্তৃতা-ভাষণের যেমন অপব্যবহার করেছে, তেমনি রণক্লান্ত অবস্থায় সন্ধি ও শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও এর সদ্ব্যবহার করেছে।

ইসলামের আবির্ভাবে আরবদের এই বাকশিল্পের আরো উন্নতি ঘটে। ইসলাম এর গুরুত্ব আরো বাড়িয়ে দেয়। ইসলামের দা'ওয়াত ও প্রচার-প্রসারে বক্তৃতা-ভাষণ দারুণ ভূমিকা রাখে। দীনের অপরিহার্য অঙ্গে পরিণত হয়। জুম'আ ও 'ঈদের নামাযে, হাজ্জ সম্পাদনে বক্তৃতা-ভাষণ গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। হযরত রাসূলে কারীম (সা) যেমন এ শিল্পের চমৎকার ব্যবহার করেছেন, তেমনি খুলাফায়ে রাশেদীন, মুসলিম সেনাপতিগণও এর সুবিধা যথাযথভাবে কাজে লাগিয়েছেন।

---

৫৮২. হ্রাস করা বাদলের দিন– অর্থাৎ লাজুক সৌখিন প্রিয়ার সাথে উঁচু তাঁবুর বাসরে একটি বাদল ঘন দিন যাপন করে দীর্ঘ সময়কে কমিয়ে দেওয়া। একা একা বাদল ঘন দিন কাটানো কষ্টকর। প্রেয়সীর সঙ্গে এমন দিন কাটানো, আনন্দময় অবস্থায় কেটে যায় বলে মনে হয় সময় আরো দীর্ঘ হলে ভালো হতো। এই অর্থে দীর্ঘ সময় কমানো।

৫৮৩. কাব্যানুবাদ, নূরুদ্দীন আহমদ, অস-সব'উল মু'আল্লাকাত (কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা-১৯৭২), পৃ. ১৯৯

৫৮৪. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৬/১২-১৩, ২২০

উমাইয়্যা যুগে এ শিল্পের আরো উন্নতি ও বিকাশ ঘটে। এ সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তা গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। তারা সকলে জনগণকে প্রভাবিত করার জন্য ব্যাপকভাবে বক্তৃতা-ভাষণকে কাজে লাগায়। তর্ক-বিতর্ক, ঝগড়া-বিবাদ ইত্যাদিতে ব্যবহার করে। ফলে খুতবা তথা বক্তৃতা-ভাষণ শাণিতরূপ ধারণ করে। তবে খুলাফায়ে রাশেদীন ও বানী উমাইয়্যা শাসকদের বক্তৃতা-ভাষণের ভাব-ভাষা ও রূপ-রীতির দারুণ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। অতি সংক্ষেপে দু'একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করলে তা স্পষ্ট হবে। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর সর্বপ্রথম যে ভাষণটি দেন, তা ছিল অতি সংক্ষিপ্ত। তার কয়েকটি বাক্য নিম্নরূপ :

أيها الناس! لقد وليت عليكم ولست بخيركم... من رأى منكم فيَّ اعواجًا فليقوّمــه، أطيعوني ماأطعت الله فيكم، فإذا عصيته فلا طاعة لى عليكم.

'ওহে জনমণ্ডলী! আমাকে আপনাদের নেতৃত্বের আসনে বসানো হয়েছে, অথচ আমি আপনাদের মধ্যের সর্বোত্তম ব্যক্তি নই।... আপনাদের মধ্যে কেউ যদি আমার মধ্যে কোন রকম বক্রতা দেখে তিনি যেন তা সোজা করে দেন। যতক্ষণ আমি আল্লাহর আনুগত্য করবো ততক্ষণ আপনারা আমার আনুগত্য করবেন। আমি যখন তাঁর অবাধ্যতা করবো তখন আপনারা আমার আনুগত্য করবেন না।'

উপরের বাক্যগুলোতে চমৎকার এক বিনয়ী ও কোমল ভাব ফুটে উঠেছে। পরবর্তী খুলাফায়ে রাশেদীনের সকল বক্তৃতা-ভাষণেও একইরূপ প্রত্যক্ষ করা যায়। কিন্তু স্বৈরাচারী উমাইয়া খলীফা ও আঞ্চলিক গভর্ণরদের বক্তৃতা-ভাষণের রূপ পাল্টে যায়। পূর্বের বিনয় ও কোমলতার স্থলে দেখা যায় রূঢ়তা ও হুমকি-ধমকী। যেমন মিসরের গভর্ণর 'উতবা ইবন আবী সুফইয়ান তথাকার অধিবাসীদের উদ্দেশ্যে একটি দীর্ঘ ভাষণ দেন। তার দু'টি বাক্যের প্রতি লক্ষ্য করুন :

فوالله لأقطعــنَّ بطـون السـياط علـى ظـهركم، ولـن نبخـل عليكـم بالعقوبـة مـاجدتم علينا بالـمعصية.

'আল্লাহর কসম! আমি আমার চাবুক তোমাদের পিঠের উপর ছিন্নভিন্ন করে ফেলবো। তোমরা যদি আমাদের বিরুদ্ধে আবার অপরাধমূলক কাজ কর তাহলে আমরা তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি দানে কার্পণ্য করবো না।'

হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ ইরাকবাসীদের উদ্দেশ্যে একটি দীর্ঘ ভীতিপ্রদ ও জ্বালাময়ী ভাষণ দেন। তার কয়েকটি বাক্য নিম্নরূপ :

أيها الناس! من أعياه داؤه فعندى دواؤه، ومن استطال أجله فعليَّ أن أعجِّله، ومن ثقل رأسه وضعت عنه ثقله، ومن استطال ماضى عمره قصَّـرت عليـه باقيـه... والله

لآمر أجدكم أن يخرج من باب من أبواب المسجد، فيخرج من الباب الذى يليه، إلا ضربت عنقه.

'ওহে জনমণ্ডলী! কারো রোগ যদি দুরারোগ্য হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে আমার নিকট তার ঔষধ আছে। কারো মৃত্যু যদি বিলম্ব করে তাহলে আমার কর্তব্য হবে তা দ্রুত করা। কারো মাথা যদি তার ঘাড়ের উপর ভারী বোঝা হয়ে পড়ে তাহলে আমি সে বোঝা নামিয়ে ফেলবো।... আল্লাহর কসম! আমি যখন তোমাদেরকে মসজিদের কোন একটি দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিব তখন প্রত্যেকে তার নিকটবর্তী দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবে। কেউ এর অন্যথা করলে আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেব।'

খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর খলীফা আবদুল মালিকের জনগণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণের দু'টি বাক্য নিম্নরূপ :

أيها الناس! من قال منكم اتقوا الله، ضربنا عنقه.

'ওহে জনমণ্ডলী! তোমাদের কেউ যদি আমাকে বলে, আল্লাহকে ভয় কর, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেব।'

উপরের সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতিগুলো দ্বারা কারো বুঝতে কষ্ট হয় না যে, উমাইয়্যা খলীফাদের বক্তৃতা-ভাষণ কেমন ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল। খলীফা ও তাদের আজ্ঞাবহরা তাদের বক্তৃতা-ভাষণে সব সময় জনগণকে হুমকি-ধমকী দিয়ে তটস্থ করে রাখতো। অবশেষে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযকে খিলাফতের মসনদে অধিষ্ঠিত করলেন। তাঁর কল্যাণে শাসক শ্রেণীর বক্তৃতা-ভাষণে আবার ফিরে এলো খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলের সেই বিনয়, কোমলতা, তাকওয়া এবং জনগণের সাথে পরামর্শের কথা।

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয যদিও একজন বাগ্মী হিসেবে খ্যাতি লাভ করেননি, তবে তাঁর বক্তৃতা-ভাষণ ছিল দারুণ প্রভাব সৃষ্টিকারী ও মনোমুগ্ধকর। ইবনুল জাওযী "সীরাতু 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয" এবং আল-জাহিয "আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন" গ্রন্থে তাঁর বেশ কিছু ভাষণ সংকলন করেছেন।[৫৮৫]

খিলাফতের গুরুদায়িত্ব তাঁর কাঁধে অর্পিত হওয়ার পর তিনি প্রথম যে ভাষণটি দেন তা একটু লক্ষ্য করা যাক। তিনি বলেন :

ياأيها الناس، إنى قد ابتُليت بهذا الأمر من غير رأى كان منى فيه، ولاطلبة ولامشورة من المسلمين، وإنى قد خلعتُ ما فى أعناقكم من بيعتى فاختاروا لأنفسكم.

---

৫৮৫. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-১/১৯৪

'ওহে জনমণ্ডলী! খিলাফতের এ দায়িত্বভার আমার কাঁধে চাপানো হয়েছে। এ ব্যাপারে আমার কোন মতামত নেওয়া হয়নি, আমি তা চাইনি এবং মুসলমানদের কোন পরামর্শও নেওয়া হয়নি। আপনাদের কাঁধে আমার বাই'আতের যে বোঝা চাপানো হয়েছে আমি তা নামিয়ে নিলাম। এখন আপনারা নিজেদের জন্য অন্য কাউকে খলীফা মনোনীত করুন।'

সকলে সমস্বরে বলে উঠলো–

قد اخترناك ياأمير المؤمنين ورضينابك، فل امرنا باليمين والبركة.

'হে আমীরুল মু'মিনীন! আমরা আপনাকেই নির্বাচিত করেছি এবং আপনার প্রতি সন্তুষ্ট আছি। এখন আপনি শুভ ও সমৃদ্ধির সাথে আমাদের অর্পিত দায়িত্ব পরিচালনা করুন।'

পুনরায় জনগণের স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতে খলীফা নির্বাচিত হয়ে তিনি যে ভাষণ দেন তাতে খলীফা হযরত আবূ বকরের (রা) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রদত্ত প্রথম ভাষণের বাক্যগুলিও উচ্চারণ করেন। তিনি আরো বলেন :

ألا وإنكم تعدون الهارب من ظلم إمامه عاصيا، ألا وإن أولاهما بالمعصية الإمام الظالم.

'ওহে, আপনারা তো শাসকের অত্যাচারে ভয়ে পালিয়ে বেড়ানো ব্যক্তিকে অপরাধী গণ্য করেন। শুনে রাখুন, তাদের দু'জনের মধ্যে অত্যাচারী শাসকই বড় অপরাধী।'

সাহাবায়ে কিরাম নুবুওয়াতের পদ্ধতিতে যে খিলাফতে রাশেদা প্রতিষ্ঠা করেন এবং মহান চার খলীফা যে মূলনীতির ওপর তা পরিচালনা করেন মাত্র তিরিশ বছর পর উমাইয়্যা শাসকরা তার থেকে দূরে সরে যায়। জনগণের স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতে খলীফা নির্বাচিত হওয়া, জনগণের মতামত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা, শূরা বা পরামর্শের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা, রাষ্ট্র পরিচালনায় আল্লাহ্ এবং জনগণের নিকট জবাবদিহিতা, বায়তুল মাল আল্লাহর সম্পদ ও জনগণের আমানতের বিশ্বাস, আইনের শাসন এবং অধিকার ও মর্যাদার ক্ষেত্রে সকলের সমান অধিকার– এগুলো খিলাফতে রাশেদার মূল বৈশিষ্ট্য। স্বৈরাচারী উমাইয়্যা শাসকরা এ সকল মূলনীতি ও বৈশিষ্ট্য থেকে অনেক দূরে সরে যায়। প্রায় ৬০ বছর পর 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ্) খিলাফতের মসনদে আসীন হয়ে সর্বপ্রথম যে ভাষণ দেন তাতে খিলাফতে রাশেদার সেই সকল বিলুপ্ত বৈশিষ্ট্যগুলো ফুটে ওঠে। খুলাফায়ে রাশেদীনের ভাষণের মত তাঁর ভাষণেও বিনয়, নম্রতা, কোমলতা, খোদাভীতি, দায়িত্বানুভূতি, দয়া-মমতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়।[৫৮৬]

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের বক্তৃতা ভাষণ ইতিহাসের প্রাচীন গ্রন্থাবলীতে প্রচুর পাওয়া যায়। সেইসব ভাষণ পাঠ করলে বুঝা যায়, মিম্বরের উপর উঠে যখন ভাষণ দিতেন তখন তিনি হয়ে যেতেন হাসান বসরী, ইবরাহীম আদহাম, বায়েযীদ বুস্তামী (রহ্) প্রমুখের মত পার্থিব লোভ-লালসা ও সুখ-ঐশ্বর্য বিমুখ একজন তাপস মানুষ। এই

---

৫৮৬. মুরূজ আয-যাহাব-৩/১৯৪

মানুষেরা যে ভাষায় কথা বলেন তাঁর কথাও তেমন ছিল। আর এ কারণে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর তাঁর প্রথম ভাষণটি শুনে উপস্থিত স্বার্থবাদী বাগ্মীবক্তা ও কবিগণ অবস্থা বেগতিক ভেবে দ্রুত দরবার থেকে সটকে পড়ে। অন্যদিকে তত্ত্বজ্ঞানী ফকীহ ও দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ ও নির্লিপ্ত ব্যক্তিগণ বলেন, আমরা তাঁকে ত্যাগ করতে পারিনে। তাঁর একটি ভাষণের কিছু অংশ নিম্নরূপ :[৫৮৭]

ماالجزع مما لابد منه،ومالطمع فيما لايُرجى، ومالحيلة فيما سيزول! وانما الشئ من أصله، فقد مضت قبلنا أصول نحن فروعها، فما بقاء فرع بعد أصله! انما الناس في الدنيا أغراض تنتضل فيهم المنايا، وهم فيها نهب للمصائب، مع كل جرعة شرق، وفي كل أكلة غصص، لاينالون نعمة إلا بفراق أخرى، ولايُعَمَّر معَمَّر يومًا من عمره إلا بهدم آخر من أجله، وأنتم أعوان الحتوف على انفسكم.

'যা অবধারিত তাতে বিচলিত কেন? যা কিছু আশাতীত তাতে লোভ করে লাভ কি? যা খুব শীঘ্র অপসৃয়মান তার জন্য বাহানার প্রয়োজন কি? বস্তুত অস্তিত্ব মূলের দ্বারা। আমাদের পূর্বে বহু মূল অতিক্রান্ত হয়েছে, যার শাখা হচ্ছি আমরা। মূলের বিলুপ্তির পর শাখার কোন অস্তিত্ব থাকে না। এ পৃথিবীতে মানুষ হচ্ছে লক্ষ্যস্থল, মৃত্যু যা নিশানা করে বিদীর্ণ করছে। এখানে সে বিভিন্ন ধরনের বিপদ-আপদ দ্বারা দলিত-মথিত। প্রতিটি ঢোকে কাঁটা, প্রতিটি গ্রাসে কণ্ঠরোধকারী, এখানে তারা একটি অনুগ্রহের বিচ্ছেদ ছাড়া আরেকটি লাভ করে না, কোন দীর্ঘজীবী তার নির্ধারিত বয়সের একদিন না হারিয়ে আরেকটি দিন পায় না। এখানে আপনারা প্রত্যেকে নিজ নিজ মৃত্যুর সহায়তাকারী। সুতরাং যা হওয়া অবশ্যম্ভাবী তা থেকে কোথায় পালাবেন?'

হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) তাঁর খিলাফতকালে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে নবীর (সা) পদ্ধতিতে ফিরিয়ে আনার জন্য যা কিছু যেভাবে করণীয় সবই করেন। চিঠিপত্র লেখার মাধ্যমে যেমন সরকারী আমলা ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের দিকনির্দেশনা দান করেন, তেমনি বিভিন্ন কারণে ও নানা উপলক্ষে মানুষের সামনে প্রদত্ত বক্তৃতা-ভাষণেও ইসলামের সঠিক রূপ তুলে ধরেন। সাথে সাথে সকলের করণীয় কর্তব্য স্পষ্টভাবে বলে দেন। সীরাতের বিভিন্ন গ্রন্থ ও আরবী সাহিত্যের বহু প্রাচীন সংকলনে তাঁর বহু মূল্যবান ভাষণ বা ভাষণের অংশবিশেষ সংকলিত হয়েছে। এখানে আমরা তাঁর কিছু বক্তৃতা-ভাষণের অংশবিশেষের উদ্ধৃতি উপস্থাপন করবো। একটি ভাষণে তিনি বলেন :[৫৮৮]

إن لكل سفر زادا لامحالة وفتزودوا لسفركم من الدنيا إلى الآخرة، وكونوا كمن عاين ما أعدد الله له من ثوابه وعقابه، فرغبوا ورهبوا ولايطولنَّ عليكم الأمد، فَتَقْسُوَ

---

৫৮৭. কিতাবুল আমালী-২/১০০

৫৮৮. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-২/১৪৩; জামহারাতু খুতাব আল-'আরাব-২/২০৯

قلوبكم، وتنقادوا لعدوكم، فإنه والله مابسط أمل من لابـد يـدرى لعلـه لايصبـح بعـد إمسائه، ولايمسى بعد إصباحه، وربما كانت بين ذلك خطفات الـمنايا، فكـم رأينـا ورأيتم من كان بالدنيا مغترًا، فأصبح فى حبائل خطوبها ومناياها أسيرًا، وإنما تقـر عين من وثق بالنجاة من عذاب الله، وإنما يفرح من أين من أهوال يوم القيامة، فأما من لايبرأ من كلم إلا أصابه جارح من ناجية أخرى، فكيـف يفـرح؟ أعـوذ بـالله أن أمركم بما أنهى عنه نفسى، فتخسر صفقتى، وتظهر عورتـى وتبـدو مسـكنتى، فـى يوم يبدو فيه الغنى والفقير، والـموزين منصوبة، والجوارح ناطقة، فلقد عنيتم بأمرلو عنيت به النجوم لانكررت، ولو عنيت به الجبال لذابت، أو الأرض لانفطرت، أمـا تعلمون أنه لبس بين الجنة والنار منزله، وأنكم صائرون إلى إحداها.

'প্রত্যেক ভ্রমণের জন্য থাকে পাথেয় ও প্রস্তুতি। সুতরাং আপনারা দুনিয়া থেকে আখিরাতে ভ্রমণের জন্য পাথেয় সঞ্চয় করুন। আল্লাহ সেখানে যে সাওয়াব ও শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন তা যে প্রত্যক্ষ করেছে তার মত হয়ে যান। তারপর সেই সাওয়াব লাভের প্রত্যাশী ও শাস্তির ভয়ে ভীত হোন। আপনাদের জীবনকাল অবশ্য বৃদ্ধি পাবে না, আর তা হলে আপনাদের অন্তর শক্ত হয়ে যাবে এবং আপনারা আপনাদের শত্রুর আনুগত্য করবেন। আল্লাহর কসম! যে জানে না যে, সে সকালের পর সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যার পর সকাল পর্যন্ত বাঁচবে কিনা, তার সব আশা পূর্ণ হতে পারে না। অনেক সময় এর মধ্যেই মৃত্যুর থাবা এসে পড়ে। কত মানুষকে আমি যেমন দেখেছি, আপনারাও দেখেছেন, যারা ছিল দুনিয়ার প্রতি বিমুগ্ধ। পরে তারা সেই দুনিয়ার বিপদ-আপদ ও কামনা-বাসনার জালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। যারা আল্লাহর আযাব থেকে মুক্তির ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়েছে কেবল তাদের চোখ প্রশান্ত হয়েছে। যারা কিয়ামতের ভয়াবহ বিপর্যয় থেকে নিশ্চিন্ত হয়েছে কেবল তারা উৎফুল্ল হতে পারে। যে ব্যক্তি ছোট্ট একটি ক্ষতের নিরাময় করে না, তার অন্য অঙ্গে অন্য দিক থেকে ক্ষতের সৃষ্টি হয়, তাহলে সে কিভাবে উৎফুল্ল হতে পারে? আমি নিজে যা থেকে বিরত থাকি আপনাদেরকে তা করার আদেশ দানের ব্যাপারে আল্লাহর আশ্রয় চাই। আর তেমন হলে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হবো, আমি উন্মুক্ত হয়ে পড়বো এবং আমার দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়বে– সেই দিন যেদিন ধনী-গরীব সমান হয়ে যাবে, দাঁড়িপাল্লা প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং মানুষের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কথা বলবে।

আপনারা এমন গুরুদায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন তা যদি নক্ষত্ররাজির উপর চাপানো হতো তাহলে তা বিক্ষিপ্ত হয়ে যেত, পর্বতমালা অথবা পৃথিবীর উপর চাপানো হলে তা বিগলিত হয়ে যেত। আপনারা কি জানেন না যে, জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী

তৃতীয় কোন স্থান নেই। আপনাদেরকে অবশ্যই এ দু'টির যে কোন একটিতে ফিরে যেতে হবে।'

একটি ভাষণে তিনি সব ধরনের কাজের জন্য, তা সে কাজ ইবাদাত-বন্দেগী হোক বা হোক কোন পার্থিব কাজ, তার জন্য জ্ঞানের অপরিহার্যতার কথা বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন মানুষের কথা-কাজের ভারসাম্যতার কথা। মানুষকে সন্তুষ্ট করা যায় না, একজন ঈমানদার ব্যক্তির সবচেয়ে বড় আশ্রয়স্থল হলো সবর বা ধৈর্য ইত্যাদি। যেমন তিনি বলেছেন :[৫৮৯]

من عمل على غير علم كان مايُفْسد أكثر مما يُصلح، ومن لم يُعـدُّ كلامـه مـن عملـه، كثرت ذنوبه، والرضا قليل، ومعوَّل الـمؤمن الصبر، وأنعـم الله علـى عبد نعمـة ثـم انتزعها منه، فأعاضه مما انتزع منه الصبر، إلا كان ماأعاضه خيرا مما انـتزع منـه، ثم قرأ هذه الآية :إنما يوفى الصابرون أجْرُهُمْ بغير حساب.

'যে ব্যক্তি 'ইলম ছাড়া আমল (জ্ঞান ছাড়া কাজ) করে সে পরিশুদ্ধির চেয়ে বিনষ্ট করে বেশী। যে তার কাজের দ্বারা কথার হিসাব করে না তার পাপ বৃদ্ধি পায়। সন্তুষ্টি বিষয়টি খুবই স্বল্প। ঈমানদারের শেষ আশ্রয় ধৈর্য। আল্লাহ কোন বান্দাকে কোন কিছু দান করার পর তা যদি ছিনিয়ে নিয়ে বিনিময়ে তাকে ধৈর্য দান করেন তাহলে তাই হবে তার জন্য সবচেয়ে ভালো দান। তারপর তিনি পাঠ করেন আয়াত : নিশ্চয় ধৈর্যশীলদের বেহিসাব প্রতিদান দেওয়া হবে।'

একদিন তিনি মিম্বরের উপর উঠে আল্লাহর হামদ পেশের পর অতি সংক্ষেপে নিম্নের কথাগুলো বলে নেমে যান :[৫৯০]

أيها الناس، إنما يراد الطبيب للوجع الشديد، ألا فلاوجع أشد من الجـهل، ولاداء أخبث من الذنوب، ولاخوف أخوف من الـموت.

'ওহে জনমণ্ডলী! তীব্র ব্যথার জন্য ডাক্তারের নিকট যাওয়া হয়। জেনে রাখুন, মূর্খতার চেয়ে বড় ব্যথা আর নেই, পাপের চেয়ে খারাপ রোগ আর নেই এবং মৃত্যুর চেয়ে বড় ভয় আর কিছু নেই।'

তিনি একদিন একটা উপদেশমূলক ভাষণ দিলেন। তার কিছু অংশ এই :[৫৯১]

ياأيها الناس، لاتستصغروا الذنوب، والتمسوا تمحيص ماسلف منها بالتوبـة منـها، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. وقال عـز وجـل : والذيـن إذا

---

৫৮৯. তারীখ আত-তাবারী-৮/১৪১
৫৯০. জামহারাতু খুতাব আল-'আরাব-২/২০৭
৫৯১. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৪/৪৩৭

فعلوا فاحشة أوظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يُصِرُّوا على مافعلوا وهم يعلمون.

'ওহে জনমণ্ডলী! পাপকে ছোট মনে করবেন না। তাওবার মাধ্যমে পিছনের পাপ মোচনের ফরিয়াদ করুন। ভালো কাজ মন্দ কাজকে দূর করে দেয়। এটা যারা উপদেশ গ্রহণ করতে চায় তাদের জন্য একটি উপদেশ। মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন : এবং যারা কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে এবং নিজেদের প্রতি জুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ব্যতীত কে পাপ ক্ষমা করবে? এবং তারা যা করে ফেলে, জেনে শুনে তার পুনরাবৃত্তি করে না।'

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয হলব অঞ্চলের খুনাসিরা নামক শহরে তাঁর জীবনের সর্বশেষ ভাষণটি দান করেন। সেই ভাষণের কিছু অংশ এখানে তুলে ধরা হলো। আল্লাহর হামদ ও ছানা ব্যক্ত করার পর তিনি বলেন :[৫৯২]

أيها الناس، إنكم لم تُخْلقوا عبثا، ولم تتركوا سُدًى، وإن لكم معادًا يحكم الله بينكم فيه، فخاب وخسر من خرج من رحمة الله التى وسعت كل شئ، وحُرم جنّة عرضها السماوات والأرض، واعلموا أن الأمان غدًا لمن يخاف اليوم، وباع قليلا بكثير، وفانيا بباق؛ ألا ترون أنكم فى أصلاب الهالكين، سيخلُفها من بعدكم الباقون، حتى تُردُّوا إلى خير الوارثين، ثم إنكم فى كل يوم تُشيِّعُون غاديًا ورائحًا إلى الله، قد قضى نَحْبَه وبلغ أجَلَه، ثم تُغَيِّبونه فى صَدْع من الأرض، ثم تدعونه غير مُوسَّد ولاممهد، قد خلع الأسباب، وفاروق الأحباب، وواجه الحساب، غنيًّا عما ترك، فقيرًا إلى ماقدم. إنى لأقول لكم هذه المقالة وماأعلم عند أحد منكم (من الذنوب) أكثر مما عندى، فأستغفر الله لى ولكم.

'ওহে জনমণ্ডলী! আপনাদেরকে অহেতুক সৃষ্টি করা হয়নি এবং এমনিই ছেড়ে দেওয়া হবে না। আপনাদের একটি প্রত্যাবর্তনস্থল আছে, সেখানে আল্লাহ আপনাদের বিচার-ফয়সালা করবেন। সেখানে সবকিছু পরিবেষ্টনকারী আল্লাহর দয়া-অনুগ্রহ থেকে যে বেরিয়ে যাবে সে হতাশ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সে জান্নাত লাভ থেকে বঞ্চিত হবে যার প্রশস্ততা হচ্ছে আসমান ও যমীনের সমান। জেনে রাখুন! আগামীকালের নিরাপত্তা তার জন্য যে আজকে ভয় পায়, সে বেশী মূল্যে অল্প কিছু এবং চিরস্থায়ী জিনিসের বিনিময়ে ক্ষণস্থায়ীকে বিক্রী করে। আপনারা কি দেখেন না, আপনারা আছেন ধ্বংসপ্রাপ্তদের পিছনে। খুব শিগগির পরবর্তী জীবিতরা আপনাদের স্থান দখল করবে। অবশেষে আপনাদেরকে সর্বোত্তম

---

৫৯২. প্রাগুক্ত-৪/৯৫; সিফাতুস সাফওয়া-২/১২৩, ১২৪

উত্তরাধিকারীর নিকট ফিরিয়ে নেওয়া হবে। আপনারা প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা তাদেরকে বিদায় জানাচ্ছেন যারা তাদের জীবনকাল শেষ করেছে। তারপর আপনারা তাদেরকে কোন রকম বালিশ-বিছানা ছাড়াই মাটির তলে গোপন করে আসেন। তার সকল উপায়-উপকরণ ছিন্ন হয়ে যায় এবং সকল প্রিয়জন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তারপর সে বিচারের মুখোমুখী হবে। এ পৃথিবীতে যা কিছু রেখে যায় তা তার কোন কাজে আসে না, বরং সামনে যা কিছু পাঠিয়েছে তারই মুখাপেক্ষী থাকে। আমি আপনাদেরকে একথাই বলছি। আমার পাপের চেয়ে বেশী পাপ আপনাদের কারো আছে বলে আমার জানা নেই। অতএব আপনারা আমার জন্য ও আপনাদের নিজেদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন।'

চিঠিপত্রের জবাবে 'উমারের সংক্ষিপ্ত মন্তব্য

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের নিকট প্রেরিত চিঠি অথবা দরখাস্তের উপর তাঁর কিছু সংক্ষিপ্ত মন্তব্য :

এক আঞ্চলিক কর্মকর্তা তাঁর একটি শহর পুনঃনির্মাণের অনুমতি চেয়ে চিঠি লিখলেন। 'উমার সেই চিঠির নীচে নিম্নের মন্তব্যটি লিখে ফেরত পাঠালেন :[৫৯৩]

أبنها بالعدل، ونقّ طرقاتها من الظلم.

'ওটি তৈরি কর আদল ও ইনসাফ দ্বারা এবং জুলুম-অত্যাচার থেকে ওটির রাস্তাঘাট পরিচ্ছন্ন রাখ।' আরেকজন কর্মকর্তার অনুরূপ একটি চিঠির জবাবে লেখেন :

حصّنها ونفسَكَ بتقوى الله.

'খোদাভীতি দ্বারা ওটি এবং তোমার নিজেকে মজবুত ও সুরক্ষিত কর।' এক ব্যক্তিকে তিনি যাকাতের দায়িত্বে নিয়োগ দান করেন। লোকটি ছিল কুৎসিত চেহারার। সে আদল ও ইনসাফ মত সুন্দরভাবে কাজ করে। তাকে তিনি এই আয়াতটি লিখে পাঠান :[৫৯৪]

وَلَاأَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ تَزْدَرِى أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللهُ خَيْرًا.

'তোমাদের দৃষ্টিতে যারা হেয় তাদের সম্বন্ধে আমি বলিনা যে, আল্লাহ তাদেরকে কখনো কল্যাণ দান করবেন না।'

ইরাকের ওয়ালী তথাকার অধিবাসীদের অবাধ্যতার কথা জানিয়ে চিঠি লিখলেন। 'উমার সেই চিঠির পাশে এই মন্তব্যটি লিখে তাঁর নিকট ফেরত পাঠালেন :

أرْضَ لهم ماتَرضى لنفسك، وخذهم بجرائمهم بعد ذلك.

'তাদের জন্য তাই পছন্দ কর যা তুমি নিজের জন্য পছন্দ করে থাক, তারপর তাদের অপরাধের ভিত্তিতে তাদেরকে পাকড়াও কর।'

---

৫৯৩. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৪/২০৯
৫৯৪. সূরা হূদ-৩১

'আদী ইবন আরতাতের কোন কাজে তাঁকে তিরস্কার করে লেখেন : কুরআনের সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াত হলো–

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ إِلَى اللهِ.

'তোমরা সেই দিনকে ভয় কর যেদিন তোমরা আল্লাহর নিকট ফিরে যাবে।'

একবার কূফার ওয়ালী তাঁকে লিখলেন যে, তিনি একটি বিষয়ে তেমনই করেছেন যেমন 'উমার ইবন আল-খাত্তাব করেছিলেন। 'উমার শুধু এই মন্তব্যটি লিখে পাঠালেন :

أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللهُ فَهُدَاهُمُ اقْتَده.

'তাদেরকে আল্লাহ সৎ পথে পরিচালিত করেছেন, সুতরাং তুমি তাদের পথের অনুসরণ কর।'

তিনি যখন মদীনার ওয়ালী তখন খলীফা আল-ওয়ালীদের একটি চিঠির জবাবে লেখেন :

الله أعلم أنك لست أول خليفة تموت.

'আল্লাহ একথা ভালোই জানেন যে আপনিই মৃত্যু বরণকারী প্রথম খলীফা নন।'

একবার 'আদী ইবন আরতাত কূফাবাসীদের অবাধ্যতার কথা অবহিত করে চিঠি লিখলেন। জবাবে 'উমার লিখলেন :

لاتطلب طاعة من خذل عليًّا، وكان إماما مَرْضيًّا.

"যারা 'আলীকে (রা) পরিত্যাগ করেছে তাদের আনুগত্য কামনা করো না। অথচ 'আলী (রা) ছিলেন আল্লাহর সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত ইমাম।"

একবার মদীনার ওয়ালী ঘর নির্মাণের জন্য তাঁর নিকট একখণ্ড ভূমির আবেদন জানিয়ে পত্র লিখলে তিনি এই কথাটি লিখে পাঠান :

كن من الموت على حذر. – 'মৃত্যুর ব্যাপারে সতর্ক হও।'

একজন মজলূমের আবেদনের জবাবে লেখেন : العدلُ إمامك – "তোমার ইমাম বা খলীফা সাক্ষাৎ ন্যায়বিচার।"

একজন কয়েদীর আবেদনপত্রের উপর মন্তব্য লেখেন :

تُبْ تُطْلَق – "তাওবা কর, মুক্তি পাবে।" একজন মহিলার স্বামীকে বন্দী করা হলে সে উমারের নিকট আবেদন জানালে তিনি লেখেন : اَلْحَقُّ حَبَسَهُ – 'সত্য তাকে বন্দী করেছে'। এভাবে আরো বহু সংক্ষিপ্ত ও ব্যাপক অর্থবহ মন্তব্য তিনি করেছেন যা আরবী সাহিত্যের প্রাচীন সূত্রসমূহে দেখা যায়।

'উমারের কিছু জ্ঞানগর্ভ কথা

من قال : لاأدرى فقد أحْرَزَ نصف العلم.

"যে ব্যক্তি বললো : আমি জানিনে সে অর্ধেক জ্ঞান সংরক্ষণ করলো।"[৫৯৫]

এক ব্যক্তি 'উমারকে উট ও সিফ্‌ফীন যুদ্ধে নিহতদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি বললেন :[৫৯৬]

---

৫৯৫. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-১/৩৯৮

৫৯৬. প্রাগুক্ত-২/২৮৯, ৩/১৩০

تلك دماء كف الله يدى عنها، فلا أحِبُّ أن أغمس لسانى فيها.

'তা ছিল কিছু রক্ত। আল্লাহ এই রক্ত থেকে আমার হাতকে বাঁচিয়েছেন। সুতরাং তাতে আমি আমার জিহ্বা ডোবাতে চাই না।'

পাথরের ছোট্ট কণা হাতে নিয়ে তাসবীহ্ পাঠরত এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় 'উমার দেখলেন, এক শ' বার তাসবীহ্ পাঠ শেষে একটি পাথর কণা পাশে রেখে দিচ্ছে। তিনি লোকটির উদ্দেশ্যে বললেন :[৫৯৭]

ألق الحصى وأخلص الدعاء.

পাথর ফেলে দাও এবং দু'আকে প্রদর্শনী থেকে পরিচ্ছন্ন কর।

তিনি বলেন :[৫৯৮]

ما قُرِنَ شئ إلى شئ أفضل من حلم إلى علم ومن عفو إلى مقدره.

এক জিনিসের সাথে আরেকটি জিনিসের যুক্ত করার যা কিছু আছে তার মধ্যে সর্বোত্তম সংযুক্তি হলো জ্ঞানের সাথে বিচক্ষণতা ও ক্ষমতার সাথে ক্ষমার।

একবার এক ব্যক্তি 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযকে প্রশ্ন করলো : আমি কখন কথা বলবো? বললেন : যখন তোমার চুপ থাকতে ইচ্ছা হয়। সে আবার প্রশ্ন করলো : আমি চুপ থাকবো কখন? বললেন : যখন তোমার কথা বলতে ইচ্ছা হয়।[৫৯৯]

একবার তিনি রাজা' ইবন হায়ওয়াকে লিখলেন :[৬০০]

أما بعد، فإنه من أكثر ذكرَ الموت اكتفى باليسير، ومن علم أن الكلام عمل قلَّ كلامُه إلا فيما ينفعهُ.

'অতঃপর, যে ব্যক্তি মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ করেছে, অল্পে তার তুষ্টি হয়েছে। আর যে জেনেছে কথাও একটি কাজ, তার উপকারে আসে এমন কথা ছাড়া বাজে কথা কমে গেছে।'

জিহ্বার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে তিনি বলেন :[৬০১]

اَلتَّقِيُّ مُلْجَمٌ – 'আল্লাহ-ভীরু ব্যক্তির জিহ্বায় লাগাম লাগানো।'

তিনি আরো বলেন, : 'বিষয় হচ্ছে তিন প্রকার। এক প্রকার যা সত্য-সঠিক হওয়া স্পষ্ট, সুতরাং তা অনুসরণ কর। আরেক প্রকার যা অসত্য ও ক্ষতিকর হওয়া স্পষ্ট, তা পরিহার

---

৫৯৭. প্রাগুক্ত-৩/২৮১

৫৯৮. প্রাগুক্ত-১/২৮৫; ড. 'উমার ফাররূখ, তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবী-১/৬০৭

৫৯৯. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-২/৪৭৩

৬০০. প্রাগুক্ত-৩/১৫১, ১৮৭

৬০১. প্রাগুক্ত-৩/৮১

কর। তৃতীয় প্রকার হলো অস্পষ্ট ও সংশয়পূর্ণ, সুতরাং তা আল্লাহর দিকে রুজু কর।'[৬০২]
একবার তিনি বলেন :[৬০৩]

أيها الناس، إنه من يُقَدِّر له رزق برأس جبل أو بحضيض أرض يأته، فاتقوا الله واجملوا في الطلب.

'ওহে জনমণ্ডলী! কারো নির্ধারিত রিযক যদি পাহাড়ের চূড়ায় অথবা মাটির গভীরেও থাকে, সে তা লাভ করবে। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করুন এবং তা অন্বেষণে ভালো পন্থা অবলম্বন করুন।'

ছেলে 'আবদুল মালিক একদিন পিতার ঘরে গিয়ে দেখেন তিনি পূর্বাহ্নে ঘুমোচ্ছেন। তিনি পিতাকে ডেকে বলেন : আব্বা! বিভিন্ন প্রয়োজনে মানুষ আপনার দরজায় অপেক্ষমান, আর আপনি ঘুমিয়ে আছেন? তিনি বললেন : ছেলে! আমাদের নফ্স বা আত্মাটি হলো একটি বাহন পশুর মত। সেটিকে যদি আমরা জরাজীর্ণ করে ফেলি তাহলে তা মেরে ফেলা হবে। আর যে তার বাহনকে মেরে ফেলে সে গন্তব্যে পৌঁছতে পারে না।[৬০৪]

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) রোগশয্যায় শায়িত। দাজল নামক এক ব্যক্তি তাঁকে দেখতে আসলো, সে তাঁর রোগ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি নিজের রোগ সম্পর্কে অবহিত করলেন। তখন লোকটি বললো : এই রোগে অমুক অমুক মারা গেছে। 'উমার তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন : তুমি যখন কোন রোগীকে দেখতে যাবে তখন তাকে অন্যের মৃত্যুর দুঃসংবাদ দিবে না। আর আজ আমার এখান থেকে যাওয়ার পর দ্বিতীয়বার আমাকে দেখতে আসবে না।[৬০৫]

'উমারের ভাষা দক্ষতা

একদিন 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয বসে আছেন খলীফা আল-ওয়ালীদ ইবন 'আবদিল মালিকের নিকট। আল-ওয়ালীদ ছিলেন একজন অশুদ্ধ ভাষী ব্যক্তি। তিনি চাকরকে বললেন : يَاغُلَامُ أُدْعُ لِيْ صَالِحٌ অর্থাৎ তিনি বলতে চাচ্ছেন : চাকর! সালিহকে আমার কাছে ডেকে আন। যেমন মনিব তেমন চাকর। সে ডাকলো : يَا صَالِحًا – ওহে সালিহ। তার ডাক শুনে আল-ওয়ালীদ চাকরকে বললেন : তুমি আলিফ ফেলে দাও। অর্থাৎ يَا صَالِحُ বল। তখন 'উমার বললেন : আমীরুল মু'মিনীন, আপনিও একটি আলিফ বাড়িয়ে দিন। অর্থাৎ أُدْعُ لِيْ صَالِحًا বলুন। আসলে মনিব ও চাকর উভয়ে স্বর ধ্বনির ব্যাপারে ভুল করেছিল। চাকরকে মনিব শুদ্ধ করেন এবং মনিবকে করেন 'উমার।[৬০৬]

---

৬০২. প্রাগুক্ত-৪/৪৩৬
৬০৩. আল-কামিল ফিল-লুগা ওয়াল আদাব-২/৯১, ৯২
৬০৪. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৬/৩৭৯
৬০৫. প্রাগুক্ত-২/৪৫০
৬০৬. প্রাগুক্ত-২/৪৮০, ৪/৪২৩

আমীরুল মু'মিনীন 'উমার ইবন 'আবদিল আযীয (রহ)-কে লেখা হাসান আল-বসরীর (রহ) কয়েকটি পত্র

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) তাঁর সময়ের সকল বড় 'আলিম, 'আবিদ ও দুনিয়ার ভোগ-বিলাস বিমুখ তাপসের সংগে যোগাযোগ ও সুসম্পর্ক বজায় রাখেন। বিশেষতঃ তাবি'ঈকুল শিরোমণি হাসান আল-বসরীর (রহ) সাথে ছিল তাঁর গভীর অন্তরঙ্গতা। ইতিহাস ও সীরাতের গ্রন্থাবলীতে তাঁদের সুসম্পর্কের অনেক তথ্য পাওয়া যায়। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর ন্যায়পরায়ণ শাসকের গুণাবলী কি তা জানতে চেয়ে হাসান আল-বসরীকে (রহ) একটি পত্র লেখেন। জবাবে হাসান (রহ) ন্যায়পরায়ণ শাসকের পরিচয় তুলে ধরে খলীফাকে একটি পত্র লেখেন। পত্রটি নিম্নরূপ :

'হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি জেনে রাখুন, আল্লাহ তা'আলা ন্যায়পরায়ণ শাসককে প্রত্যেক ঝোঁক-প্রবণ মানুষের জন্য অবলম্বন, প্রত্যেক অত্যাচারীর জন্য সত্য-সঠিক পথ, প্রত্যেক বিনষ্ট ও বিকৃত মানুষের জন্য সংশোধন, প্রত্যেক দুর্বলের জন্য শক্তি, প্রত্যেক অত্যাচারিতের জন্য সুবিচার এবং প্রত্যেক দুঃখিতজনের আশ্রয়স্থল করে দিয়েছেন। হে আমীরুল মু'মিনীন! ন্যায়পরায়ণ শাসক হলেন সেই রাখালের মতো যে তার উটের প্রতি দয়া ও মমতাশীল, উটগুলোকে উৎকৃষ্ট চারণভূমিতে চরায়, বিপজ্জনক চারণভূমি থেকে রক্ষা করে, হিংস্র জীব-জন্তু থেকে আগলে রাখে এবং ঠাণ্ডা-গরমের কষ্ট থেকে রক্ষা করে। হে আমীরুল মু'মিনীন! ন্যায়পরায়ণ শাসক হলেন সেই স্নেহপ্রবণ পিতার মতো যিনি তাঁর সন্তানদেরকে শৈশবকালে আদর-স্নেহ দিয়ে লালন-পালন করেন, বড় হলে শিক্ষা দেন, জীবনকালে তাদের জন্য আয় করেন এবং মরণের পরেও তাদের খরচের জন্য সঞ্চয় করে রেখে যান। হে আমীরুল মু'মিনীন! ন্যায়পরায়ণ শাসক হলেন সেই স্নেহময়ী পবিত্র মায়ের মতো যিনি তাঁর সন্তানকে পেটে ধারণ ও দুধ পান করানোর কষ্ট স্বীকার করেন, শৈশবে লালন-পালন করেন, সন্তান জেগে থাকলে তিনিও জেগে রাত কাটান, সন্তান ঘুমালে তিনিও ঘুমান, সন্তানকে কখনো দুধ পান করান, কখনো দুধ পান থেকে বিরত রাখেন, সন্তানের সুস্থতায় উৎফুল্ল হন এবং অসুস্থতায় বিমর্ষ হয়ে পড়েন।

হে আমীরুল মু'মিনীন! ন্যায়পরায়ণ শাসক হলেন ইয়াতীমদের অসী, গরীব-মিসকীনদের ভাণ্ডার। তিনি তাদের ছোটদের প্রতিপালন করেন, বড়দের দায়িত্বভার কাঁধে তুলে নেন। হে আমীরুল মু'মিনীন! ন্যায়পরায়ণ শাসক হলেন দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে হৃদপিণ্ডের মতো। হৃদপিণ্ড সুস্থ থাকলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুস্থ থাকে, হৃদপিণ্ড অসুস্থ হলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও অসুস্থ হয়ে পড়ে। হে আমীরুল মু'মিনীন! ন্যায়পরায়ণ শাসক আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের মধ্যে দণ্ডায়মান। তিনি আল্লাহর কথা শোনেন, বান্দাদের শোনান; আল্লাহকে দেখেন, তাদেরকে দেখান; আল্লাহর আনুগত্য করেন এবং তাদেরকে সে দিকে চালিত করেন। অতএব, হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আপনাকে যা কিছুর অধিকারী করেছেন সেসব বিষয়ে আপনি সেই দাসের মতো হবেন না, যার নিকট তার মনিব কোন

কিছু গচ্ছিত রেখেছে, তার অর্থ-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজনের রক্ষণা-বেক্ষণের দায়িত্ব দিয়েছে, অতঃপর সে অর্থ-সম্পদ আত্মসাৎ করে পরিবার-পরিজনকে বিতাড়িত করেছে। ফলে তারা বিত্তহীন হয়ে পড়েছে।

হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহ যাবতীয় অশ্লীলতা ও নোংরামি দূর করার জন্য হদ তথা নির্ধারিত শাস্তির বিধান দিয়েছেন। শাসকরাই যদি তা করে তাহলে তা দূর হবে কিভাবে? আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জীবন রক্ষার্থে কিসাসের বিধান দিয়েছেন। সেই বিধান যিনি বাস্তবায়ন করবেন তিনিই যদি বান্দাদের হত্যা করেন তাহলে জীবন রক্ষা হবে কিভাবে?

হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি মৃত্যু ও তার পরবর্তী অবস্থা এবং সেখানে আপনার লোক-লস্কর ও সাহায্যকারীর স্বল্পতার কথা স্মরণ করুন। আপনি মৃত্যু ও তার পরবর্তী বিভীষিকাময় অবস্থার জন্য পাথেয় প্রস্তুত করুন।

হে আমীরুল মু'মিনীন! জেনে রাখুন, আপনি যে বাড়ীতে আছেন, সেটি ছাড়াও আপনার আরেকটি বাড়ী আছে। সেখানে আপনার অবস্থান হবে অনেক দীর্ঘ। আপনার আত্মীয়-বন্ধুরা আপনাকে একাকী কবরের গর্তে রেখে আপনার থেকে পৃথক হয়ে যাবে। আপনি সেই দিনের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করুন যে দিন কেউ আপনার সংগী হবে না।

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيْهِ، وَأُمِّهِ وَأَبِيْهِ، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيْهِ.

'যে দিন মানুষ তার ভাই, মাতা-পিতা, স্ত্রী ও সন্তানদের থেকে পালিয়ে যাবে।' ('আবাসা-৩৪)

হে আমীরুল মু'মিনীন! স্মরণ করুন :

إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُوْرِ، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُوْرِ.

'যখন কবরে যা আছে তা উত্থিত হবে এবং অন্তরে যা আছে তা প্রকাশ করা হবে। তখন সকল গোপন রহস্য প্রকাশ হয়ে পড়বে।' (আল-'আদিয়াত-৯)

وَلاَ يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلاَ كَبِيْرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا.

'আর গ্রন্থ ছোট-বড় কিছুই উপেক্ষা করছে না। সবই লিখে রাখছে।' (আল-কাহ্ফ-৪৯)

অতএব, হে আমীরুল মু'মিনীন! মৃত্যুর আগমন এবং আশা-আরজু বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বে আপনি সুযোগের ব্যবহার করুন। আপনি আল্লাহর বান্দাদেরকে জাহিলী আইন ও রীতি-পদ্ধতিতে শাসন করবেন না। আপনি তাদের সাথে অত্যাচারী শাসকদের মতো আচরণ করবেন না। দুর্বলদের উপর ক্ষমতাগর্বী ও অহঙ্কারীদের মতো প্রভুত্ব কায়েম করবেন না। কারণ, তারা কোন মু'মিনের সাথে আত্মীয়তার ও অঙ্গীকারের মর্যাদা রক্ষা করে না। অতঃপর আপনি আপনার নিজের ও তাদের পাপ ও বোঝা বহন করবেন। তাদের ভোগ-বিলাসী জীবন, যার মধ্যে রয়েছে আপনার দুর্ভাগ্য, আপনাকে যেন ধোঁকায় না ফেলে। আপনার পরকালীন জীবনের সুখ-সুবিধার বিনিময়ে তাদের উপাদেয় খাদ্য-খাবার যেন আপনাকে প্রতারিত না করে। আপনার আজকের শক্তি-ক্ষমতার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে আগামীকাল মৃত্যুর ফাঁদে আটকা পড়ার পর আপনার ক্ষমতার দিকে দৃষ্টিপাত করুন।

যখন আপনি মৃত্যুর ফাঁদে জড়িয়ে ফেরেশতামণ্ডলী ও নবী-রাসূলদের উপস্থিতিতে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে থাকবেন। যখন 'চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারকের নিকট সকলেই হবে অধোবদন।' আমীরুল মু'মিনীন! আমি আমার এই উপদেশ দ্বারা সেই কাজ করতে পারবো না যা আমার পূর্বে জ্ঞানী ব্যক্তিরা করেছেন। তবে আমি আপনার প্রতি দরদ ও সহানুভূতি প্রকাশ করতে ও উপদেশ দান করতে বিরত থাকিনি। আমার এই পত্রটিকে আপনি সেই বন্ধুর মতো মনে করুন, যে তার অসুস্থ বন্ধুকে অত্যন্ত তিক্ত ঔষুধ জোর করে পান করায় তার সুস্থতার আশায়।

আমীরুল মু'মিনীন! আস্-সালামু 'আলাইকা ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু![৬০৭]

একবার 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) হাসান আল-বসরীকে (রহ) লিখলেন যে, দুনিয়ার বিষয়টি এক জায়গায় করে দিন এবং সেই সাথে আখিরাতের বর্ণনাও দিন। হাসান (রহ) লিখলেন :[৬০৮]

إنما الدنيا حلم والآخرة يقظة، والموت متوسط : ونحن في أضغاث أحلام، من حاسب نفسه ربح، ومن غفل عنها خسر، ومن نظر في العواقب نجا، ومن أطاع هواء ضلّ، ومن حَلِم غنم، ومن خاف سلم، ومن اعتبر أبصر،ومن أبصر فهم، ومن فهم علم، ومن علم عَمِل، فإذا زلّلتَ فارجع، وإذا ندمت فأقلع،وإذا جَهلتَ فاسأل، وإذا غضبتَ فأمسك، واعلم أن أفضل الأعمال ما أكرهتِ النفوس عليم.

'দুনিয়া হচ্ছে স্বপ্ন, আখিরাত জাগরণ এবং মৃত্যু মধ্যবর্তী অবস্থা। আমরা আছি কিছু স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে। যে আত্মসমালোচনা করেছে, লাভবান হয়েছে; যে তা থেকে উদাসীন থেকেছে, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যে পরিণামের দিকে দৃষ্টি দিয়েছে, মুক্তি লাভ করেছে। যে প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার আনুগত্য করেছে, পথভ্রষ্ট হয়েছে। যে ধৈর্য ধরেছে সফলকাম হয়েছে। যে ভয় করেছে, নিরাপদ হয়েছে। যে উপদেশ লাভ করেছে, দেখেছে। যে দেখেছে সে বুঝেছে। আর যে বুঝেছে সে জেনেছে। আর যে জেনেছে সে আমল করেছে। যখন আপনার পদস্খলন হবে, ফিরে আসুন। যখন অনুশোচনা হবে তখন তা একেবারে উপড়ে ফেলুন। যখন না জানবেন জিজ্ঞেস করুন, যখন রাগান্বিত হবেন, নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখুন। জেনে রাখুন, নফ্স বা প্রবৃত্তিকে যে কাজ করতে বাধ্য করা হয়েছে তাই সর্বোত্তম আমল বা কাজ।'

আরেকবার 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) হাসান আল-বসরীকে (রহ) সংক্ষেপে কিছু উপদেশ লিখে পাঠাতে অনুরোধ জানালেন। জবাবে হাসান আল-বসরী (রহ) লিখলেন :[৬০৯]

---

৬০৭. প্রাগুক্ত-১/৩৫-৩৮; ইবনুল জাওযী, আল-হাসান আল-বাসরী-৫৬; জামহারাতু খুতাব আল-'আরাব-২/৪৯৫-৪৯৭

৬০৮. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৩/১৫২

৬০৯. জামহারাতু খুতাব আল-'আরাব-২/৪৯৭

أما بعد يا أمير المؤمنين! فكأن الذى كان لم يكن، وكأن الذى هو كائن قد نزل، واعلم ياأمير المؤمنين! أن الصبر، وإن أذاقك تعجيل مرارته، فلنعم ما أعقبك من طيب حلاوته وحسن عاقبته، وأن الهوَى، وإن أذاقك طعم حلاوته، فلبئس ما أعقبك من مرارته، وسوء عاقبته. واعلم ياأمير المؤمنين! أن الفائز من حَرص على السلامة فى دار الاقامة، وفاز بالرحمة فأدخل الجنة.

'অতঃপর হে আমীরুল মু'মিনীন! মনে হচ্ছে যা ছিল তা আর নেই এবং যা হওয়ার পথে ছিল তা সবই এসে পড়েছে। হে আমীরুল মু'মিনীন! ধৈর্য, যদিও আপনাকে তার তিক্ত স্বাদ দ্রুত আস্বাদন করায়, তবে তার পরে আপনার জন্য নিয়ে আসে যে মিষ্টি-মধুর স্বাদ ও সুন্দর পরিণতি তা কতনা ভাল! আর প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা, যদিও আপনাকে মিষ্টি-মধুর স্বাদ আস্বাদন করায়, কিন্তু তার পরে আপনার জন্য থাকে তিক্ত স্বাদ ও খারাপ পরিণতি। জেনে রাখুন হে আমীরুল মু'মিনীন! সেই ব্যক্তি সফলকাম যে স্থায়ী আবাস গৃহে শান্তিতে থাকার লোভ করে এবং করুণা লাভে সফলকাম হয়, অতঃপর জান্নাতে প্রবেশ করে।'

'উমার ইবন 'আবদিল আযীয (রহ) হাসান আল-বসরীকে (রহ) লিখলেন : আবূ সা'ঈদ! আমাকে দুনিয়ার দোষ-ত্রুটি লিখে পাঠান! জবাবে তিনি লিখলেন :[৬১০]

'অতঃপর হে আমীরুল মু'মিনীন! দুনিয়া হলো প্রস্থান ও অন্তর্বর্তীকালীন আবাস স্থল, স্থায়ী আবাসস্থল নয়। আদমকে (আ) এখানে শাস্তিস্বরূপ নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং এর সম্পর্কে সতর্ক থাকুন। এর প্রতি মুগ্ধ ব্যক্তিও তাকে ত্যাগ করবে, এখানে বিত্তবানও বিত্তহীন হবে। যে তাকে নিয়ে বেশী মাতামাতি করেনি সেই ভাগ্যবান। বিচক্ষণ জ্ঞানী ব্যক্তি যখন তাকে পরীক্ষা করেছে, দেখেছে সে মর্যাদাবানকে মর্যাদাহীন করে, যে তাকে পুঞ্জিভূত করে, সে তা ছড়িয়ে দেয়। সে বিষের মতো, কেউ না জেনে খেয়ে ফেলে, অজ্ঞতাবশতঃ তার প্রতি মুগ্ধ হয়। আল্লাহর কসম! এতেই তার মরণ নিহিত। হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি সেই ক্ষত রোগীর মতো হোন, যে দীর্ঘ কষ্টের ভয়ে স্বল্পকালীন কষ্টকে মেনে নেয়। সাময়িক তীব্রতায় ধৈর্যধারণ করা দীর্ঘদিন কষ্ট ভোগ করার চেয়ে অধিকতর সহজ হয়।

জ্ঞানী সেই যে তার (দুনিয়া) ব্যাপারে সতর্ক থাকে এবং তার চাকচিক্যে ধোঁকা খায় না। কারণ সে ধোঁকাবাজ মরীচিকা ও প্রতারক। সে আশা-আকাংখা মেলে ধরেছে, সাজ-সজ্জা সহকারে তার প্রতি আসক্তদের সামনে উপস্থিত হয়েছে। এ দুনিয়া সেই কনের মতো, দর্শকদের সব চোখ যার প্রতি নিবদ্ধ, সব অন্তর যার প্রতি নিবেদিত। সেই সত্তার শপথ যিনি মুহাম্মাদকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন! এমন কনে তার স্বামীর জন্য বিপজ্জনক

---

৬১০. প্রাগুক্ত-২/৪৯৮-৪৯৯; ইবনুল জাওযী, আল-হাসান আল-বাসরী-৫৪

হয়ে থাকে। আমীরুল মু'মিনীন! তার আছাড় দেওয়া ও হোঁচট খাওয়ানোর ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। সুখ-স্বাচ্ছন্দ এখানে কঠোরতা ও বিপদ-আপদের সাথে সংযুক্ত। এখানকার স্থায়িত্বও ধ্বংস ও বিনাশের নিকট পৌঁছে দেয়।

হে আমীরুল মু'মিনীন! জেনে রাখুন, এখানের সকল আশা-আকাংখা মিথ্যা ও অসার, সকল স্বচ্ছতাও অস্বচ্ছ ও নোংরা এবং স্বচ্ছতা অভাব-অনটন। যে তাকে ত্যাগ করেছে সে ভাগ্যবান হয়েছে, যে তাকে আঁকড়ে ধরেছে, ডুবেছে, ধ্বংস হয়ে গেছে। বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান সেই যে আল্লাহ্ যা কিছুর ভয় দেখিয়েছেন সে তা ভয় করেছে, যা কিছু সম্পর্কে সতর্ক করেছেন, সতর্ক হয়েছে। এভাবে সে অস্থায়ী আবাস থেকে স্থায়ী আবাসে যেতে সক্ষম হয়েছে। মরণকালে তার মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে।

আল্লাহর কসম! হে আমীরুল মু'মিনীন! এ দুনিয়া হচ্ছে শাস্তির আবাস স্থল। বুদ্ধিহীন মানুষই কেবল এর জন্য সঞ্চয় করে, আর জ্ঞানহীন ব্যক্তিই কেবল এর দ্বারা ধোঁকা খায়। আল্লাহর কসম! হে আমীরুল মু'মিনীন! দুনিয়া হচ্ছে স্বপ্ন, আখিরাত জাগরণ। এ দু'য়ের মধ্যবর্তী অবস্থা হচ্ছে মৃত্যু। মানুষ এখানে আছে স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে। হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি সেই জ্ঞানী ব্যক্তির কথাটিকে আপনাকে শোনাতে চাই :

فإن تنجُ منها تنج من ذى عظيمة + وإلاَّ فإنى لا إخالك ناجيا

'যদি তুমি এর থেকে মুক্তি পাও তাহলে খুব বড় জিনিস থেকে মুক্তি পাবে। তা না হলে আমি তোমার নাজাতের কোন সম্ভাবনা দেখি না।' আল্লাহ্ হাসানের প্রতি দয়া করুন। সে সব সময় আমাদেরকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দেয়, উদাসীনতা থেকে সাবধান করে।'

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের খিলাফত কালের একটি পর্যালোচনা

আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) খিলাফতের আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাঁর খিলাফতের ভিত্তি ছিল আল্লাহর কিতাব, রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাহ্ এবং আল্লাহর ইতা'আত বা আনুগত্য। এই মৌলিক নীতিমালা এবং নিজের অবস্থান তিনি তুলে ধরেন খলীফা হিসেবে তাঁর প্রথম ভাষণে। তিনি বলেন : "ওহে জনমণ্ডলী! আপনাদের নবীর (সা) পরে দ্বিতীয় কোন নবী নেই এবং তাঁর উপর যে কিতাব নাযিল হয়েছে তার পরে আর কোন কিতাব নেই। আল্লাহ্ তাঁর নবীর মাধ্যমে যা কিছু হালাল করেছেন তা কিয়ামত পর্যন্ত হালাল, আর তাঁর নবীর (সা) মাধ্যমে যা কিছু হারাম করেছেন তা কিয়ামত পর্যন্ত হারাম থাকবে। আমি নিজে কোন সিদ্ধান্ত দানকারী নই, বরং আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়নকারী। আমি নতুন কিছু উদ্ভাবনকারী নই, বরং একজন অনুসরণকারী মাত্র। আল্লাহর নাফরমানির ক্ষেত্রে কারো আনুগত্য লাভের কোন অধিকার নেই। শুনে রাখুন! আমি আপনাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি নই। আমি আপনাদের মত একজন সাধারণ মানুষ। তবে আল্লাহ্ আমার উপর সবচেয়ে ভারী বোঝায় চাপিয়ে দিয়েছেন।"

হযরত 'উমার ইবন 'আযীযের (রহ) এই প্রথম ভাষণটির মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ্ উমাইয়্যা যুগে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র লাভ করে যা থেকে তাদেরকে বহু বছর যাবত বঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল।

মদীনার বিখ্যাত ইমাম কাসিম এ ভাষণ শুনে মন্তব্য করেছিলেন :[৬১১]

اليوم ينطق من كان لاينطق.

'যারা কথা বলতে পারতো না এখন তারা কথা বলতে পারবে।'

তিনি খিলাফত পরিচালনার ব্যাপারে ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত 'উমার ইবন আল-খাত্তাবকে (রা) আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন। খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর হযরত 'উমার ইবন আল-খাত্তাবের (রা) পৌত্র প্রখ্যাত তাবি'ঈ হযরত সালিম ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন 'উমারকে (রা) লেখেন :[৬১২]

وقد رأيت أن اسير فى الناس بسيرة عمر بن الخطاب رضـى الله عنـه ان قضـى الله ذلك واستطعت إليه سبيلا فابعث إلىّ بكتـب عمروقضائـه أهـل القبلـة وأهـل العـهد فإني متبع أثره وسائر بسيرته ان شاء الله تعالى.

'যদি আল্লাহর মরজি হয় এবং আমার মধ্যে সে যোগ্যতা ও ক্ষমতা থাকে তাহলে, আমি জনগণের যাবতীয় বিষয় ও ব্যাপারে 'উমার ইবন আল-খাত্তাবের (রা) পদাঙ্ক অনুসরণ করতে চাই। এ কারণে আপনি তাঁর লিখিত যাবতীয় ফরমান এবং মুসলমান ও যিম্মীদের ব্যাপারে যে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও আদেশ দান করেন তা সবই পাঠিয়ে দিন। আল্লাহর ইচ্ছা হলে আমি তা অনুসরণ করবো।'

তখন যুগের পরিবর্তন হয়েছিল। নবুওয়াত ও রিসালাত যুগ অতিক্রান্ত হয়েছিল অনেক আগে। রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীগণও একে একে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। উমাইয়্যা শাসকদের দীর্ঘদিনের শাসনে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার ব্যাপারে মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন ঘটেছিল। এ কারণে সেই যুগে ফারূকী আদলের খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা ভীষণ কঠিন ব্যাপার ছিল। হযরত সালিম এ সকল সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা অনুধাবন করেন এবং 'উমারকে (রহ) লেখেন : "'উমার ইবন আল-খাত্তাব (রা) যা কিছু করেছেন তা ছিল ভিন্ন একটা যুগে এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন একদল মানুষের দ্বারা। আপনি যদি এই যুগে এ সকল মানুষের দ্বারা 'উমার ইবন আল-খাত্তাবের (রা) অনুসরণ করতে সক্ষম হন তাহলে আপনি তাঁর চেয়ে উত্তম ব্যক্তিতে পরিণত হবেন।

হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) এই পরিবর্তিত অবস্থা এবং যাবতীয় বাধা-প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও পৃথিবীর মানুষকে আরেকবার ফারূকী খিলাফতের মডেল দেখিয়ে দেন।

---

৬১১. মুফতী 'আমীমুল ইহসান, তারীখ আল-ইসলাম-২০৭
৬১২. ইবনুল জাওযী, সীরাতু 'উমার-১২৭

খলীফা হওয়ার পর তিনি ইয়াযীদ ইবন মুহাল্লাবকে একটি চিঠি লেখেন। সেই চিঠি পড়ে ইয়াযীদের মুখ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে উচ্চারিত হয়: 'এই চিঠির ভাষা তাঁর পূর্ববর্তী খলীফাদের ভাষার মত নয়। মনে হচ্ছে তিনি তাদের চলার পথে চলতে চাচ্ছেন না।' এই সংক্ষিপ্ত মন্তব্যকে তাঁর রাষ্ট্র পরিচালনা ব্যবস্থার সারসংক্ষেপ বলা যেতে পারে।

ইসলামী খিলাফতের ভিত্তি কেবল কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কিরামের (রা) কর্ম-পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) খিলাফতকালের পূর্বে এই ভিত্তি একেবারেই দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তিনি পুনরায় তা স্থাপন করেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত কায়েম রাখেন। একবার তিনি ফরমান জারী করেন, যে আঞ্চলিক কর্মকর্তা কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী শাসন কাজ পরিচালনা করবে না তার আনুগত্য আবশ্যক নয়। একবার একটি ঘটনায় 'আব্বাস ইবন আল-ওয়ালীদ তার সামনে একটি দলিল উপস্থাপন করে। তিনি সেটি দেখে বলেন: 'আল্লাহর কিতাব আল-ওয়ালীদের এই কিতাবের (লিখিত দলিল) চেয়ে বেশী অনুসরণযোগ্য।' আবূ বকর ইবন হাযম বলেন: 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) যত চিঠি আসতো তাতে রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাহ জীবিত করার ও বিদ'আত দূর করার নির্দেশ অবশ্যই থাকতো।

তিনি বলতেন, যদি আমি আমার দেহের গোশতের প্রতিটি টুকরোর বিনিময়ে একটি বিদ'আত দূর করতে ও একটি সুন্নাহ জীবন্ত করতে পারতাম এবং এভাবে আমার জীবনও চলে যেত তাহলে আল্লাহর সন্তুষ্টির বিনিময়ে এ কাজ খুবই নগণ্য হতো। তিনি আরো বলতেন, যদি আমি সুন্নাহর বাস্তবায়ন করতে ও সত্যের পথে চলতে না পারি তাহলে এক মুহূর্তও বেঁচে থাকতে চাই না।[৬১৩]

তাঁর খিলাফতের আরেকটি বড় বৈশিষ্ট্য এই যে, উমাইয়্যা খান্দানের খিলাফতকালে গণতান্ত্রিক চেতনা যা ইসলামী খিলাফতের অন্যতম মূল ভিত্তি, একেবারেই যেতে বসেছিল। তিনি তা আবার প্রতিষ্ঠা করেন। যদিও খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর তাঁর আদত-অভ্যাসে বিপ্লব ঘটেছিল, তবে স্বভাব-প্রকৃতি প্রথম থেকেই ছিল গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন। আর তাই যখন আল-ওয়ালীদের সময় তিনি মদীনার ওয়ালী নিযুক্ত হন তখন মদীনায় পৌঁছে সর্বপ্রথম তথাকার বিখ্যাত 'আলিম ও ফকীহগণকে ডেকে পাঠান। তাঁরা উপস্থিত হলে তিনি বলেন, আমি আপনাদেরকে এমন কাজের জন্য ডেকেছি যার বিনিময়ে আপনারা সাওয়াব পাবেন এবং আপনারা সত্যের সাহায্যকারী হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করবেন। আমি আপনাদের মতামত ছাড়া কোন কাজ করতে চাই না। তাঁর এমন মনোভাবের কথা শুনে উপস্থিত মহান ব্যক্তিরা তাঁর শুভ ও কল্যাণ কামনা করতে করতে বিদায় নেন।[৬১৪] তিনি খলীফা হওয়ার পর কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিজের একান্ত উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দেন। তাঁরা তাঁকে খিলাফত পরিচালনায় উপদেশ দিতেন। ইবন সা'দ বলেন:[৬১৫]

---

৬১৩. তাবাকাত-৫/৩৮৩

৬১৪. প্রাগুক্ত-৫/৩৪২

৬১৫. ইবনুল জাওযী-৬২; প্রাগুক্ত-৫/৩৮২

كان لعمر بن عبد العزيز سمار ينظرون فى أمور الناس.

"উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের কিছু পারিষদ ছিলেন যাঁরা জনগণের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতেন।'

তাঁর খিলাফতকালের আরেকটি অনন্য বৈশিষ্ট্য এই যে, ইসলামী জ্ঞানে পারদর্শী ব্যক্তিদের রাষ্ট্র পরিচালনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। তিনি নিজে সবসময় 'আলিমদের পরামর্শ নিতেন, তাঁদের সাহচর্য অবলম্বন করতেন। তাঁর এমন কিছু একান্ত সহচরের নাম ইবন সা'দ তাঁর তাবাকাতে উল্লেখ করেছেন।[৬১৬] 'আদী ইবন আরতাত সবসময় শর'ঈ বিষয়ে খলীফা 'উমারের (রহ) মতামত চেয়ে পাঠাতেন। একবার 'উমার তাঁকে লিখলেন, শীত-গ্রীষ্ম সকল মওসুমে সুন্নাহ বিষয়ে জানতে চেয়ে আমার মত একজন মুসলমানকে কষ্ট দিচ্ছো। এতে অবশ্য আমার মর্যাদা বৃদ্ধি করছো। আল্লাহর কসম! হাসান আল-বসরী তোমাদের জন্য যথেষ্ট। আমার এ পত্র পৌঁছার পর থেকে আমার, তোমার ও সকল মুসলমানের জন্য করণীয় বিষয় সম্পর্কে তাঁর কাছেই জিজ্ঞেস করবে। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন হাসান আল-বসরীর (রহ) উপর অনুগ্রহ করুন! ইসলামে তিনি একজন উঁচু মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তি। তাঁকে আমার পত্র পাঠ করে শোনাবে।[৬১৭]

তাঁর খিলাফত ও ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে মনীষীদের মূল্যায়ন

আমীরুল মু'মিনীন 'উমার খলীফা হিসেবে মানুষের মধ্যে মাত্র দু'বছর পাঁচ মাস ও কয়েক দিন বেঁচে ছিলেন। এ অল্প সময়ে তিনি যে বিশাল কর্মকাণ্ড সম্পাদন করেন তা বহু যুগেও করা সম্ভব ছিল না। এ কারণে তাঁর সময় থেকে নিয়ে বর্তমান সময় পর্যন্ত অসংখ্য মনীষী তাঁর খিলাফত পরিচালনা, 'আদল ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা, শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ইত্যাদি কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি যে একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক, অন্যতম খলীফায়ে রাশেদ ও সৎপথ প্রাপ্ত ইমাম ছিলেন– এ ব্যাপারে সকলে একমত পোষণ করেছেন।

ওয়াহাব ইবন মুনাব্বিহ্ বলেন :[৬১৮]

إن كان فى هذه الأمة مهدى، فهو عمر بن عبد العزيز.

'এই উম্মাতের মধ্যে যদি কোন মাহ্দী হয়ে থাকেন তাহলে তিনি 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয।' প্রায় এমন কথাই বলেছেন সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব, হাসান আল-বসরী, মুহাম্মাদ ইবন 'আলী (রহ) ও অন্যরা।

মায়মূন ইবন মিহ্রান বলেন :[৬১৯]

---

৬১৬. তাবাকাত-৫/৩৯২
৬১৭. ইবনুল জাওযী-১০১
৬১৮. তাবাকাত-৫/৩৩৩; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৯/২০০; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৫/১৩০
৬১৯. ইবনুল জাওযী-৭৪

إن الله كان يتعاهد الناس بنبى بعد نبى، وإن الله تعاهد الناس بعمر بن عبد العزيز.

'আল্লাহ্ তা'য়ালা একের পর এক নবী পাঠিয়ে মানুষের রক্ষণাবেক্ষণ করেন। আর আল্লাহ 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের দ্বারা মানুষকে রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন।'

ইমাম সুফইয়ান আছ-ছাওরী, শাফি'ঈ ও আবূ বকর ইবন 'আয়্যাশ (রহ) বলেন :[৬২০]

الخلفاء الراشدون خمسة : أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وعمر بن عبد العزيز.

'খলীফায়ে রাশেদ পাঁচজন : আবূ বকর, 'উমার ইবন আল-খাত্তাব, 'উছমান, 'আলী ও 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রা)।'

ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (রহ) বলেন :[৬২১]

يروى فى الحديث (أن الله تبارك وتعالىيبعث على رأس كل مائة عام من يجدّد لهذه الأمة دينها). فنظرنا فى المائة الأولى فإذا هو عمربن عبد العزيز، ونظرنا فى المائة الثانية فإذا هو الشافعى.

'হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, "কল্যাণময় ও সুমহান আল্লাহ প্রতি এক শ' বছরের মাথায় এমন এক ব্যক্তিকে পাঠাবেন যে এই উম্মাতের জন্য তাদের দীনকে সংস্কার করবে।" আমরা যখন প্রথম শতকে দেখেছি 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযকে পেয়েছি। আর যখন দ্বিতীয় শতকে দেখেছি, শাফি'ঈকে (রহ) পেয়েছি।'

হাফেজ ইবন হাজার 'আসকিলানী (রহ) উল্লেখিত হাদীছের ব্যাখ্যায় অনেক কথা বলেছেন। একমাত্র 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয ছাড়া অন্য কারো জীবনে এককভাবে মুজাদ্দিদের জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলীর সমাবেশ ঘটেছে বলে তিনি মনে করেননি। তিনি বলেন :[৬২২]

لايلزم أن جميع خصال الخير كلها فى شخص واحد، إلا أن يُدَّعى ذلك فى عمربن عبد العزيز، فإنه كان القائم بالأمر على رأس المائة الأولى، باتصافه بجميع صفات الخير وتقدمه فيها، ومن ثم أطلق أحمد أنهم كانوا يحملون الحديث عليه. وأما من جاء بعده : فالشافعى وإن متصفا بالصفات الجميلة، إلا أنه لم يكن القائم بامر الجهاد والحكم بالعدل.

'শুভ ও কল্যাণের সকল গুণ-বৈশিষ্ট্য একই ব্যক্তির মধ্যে থাকা অপরিহার্য নয়। তবে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের মধ্যে তা ছিল বলে দাবী করা যায়। কারণ, তিনি শুভ

---

৬২০. সিফাতুস সাফওয়া-২/১১৩; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৯/২০০; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৫/১৩০
৬২১. ফাতহুল বারী-১৩/২৯৫; আল-বিদায়া-৯/২০৭
৬২২. 'আবদুস সাত্তার আশ-শায়খ-২৭১

ও কল্যাণের যাবতীয় গুণ-বৈশিষ্ট্যসহকারে, শুধু তাই নয়, বরং তাতে পূর্ণ অগ্রবর্তিতা সহকারে প্রথম শতকের মাথায় শাসন কর্তৃত্বের অধিকারী ছিলেন। আর এ কারণে ইমাম আহমাদ বলেছেন, পূর্ববর্তী মুহাদ্দিছগণ এই হাদীছের উদ্দীষ্ট ব্যক্তি তিনিই বলে মনে করেছেন। আর পরে যারা এসেছেন, যেমন : শাফি'ঈ (রহ), বহু অনুপম গুণে গুণান্বিত ছিলেন। তবে শাসন কর্তৃত্বের অধিকারী না থাকায় জিহাদ পরিচালনা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি।'

ইমাম আন-নাওবী (রহ) বলেন :[৬২৩]

وكانت خلافة عمر سنتين وخمسة أشهر ـ نحو خلافة أبي بكـر الصديـق رضـي الله عنهما ـ فملأ الأرض قسطا وعدلا، وسن السنن الحسنة، وأمات الطرائق السيئة.

"উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের খিলাফতকাল ছিল দু'বছর পাঁচ মাস– আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফতের মত। এ সময়ে তিনি ইনসাফ ও ন্যায়বিচারে পৃথিবীকে পূর্ণ করে দেন, বহু সুন্দর। সুন্দর রীতি-পদ্ধতি চালু করেন এবং বহু অসুন্দর পন্থা-পদ্ধতি বিদূরিত করেন।'

বন-জঙ্গল ও পাহাড়-পর্বতের ছাগল-ভেড়ার রাখালরাও 'উমারের 'আদল-ইনসাফের, তাঁর সুমহান কর্মকাণ্ডের সাক্ষ্য দিয়েছে। তারাও ভোগ করেছে তাঁর সত্য, সাম্য ও ন্যায়পরায়ণতার সুফল। তাঁর সময়ে বন-জঙ্গলের হিংস্র জীব-জানোয়ারও হিংস্রতা ভুলে গিয়ে তাদের ছাগল-ভেড়ার পালের সাথে চরেছে। এ রকম বহু ঘটনার সাক্ষ্য অনেকে দিয়েছে। মালিক ইবন দীনার বলেন : 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয যখন খলীফা হলেন, তখন রাজধানী দিমাশ্ক থেকে বহু দূরে পাহাড়ের চূড়ায় ছাগলের রাখালরা বললো : মানুষের শাসন-কর্তৃত্ব হাতে নিয়েছেন, কে এই সত্যনিষ্ঠ মানুষটি? তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হলো : তোমরা বুঝলে কিভাবে? তারা বললো : একজন ন্যায়পরায়ণ খলীফা যখন মানুষের শাসন-কর্তৃত্ব হাতে নেন তখন নেকড়ে আমাদের ছাগল-ভেড়া শিকার করা থেকে বিরত থাকে।

জাসর আল-কাস্সাব বলেন : আমি 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের খিলাফতকালে বকরীর দুধ দোহন করতাম। একদিন একজন রাখালের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলাম তার ছাগলের পালে প্রায় তিরিশটি নেকড়ে রয়েছে। এর পূর্বে আমি কোনদিন নেকড়ে দেখিনি, তাই সেগুলোকে কুকুর মনে করলাম। আমি রাখালকে জিজ্ঞেস করলাম : এই কুকুরগুলো দিয়ে কি করবে? সে বললো : বেটা! এগুলো কুকুর নয়, নেকড়ে। বিস্ময়ে আমি বলে উঠলাম : সুবহানাল্লাহ! ছাগলের পালে নেকড়ে– কোন ক্ষতি করে না? সে বললো : বেটা! যখন মাথা সুস্থ থাকে তখন দেহ নিয়ে ভয় থাকে না।[৬২৪]

---

৬২৩. তাহযীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত-২/১৮

৬২৪. 'আবদুস সাত্তার আশ-শায়খ-৩৭২, ৩৭৩

মূসা ইবন আ'য়ান ছিলেন মুহাম্মাদ ইবন আবী 'উয়ায়নার রাখাল। তিনি বলেন : 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের খিলাফতকালে আমরা কারমানে ছাগল চরাতাম। তখন ছাগল, নেকড়ে ও বন্য জন্তু একই জায়গায় চরতো। হঠাৎ এক রাতে একটি নেকড়ে একটি ছাগল আক্রমণ করে। আমরা বলাবলি করলাম, হয়তো সেই সৎ লোকটি মারা গেছেন। আমরা দিন-তারিখ হিসেব করে রাখলাম। পরে জানা গেল সেই রাতে 'উমার মারা গেছেন।[৬২৫]

একবার 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয ও সুলায়মান ইবন আবদিল মালিক দুইজনের দুই ছেলের মাঝে কার পিতা শ্রেষ্ঠ এ নিয়ে তর্ক হয়। এক পর্যায়ে সুলায়মানের ছেলে বলে : ما كان ابوك إلا حسنة من حسنات أبى - তোমার পিতা তো আমার পিতার (সুলায়মান) বহু ভালো কাজের একটি ভালো কাজ ছাড়া আর কিছু নয়।' আমার পিতা সুলায়মান একদিন যে কাজ করেছেন 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয সারা জীবনেও তা করেননি। তিনি একদিন সত্তর হাজার নিজের মালিকানার দাস-দাসীকে মুক্তি দিয়েছেন এবং তাদেরকে পরিধেয় বস্ত্রও দিয়েছেন।[৬২৬]

ইমাম মালিক বর্ণনা করেছেন। "সালিহ্ ইবন 'আলী একবার শামে গিয়ে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের কবরটি কোথায় তা জানার জন্য মানুষের নিকট জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, কিন্তু এমন কাউকে পেলেন না যে তাঁকে সন্ধান দিতে পারে। অবশেষে এক পাদ্রীর নিকট গেলন এবং তার কাছে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন :আপনি কি সত্যবাদী লোকটির কবর তালাশ করছেন? সেটা তো ঐ খামারে।[৬২৭]

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের মৃত্যু পরবর্তী অবস্থা

হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) 'আদল ও ইনসাফভিত্তিক যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন, পরবর্তী খলীফা ইয়াযীদ ইবন 'আবদিল মালিক তা মাত্র চল্লিশ দিন বহাল রাখেন। তিনি 'উমারের এই ন্যায়-ইনসাফভিত্তিক শাসন পদ্ধতি থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নেন।[৬২৮] 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) যে সকল সৎ ও আল্লাহ ভীরু কর্মকর্তাকে নিয়োগ দিয়েছিলেন ইয়াযীদ তাদেরকে কলমের একটি মাত্র খোঁচায় বরখাস্ত করেন। নওরোয ও ধর্মীয় উৎসবের যাবতীয় উপহার-উপঢৌকন গ্রহণ এবং বেগার খাটানোর প্রথা যা 'উমার একেবারে মুছে ফেলেন তা আবার চালু হয়। ফাদাক যা 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয স্বীয় উত্তরাধিকার থেকে বের করে হযরত ফাতিমার (রা) বংশধরদের ফিরিয়ে দেন, ইয়াযীদ আবার তা কেড়ে নেন।[৬২৯] দিমাশকের একটি গির্জা বানূ নাসরের জমিদারীর সীমার মধ্যে পড়ে গিয়েছিল, 'উমার সেটি খ্রীস্টানদেরকে

---

৬২৫. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৯/২০৩; তারীখ আল-খুলাফা'-২৩৩; তাবাকাত-৫/৩৮৬, ৩৮৭
৬২৬. আল-'ইক্‌দ আল-ফারীদ-৪/৪২৫
৬২৭. ইবনুল জাওযী-৩৩১; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৫/১৪৩
৬২৮. তারীখ আল-খুলাফা'-২৪৭
৬২৯. তারীখ আল-ইয়া'কূবী-২/২৭২, ২৬৬, ২৭৬

ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ইয়াযীদ সেটি আবার নিজ খান্দানের হাতে তুলে দেন। মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ ইয়ামনবাসীদের উপর যে নিপীড়নমূলক খারাজ ধার্য করেন 'উমার তা 'উশরে পরিণত করেন। কিন্তু ইয়াযীদ আবার তা খারাজে রূপান্তরিত করেন।[৬৩০]

হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ নাজরানের খ্রীস্টানদের নিকট থেকে জিযিয়া হিসেবে আট শ' কারুকাজ করা কাপড় গ্রহণ করতো। 'উমার তা কমিয়ে দু' শ' ধার্য করেন। কিন্তু খলীফা ইয়াযীদের সময়ে ইউসুফ ইবন 'উমার যখন ইরাকের ওয়ালী নিযুক্ত হন তখন তিনি আবার হাজ্জাজের ধার্য করা আট শ' তে পরিবর্তন করেন। ফুরাত তীরবর্তী অঞ্চলে নওমুসলিমদের যে ভূমি ছিল অথবা অমুসলিমদের যে সকল ভূমি মুসলমানদের অধিকারে এসেছিল হাজ্জাজ তা খারাজী ভূমি হিসেবে কর-খাজনা আদায় করতো, কিন্তু 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) সে সকল ভূমিকে 'উশরী ভূমিতে পরিবর্তন করেন। অতঃপর 'উমার ইবন হুবাইরা আবার তা পরিবর্তন করে খারাজ আদায় করেন।[৬৩১] 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) কাদরিয়া সম্প্রদায়ের মতবাদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেন, কিন্তু ইয়াযীদ ইবন আল-ওয়ালীদ খলীফা হয়ে তাদের ঘোরতর সমর্থকে পরিণত হন এবং উক্ত সম্প্রদায়ের নেতা গায়লান আদ-দিমাশ্‌কীকে নিজের একান্ত সহচর হিসেবে গ্রহণ করেন।[৬৩২]

ইয়াযীদ ইবন 'আবদিল মালিক খিলাফতের দায়িত্বগ্রহণের পরই বিভিন্ন অঞ্চলের কর্মকর্তাদের নিকট যে পত্রটি লেখেন তাতেই তাঁর কর্মপদ্ধতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নিম্নে পত্রটি উদ্ধৃত হলো :[**]

أما بعد، فإن عمر كان مغرورا، غررتموه أنتم وأصحابكم. وقد رأيت كتبكم إليه فى إنكسار الخراج والضريبة. فإذا أتاكم كتابى هذا فدعوا ما كنتم تعرفون من عهده وأعيدوا الناس إلى طبقتهم الأولى، أخصبوا أم أجدبوا، أحبُّوا أم كرهوا، حيُّوا أم ماتوا، والسلام.

'অতঃপর এই যে, 'উমার ছিলেন প্রতারিত মানুষ। তোমরা ও তোমাদের সঙ্গী-সাথীরা তাঁর সাথে প্রতারণা করেছো। খাজনা-ট্যাক্স কমানোর ব্যাপারে তাঁর কাছে লেখা তোমাদের অনেক চিঠি-পত্র আমি দেখেছি। আমার এ পত্র তোমাদের নিকট পৌঁছা মাত্র তোমাদের জানা তাঁর সকল ওয়াদা-অঙ্গীকার পরিত্যাগ করবে। মানুষকে তাদের সেই পূর্বের মর্যাদা ও স্তরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। চাই ফসল হোক বা খরা হোক, তারা পছন্দ করুক বা না করুক এবং তারা বাঁচুক বা মরুক। ওয়াস সালাম।'

---

৬৩০. ফুতূহ আল-বুলদান-১৩০, ১৮০
৬৩১. প্রাগুক্ত-৭২, ৩৭৫
৬৩২. তারীখ আল-খুলাফা'-২৫৫
** আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৪/৪৪৩

মোটকথা হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) যে রাষ্ট্র পরিচালন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তা তাঁর ইনতিকালের অব্যবহিত পরেই বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। বিশ্ববাসী মাত্র আড়াই বছর 'উমার ইবন আল-খাত্তাবের (রা) অনুরূপ রাষ্ট্র পরিচালন ব্যবস্থার সুবিধা ভোগের সুযোগ পায়।

বানূ উমাইয়্যা শাসনের অবসান

'আব্বাসীয়দের আন্দোলনের সূচনা হয় 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) খিলাফতকালে। এর মাত্র তিরিশ বছর পরেই উমাইয়্যা শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে। এ কারণে স্বাভাবিকভাবে এ প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এমন একটি কল্যাণময় শাসনকালের মাত্র তিরিশ বছর পর কালচক্র কিভাবে বানূ উমাইয়্যাদের পতন ঘটালো? এই পতনের কারণ কি হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) শাসনকালে সৃষ্টি হয়েছিল? তাঁর ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা সেই সময়ের জন্য কি উপযোগী ছিল না? জুলুম-উৎপীড়ন ভিত্তিক স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থার মূলোৎপাটন, যা ছিল 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) একটি কৃতিত্বপূর্ণ অবদান, রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কি এমন কোন দুর্বলতা সৃষ্টি করে দিয়েছিল এবং যার সুযোগ গ্রহণ করেছিল প্রতিপক্ষ শক্তি?

এসব প্রশ্ন আমাদের মনে উদয় হতে পারে। এ কারণে আমরা বানূ উমাইয়্যাদের পতনের কারণ সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু কথা বলা সমীচীন মনে করছি। আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, জাহিলী যুগ থেকেই আরবে 'উমাইয়্যা-হাশিমী দু'টি পরস্পর বিরোধী শক্তি বিদ্যমান ছিল। এ বিরোধিতা ইসলামী যুগেও বর্তমান ছিল। তবে যতদিন আরবদের জাতীয় শক্তি অনারবদের মুখোমুখী ছিল ততদিন পর্যন্ত উমাইয়্যা-হাশিমীদের দ্বন্দ্ব-সংঘাত হয়নি। হযরত মু'আবিয়ার (রা) সময়ে এ দু'টি শক্তি পরস্পর মুখোমুখী অবস্থানে দাঁড়ায়। মূলতঃ তখন থেকেই আরবে গৃহ যুদ্ধের সূচনা হয় এবং ইমাম হুসাইন (রা) শাহাদাত বরণ করেন।

অনারবরা স্বভাবগতভাবে প্রথম থেকেই ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ছিল। এখন তারা ষড়যন্ত্র করার প্রশস্ত অঙ্গন লাভ করে। এখন তারা আহলি বায়ত তথা নবী বংশের সমর্থন ও সহযোগিতার আড়ালে তাদের প্রাচীন হিংসা-বিদ্বেষের বদলা নিতে চায়, কিন্তু খলীফা 'আবদুল মালিক ও আল-ওয়ালীদের সময়কাল পর্যন্ত এ শক্তি গোপন থাকে। তবে যখন তাদের মত ক্ষমতাধর ব্যক্তিবর্গের অবসান ঘটে তখন বানূ হাশিম অনারবদের উপর ভর করে মাথা তুলে দাঁড়ায়। তারা অনারব শক্তির কেন্দ্র ইরাক ও খুরাসানে তাদের কর্মী ও প্রতিনিধিদের ছড়িয়ে দেয়। তারা হিজরী ১০২, ১০৫, ১০৭, ১০৯ ও ১১৮ সনে নিজেদের হারানো ক্ষমতা ফিরে পাবার জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা চালায়। যারা এ ষড়যন্ত্র ও কর্মতৎপরতায় জড়িত ছিল তারা মুহাম্মাদ ইবন 'আলীর হাতে বাই'আত করে। হিজরী ১২৬ সনে তাঁর ইনতিকাল হয়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি ইমাম ইবরাহীমকে স্বীয় স্থলাভিষিক্ত করে যান। ইমাম ইবরাহীম হিজরী ১২৭ সনে আবূ মুসলিম খুরাসানী নামক একজন

বিস্ময়কর ব্যক্তিকে সহযোগী হিসেবে লাভ করেন। বলা চলে তিনি স্বীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য অলৌকিকভাবে আবূ মুসলিমকে পেয়ে যান। তিনি তাঁকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন। পূর্বেই যেমন উল্লেখ করা হয়েছে যে, আরবদের গৃহযুদ্ধের সুযোগে অনারব শক্তির উত্থান ঘটে, আবূ মুসলিমের সময়ে আরবদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব আরো বৃদ্ধি পায়। সেই প্রাচীনকাল থেকে আরবরা মুদার ও কাহতান– দু'টি গোত্রে বিভক্ত এবং পরস্পরের মধ্যে দারুণ দ্বন্দ্ব ও রেষারেষিও ছিল। এ কারণে নাসর ইবন সাইয়ার, যিনি কাহতানদের বিরোধী ছিলেন, তাদের জন্য সরকারী চাকরির দরজা একেবারেই বন্ধ করে দেন। খুরাসানে কাহতানদের নেতা ছিলেন জাদী' ইবন 'আলী কারমানী। তিনি নাসরকে বুঝান যে, তাঁর এই কর্মকাণ্ড ভীষণ গোলযোগ সৃষ্টি করবে এবং বানূ হাশিম আক্রমণের সুযোগ পাবে। এতে ক্ষেপে গিয়ে নাসর কারমানীকে কারারুদ্ধ করেন। তবে কারমানী তাঁর এক অনারব দাসের বুদ্ধিমত্তায় কারাগার থেকে পালিয়ে যান। তারপর রাবী'আ ও ইয়ামীন গোত্রসমূহের সাহায্য নিয়ে নাসরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। প্রায় পৌণে দু'বছর তাদের এ সংঘর্ষ চলে। এতে তাঁদের দু'পক্ষের যে পরিমাণ শক্তি ক্ষয় হয়, ঠিক তাদের প্রতি প্রতিপক্ষ আবূ মুসলিম খুরাসানীর শক্তি সেই পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এমন কি খুরাসানের বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর হাতে বাই'আতকারী মানুষের সংখ্যা দু'লাখে পৌঁছে যায়। এখন আবূ মুসলিম নাসরের শক্তি চূর্ণ করার জন্য কারমানীকে নিজের দলে ভিড়িয়ে নেন। এ খবর নাসরের কানে পৌঁছলে তিনি কারমানীকে লেখেন, আমরা দু'জন নেতৃত্ব থেকে সরে দাঁড়াই এবং রাবী'আ গোত্রের কাউকে আমরা নেতা মেনে নেই। যেহেতু পূর্বেই কারমানীর প্রস্তাব এমনই ছিল, এ কারণে তিনি নাসরের প্রস্তাব মেনে নেন এবং গোপনে আবূ মুসলিমের বাহিনী থেকে পালিয়ে নাসরের নিকট যাবার জন্য যাত্রা করেন। কিন্তু নাসর তাঁর সাথে প্রতারণা করে তাঁকে হত্যা করেন। এরপর কারমানীর পুত্র 'আলী আশ্রয় নেয় আবূ মুসলিমের নিকট এবং তাঁর সহায়তায় পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে চায়। আবূ মুসলিম নাসরকে প্রতিহত করার জন্য কুহতাবাকে বিশাল বাহিনী সহকারে পাঠান। নাসর অবস্থা বেগতিক দেখে আত্মসমর্পণ করেন। কুহতাবা তাঁকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু তিনি একদিন রাতের অন্ধকারে কুহতাবার সেনাশিবির থেকে পালিয়ে যান এবং সাওয়া নামক স্থানে পৌঁছে অল্প কিছু দিন পর মারা যান। এখন নাসর ও কারমানী উভয়ের সকল সৈনিক আবূ মুসলিমের আনুগত্য মেনে নেয়। এভাবে গোটা খুরাসান আবূ মুসলিমের কর্তৃত্বাধীন চলে আসে। এরপর খিলাফতের অন্যান্য অঞ্চলের উপর হাশিমীদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। উমাইয়্যা বংশের সর্বশেষ খলীফা ছিলেন মারওয়ান ইবন মুহাম্মাদ। তিনি পালিয়ে মিসরে যাওয়ার পথে নিহত হন। তাঁর মৃত্যুর সাথে হিজরী ১৩২/খ্রীঃ ৭৫০ সনে উমাইয়্যা শাসনের পতন হয়।

অনেকটা স্থূল পর্যালোচনার ভিত্তিতে একথাও বলা হয় যে, অমুসলিমদের প্রতি 'উমারের উদার ও ন্যায়ানুগ কর্ম-পদ্ধতি গ্রহণের ফলে জিযিয়া ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে হাজার হাজার অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করে। এতে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। ঠিক তেমনিভাবে প্রতিষ্ঠিত সচ্ছল ব্যক্তিদের সম্পদ কেড়ে নিয়ে বায়তুল মালে অথবা

প্রকৃত মালিককে ফেরত দেওয়ায় আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়ে। ফলে 'উমারের মৃত্যুর মাত্র তিরিশ বছর পর উমাইয়্যা শাসনের পতন হয়।

এভাবে তাঁকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়। কিন্তু আমরা তাঁর কর্ম পদ্ধতি আলোচনা করে দেখিয়েছি তাঁর বিরুদ্ধে এ অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তাঁর স্বল্পকালীন শাসনকালে জনগণের মধ্যে যে শান্তি, নিরাপত্তা ও সচ্ছলতা বিরাজমান ছিল তার ভিত্তি ছিল তাঁর উদার ও ন্যায়ানুগ শাসন ব্যবস্থা। আমরা মনে করি 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) শূরা ও ইনসাফভিত্তিক যে রাষ্ট্র পরিচালন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন, তার থেকে পরবর্তী খলীফাগণ দূরে সরে যাওয়ার কারণে উমাইয়্যা খিলাফতের পতন ঘটে।

উমাইয়্যাদের অবদান

হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) ছিলেন উমাইয়্যা খান্দানের সদস্য। এ কারণে তাঁর কর্মকাণ্ড ও জীবনচিত্র উপস্থাপন করতে গিয়ে ক্ষেত্র বিশেষে কোন কোন উমাইয়্যা শাসকের কর্মকাণ্ড, শাসন পদ্ধতি ও জীবন যাপন প্রণালীর সমালোচনা করা হয়েছে। কোন কোন স্থানে তাদেরকে হেয় ও তুচ্ছ করা হয়েছে বলে মনে হতে পারে। মূলতঃ হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) যথাযথ মূল্যায়ন করতে গিয়ে এমন হয়েছে। তাঁদেরকে তুচ্ছ ও হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে এমনটি করা হয়নি। আমাদের মনে রাখতে হবে, উমাইয়্যা খিলাফতের যিনি প্রতিষ্ঠাতা, তিনি হযরত রাসূলে কারীমের (সা) একজন মহান সাহাবী। আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন ও তাঁর রাসূল (সা) সাহাবায়ে কিরামের যে মর্যাদা নির্ধারণ করেছেন, আমরা তাঁদের সে মর্যাদা দানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। নানা কারণে মুসলিম উম্মাহর নিকট মারওয়ান ইবন আল-হাকাম বিতর্কিত। কিন্তু তিনি মুসলিম উম্মাহকে আবদুল মালিক ও 'আবদুল আযীযের মত যে দু'জন সুশিক্ষিত সন্তান উপহার দেন তা আমরা ভুলবো কেমন করে? এই মারওয়ানেরই পৌত্র মুসলিম উম্মাহর নয়নমণি ও কলিজার টুকরা 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ)।

উমাইয়্যা শাসনামলের একজন আঞ্চলিক গভর্ণর হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ। ইতিহাস তাঁকে একজন রক্তপিপাসু খুনী ও জুলুম-অত্যাচারের প্রতীক হিসেবে চিত্রিত করেছে। কিন্তু অনারবদের জন্য কুরআন পাঠ সহজ করার উদ্দেশ্যে নুকতা, হারাকাত, ওয়াক্ফ-সুকূন ইত্যাদি চিহ্নের যে ব্যবস্থা তিনি করে গেছেন তা কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষয় হয়ে থাকবে। পারস্য, ভারতবর্ষসহ মধ্য এশিয়ার বিশাল অঞ্চলে ইসলামের যে বিস্তৃতি তা তো তাঁরই অবদান।

সুতরাং মুসলিম উম্মাহর জন্য তাদের যে বিশাল অবদান তা খাটো করে দেখার কোন সুযোগ নেই। এখানে অতি সংক্ষেপে তাদের কর্মকাণ্ডের একটি বিবরণ তুলে ধরা হলো।

১. আরবীয় স্বভাব ও স্বাতন্ত্র অক্ষুণ্ন রাখা : এ তাদের একটি বড় কৃতিত্ব যে, খিলাফত পরিচালনায় সর্বক্ষেত্রে তারা আরবীয় প্রভাব ও বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রাখে। আরবদের সরলতা ও ঐতিহ্য তারা সংরক্ষণ করে। এ কারণে রাষ্ট্র পরিচালনায় তাঁদেরকে কোন রকম ধোঁকা

ও প্রতারণামূলক ডিপ্লোমেসি ও ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিতে দেখা যায় না। তাদের ভিত্তি ছিল শক্তি, সাহস ও বীরত্ব। অনারবদের জীবনের কোন কৃত্রিমতা ব্যক্তি, সমাজ, আচার-অনুষ্ঠান কোথাও কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। এর বিপরীতে পরবর্তী আব্বাসীয় খিলাফত ছিল অনারবদের দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আব্বাসীয় খলীফাগণের সকলেই ছিলেন আরব বংশোদ্ভূত। তবে খিলাফত যারা চালাতো সেইসব উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের প্রায় সকলে ছিল অনারব। এর পরিণতি এই দাঁড়ায় যে, খিলাফত নিজস্ব শক্তি হারিয়ে ফেলে এবং ধোঁকা ও প্রতারণার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। 'আদাবুল সুলতানিয়্যা' গ্রন্থে আব্বাসীয় খিলাফতের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে :[৬৩৩]

واعلم ان الدولة العباسية كانت دولة ذات خدع ودهاء وغدر وكان قسم التحيل والمخادعة فيها أوفر من قسم القوة والشدة خصوصا فى أواخرها فان المتأخرين منهم ابطلوا القوة والشدة والنجدة وركنوا إلى الحيل والخدع.

'আব্বাসীয় খিলাফত ছিল ধোঁকা, প্রতারণা ও চাতুরীপূর্ণ রাষ্ট্র ব্যবস্থা। তাতে শক্তি ও ক্ষমতার চেয়ে প্রতারণার প্রাধান্য ছিল। বিশেষতঃ এ যুগের শেষের দিকের খলীফাগণ বীরত্ব ও সাহসিকতা একেবারেই খুইয়ে বসে এবং ধোঁকা ও প্রতারণার দিকে ঝুঁকে পড়ে।'

২. দেশ জয়

উমাইয়্যা যুগে এত বেশী দেশ ও অঞ্চল বিজিত হয় যে, গোটা ইসলামের ইতিহাসে তার কোন নজীর খুঁজে পাওয়া যাবে না। খিলাফতে রাশেদার সময়ে খিলাফতের সীমা-সরহদ অনেক বৃদ্ধি পায়, তবে তা আরব, শাম, মিসর ও ইরান অতিক্রম করেনি। তবে উমাইয়্যা যুগে এর বিস্ময়কর বিস্তৃতি ঘটে। ত্রিপলি, তিউনিসিয়া, মরক্কো, স্পেন, কনস্টান্টিনোপল, ইরাক, খুরাসান, তাবারিস্তান, জুরজান, সিজিস্তান, আফগানিস্তান, ভারতবর্ষ, চীন ইত্যাদি দেশ ইসলামী খিলাফতের অংশে পরিণত হয়। মোটকথা পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণের বিশাল ভূখণ্ডে ইসলামী পতাকা উড্ডীন হয়।

এ ক্ষেত্রে উমাইয়্যা খলীফা আল-ওয়ালীদের শাসনকালকে গৌরবজনক অধ্যায় বলে গণ্য করা হয়। আল্লামা সুয়ূতী (রহ) বলেন :[৬৩৪]

ولكنه أقام الجهاد فى أيامه وفتحت فى خلافته فتوحات عظيمة.

'তবে তিনি স্বীয় শাসনকালে জিহাদ অব্যাহত রাখেন এবং তাঁর খিলাফতকালে অনেক বড় বড় বিজয় অর্জিত হয়।'

---

৬৩৩. আদাবুস সুলতানিয়্যা-৩২
৬৩৪. তারীখ আল-খুলাফা'-২২৪

এই সামরিক শক্তি যাবতীয় সাজ-সরঞ্জামসহ খলীফা হিশাম ইবন 'আবদিল মালিক পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। মাস'উদী বলেছেন :[৬৩৫]

واستجاد الكسى والفرش وعدد الحرب وآلاتها واصطنع الرجال وقوى التغور.

'তিনি উৎকৃষ্ট কাপড়, উৎকৃষ্ট কার্পেট ও উন্নতমানের সমরাস্ত্র তৈরি করেন। সৈন্য বাহিনীর জন্য সৈন্য তৈরি করেন এবং সীমান্ত সুসংহত করেন।'

নিয়মতান্ত্রিকভাবে নৌ অভিযানের সূচনা হয় এই উমাইয়্যা যুগে এবং তা ব্যাপকতা লাভ করে। এ সময় যুদ্ধ জাহাজ নির্মাণের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩. রাষ্ট্র পরিচালন ব্যবস্থা

শুধুমাত্র দেশ জয় কোন গৌরবের বিষয় নয়। বরং দেশ জয়ের সাথে সাথে এটাও দেখা উচিত, বিজিত অঞ্চলে কি কি ব্যবস্থাপনা চালু করা হয়েছিল, জনগণের সামগ্রিক কল্যাণ, কৃষির উন্নতি, শান্তি ও নিরাপত্তা বিষয়ে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে এবং বিজিত দেশের অধিবাসীদের উপর বিজয়ীদের কি প্রভাব পড়েছিল? এই দিক দিয়ে বানূ উমাইয়্যাদের শাসনকাল ছিল একটি সুসভ্য ও সুউন্নত শাসনকাল।

৪. ভূমি জরিফ

ভূমি জরিফের কাজটি সর্বপ্রথম করান হযরত 'উমার ইবন আল-খাত্তাব (রা)। এরপর আর কোন খলীফা এ বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দেননি। ইয়াযীদ ইবন 'আবদিল মালিক বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি দেন। তিনি ভূমি জরিফ করান এবং 'উমার ইবন হুবাইরাকে ইরাকের ভূমি বন্দোবস্ত দানের নির্দেশ দেন।[৬৩৬] 'আল্লামা ইয়া'কূবীর বর্ণনা মতে যদিও এতে কর-খাজনার ক্ষেত্রে জনগণের বিশেষ কোন সুবিধা হয়নি, তবে এ দ্বারা রাষ্ট্রের ভূমি ব্যবস্থাপনার নিয়ম-শৃঙ্খলা সম্পর্কে একটা ধারণা লাভ করা যায়।

৫. সেচের জন্য কূপ-খাল খনন

হযরত মু'আবিয়া (রা) সেচ ব্যবস্থার প্রতি ভীষণ গুরুত্ব দেন। তাঁর সময়ে এর দারুণ উন্নতি হয়।

খুলাসাতুল ওয়াফা গ্রন্থে এসেছে :[৬৩৭]

كان بالمدينة الشريفة وما حولها عيون كثيرة وكان لمعاوية اهتمام بهذا الباب.

'মদীনা শরীফ ও তার আশে-পাশে বহু খাল প্রবহমান ছিল। এ বিষয়ে হযরত মু'আবিয়া (রা) বিশেষ গুরুত্ব দেন। তিনি যে সকল খাল খনন করেন তার মধ্যে অনেকগুলোর নাম ওয়াফা আল-ওয়াফা' এবং 'খুলাসাতুল ওয়াফা' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। যেমন : নাহ্রু কাজামা, নাহ্রু আযরাক, নাহ্রু শুহাদা' ইত্যাদি।

---

৬৩৫. মুরূজ আয-যাহাব (নাফহুত তীব-এর পার্শ্বটীকা)-৩/২১

৬৩৬. তারীখ আল-ইয়া'কূবী-২/৩৭৬

৬৩৭. খুলাসাতুল ওয়াফা-২৩৭

৬. পানীয় জলের জন্য খাল খনন

উমাইয়্যা খলীফাগণ সেচ কাজের জন্য খাল খনন ছাড়াও জনসাধারণের পানীয় জলের অভাব দূর করার জন্য বহু কূপ ও খাল খনন করে পানি প্রবাহিত করেন। এতে জনগণের সুমিষ্ট পানি প্রাপ্তির সুবিধা হয়। খলীফা সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিক মক্কায় একটি খাল খনন করেন এবং পাইপের সাহায্যে সেখান থেকে মিষ্টি পানি মসজিদুল হারাম পর্যন্ত নিয়ে যান। সেখান থেকে একটি ফোয়ারার মাধ্যমে হাজারে আসওয়াদ ও যমযমের মাঝখানে নির্মিত একটি হাউজে গিয়ে পড়তো।

উপরিউক্ত হাউজটি বানূ উমাইয়্যাদের শাসনকালের শেষ সময় পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। অতঃপর বানূ হাশিম বা আব্বাসীয়দের শাসনকালে দাউদ ইবন 'আলী সেটি ভেঙ্গে ফেলেন। খলীফা হিশামও মক্কার বিভিন্ন রাস্তায় একাধিক হাউজ নির্মাণ ও পুকুর খনন করান। কিন্তু সেগুলো আব্বাসীয় খিলাফতের সূচনাতে দাউদ ইবন 'আলীর হাতে বিধ্বস্ত হয়।[৬৩৮] এর দ্বারা প্রমাণ হয়, আব্বাসীয় খলীফাগণ অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে বানূ উমাইয়্যাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড ও স্মৃতি নিশ্চিহ্ন করে ফেলে। মক্কার পরে পানির সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন ছিল বসরার অধিবাসীদের। উমাইয়্যা খলীফাগণ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তাদের এই প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করেন। একবার বসরার অধিবাসীরা খলীফা ইয়াযীদ কর্তৃক নিয়োগকৃত তথাকার ওয়ালীর নিকট তাদের পানীয় জলের সংকটের কথা জানায়। একথা খলীফা আল-ওয়ালীদকে জানানো হলে তিনি সেখানে একটি খাল খননের নির্দেশ দেন। তিনি লেখেন: এতে যদি ইরাকের কর-খাজনার রাজস্ব আয়ের সব ব্যয় হয়ে যায় তবুও কোন পরোয়া নেই। তিনি সেখানে একটি খাল খনন করেন। সেই নদী বা খাল 'নাহরু 'উমার' নামে পরিচিত। বানূ উমাইয়্যা গভর্ণরদের অনেকে বসরায় আরো অনেক খাল খনন করেন যার নাম এবং বিস্তারিত বিবরণ 'ফুতূহুল বুলদান' গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায়।

৭. রাস্তা-ঘাট সমতলকরণ

আরব একটি পাহাড়-পর্বতময় অসমতল ভূমি। সেকালে রাস্তা-ঘাট ছিল অত্যন্ত দুর্গম। আল-ওয়ালীদ জনকল্যাণমূলক কাজের ধারাবাহিকতায় আরবের রাস্তা-ঘাট সমতল করে জনগণের চলাচলের জন্য সুগম করেন, আর সেই সংগে পথচারীদের পানির প্রয়োজন মেটানোর জন্য মাঝে মাঝে কূপ খনন করান।

আনতাকিয়া ও মাসীসার মধ্যবর্তী রাস্তা হিংস্র জীব-জন্তুর কারণে জনগণের চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। এই আপদ ও উপদ্রব দূর করার জন্য আল-ওয়ালীদ এই পথের আশে-পাশে চার হাজার মহিষ ছেড়ে দেন। এতে হিংস্র জন্তুর উপদ্রব অনেক কমে যায়। এছাড়া বহু বন-জঙ্গল কেটে ফেলে তিনি রাস্তা-ঘাট চলাচলের জন্য নিরাপদ করেন।

---

৬৩৮. তারীখ আল-ইয়া'কূবী-২/৩৫২

৮. হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা

আল-ওয়ালীদ প্রথম মুসলিম শাসক যিনি জনগণের চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। আল-ইয়া'কূবী লিখেছেন :[৬৩৯]

وكان أول من عمل البيمارستان للمرض.

'আল-ওয়ালীদ ইবন 'আবদিল মালিক প্রথম ব্যক্তি যিনি অসুস্থদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন।'

৯. মুসাফিরদের জন্য মেহমানখানা নির্মাণ করেন সর্বপ্রথম হযরত 'উমার ইবন আল-খাত্তাব (রা)। হযরত 'উছমানও (রা) তাঁকে অনুসরণ করেন। উমাইয়্যা খলীফা আল-ওয়ালীদ খুলাফায়ে রাশেদীনের এ সুন্নাত অব্যাহত রাখেন এবং তিনিও একটি মেহমানখানা নির্মাণ করান।[৬৪০]

১০. দুঃস্থ, অভাবী ও পঙ্গুদের জন্য ভাতা প্রবর্তন

ঐতিহাসিকগণ খলীফা আল-ওয়ালীদের জুলুম-অত্যাচার ও কঠোরতার কথা বলেছেন। পাশাপাশি তাঁর দয়া-মমতা ও উদারতার কথা বলতেও কার্পণ্য করেননি। যেমন, তিনি অন্ধ, আঁতুড়, খঞ্জ, কুষ্ঠরোগী, দুঃস্থ ও ইয়াতীমদের জন্য ভাতা চালু করেন। ইয়াতীমদের শিক্ষা-দীক্ষার জন্য শিক্ষক নিয়োগ দেন, প্রত্যেক অন্ধের পথ দেখানোর জন্য একজন লোক দেন, প্রত্যেক খঞ্জের জন্য একজন সেবক দেন।[৬৪১] তাঁর পরে পরবর্তী উমাইয়্যা খলীফা দ্বিতীয় ওয়ালীদ ইবন ইয়াযীদ ইবন 'আবদিল মালিক পূর্ববর্তী আল-ওয়ালীদ ইবন 'আবদিল মালিকের অনুসরণ করেন। 'আল্লামা আবুল ফারাজ বলেন, তিনি খঞ্জ ও অন্ধদের ভাতা ও বস্ত্র দেন।

১১. ভবন নির্মাণ

ইসলামের ইতিহাসে স্থাপত্য শিল্পের উন্নতি বানূ উমাইয়্যাদের যুগে হয়েছে। হযরত মু'আবিয়া (রা) প্রথম ব্যক্তি যিনি জাঁকজমকপূর্ণ ভবন নির্মাণ করেন। আল-ইয়া'কূবী বলেন :[৬৪২]

بنى وشيد البناء.

'তিনি ভবনাদি নির্মাণ করেন ও সৌন্দর্যবর্ধনও করেন।' হযরত মু'আবিয়ার (রা) পরে খলীফা আল-ওয়ালীদ ইবন 'আবদিল মালিক এই স্থাপত্য শিল্পকে এত দূর এগিয়ে নিয়ে যান যে, এই ক্ষেত্রে তাঁর খিলাফতকালকে অন্যদের থেকে অগ্রগামী ও আদর্শ স্থানীয় বলে গণ্য করা হয়। 'আদাবুস সুলতানিয়া' গ্রন্থকার বলেন :[৬৪৩]

---

৬৩৯. প্রাগুক্ত-২/৩৪৮
৬৪০. প্রাগুক্ত-২/৩৩৮
৬৪১. প্রাগুক্ত-২/৩৪৫; তারীখ আল-খুলাফা'-২৪৪
৬৪২. তারীখ আল-ইয়া'কূবী-২/২৭৬
৬৪৩. আদাব আস-সুলতানিয়্যা-১১৪

وكان شديد الكلف بالعمارات والأبنية واتخاذ المصانع والضياع وكان الناس يلتقون في زمانه فيسأل بعضهم بعضا عن الأبنية والعمارات.

'ভবন নির্মাণ, জাহাজ তৈরির কারখানা ও খামার গড়ে তোলার প্রতি তাঁর ভীষণ আগ্রহ ছিল। এমনকি তাঁর সময়ে মানুষ যখন একে অপরের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতো তখন কেবল প্রাসাদ ও ভবনের কথা আলোচনা করতো।'

আল-ওয়ালীদ যে সকল ভবন নির্মাণ করান তার মধ্যে দিমাশকের জামে' মসজিদ, মসজিদে দিমাশ্‌ক, মসজিদে নববী, মসজিদে আকসা ইসলামী সভ্যতার একটি উজ্জ্বল দিক। ভবন নির্মাণ ছাড়াও উমাইয়্যা খলীফাগণ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু নতুন শহরের পত্তন করেন। হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ কূফা ও বসরার মাঝখানে ওয়াসিত শহরের পত্তন করেন। খলীফা সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিক রামলা নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। তাতে বাসভবন, মসজিদ তৈরি করেন এবং কূপ ও পুকুর খনন করেন।

'উকবা ইবন নাফি' আফ্রিকা মহাদেশে কায়রোয়ান শহর তৈরি করেন। এছাড়া আরো অনেক শহর তিনি গড়ে তোলেন।

১২. আওয়ালিয়াত বা উমাইয়্যাদের সম্পূর্ণ নতুন কার্যক্রম

উমাইয়্যাদের উন্নত রাষ্ট্র ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় প্রমাণ এই যে, তারা বিভিন্ন রকমের নতুন ব্যবস্থাপনা চালু করেন। এখানে তার কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো :

(১) ডাক ব্যবস্থার প্রচলন

হযরত মু'আবিয়ার (রা) খিলাফতের পূর্বে কোন ডাক ব্যবস্থার প্রচলন ছিল না। এ কারণে রাষ্ট্রীয় ও সামরিক খবরাখবর দ্রুত আদান-প্রদান সম্ভব হতো না। হযরত মু'আবিয়া (রা) এ সমস্যা দূর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন স্থানে দ্রুত গতির ঘোড়া প্রস্তুত রাখেন। এতে খবর আদান-প্রদান অনেকটা সহজ হয়ে যায়। আরবীতে এই বিভাগের নাম 'বারীদ' (بريد)। অভিধানে 'বারীদ' বলতে বারো মাইলের দূরত্ব বুঝায়। আল্লামা ফাখরী লিখেছেন, সম্ভবতঃ বারো মাইল পরপর ঘোড়া রাখা হয়েছিল এ কারণে এ বিভাগের নাম 'বারীদ' হয়েছে।

(২) দিওয়ানুল খাতাম

হযরত মু'আবিয়ার (রা) খিলাফতকালের পূর্বে খলীফাগণ আদেশ-নিষেধ সম্বলিত যে সকল চিঠিপত্র লিখতেন, তা কোন নিয়ম-নীতির ভিত্তিতে লেখা হতো না। এ কারণে কেউ জালিয়াতি করতে চাইলে সহজেই তা করতে পারতো। হযরত মু'আবিয়ার (রা) সময়ে কিছু দিন এ অবস্থা চালু ছিল। একবার তিনি জনৈক ব্যক্তিকে এক লাখ দিরহাম দেওয়ার জন্য যিয়াদকে একটি চিঠি লেখেন। চিঠিটি খোলা অবস্থায় সেই ব্যক্তির হাতে দিয়ে দেন। লোকটি এক লাখের স্থলে দু'লাখ করে দেয় এবং যিয়াদের নিকট থেকে দু'লাখ হাতিয়ে নেয়। বছর শেষে হযরত মু'আবিয়ার (রা) নিকট হিসাব উপস্থাপন করা

হলে বিষয়টি ধরা পড়ে। মু'আবিয়া (রা) উক্ত লোকটির নিকট থেকে এক লাখ দিরহাম ফিরিয়ে নেন। এ ঘটনার পর তিনি সরকারী চিঠি-পত্র ও ফরমানের ক্ষেত্রে একটি নিয়ম-নীতির প্রতি দৃষ্টি দেন। তিনি 'দিওয়ানুল খাতাম' নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ চালু করেন। এরপর যে সকল চিঠি-পত্র লেখা হতো তার কপি করে নথিভুক্ত ও সীল-মোহর করা হতো। যাতে কোন রকম জালিয়াতির সুযোগ কেউ না পায়। আব্বাসীয় খিলাফতের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত এ বিভাগ চালু ছিল। পরে তা উঠিয়ে দেওয়া হয়।[৬৪৪]

(৩) নিয়মতান্ত্রিকভাবে বিভিন্ন দফতর প্রতিষ্ঠা

ইসলামের ইতিহাসে নিয়মতান্ত্রিকভাবে বিভিন্ন দফতরের প্রতিষ্ঠা হয় সর্বপ্রথম হযরত মু'আবিয়ার (রা) সময়ে। ঐতিহাসিক আল-ইয়া'কূবী যিয়াদের কর্মকাণ্ড আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন :[৬৪৫]

وكان أول من دون الدواوين ووضع النسخ للكتب وأفرد كتاب الرسائل من العرب والموالي المتفصحين وكان زياد يقول ينبغي أن يكون كتاب الخراج من رؤساء الأعاجم العالمين بأمور الخراج... وكان زياد أول من بسط الأرزاق على عماله ألف ألف درهم.

'যিয়াদ প্রথম ব্যক্তি যিনি বিভিন্ন দফতর কায়েম করেন, বিভিন্ন সরকারী কাগজপত্রের কপি করার ব্যবস্থা করেন, সরকারী কাগজপত্র লেখার জন্য আরব ও মাওয়ালীদের মধ্য থেকে বিশুদ্ধ লেখক নিয়োগ করেন। যিয়াদ বলতেন, খারাজ (কর-খাজনা) দফতরের লেখক এমন অনারব নেতাদের মধ্য থেকে হওয়া বাঞ্ছনীয় যারা খারাজ বিষয়ে অভিজ্ঞ। যিয়াদ প্রথম ব্যক্তি যিনি তাঁর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি করেন। তাদের জন্য দশ লক্ষ দিরহাম বরাদ্দ করেন।

(৪) সরকারী দফতরে আরবী ভাষার প্রচলন

বিভিন্ন দফতর প্রতিষ্ঠিত হলেও সেখানে ফার্সী ভাষা চালু ছিল। খলীফা 'আবদুল মালিকের সময়ে তিনি আরবী ভাষা চালুর নির্দেশ দেন। এই প্রথমবারের মত আরবী সরকারী ভাষা হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

'আবদুল মালিক ইরাক ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের দফতরসমূহে এ আরবীকরণের ব্যবস্থা করেন। শামের বিভিন্ন অঞ্চলের দফতরে রোমান ভাষা সরকারী ভাষা হিসেবে চালু ছিল। সেখানে কোন পরিবর্তন করেননি। তবে আল-ওয়ালীদ তাঁর খিলাফতকালে এই বৈষম্য দূর করেন। তিনি খ্রীস্টানদের নির্দেশ দেন, তারা যেন সরকারী অফিসের কাগজপত্র লেখার ক্ষেত্রে রোমান ভাষার পরিবর্তে আরবী ভাষা ব্যবহার করে।

---

৬৪৪. প্রাগুক্ত : ৯৭-৯৮
৬৪৫. তারীখ আল-ইয়া'কূবী-২/২৭৯

(৫) টাকশাল প্রতিষ্ঠা

'আবদুল মালিকের খিলাফতকালের পূর্বে ইসলামী খিলাফতে রোমান মুদ্রা চালু ছিল। তিনি সর্বপ্রথম টাকশাল প্রতিষ্ঠা করে আরবী মুদ্রা চালু করেন।[৬৪৬]

(৬) বস্ত্র শিল্পের উন্নতি

খলীফা সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিক পোশাকের ব্যাপারে অত্যন্ত রুচিশীল মানুষ ছিলেন। সুন্দর, দামী, মোলায়েম, বিভিন্ন রংগের ও নকশা করা কাপড়ের তৈরি পোশাক ছিল তাঁর অতি পছন্দের। নিজের বংশের লোক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরও তিনি এ রকম কাপড় ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করতেন। এর ফলে তাঁর পছন্দের কাপড় ভীষণ জনপ্রিয়তা লাভ করে। আর এ কারণে বস্ত্র শিল্পের দারুণ উন্নতি ঘটে। মাস'উদী বলেন : তাঁর সময়ে ইয়ামন, কূফা ও ইসকান্দারিয়ায় রঙ্গিন ও উৎকৃষ্ট কাপড় তৈরি হতো। মানুষ সেই কাপড়ের জুব্বা, চাদর, পায়জামা, পাগড়ী ও টুপি পরতো।'[৬৪৭]

(৭) জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি ও প্রসারে অবদান

জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন কোন শাখা ও শাস্ত্র নেই যার উন্নতি, প্রসার, বিন্যাস, লিপিবদ্ধকরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে উমাইয়্যা খলীফাদের অবদান লক্ষ্য করা যায় না।

কুরআন মাজীদ

কুরআন মাজীদ হলো সকল ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস। এ মহাগ্রন্থের বিন্যাস ও লিপিবদ্ধকরণের কাজ খিলাফতে রাশেদার আমলে সম্পন্ন হয়েছিল। তবে তখন তাতে নুকতা ও ই'রাব লাগানো হয়নি। এতে কুরআন পাঠ আরবদের জন্য বিশেষ কষ্টকর না হলেও অনারব মুসলমানদের জন্য ছিল দারুণ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। ইরাকে কুরআনের ভুল পাঠ চালু হওয়া লক্ষ্য করে হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ সাথে সাথে তা প্রতিবিধানে তৎপর হন এবং একই আকৃতির বর্ণে নুকতা লাগান। এর পরেও ভুল হতে থাকলে পরবর্তীতে অন্যরা ই'রাব প্রয়োগ করেন।

তাফসীর

এ যুগেই তাফসীর লিপিবদ্ধ হয় এবং বড় বড় মুফাস্সিরের জন্ম হয়। তাফসীরের প্রথম লিখিত গ্রন্থটি হযরত সা'ঈদ ইবন জুবায়র (রহ)-এর এবং তিনি এ কাজটি করেন খলীফা 'আবদুল মালিকের অনুরোধে।

হাদীছ

হাদীছ লেখা ও গ্রন্থাবদ্ধ করার যে অনন্য গৌরব তাও বানূ উমাইয়্যাদের। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) জীবনীতে তার কিছু আলোচনা এসেছে।

---

৬৪৬. তারীখ আল-খুলাফা'-২১৮

৬৪৭. মুরূজ আয-যাহাব (নাফহুত তীব)-২/৬১১

আরবী ব্যাকরণ

আরবী ব্যাকরণ লেখার প্রাথমিক কাজও এ যুগে হয়। আবুল আসওয়াদ আদ-দুওয়ালী যিয়াদ ইবন আবীহ্'র নিকট ইল্ম নাহু'র মূল নীতিগুলো লেখার অনুমতি চান। যিয়াদ প্রথমে অনুমতি না দিলেও কিছু দিন পরে দেন।

ইতিহাস

ইতিহাস লেখা ও বিন্যস্ত করার কাজটির শুরু এবং আরবদের প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ রচিত হয় এ যুগে। একদিকে সীরাত ও মাগাযী (রাসূলুল্লাহর সা.) ও সাহাবীদের জীবনী ও যুদ্ধ-বিগ্রহ) শাস্ত্রের বড় বড় 'আলিম, যেমন ওয়াহাব ইবন মুনাব্বিহ্, মুহাম্মাদ ইবন মুসলিম আয-যুহ্রী, মূসা ইবন 'উকবা, 'আওয়ানা প্রমুখ এই শাস্ত্রের বিষয়বস্তু সংগ্রহ, বিন্যাস ও লেখার কাজে ব্যস্ত ছিলেন, অন্যদিকে বানূ উমাইয়্যা খলীফাদেরও ইতিহাসের প্রতি বিশেষ আগ্রহ ও আকর্ষণ ছিল। আল্লামা মাস'উদী তাঁর 'মুরূজ আয-যাহাব' গ্রন্থে হযরত মু'আবিয়ার (রা) প্রতিদিনের কর্মকাণ্ড বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, তিনি সর্বদা 'ঈশার নামাযের পর প্রথমে মন্ত্রীদের সাথে আলোচনা, পরামর্শ করতেন। তারপর প্রাচীন ইতিহাসের ঘটনাবলী শুনতেন। রাতের এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পর শুয়ে পড়তেন। আবার উঠতেন এবং একই কাজ আরম্ভ হয়ে যেত। একাধিক ব্যক্তি ইতিহাসের পুস্তক হাতে করে নিয়ে তাঁকে শোনাতো।[৬৪৮] যখন এতেও তুষ্ট হলেন না তখন ইয়ামনের সান'আর 'উবাইদ ইবন শারিয়্যা নামক এই শাস্ত্রের একজন বিশেষজ্ঞকে ডেকে আনেন এবং তাঁর মুখে ইতিহাসের বহু কাহিনী ও ঘটনা শোনেন। তিনি তা একটি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করান যা 'উবাইদ ইবন শারিয়্যার প্রতি আরোপ করা হয়।[৬৪৯]

খলীফা হিশামের আগ্রহ ও আনুকূল্যে আরবী সাহিত্য ভাণ্ডারে আরো অনেক রচনার সমাবেশ ঘটে। তাঁর জন্যই জাবালা ফার্সী ভাষার কিছু ইতিহাস গ্রন্থ আরবীতে অনুবাদ করেন। হিশাম নিজে "তারীখু মুলূক আল-ফুরস" আরবীতে অনুবাদ করান।

এ গ্রন্থে বিধৃত হয়েছে পারস্য সাম্রাজ্যের আইন-কানুন ও শাহান শাহে ইরানের জীবন চিত্র।

গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাষান্তর

গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আরবীতে অনুবাদ করার সূচনাও হয় উমাইয়্যা যুগে। ইবন আছাল হযরত মু'আবিয়ার (রা) জন্য গ্রীক ভাষায় রচিত বেশ কয়েকটি চিকিৎসা বিজ্ঞানের গ্রন্থ আরবীতে অনুবাদ করেন। ইসলামের ইতিহাসে এটাই ছিল কোন অনারব ভাষার গ্রন্থের আরবী অনুবাদ।

মারওয়ান ইবন হাকামের সময়ে মাসির জুওয়া চিকিৎসা বিজ্ঞানের একখানা গ্রন্থ আরবীতে অনুবাদ করেন। অনুবাদটি হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ)

---

৬৪৮. প্রাগুক্ত-২/৪২৭
৬৪৯. ইবন নাদীম, কিতাবুল ফিহ্রিসৃত-১৩২

সরকারী গ্রন্থাগারে পান এবং সেটির একাধিক কপি করে খিলাফতের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠান।

বানূ উমাইয়্যা খান্দানে খালিদ ইবন ইয়াযীদ ইবন মু'আবিয়া ছিলেন এমন এক ব্যক্তি যাঁকে 'হাকীমু আলে মারওয়ান' (মারওয়ান বংশের মহাজ্ঞানী) উপাধিতে ভূষিত করা হয়। প্রথমে তিনি ছিলেন খিলাফতের অন্যতম দাবীদার। কিন্তু তাতে যখন সফলকাম হলেন না তখন রসায়ন শাস্ত্র নিয়ে গবেষণার দিকে ঝুঁকে পড়েন। তিনি মিরইয়ান্‌স নামক একজন রোমান রাহিবের নিকট থেকে এ জ্ঞান অর্জন করেন। এর পাশাপাশি যে সকল গ্রীক দার্শনিক মিসরে বসবাস করতেন এবং আরবী ভাষায় দক্ষ ছিলেন তাঁদের একটি দলকে দিমাশ্‌কে ডেকে আনেন। তাঁদের দ্বারা তিনি গ্রীক ও কিবতী ভাষায় রচিত অনেকগুলো রসায়ন শাস্ত্রের গ্রন্থ আরবীতে অনুবাদ করান। ইবন খাল্লিকানের বর্ণনা মতে খালিদ নিজেও চিকিৎসা ও রসায়ন বিষয়ে অনেকগুলো গবেষণামূলক নিবন্ধ রচনা করেন।[৬৫০] হিশাম ইবন 'আবদিল মালিকের সময় পারস্যের ইতিহাস ছাড়াও কিছু গ্রীক গ্রন্থেরও আরবী অনুবাদ হয়। আলেকজাণ্ডারের জন্য লেখা দার্শনিক এ্যারিস্টটলের পুস্তিকাগুলোও এ সময় সালিম আরবীতে অনুবাদ করেন।

স্পেনের উমাইয়্যা শাসকরাও এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। তাঁদের সময়ে স্পেনবাসী গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিকে দৃষ্টি দেয়। তাঁদের সময়ে সেখানে চিন্তা-দর্শনের বড় বড় মনীষীর জন্ম হয়।

স্পেনের এই নতুন জ্ঞান চর্চা শুরু হয় হিজরী তৃতীয় শতকের মাঝামাঝি এবং চতুর্থ শতকের মাঝামাঝিতে তা উন্নতির চূড়ান্তে পৌঁছে।

এরপর আমীর আল-হাকাম আল-মুসতানসির বিল্লাহ ইবন 'আবদির রহমান আন-নাসির লি দীনিল্লাহ বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানচর্চার দিকে সীমাহীন মনোযোগ দেন। তিনি মিসর ও বাগদাদ থেকে এ বিষয়ের অসংখ্য গ্রন্থ স্পেনে নিয়ে যান। 'আল্লামা ইবন সা'য়িদ আল-আন্দালুসী লিখেছেন :[৬৫১]

واستجلب من بغداد أوْ مصر وغيرهما من ديار المشرق عيون التأليف الجليلة والمصنفات الغريبة فى العلوم القديمة والحديثة وجمع منها فى بقية أيام أبيه ثم فى مدة ملكه من بعده ماكاديضاهي ماجمعته ملوك بنى العباس فى الأزمان الطويلة وتهيأله ذلك لفرط محبتة للعلم وبعد همتـه فـى اكتساب الفضائل وسمو نفسه إلى التشبه باهل الحكمة من الملوك فكثر تحرك الناس فى زمانه إلى قراءة كتب الأوائل وتعلم مذاهبهم.

---

৬৫০. প্রাগুক্ত-৩৩৮, ৩৯৭; ইবন খাল্লিকান, ওয়াফয়াত আল-আ'লাম-১/১৬৮
৬৫১. ইবন সা'য়িদ আল-আন্দালুসী, তাবাকাত আল-উমাম-৬৬

'তিনি বাগদাদ, মিসর ছাড়াও প্রাচ্যের বিভিন্ন শহর থেকে পুরাতন ও নতুন জ্ঞানের বহু অনুপম গ্রন্থ সংগ্রহ করে স্পেনে নিয়ে যান। তিনি তাঁর পিতার অবশিষ্ট জীবনে এবং নিজের শাসনকালে এভাবে সংগ্রহ কাজ চালান। আব্বাসীয়রা বাগদাদে দীর্ঘ সময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যত গ্রন্থ সংগ্রহ করেছে তাঁর এই সংগ্রহ তাঁদের সমকক্ষতা লাভ করেছে। জ্ঞানের প্রতি তাঁর সীমাহীন প্রীতি ও ভালোবাসা এবং মহত্ত্ব ও মর্যাদা লাভের অভিলাষ তাঁর এই কর্ম তৎপরতার পিছনে কাজ করে। তিনি সেই সব রাজা-বাদশাদের মত হতে চান যাঁরা রাজা-বাদশা হওয়ার পাশাপাশি হাকীম বা মহাজ্ঞানীও ছিলেন। এর ফলে তাঁর যুগের লোকেরা পূর্ববর্তী লোকদের গ্রন্থাবলী পাঠের প্রতি ভীষণ মনোযোগী হয় এবং তাঁদের মত-পথ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার দিকে আকৃষ্ট হয়।'

শাসন ও রাজনীতি

বানূ উমাইয়্যা খলীফাদের জুলুম-অত্যাচার ও দমন-পীড়ন সম্পর্কে যত ঘটনা সাধারণভাবে প্রসিদ্ধ আছে, তা পাঠ করে এ ধারণা সৃষ্টি হতে পারে যে, তাঁরা সাধারণ মানুষের সুখ-সুবিধার প্রতি কোন রকম দৃষ্টি দেননি। তাঁরা কেবল নিজেদের ভোগ-বিলাসী জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু ইতিহাসে এমন ধারণার বিপক্ষেও প্রমাণ পাওয়া যায়। হযরত মু'আবিয়া (রা) সম্পর্কে মাস'উদী 'মুরূজ আয-যাহাব' গ্রন্থে লিখেছেন : 'তিনি দৈনিক রাত-দিনে পাঁচ বার দরবারে বসতেন। এর মধ্যে একটি সময় কেবল দুর্বল, অসহায়দের দুঃখ-দুর্দশার কথা শুনতেন। এর নিয়ম ছিল, তাঁর চাকর মসজিদে একটি চেয়ার পেতে দিত, তিনি তাতে বসে যেতেন এবং ফৌজদারী মামলার শুনানী করতেন। দুর্বল, অসহায়, বেদুঈন, শিশু, বৃদ্ধ সব ধরনের মানুষ তাঁর সামনে আসতো। তারা বলতো, আমাদের উপর জুলুম করা হয়েছে। তিনি বলতেন, তাদেরকে সাহায্য কর। তারা বলতো, আমাদেরকে কষ্ট দেওয়া হচ্ছে, তিনি বলতেন, বিষয়টি তদন্তের জন্য তাদের সাথে লোক পাঠাও। তারা বলতো, আমাদের সাথে খারাপ আচরণ করা হয়েছে। তিনি বলতেন, তাদের বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখ। এভাবে যখন শুনানী শেষ হতো, আর কেউ না থাকতো তখন তিনি খলীফার আসনে গিয়ে বসতেন। দরবারী লোকেরা যখন নিজ নিজ পদ মর্যাদা অনুযায়ী আরাম করে বসে যেতেন তখন তিনি বলতেন, যে সকল মানুষ আমাদের পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না তাদের অভাব-অভিযোগের কথা আমাদের সামনে উপস্থাপন কর। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলতো, অমুক শহীদ হয়েছে। তিনি বলতেন, তার সন্তানদের জন্য ভাতা চালু কর। দ্বিতীয় জন বলতো, অমুক স্ত্রী-সন্তানদের ফেলে কোথাও নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। তিনি বলতেন, তাদের দেখাশোনা কর, তাদেরকে দাও, তাদের প্রয়োজন পূর্ণ কর এবং তাদের সেবা কর। এরপর খাবার আসতো। সেই অবস্থায় তাঁর পেশকার উপস্থিত হতো, বিভিন্ন কাগজপত্র পাঠ করতো এবং তিনি নির্দেশ ও পরামর্শ দিতে থাকতেন। এভাবে সকল অভিযোগকারীর অভিযোগের সমাধান হয়ে যেতে।'

এরপর মাস'উদী হযরত মু'আবিয়ার (রা) শাসন ও রাজনীতি বিষয়ক অনেকগুলো ঘটনা

বর্ণনা করে শেষে লিখেছেন : 'তাঁর চরিত্র, তাঁর দান-অনুগ্রহ ও তাঁর বদান্যতা মানুষকে এত মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করে যে তারা নিজেদের আত্মীয়-পরিজনদের থেকেও তাঁকে বেশী পছন্দ করতো।'[৬৫২]

হযরত মু'আবিয়ার (রা) পরে 'আবদুল মালিক ও অন্যরা তাঁর চরিত্র, অভ্যাস ও শাসন পদ্ধতি অনুসরণের চেষ্টা করেছেন। মাস'উদীর বর্ণনা অনুযায়ী যদিও তাঁরা হযরত মু'আবিয়ার (রা) মানে পৌঁছতে পারেননি তবে এটা স্বীকৃত সত্য যে :[৬৫৩]

كان عبد الملك بن مروان شديد اليقظة كثير التعاهد لولاته.

'আবদুল মালিক ইবন মারওয়ান ছিলেন অত্যন্ত সজাগ মস্তিষ্কের এবং তাঁর কর্মকর্তাদের প্রতি কঠোর পর্যবেক্ষক।'

যেমন একবার তিনি জানতে পারলেন যে, কোন একজন কর্মকর্তা কারো নিকট থেকে উপহার গ্রহণ করেছে। সাথে সাথে তাকে ডেকে এনে কঠোরভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করেন।

আল-ওয়ালীদ ছিলেন খলীফা 'আবদুল মালিকের পুত্র। 'আবদুল মালিক সবসময় তাঁর সন্তানদেরকে মহত্ব, দয়া, পরোপকার ও উন্নত নৈতিকতা অবলম্বনের জন্য উৎসাহ দিতেন। একবার তিনি তাঁর পুত্রদের সম্বোধন করে বলেন : 'আমার ছেলেরা! তোমাদের খান্দানটি একটি অভিজাত খান্দান। অর্থ-বিত্তের বিনিময়ে এর মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখবে।'[৬৫৪] এমন শিক্ষার কারণেই আল-ওয়ালীদ শামবাসীদের অন্তরে প্রিয়তম খলীফার আসন লাভ করেন। 'আদাব আস-সুলতানিয়্যা' গ্রন্থে এসেছে :[৬৫৫]

كان الوليد من أفضل خلفائهم سيرة عند أهل الشام.

'আল-ওয়ালীদ নৈতিকতার দিক দিয়ে শামের অধিবাসীদের নিকট অন্য সকল উমাইয়্যা খলীফাদের চেয়ে ভালো ছিলেন।' তাঁর এমন প্রিয়পাত্র হওয়ার কারণ এই বলা হয়েছে যে, তিনি দিমাশ্কের জামি' মসজিদ, মদীনার মসজিদে নববী, মসজিদে আকসা পুনঃনির্মাণ করান। কুষ্ঠরোগীদের জন্য ভাতা নির্ধারণ করে ভিক্ষা করার অপমান থেকে তাদেরকে রক্ষা করেন। তিনি প্রত্যেক পঙ্গুর জন্য একজন সেবক এবং প্রত্যেক অন্ধের জন্য একজন পথপ্রদর্শক নিয়োগ করেন। খলীফা সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিকের গৌরব ও গর্বের জন্য শুধু এতটুক বলাই যথেষ্ট হবে যে, হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) রাষ্ট্র পরিচালন ব্যবস্থার ভিত্তি মূলতঃ তাঁর সময়েই স্থাপিত হয়েছিল। মানুষের জবর-দখলকৃত সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যে সকল মানুষকে অন্যায়ভাবে বন্দী করে রাখা হয়েছিল, তাদেরকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। সময়মত নামায কায়েম করা, গান-বাজনা নিষিদ্ধ করা এবং হাজ্জাজের সকল কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করা

---

৬৫২. মুরূজ আয-যাহাব (নাফহুত তীব)-২/৪২২, ৪২৩, ৪৩১
৬৫৩. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-২/১৮৬
৬৫৪. মুরূজ আয-যাহাব-২/২০০, ৫৩৭
৬৫৫. আদাব আস-সুলতানিয়্যা-১২৪

হয়। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, তিনি 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযকে (রহ) স্বীয় পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ দেন এবং তাঁর সকল সৎ পরামর্শ গ্রহণ করতেন।

অভিযোগ খণ্ডন

বানূ উমাইয়্যাদের রাষ্ট্র পরিচালন পদ্ধতি ও শাসন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যত অভিযোগ আছে তার সংক্ষিপ্ত জবাবের জন্য আমরা খলীফা 'আবদুল মালিকের নিম্নের কথাগুলো তুলে ধরাই যথেষ্ট মনে করছি :

'কোথায় সেই সব মানুষ যাদেরকে 'উমার শাসন করতেন, আর কোথায় এই যুগের মানুষ? আমার ধারণা, রাজার আচার-আচরণ প্রজাদের পরিবর্তনের সাথে সাথে পাল্টাতে থাকে। যদি কেউ এ যুগে হযরত 'উমার ইবন আল-খাত্তাবের (রা) রূপ ধারণ করে তাহলে মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে তার বাড়ীতে চড়াও হবে, লুটপাট চালাবে এবং পরস্পর মারামারি-কাটাকাটিতে লিপ্ত হবে। এ কারণে শাসকের সেই রূপ ও রীতি ধারণ করা কর্তব্য যা তার যুগের জন্য উপযুক্ত।[৬৫৬] আর বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।

---

৬৫৬. ইবন সা'দ, তাবাকাত-৫/২৭৩

গ্রন্থপঞ্জী

১. আল-ইয়া'কূবী, তারীখ (বৈরূত : দারু সাদির)
২. আহমাদ মা'মূর আল-'উসায়রী, আ'জামু 'উজামা' আল-মুসলিমীন মিন কুল্লি কারানিন (আদ-দাম্মাম : মাকতাবাতুল মালিক ফাহাদ আল-ওয়াতানিয়্যা, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৯)
৩. আবুল হাসান 'আলী আল-হুসায়নী আন-নাদবী, রিজালুল ফিক্‌র ওয়াদ দা'ওয়াহ্ ফী আল-ইসলাম (বৈরূত : দারু ইবন কাছীর, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৯)
৪. ড. হাসান ইবরাহীম হাসান, তারীখ আল-ইসলাম (বৈরূত : দারুল উন্দুলুস, ৭ম সংস্করণ, ১৯৬৪)
৫. আবূ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবন 'আবদিল হাকাম, সীরাতু 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (মিসর : আল-মাতবা'আতুর রহমানিয়্যা, ১৯২৭)
৬. ইবনুল জাওযী, সীরাতু 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (মিসর : ১৩৩১)
৭. আহমাদ যাকী সাফওয়াত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (মিসর : দারুল মা'আরিফ, ১৯৪৮)
৮. 'আবদুল 'আযীয সায়্যিদুল আহ্‌ল, আল-খালীফাতু আয-যাহিদ (বৈরূত : দারুল 'ইলম লিল মালাঈন, ১৯৫৩)
৯. আস-সুয়ূতী, তারীখ আল-খুলাফা' (মিসর, ১৩৫১)
১০. আল-ইমাম আবূ ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ (মিসর : আল-মাতবা'আতু আস-সালাফিয়্যা, ১৩৪৬)
১১. আল-ফাখরী, আল-আদাব আস-সুলতানিয়্যা ওয়াদ দুওয়াল আল-ইসলামিয়্যা (কায়রো : ১৯২৭)
১২. আবুল ফারাজ আল-ইসফাহানী, কিতাব আল-আগানী (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যা, ১৯৮৬)
১৩. আল-জাহিজ, আল-বায়ান ওয়া আত-তাবয়ীন (বৈরূত : দারুল ফিক্‌র সংস্করণ-৪)
১৪. ইবনুল জাওযী, সিফাতুস সাফওয়া (বৈরূত : দারুল মা'রিফা)
১৫. 'আবদুর রহমান আশ-শারকাবী, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (বৈরূত : দারুল কিতাব আল-'আরাবী)
১৬. আন-নাওবী, তাহ্‌যীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যা)
১৭. ইবন 'আবদিল বার, জামি'উ বায়ান আল-'ইলম ওয়া ফাদলিহি (বৈরূত : দারুল ফিক্‌র)
১৮. আল-হাকিম, আল-মুসতাদরিক (বৈরূত : দারুল কিতাব আল-'আরাবী)
১৯. আবূ নু'আয়ম আল-ইসফাহানী, হিলয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবাকাত আল-আসফিয়া' (বৈরূত : দারুল কিতাব আল-'আরাবী)
২০. ইবন হাজার, তাকরীব আত-তাহ্‌যীব (বৈরূত : দারুল মা'রিফা)
২১. আয-যাহ্‌বী, তারীখ আল-ইসলাম ওয়া তাবাকাত আল-মাশাহীর ওয়াল আ'লাম (কায়রো : মাকতাবাতুল কুদসী, ১৩৬৭)
২২. খায়রুদ্দীন আয-যিরিকলী, আল-আ'লাম (বৈরূত : দারুল 'ইলম লিল মালায়ীন, সংস্করণ-৪, ১৯৭৯)
২৩. খালিদ মুহাম্মাদ খালিদ, খুলাফা' আর-রাসূল (বৈরূত : দারুল জায়ল, ২০০০)
২৪. 'আবদুস সাত্তার আশ-শায়খ, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয খামিসু আল-খুলাফা' আর রাসূল (দিমাশ্‌ক : দারুল কালাম)

২৫. মুহাম্মাদ আল-খাদারী বেক, তারীখ আল-উমাম আল-ইসলামিয়্যা (
মাকতাবা আত-তিজারিয়্যা আল-কুবরা, ১৯৬৯)
২৬. ড. আবদুর রহমান আল-বাশা, সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন (কায়রো : দারুল আদাব আল-ইসলামী)
২৭. ইবন সা'দ, আত-তাবাকাত আল-কুবরা (বৈরূত : দারু সাদির)
২৮. আয-যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ (বৈরূত : দারু ইয়াহইয়া আত-তুরাছ আল-ইসলামী)
২৯. আয-যাহাবী, সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা' (বৈরূত : আল-মুআস-সাসাতুর রিসালা, সংস্করণ-৭, ১৯৯০)
৩০. ইবন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আ'য়ান (মিসর : মাকতাবাতু আন-নাহ্দা আল-মিসরিয়্যা, ১৯৪৮)
৩১. আহমাদ যাকী সাফওয়াত, জামহারাতু খুতাব আল-'আরাব (বৈরূত : আল-মাকতাবা আল-'ইলমিয়্যা)
৩২. ড. 'উমার ফাররুখ, তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবী (বৈরূত : দারুল 'ইলম লিল মালায়ীন, ১৯৮৫)
৩৩. 'আবদুল মুন'ইম আল-হাশিমী, 'আসরুত তাবি'ঈন (বৈরূত : দারু ইবন কাছীর, সংস্করণ-৩, ২০০০)
৩৪. মু'ঈন উদ্দীন আহমাদ নাদবী, তাবি'ঈন (ভারত : মাতবা'আ মা'আরিফ, ১৯৫৬)
৩৫. রশীদ আখতার নাদবী, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (লাহোর : আহসান ব্রাদার্স, ১৯৫৮)
৩৬. ইবন 'আবদি রাব্বিহি আল-আন্দালুসী, আল-'ইকদ আল-ফারীদ (কায়রো : মাতবা'আতু লুজনা আত-তা'লীফ ওয়াত তারজামা, সংস্করণ-৩, ১৯৬৯)
৩৭. 'আবদুস সালাম নাদবী, সীরাতে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (ভারত : মাতবা'আ মা'আরিফ, ১৯৪৬)
৩৮. 'আলী ফা'উর, সীরাতু 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (বৈরূত : দারুল হাদী, সংস্করণ-১, ১৯৯১)
৩৯. আবূ 'আলী আল-কালী, কিতাবুল আমালী (বৈরূত : দারুল আফাক আল-জাদীদা, ১৯৮০)
৪০. আল-মাস'উদী, মুরূজ আয-যাহাব (বৈরূত : দারুল মা'রিফা)
৪১. ইবনুল আছীর, আল-কামিল ফিত-তারীখ (বৈরূত : দারু সাদির, ১৯৮৬)
৪২. ইবন তুগরা বারদী, আন-নুজূম আয-যাহিরা (দারুল কুতুব আল-মিসরিয়্যা, ১৩৪৮)
৪৩. আল-মাকরীযী, নাফহুত তীব (মিসর : ১৩০২)
৪৪. মুহাম্মাদ আল-মুবারাক, নিজাম আল-ইসলাম, আল-হুক্ম ওয়াদ দাওলা (দারুল ফিক্র)
৪৫. ড. ওয়াহ্বা আয-যুহাইলী, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (দিমাশ্ক : দারু কুতায়বা)
৪৬. আল-বালাযুরী, ফুতূহ আল-বুলদান (মিসর : মাতবা'আ আল-মাওসূ'আত, ১৯০১)
৪৭. আল-কিন্দী, উলাতু মিসর (বৈরূত)
৪৮. ইবন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (বৈরূত : মকতাবাহ্ আল-মা'আরিফ; বৈরূত : দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যা, ১৯৮৩)
৪৯. ইয়াকূত আল-হামাবী, মু'জাম আল-বুলদান (বৈরূত : দারু ইহইয়া আত-তুরাছ আল-'আরাবী)
৫০. মুহাম্মাদ ফুআদ 'আবদুল বাকী, আল-মু'জাম আল-মুফাহরাস লি-আলফাজ আল-কুরআন আল-কারীম (ইস্তাম্বুল : আল-মাকতাবা আল-ইসলামিয়্যা, ১৯৮৪)

৫১. আহমাদ যাকী সাফওয়াত, জামহারাতু রাসায়িল আল-'আরাব (বৈরূত : আল-মাকতাবা আল-'ইলমিয়্যা)
৫২. মুহিব্বুদ্দীন আত-তাবারী, আর-রিয়াদ আন-নাদিরা ফী মানাকিব আল-'আশারা (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যা, সংস্করণ-১, ১৯৮৪)
৫৩. সুয়ূতী, হুসনুল মুহাদারা (বৈরূত)
৫৪. সায়্যিদ আবুল আ'লা মওদূদী, খিলাফত ও মুলূকিয়াত (লাহোর)
৫৫. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয রহ. (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৭৬)
৫৬. ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, তাবি'ঈদের জীবনকথা (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০২)
৫৭. ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ১৯৮৯)
৫৮. আল-কুরআনুল কারীম (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ১৯৬৮)
৫৯. আবুল আ'লা মওদূদী, ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন (ঢাকা)
৬০. মুফতী মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান, তারীখে ইসলাম (বাংলা অনু.) (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৫)